

ভারতবর্ষের ইতিহাস

অর্থাৎ

কোম্পানি বাহাদুরের সংস্থাপনার্থি মার্কুইশ হেষ্টিংসের
রাজশাসনের শেষ বৎসরপর্য্যন্ত

ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ ।

ঐযুক্ত জানমার্সামন সাহেবকর্তৃক রীজালা ভাষায় সংগৃহীত ।

প্রথম বালম ।

ঐরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাক্ষিত ।

সন ১৮৩১ সাল ।

নির্ণয় ।

প্রথম অধ্যায় ।

ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের উৎপত্তি । বাণিজ্যে প্রবর্তিত হওনার্থে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নানা উদ্যোগ । কাবৈণ্ডিল সাহেবের জাহাজে যাত্রা । নানা বিষয় প্রযুক্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষের বাণিজ্যে ব্যাপ্ত হন । ইঙ্গলণ্ড হইতে ইঙ্গলণ্ডে ভারতবর্ষে নানা যাত্রা ।

১—৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বাণিকেরা ইঙ্গলণ্ডের মহারাণীর স্থানে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে চার্টার প্রার্থনা করেন । ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন । ভারতবর্ষে বাণিজ্যকরণার্থে ইঙ্গলণ্ড দেশে চান্দা হয় । রাণীকর্তৃক বাণিকেরদিগকে চার্টার প্রদত্ত হয় । জাহাজ প্রস্তুত হয় । ঐ জাহাজ সুমাত্রাতে যায় । ১৬০৩ সাল অর্থাৎ ১৬১৩ পর্য্যন্ত বাণিজ্যের বিবরণ । ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রথমোদ্যোগ ভারতবর্ষের পূর্বদিগস্থ উপদ্বীপে হয় । ১৬১১ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রথমতঃ ভারতবর্ষের মহাদ্বীপে বাণিজ্যার্থে সৌরাস্ট্রে বাণিজ্য করেন । ১৬১২ সালে দিল্লীর বাদশাহ তাঁহারদিগকে বাণিজ্য করণের করমান দেন ।

৭—১১

তৃতীয় অধ্যায় ।

বাণিজ্যবিষয়ক নূতন নিয়ম । দিল্লীর দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক জন উকীল প্রেরিত হন । কেবল পূর্বদিগস্থ দেশে যাত্রা লইয়া ইহঁদের বাণিজ্য হয় । সৌরাস্ট্রে ও বাস্তাম বাণিজ্যের প্রধান বন্দর । পোর্তুগীসেরদের বাণিজ্য । ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাণিজ্য । ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে তাঁহারদের শত্রুতা । ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে তাঁহারদের সন্ধি হয় । ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অর্ম্মনস্থান অধিকার করেন । আশ্বাইনাথে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক হত হন ।

১১—২১

নিষেধ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

কোম্পানি বাহাদুরের নূতন নিয়ম । পোর্তুগীসেরদের সংহিতা
সন্ধি । ১৬৪৫ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রথম মাস্জাজে বসতি ক-
রেন । ১৬৫২ সালে বঙ্গদেশে তাঁহারা প্রথম বসতি করেন ।
অন্যান্য বণিকেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক ।
ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ক উদ্যোগ । ২১—২৪

পঞ্চম অধ্যায় ।

কোম্পানি বাহাদুরের নিয়মের পুনঃ পরিবর্তন । ১৬৯১ সালে
নূতন এক চার্টার তাঁহারদিগকে দেওয়া যায় । কোম্পানি বাহাদুরে
র ব্যাপারের সফল্যারম্ভ হয় । পোর্তুগীসের রাজা বোম্বের রাজ
ধানী ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দেন । বাদশাহ তাঁহা কোম্পানিকে প্র-
দান করেন । মহারাজাঘট্টীয়েরা সৌরাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিয়া
ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক তাড়িত হন । হুগলির ব্যাপার । ১৬৬২
সালের পর কোম্পানি বাহাদুরের কর্মের বৃদ্ধি হয় । ১৬৭৭
সালে তাঁহারা প্রথম চাকর্য করেন । ২৪—৩০

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বোম্বের বিভাগ । মাস্জাজে নূতন নিয়ম । ১৬৮৫ সালে এত
দেশীয় লোকেরদের অযথার্থ ব্যবহার নিবারণার্থ কোম্পানি
বাহাদুর যুক্ত করিতে নিশ্চয় করেন । ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গ দেশীয়
লোকের মধ্যে বিরোধ । ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বাদশাহের সৈন্যকর্তৃক
পরাজিত হন । প্যারিসে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি শত্রুতা ।
নূতন এক কোম্পানি স্থাপিত হন । নূতন কোম্পানির বিষয়ে
প্যারিসে নিয়ম সকল । দুই কোম্পানি হওয়াতে নানা বিভ্রা-
ট হইবে । ৩০—৩২

নির্ঘণ্ট ।

সপ্তম অধ্যায় ।

কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম নিরীক্ষাহেতু নিয়ম । কলিকাতা
মাস্ত্রাজ বোম্বে এই তিন প্রধান বাণিজ্যের স্থান । ১৭০৭ সালে
কলিকাতা মাস্ত্রাজহইতে পৃথক হয় । কলিকাতায় এক আদালত
স্থাপিত হয় । ঐ আদালতের নিয়ম । কোম্পানি বাহাদুরের নৈ
ন্যের অঙ্গতা । কোম্পানির বাণিজ্যের লাভ । কলিকাতার বহু
সাহেব দিল্লীতে উকিল প্রেরণ করেন । হেমিল্টন চিকিৎসক
দ্বারা উকিল কৃতকার্য্য হন । বঙ্গ দেশের নবাব দিল্লীর বাজার
আজ্ঞা অন্যথা করেন । কোম্পানির কর্মকারকেরদের নিজ বাণি
জ্য । ফ্রান্সীয়েরা সৈন্যসমেত মাস্ত্রাজে উপস্থিত হন । ইঙ্গলণ্ডীয়
ও ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ । ফ্রান্সীয়েরা মাস্ত্রাজ নগর অধিকার ক
রেন । ফ্রান্সীয় সেনাপতি লাবর্ডনের বিবরণ । ভারতবর্ষে তাঁহার
কর্ম্য । ফ্রান্সীয় সেনাপতি দুপ্লির বিবরণ । তিনি চন্দন নুগর বর্জিত
করেন । মাস্ত্রাজ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যায় । লাব
র্ডনে ও দুপ্লির মধ্যে বিরোধ । ফ্রান্স দেশে লাবর্ডনের বিষয়ে
অন্যথাচরণ । ইঙ্গলণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে মিত্রতা তাঁহার
দের সন্ধি হয় ।

৩২-৭২

অষ্টম অধ্যায় ।

কোম্পানি বাহাদুর পরাক্রমশালী হন । তঞ্জাবুরের রাজার
উৎপত্তি । ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ডেবিকটার প্রতিকূলে যাত্রা করেন ।
ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ কিল্লা অধিকার করেন । কর্ণাট দেশের বিবরণ
ত্রিচিনাপল্লীর রাজার বিবরণ । কর্ণাট রাজার উপপ্লব । ফ্রান্সীয়ে
রদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ । নিজাম উদ্দৌল্লাহ এক শতচারি
বর্ষ বয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হন । চান্দা সাহেবের বিবরণ ।
ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ । নাজির জঙ্গের বিব
রণ । ভারতবর্ষে স্বীয় রাজ্য স্থাপন হয় । ফ্রান্সীয়েরদের উদ্যোগ
গ । ক্লাইব সাহেবের বৃদ্ধির বিষয় । তাঁহার যুদ্ধসম্মুখি কর্ত্তি ।

নিবন্ধ ।

আড়কাট দেশে ক্লাইব সাহেবের যুদ্ধ। চান্দা সাহেবের মৃত্যু। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ত্রিচিনাপল্লির দুর্গ আক্রমণ করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা দুর্বল ফ্রান্সীয়েরা দুর্বল হন। ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মঞ্চে যুদ্ধ। ত্রিচিনাপল্লির সম্মুখে পুনর্যুদ্ধের বিবরণ। ইউরোপে ফ্রান্সী রাজসনাপতি দ্বিত্বির অপবাদ হয়। তাঁহার পরিবর্তে গডফ্রিউ সাহেব নিযুক্ত হন। ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ নিবৃত্তি। মুহম্মদ আলীর রাজ্যস্থাপন হওনের পূর্বে ঘটনা। বসিনামক ফ্রান্সীয় সৈন্যের কার্য। শত্রুবাহিন্য দেখিয়া বসি আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা পান। ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারি কষ্টের আরম্ভ।

৭২—১১১

নবম অধ্যায়।

জাকর খাঁ বঙ্গদেশের সুবেদার হন। তাঁহার কীর্তি। বঙ্গদেশে তাঁহার রাজকীয় ব্যাপ্তি। সুজা খাঁ বঙ্গদেশের সুবেদার হন। তাঁহার মৃত্যু। তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সুবেদার হন। আলীবর্দি খাঁ সুবেদারকে যুদ্ধে হত করিয়া ১৭৩১ সালে সুবেদার হন। মহারাক্ষীরদের সঙ্গে আলীবর্দি খাঁর নিত্য যুদ্ধ। আলীবর্দি খাঁ অত্যন্ত সাহস ও নৈপুণ্যপূর্বক রাজশাসন করেন। ১৭৬৫ সালে তিনি লোকান্তরগত হন। মেরাজউদ্দৌলা সুবেদার হন। রাজকর্ম চালাওনে তাঁহার অক্ষমতা। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি তাঁহার কোপ। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কাশীম বাজারের কুঠী আক্রমণ করেন। কলিকাতা নগর বেষ্টিত করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কতক জন জাহাজে পলায়ন করেন। কলিকাতা নগর নবাবের হস্তগত হয়। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ১২৩ জনকে তিনি গুলিমাথা অথবা কুঠীতে মেরিত করেন। কলিকাতা নগরের পরাজয়ের সম্বাদ মাদ্রাজে পৌঁছে। অকুরিয়া বোম্বেটির সহিত যুদ্ধ। তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হন। আদমিষ্টল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইবসাহেব সৈন্যে আসিয়া কলিকাতা নগর আক্রমণ করেন। নবাবের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ। নবাবের

সহিত সন্ধি হয়। চন্দন নগর ইঙ্গলগুয়েরা আয়ত্ত করেন। মীর জাফর সেরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করেন। মীর জাফর গোপনে ইঙ্গলগুয়েরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। ইঙ্গলগুয়েরা সৈন্য ন্যে নবাবের প্রতিকূলে যাত্রা করেন। কর্ণেল ক্লাইব সাহেব কটোয়ায় পহুছেন। পলাশীর যুদ্ধ। সেরাজ উদ্দৌলা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ইঙ্গলগুয়েরা মুরশিদাবাদ অধিকার করেন। সেরাজ উদ্দৌলা ধৃত হইয়া খুন হন। ইঙ্গলগুয়েরা মীর জাফরকে সুবেদারী কর্মে নিযুক্ত করেন। ১১১—১১৪

দশম অধ্যায়।

মীর জাফরের প্রথম নবাবী। দুলভ রামের বিবরণ। তিনি মীর জাফরের অত্যাশ্রয়পকার করেন। মীর জাফর সুবেদারী প্রাপ্ত হইবামাত্র হিন্দুরদের বিরুদ্ধ হন। দেশের মধ্যে নানান উৎপত্তি ঘটে। সৈন্য লইয়া নবাব উপদ্রাবকেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ক্লাইব সাহেব মুরশিদাবাদে যাত্রা করেন। ক্লাইব সাহেব দুলভ রাম ও মীর জাফরের সঙ্গে মৈত্রীভাব করান। দেওয়ান নন্দকুমার রায়ের বিবরণ। ফান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষে পহুছে। দক্ষিণ দেশে ফান্সীয়েরা ইঙ্গলগুয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। দক্ষিণ দেশ ইঙ্গলগুয় সৈন্যেরদের যুদ্ধোদ্যোগ। মচিবন্দরে যুদ্ধের বিবরণ। সাহাজাদা রোহেলখাণ্ডে আগমন করেন। তিনি সৈন্য পাটনায় পহুছেন। ইঙ্গলগুয়েরদের সৈন্যের পাটনায় না পহুছিতে সাহাজাদা প্রত্যাগমন করেন। অপ্রত্যাশিত প্রযুক্ত তিনি ক্লাইব সাহেবের স্থানে কিছু টাকা যাচঞা করেন। মীর জাফর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি ক্লাইব সাহেবকে বার্ষিক ৩০০০০০ টাকা উৎপাদক জায়গীর দেন। বঙ্গ দেশে ইঙ্গলগুয়েরদের যুদ্ধোদ্যোগ ও তাহার বৈফল্য। ক্লাইব সাহেব বিলায়েতে গমন করেন। মহারাজার হিন্দুধর্মে আনিয়া পরাজিত হন। উজীর আপনার প্রভু আলম গিরের শিরশ্ছেদন করেন। অভিনব বাদশাহের সহিত পাটনায় ইঙ্গলগুয়েরদের সন্ধি হয়।

নিষেধ ।

তদ্যুদ্যে বাদশাহ পরাজিত হন। মীরগের মৃত্যু। মীর জাকরের
 মৃত্যু। মীর জাকরের পদচ্যুতি হওনের উপক্রম। মীর জাকর
 নবাবী কর্মচার হইলে কাশীম আলী খাঁ তৎপদপ্রাপ্ত হন।
 বর্তমান ও বীরভূমের মধ্যে অস্ত্রধারণ। দিল্লীর বাদশাহের সহি
 ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি হয়। মির কাশীম ও রামনারায়ণের
 পরস্পর বিরোধ। রামনারায়ণের দুরবস্থা। দেশের অন্তরিক
 বাণিজ্যের বিষয়ে নবাবের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরোধ হয়।
 শুদ্ধিষয়ে তাঁহার সঙ্গে বন্দোবস্ত। দেশের আন্তরিক বাণিজ্যের
 বিষয়ে কোম্পানির কর্মচারকেরদের নিয়ম। কাশীম আলী ইঙ্গ
 লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে পুনর্বিরোধ করেন। তিনি যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত
 হন। তাঁহার সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা
 মীর জাকরকে পুনর্বার সুবেদারী কর্ম দিতে স্থির করেন। মীর
 জাকরের সঙ্গে সন্ধি। কাশীম আলীর সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের
 ষড়যন্ত্র। ব্যাপিয়া যুদ্ধ হয়। কাশীম আলী পরাজিত হন।
 রাগাপন্ন হইয়া তিনি রামনারায়ণের শিরশ্ছেদন করেন।
 কাশীম আলী খাঁ মুন্সেরে পলায়ন করেন। পাটনায় গমন ক
 রেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মুন্সের ও পাটনা অধিকার করেন। মীর
 কাশীম তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয় বন্দিরদিগকে বধ করিতে হুকুম দিয়া
 অযোধ্যার নবাব উজীরের নিকটে আশ্রয় লন। তাহাতে
 নবাব উজীরের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হয়। বকসরের
 যুদ্ধ। সুজাউদ্দৌলার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি হয়। বা
 দশাহের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বন্দোবস্ত। ১৭৬৫ সালে
 মীর জাকরের মৃত্যু হয়। নজিব উদ্দৌলা মুরশিদাবাদের নবাবী
 কর্মে নিযুক্ত হন। ঐ কূতন নবাবের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ব
 ন্দোবস্ত। ক্লাইব সাহেব বাদশাহ কর্তৃক লর্ড ক্লাইব আখ্যা
 প্রাপ্ত হন। তিনি বড় সাহেবি কর্মে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায়
 পুনর্বার আইসেন।

১৩৪—১৮৩

একাদশ অধ্যায় ।

নবাব নজিব উদ্দৌলা অতিশীঘ্র কলিকাতায় আগমন করেন।
 তাঁহার সঙ্গে লর্ড ক্লাইবের বন্দোবস্ত। বকসরের যুদ্ধের পর

নির্ঘণ্ট।

নবাব উজীর স্বীয় বিষয়সকল বরেন্নিতে প্রেরণ করেন। কোরার নিকটে উজীরের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হয়। নবাব উজীরের সহিত বন্দোবস্ত। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্টে দিল্লীর বাদশাহের স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বর্ষপূর্ত্তিদেশের তাবৎ ছেওয়ানী কর্ম প্রাপ্ত হন। লর্ড ক্লাইব ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বেতনন্যূন করিতে নিশ্চয় করেন। তাহাতে সৈন্য ও সেনাপতির। অসম্মত হইয়া রাজবিদ্ৰোহিকর্ম করিতে ইচ্ছুক হন। ক্লাইব সাহেবের প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রযুক্ত তাঁহারদের উদ্যোগ বিফল হয়। এই আপদ কালে সিপাহীরা উত্তমরূপ স্বধর্ম্য, প্রতিপালন করে। বাদশাহ মহারাজ্যীয়েরদের সহায়তা যাচঞা করেন। তাহাতে লর্ড ক্লাইব বিরক্ত হন। নবাব নজীব উদ্দৌলা লোকান্তরগত হন। সৈয়ফ উদ্দৌলা বাবের শপদ প্রাপ্ত হন। লর্ড ক্লাইব ইঙ্গলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করেন। বেরেলফ সাহেব ও কাটিয়র সাহেব ক্রমে বড় সাহেবের কর্মে নিযুক্ত হন।

১৮৩-১৯৩

ষাদশ অধ্যায়।

দক্ষিণ দেশের যুদ্ধ। মধুরাওর প্রতিকূলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধ যাত্রা করেন। ত্রিচিনাপল্লীর প্রতিকূলে কান্দীয়েরা যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই স্থানহইতে তাঁহারা প্রত্যাগমন করেন। নবাবের স্থানে মহারাজ্যীয়েরা চৌধুর দাওয়া করেন। কান্দীর সেনাপতি লালী ভারতবর্ষে আগমন করেন। জলও হুল পাথে কান্দীয়েরদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হয়। কান্দীয় সেনাপতি বৃদির বিবরণ। অসমসাহসপূর্ব্বক আওরাঙ্গাবাদে বৃদিগমন করেন। দক্ষিণ দেশীয় সুবাস্তে বৃগী অত্যন্ত প্রবল হন। কান্দীয় সেনাপতি লালী জয়ী হন। তঞ্জাবুরের প্রান্ত লালীর যাত্রা। তঞ্জাবুরের রাজা লালীর সঙ্গে সন্ধি করিতে উদ্যোগ করেন। তঞ্জাবুরের রাজাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সাহায্য করিতে লালী তথাহইতে উচ্চিষ্ট যান। কান্দীয়েরা আড়কাটনগর বেটন করেন। বৃদি লালীর সঙ্গে মিলেন। তাঁহারা উভয়ে আত্মজনাগর বেটন করেন। কিছু তাঁহারদের তাবদ্যোগ নিষ্কল

হয়। ফুল্লোরদের সহিত ইঙ্গলগুয়েরদের জলপথে যুদ্ধ।
কর্ণাট দেশে নানা উৎপাত ও উপপ্লব হয়। বান্দিবাসের যুদ্ধ।
ফুল্লোরেরা কদচেরীতে বদ্ধ হন। ইঙ্গলগুয়েরা ঐ নগর অধি-
কার করেন। কর্ণাট দেশে ইঙ্গলগুয়েরা অত্যন্ত প্রবল হন।

১১৩—১১৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলির সহিত ইঙ্গলগুয়েরদের সন্ধি
পত্র হয়। তঞ্জাবুরের রাজার উপর তাঁহার দাওয়া। মাদ্রাজের
বড় সাহেব লর্ড পিগট ঐ দাওয়া মিটিয়া দেয়। মহম্মদ যুসুফের
সহিত বিরোধ। কাবেরী নদীর বিষয়ে বিরোধ। ঐ বিরোধের কা-
রণ এবং তাহার তাবদ্ব্যস্ত। নবাব অত্যন্ত অনসম্মান করেন।
ইঙ্গলগুয়েরা জরুর দস্তি পূর্বক তাঁহাকে দাওয়া ত্যাগ করান। তা-
হাতে তঞ্জাবুরের রাজা সন্তুষ্ট হন।

১১৯—১২৬

চতুর্দশ অধ্যায় ।

হয়দরাবাদে নিজাম আলির সহিত ইঙ্গলগুয়েরদের যুদ্ধ।
তাঁহারদের সঙ্গে সন্ধি হয়। তিনি উত্তর সরকার ইঙ্গলগুয়ের
দিগকে প্রদান করেন। হয়দর আলির উৎপত্তি। তাঁহার মৃত্যু
শাবলি। তিনি মহীশূরের রাজা নন্দরাজের কর্মে ভুক্তি হন।
তিনি অনেক সৈন্য সংগৃহ করিয়া তাহারদের সেনাপতি হন।
ঐ নন্দরাজের দুর্বলতা। হয়দর আলি স্বীয় মনিবকে অপদস্থ
করিয়া আধিকার করেন। তিনি তাবদ্যোগে কৃতকার্য হন।
ক্রমে তিনি আপনার স্বাধীন রাজ্যের বিস্তার করেন। তিনি অ-
ধিকৃত দেশের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন। ১২৬—১৪৫

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ইঙ্গলগু দেশে ভারতবর্ষগুরুত্ব বিষয়ের বিবেচনা হয়।

নির্ঘণ্টা।

ভারতবর্ষের বিষয়ে কোর্ট আফ ডিরেক্টর্স সাহেবেরা নানা নিয়ম করেন। ভারতবর্ষে মহম্মদ রেজা খাঁ কয়েদ হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষে উদয় হন। তাঁহারা রোহেলার অধ্যক্ষ জাবেতা খাঁর উপর পড়েন। রোহেলারদের উৎপত্তি। রোহেলারদের নানা বিপদ। তাঁহাদের ওলঙ্কণের নবাবের সহিত সন্ধি। মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে নবাব বন্দোবস্ত করেন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে তাড়িয়া উদন্ত করেন না। তাঁহারা দ্বিতীয়বার দিল্লীর উপর আক্রমণ করেন। রোহেলারা আপনারদের দেশ রক্ষার্থ অনেক টাকা দিতে স্বীকার করেন। অযোধ্যার নবাব তাঁহাদের বিষয়ে সর্বতোভাবে শৈথিল্য করিয়া ঐ দেশ রক্ষা করিয়াছি বলিয়া জাবেতা খাঁর স্থানে অনেক দণ্ডিয়া করেন। হেফ্টিং সাহেব উজীরের পৌষিকতা করেন। উজীরের সঙ্গে ঐক্য হইয়া রোহেলারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। উজীর ও তাঁহার সৈন্যের ভীকৃত্য। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সুতরাং রোহেলারদের উপর জয়ী হন। রোহেলারা বাধ্যতা স্বীকার করেন। নবাব উজীরের গবর্নর। রোহেলারদের সহিত বন্দোবস্ত। কৈজুল্লা খাঁ আপনার অধিকার ত্যাগ করেন। ২৪৫—২৬৬

ষোড়শ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের রাজশাসনের বিষয়ে নতুন নিয়ম। অন্যান্য রাজধানীমূলক কলিকাতা রাজধানীর ব্যাপ্যে রাখা যায়। কলিকাতার গবর্নর সাহেব গবর্নর জেনরল নামে অভিহিত হন। হেফ্টিং সাহেব প্রথম গবর্নর জেনরল হন। ১৭৭৪ সালে তিনি গবর্নর জেনরলি পদ প্রাপ্ত হন। কোন্সেলি সাহেবেরদের সহিত তাঁহার বিরোধ। সুজাউদৌলার মৃত্যু। মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ব্যাপার। পুণ্য নগরের প্রধান অষ্ট মন্দির বিবরণ। মহারাষ্ট্রীয়েরদের পরাক্রমের উৎপত্তি। রাজার দৌলতলা। নানা প্রদেশের অধ্যক্ষের স্বাধীন হন। প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ পেসোআ মহাপরাক্রমশালী হন। সেবাজীর বংশ কীর্ত্তন। পেসোআর বংশাবলী। পুণ্য নগরের ব্যাপার। ইঙ্গ

লণ্ডীয়েরা শালগেট ও বাসিন অধিকার করেন। তাঁহারা রাঘব
র পক্ষ হন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের উদ্যোগ। মহারাষ্ট্রীয়ে
দের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে গবরুনরু জেনরল সাহেব সন্তু
ষ্ট নহেন। পুণ্যনগরের মুখমুখিরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করণার্থ গব
বরু জেনরল আপনার এক জন উকীল তথায় প্রেরণ করেন।
সন্ধিপত্রের গতিক। অযোধ্যার ব্যাপার। আমুক উদ্দৌলা সিং
হাসিনোপবিষ্ট হন। বর্জমানের ব্যাপার। মুরশিদাবাদের ব্যাপা
র। মণিবেগমের নামে নালিস হয়। রাজা নন্দকুমার। গঙ্গাগো
বিন্দ সিংহ। নন্দকুমার কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপূর্বক
দোষীকৃত হইয়া কলিকাতায় ফাঁসী পান। ১৬৬—১৮৪

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বঙ্গদেশের বাজস্বের ব্যাপার। তদ্বিষয়ের নানা বন্দোবস্ত
হয়। রাজস্ব আধিকারপে লওয়া গিয়াছে এমত দৃষ্টি হয়। ন
তন বন্দোবস্ত। মহারাষ্ট্রীয়েদের সহিত ত্রীযুতের সন্ধির কথা
পকথন। হেক্টিংস সাহেব স্থলপথে বোম্বে সৈন্য প্রেরণ করেন।
পুণ্যনগরে মহারাষ্ট্রীয়েদের রাজশাসনের বিষয়ে মতান্তর হয়।
মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েদের সহিত যুদ্ধারম্ভ। বঙ্গদেশহইতে
পুণ্যনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের যাত্রা। পশ্চিমধ্যে তাঁহাদের
নানা বিভ্রাট। সন্ধিকরণের চেষ্টা বিফল হয়। মহারাষ্ট্রীয় ও
ইঙ্গলণ্ডীয়েদের সঙ্গে পুনরুদ্ধ আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশের সৈন্যাস
ক কর্ণেল গদার্ড সাহেব মহারাষ্ট্রীয়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তা
হদের রাণার সহিত বন্দোবস্ত। ইঙ্গলণ্ডীয়সৈন্যেরা গড়গয়লিয়র
অধিকার করেন। ঐ স্থান অধিকারকরণের দুঃসাধ্যতার বিব
রণ। ঐ দুঃসাধ্যতা দৃষ্টে ইঙ্গলণ্ডীয়েদের সৈন্যের সাহসের
প্রসংগ হয়। ১৮৪—১৮৬

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

মাদ্রাজের ব্যাপার। কর্ণাটদেশের ব্যাপার। হয়দরআদী

ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাজীয়েরা তাহার
 দেহ দেশের উপর আক্রমণ করেন। তঞ্জাউরের উপর নবাব
 দাওয়া করেন। তঞ্জাউরের রাজার বিষয়ে নবাব ইঙ্গলণ্ডীয়ের
 দেহ নিকটে মালিস করেন। তঞ্জাউরের যুদ্ধের কারণ তঞ্জা
 উরের সহিত যুদ্ধ। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কৃতকার্য হওয়াতে অগ্ৰ
 ত্যা রাজার সন্ধি করিতে হয়। মারবারদের সঙ্গে যুদ্ধ। শুদু
 দ্দের গতিক। তঞ্জাউরের রাজার উপর পুনর্বার অতি অন্যায়
 দাওয়া হয়। ঐ অভাগা রাজার সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ। তাঁ
 হার সঙ্গে যুদ্ধের হেতুর ও যাথার্থ্যাযাথার্থ্যের বিবেচনা। কর্ণা
 টের নবাবের শঠতা ও অন্যায়চরণ। তঞ্জাউরের নবাব অতি
 নমুহন এবং ক্ষীণ নিবৃত্তি হয়। তঞ্জাউরের রাজার সহিত যু
 দ্দের বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডদেশে অনেক বিবেচনা হয়। তঞ্জাউরের বি
 যক্ষে নূতন বন্দোবস্ত হয়। কোর্ট আফ ডেপুটী সর্জন সাহেবেরদের
 হুকুমক্রমে ঐ দেশ রাজাকে ফিরিয়া দেওয়া যায়। পুলবেন
 ফিল্ড সাহেবের দাওয়া। ঐ দাওয়ার বিবেচনা। লর্ড পিগট
 সাহেবের সহিত তাঁহার বিরোধ। কৌন্সেলি সাহেবেরা অতি
 অন্যায়পূর্বক লর্ড পিগট সাহেবকে কয়েদ করেন। লর্ড পি
 কট সাহেবের মৃত্যু। উত্তর সরকারের ব্যাপার। জমিদারের
 দেহ প্রতি মাদ্রাজে আসিতে হুকুম হয়। বিজয়রাম রাজের
 ব্যাপার। তাঁহার ভ্রাতার দুষ্টতা। রাজার সহিত কৌন্সেলি
 সাহেবেরদের অন্যায়চরণ বিষয়। গভূর সরকারের ব্যাপার।
 নিজামের ব্যাপার। কোর্ট আফ ডেপুটী সর্জন সাহেবেরদের
 হুকুমক্রমে সর তামস রম্বোল্ড সাহেব কর্মচ্যুত হন। ইঙ্গল
 দেশে মাদ্রাজের বড় সাহেবপ্রভৃতির অন্যায়চরণ প্রকট হয়।

১১১—৩২২

উনবিংশ অধ্যায়।

ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যুদ্ধ। ফুদচেরী ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্তৃক
 প্রবেশিত হয়। ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের জলপথে যুদ্ধ।

মুন্সেবরী মাহীপ্রভৃতি ভারতবর্ষের ভাবদখিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের
 কর্তৃক অধিকৃত হয়। ইয়দর আলীর সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বি
 রোধের আরম্ভ। গম্বুর সরকার। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে তাহা অধি
 কার করিতে ইয়দর আলী অস্বীকৃত হন। ইয়দর আলীর সহিত
 ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরোধ। যুদ্ধারম্ভ হয়। কুরুপে যুদ্ধ চালাই
 তে ইইবে তদ্বিষয়ক মাস্ত্রাজে কথোপকথন। ইয়দর আলী ক
 র্ণাট দেশের উপর আক্রমণ করিয়া তাবদ্দেশ লুচপাঠ করেন।
 ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিভ্রাট। মাস্ত্রাজের বড় সাহেব কুঞ্জিবরামে
 সৈন্যসকল একত্র ইইতে আজ্ঞা দেন। ইয়দর আলীর আক্রম
 ণেতে তথায় সৈন্য সংগ্রহ হয় না! জেনরল সাহেব কুঞ্জিবরা
 মে যাত্রা করেন। কর্ণল বেলি সাহেব তাঁহার সঙ্গে মিলিবার
 উদ্যোগ করেন। ইয়দর আলী উভয়ের মধ্য স্থানে আপন সৈন্য
 স্থাপন করেন। জেনরল সাহেব বেলি সাহেবের উপকারার্থে
 কর্ণল ফ্লেচুর সাহেবকে সৈন্যে প্রেরণ করেন। ফ্লেচুর সাহেব
 ত্রিপুঙ্করদিগকে ভাগাদিক্স বেলি সাহেবের সঙ্গে মিলেন। ইয়
 দর আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া বেলি সাহেবের উপর পড়েন।
 অসমসাহিস ও অপূর্ণ উদ্যোগ করণান্তর বেলি সাহেব পরাস্ত
 হন। ইয়দরের সৈন্যেরদের নির্দয়তা ব্যবহার। মাস্ত্রাজে বি
 ভ্রাট। হেক্টিংস সাহেব পুনর্বার তাবদ্বিষয় উত্তমরূপ স্থাপনার্থ
 মহোদ্যোগ করেন। ইয়দর আলী আড়কাট নগর অধিকার ক
 রেন। জেনরল কুট সাহেব কলিকাতাহইতে প্রেরিত হইয়া
 মাস্ত্রাজের সৈন্যাদ্যক্রতা গৃহণ করেন। ইয়দরের সঙ্গে তাহার
 যুদ্ধ। বোম্বেইতে সৈন্যাগমন। ইয়দর জয়ী হন। ইয়দর ও
 ইঙ্গলণ্ডীয়েরা উভয়েরই ইচ্ছিতে হয়। লর্ড মকার্টনি মাস্ত্রাজের
 বড় সাহেবের কর্মে নিযুক্ত হন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ।
 লর্ড মকার্টনি তাঁহারদের তাবৎ বসতি স্থান অধিকার করিতে
 নিশ্চয় করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নিগাপটম অধিকার করেন। ক
 র্ণাটের নাবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্ত। ইয়দর বেলুর নগর
 বেষ্টন করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাহা রক্ষা করেন। পাশ্চিম তটে
 ইয়দরের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরা

জয় করেন । টেপুর সঙ্গে সাংঘাতিক যুদ্ধ । ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পরাজিত হন । হয়দর আলী সর আইর কুটকে ভ্রাস্তি জন্মান । ইঙ্গলণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয় যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ । মাদ্রাজের বন্দু সাহেবের কথা হয়ে জান করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের জাহাজপতি জাহাজ লইয়া বোম্বে ফিরিয়া যান । হয়দর আলী অতি বৃদ্ধ হইয়া মরেন । তাঁহার আচারব্যবহার । টেপু সুলতান তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হন । হয়দরের মৃত্যুতে সুগোচর বুলিয়া মাদ্রাজের বড় সাহেব যুদ্ধের মহোদ্যোগ করিতে চেষ্টাশ্রিত হন । জেনরল সাহেবের শৈথিল্য । টেপু ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে যুদ্ধ । ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বেদনূর অধিকার করেন । টেপু তাহা পুনরধিকার করেন । জেনরল কঁআর্ট সাহেবের আলম্যা ১৭৮৩ সালে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি হয় । ফ্রান্সীয় সেনাপতি ও টেপু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে সচেষ্ট হন । কর্ণল ফলটন সাহেবের অপূর্ণ যত্ন । তিনি কৃতকার্য হন । টেপু সুলতান মঙ্গলুর বেটন করেন । তদ্রূপ ইলঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা অতি সাহসপূর্ণ্যক তাহার ক্রা করে । তাহারদের আত্মস্তিক ক্লেশ । ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধজাহাজের এক বহর ঐ মঙ্গলুরের সন্নিহিতে উপস্থিত হয় কিন্তু তাহারদের কিছু উপকার করেন না । ঐ নগর বেটন করাতে টেপুর আত্মস্তিক রুতি । টেপুর সহিত সন্ধিকরণের উদ্যোগ । ১৭৮৪ সালে তাঁহার সঙ্গে সন্ধি হয় । ঐ সালে তাঁহার সঙ্গে সন্ধি একেবারে নির্দার্য্য হয় । তিনি ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যত্ন স্থান লইয়া ছিলেন তাহা উভয়েরই উভয়কে ফিরিয়া দিতে নিশ্চয় হয় ।

ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডীয়েরদের রাজ্যবিবরণ ।

পুথম অধ্যায় ।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য স্থাপনবিষয়ে এবং সমুদ্র পরিভ্রমণবিষয়ে
পুথমোদ্যোগের বিবরণ ।

দুই শত বৎসর গত হইল কতক ইংল্যান্ডীয় বণিকেরা ভারত
বর্ষস্থ অধিপতিরদের স্থানে বাণিজ্যব্যবসায় করণানুমতি পুর্থনা
করিল ।

এতৎকালে ভারতবর্ষে দক্ষিণদিগে সেতুবন্ধরামেশ্বর অবধি উত্তর
দিগে হিমানায় পর্যন্ত শ্রেণীপৰ্য্যন্ত এবং পূর্বদিগে চট্টগ্রামীয় পর্যন্ত
শ্রেণী অর্থাৎ পশ্চিমদিগে সিন্ধুনদীপর্য্যন্ত ইংল্যান্ডীয়েরদের রাজ্য
ব্যাপিত আছে ।

লিখিতব্য গুল্মেতে গুল্মসংগৃহকর্তা ভারতবর্ষস্থেরদের সহিত
ইংল্যান্ডীয়েরদের পুথমসমাগমনের বিবরণ এবং ইংল্যান্ডীয়ের
দের রাজ্য নিদ্ধার্যের পূর্ববৃত্তান্ত ও ভারতবর্ষসমীপবর্ত্তি অন্য২ দে
শস্থেরদের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের পরিচয়বিবরণ ও ভারতবর্ষে
ইংল্যান্ডীয়েরদের রাজ্যের ক্রমবৃদ্ধির বিবরণ শ্রেণীপূর্বক আদ্যবধি
নির্ণয় করণবাঞ্ছা জানাইতেছেন ।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিষয়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের উদ্যোগোৎপত্তির
পূর্বে এ দেশে স্থানে২ পোর্চুগিস্ জাতীয়েরদের অনেক বাণিজ্য
কুঠি ও অধিকার ছিল । সমুদ্রপথে উত্তমাশা অন্তরীপ দ্বারিয়া

বাণিজ্যবিষয়ক ইংল্যান্ডের কার্যক্রম।

বাস্কো দি গামানামক পোর্তুগিস্ জাতীয় এক লোক ১৪৯৭ শালে পুথুম ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন তৎপরে ঐ পোর্তুগিস্ জাতীয়েরা একশত বৎসরপর্যন্ত দুর্বল অথচ অর্ধমর্ত্য জাতীয়েরদের মধ্যে আপনাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপূর্বক অপরূপ করিতে লাগিল। ঐ জাতীয়েরা পূর্বাধিকৃত জাপান দেশ পর্যন্ত সমুদ্রপরিভ্রমণ করিয়া তাহার তত্ত্ব লইয়া স্বভাবতঃ অতিশয় ধনাঢ্য তাবদুপাধীপ দর্শনা নন্তর স্বমনে অনেক অতিদুরাক্রান্ত অধিকার প্ৰাপ্ত হইল এবং স্বয়ংবাণিজ্যের দ্বারা তৎকালীন বহুমূল্য গণ্য দুই ইউরোপীয় দেশপুত্ৰভিত্তে চালান করিল।

ঐ সময়ে ইংল্যান্ডদেশে বাণিজ্যবিষয়ক সাহস এবং ব্যগ্ৰ চিন্ততা উৎপন্ন হইয়া ক্রমে অতিশয় বাড়িতে লাগিল এবং ইংল্যান্ডীয়েরাও ইউরোপদেশে উদয়ীভূতবিদ্যার অধিকারী হইলেন। ঐ সময় ইলিসাবেথ রাজার অতিকৌমল অথচ মুগ্ধ শাসন পুয়ুক্ত রাজ্যের মূলধন ও বাণিজ্য ব্যবসায়বর্দ্ধনের অত্যাপকার হইল।

ঐ কালে ভারতবর্ষে এবং অন্য দেশে পোর্তুগিস্ জাতীয়েরদের বাণিজ্যপুশংসা এবং সমুদ্রভ্রমণকীর্তি বর্দ্ধনেতে ইংল্যান্ডীয়েরদেরও সাহস এবং পুশংসাবর্দ্ধিলাভ হইল। বাড়িতে লাগিল। অধিকৃত সমুদ্রভ্রমণ সাহস ইংল্যান্ডদেশে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং আমেরিকাদেশে গমনবিষয়ে স্পেনীয়েরদের পরে ইংল্যান্ডীয়েরা পুথম গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল।

অপর ১৫৮২ শালে উক্তমাসে অন্তরীপ হইয়া চীনদেশ গমনার্থে ইংল্যান্ডীয়েরা পুথম আয়োজন করিল এবং চারি জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকাতে ব্রাজিলদেশ তটপুতিগমন করিয়া কতকগুলি স্পেন দেশীয় যুদ্ধ জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিল কিন্তু পরে আহারাভাব পুয়ুক্ত তাহারদের ফিরিয়া আসিতে হইল ইহাতে সে আয়োজন ব্যর্থ হইল। অপর ১৫৯৬ শালে সমুদ্রভ্রমণার্থে তিন জাহাজের অন্য এক আয়োজন হইয়াছিল এবং ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ইলিসাবেথ রাজা হইতে চীনের বাদশাহের নিকটে পুরিত পত্র ছিল। কিন্তু ঐ আয়োজনেতে অতিশয় দুর্দশা ঘটিল বিশেষ
[১ অধ্যায়।]

[১৫৮০—১৯ শাল।]

যত্নে এই জাহাজ সমস্ত আমেরিকা দেশস্থিত স্লেণীয় অধিকারের
তটসমীপে বাধুবোগেতে চড়ার পক্ষেতে বড় ও বহুখাদ্য বেশ ও
নীড়াপুয়ুত চারিলোকভিন্ন সকলে মারা পড়িল।

এই ভাবিন্দুতী গাসমাদক আয়োজন হইতেছিল ইতরসরে সমু-
দ্রপরিভ্রমণবিষয়ক অন্য দুই আয়োজন সকল হওয়াতে দেশের
আশা পুনর্জতা হইল। সর ক্যামিস ড্রেক সাহেব যানককানারধি
জাহাজে থাকতে তৎকর্ত্তে অতিনিপুণ হইয়াছিলেন। কালক্রমে
ইংল্যান্ডদেশের রাণীর অনুমত্যানুসারে ১৫৭৭ শালে পাঁচ জাহাজ
লইয়া তিনি কাক্সাত দশানুসন্ধানার্থে ইংল্যান্ড হইতে যাত্রা করিলেন
পরে স্লেণীয়েরদের সহিত যুদ্ধেতে চারি জাহাজ হত হইয়া অব-
শিষ্ট জাহাজ লইয়া তিনি পূর্বে কেবল মাজেম্মা সাহেবকর্ত্তক
গত পাসিফিক মহাসমুদ্রেতে পুবেশ করিলেন। পরে মলক্কানামে
উপদ্বীপের পুতি গমনেচ্ছা করিয়া অনিবার্যরূপে ভারতবর্ষীয় সমু-
দ্রমধ্যবর্ত্তি পূর্বদিকস্থিত উপদ্বীপ ছাড়িয়া তিদোরনামক উপ-
দ্বীপের পুতি গমন করিলেন। ঐ কালে মলক্ক উপদ্বীপ সমস্ত
হইতে পোর্টুগিস্ জাতিকর্ত্তক তাবৎ ইউরোপ দেশেতে চালিত
নবজজায়ফলদ্বারা সে উপদ্বীপগুলিন অতিশয় পুশসিত হইয়া
ছিল। পরে পথেতে অন্ততসমাচার শ্রবণপুয়ুক্ত তিনি ঐ উপদ্বীপে
উত্তীর্ণ না হইয়া তেরগাণনামক উপদ্বীপপুতি গমন করিলেন
এবং ঐ দেশের অধিপতির সহিত পোর্টুগিস্ জাতীয়েরদের যৈ-
শত্রুতা ছিল ইহা অবগত হইলেন। পরে উত্তীর্ণপুয়ুক্ত অন্য
স্থান ছাড়িয়া ইদানীন্তন ভারতবর্ষে হলণ্ডজাতীয় অধিকারে বহু-
খ্যাত যাবানীমক মহা উপদ্বীপেতে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন।
অপর তদুপদ্বীপ হইতে নঙ্গর তুলিলে তাঁহার পুথিমোক্ষণ স্থান
ঐক্যমাশা অন্তরীপ। পরে ১৫৮০ শালে সেপ্তেম্বর মাসের ২৬
তারিখে দুই বৎসর দশমাস কএক দিবস সমুদ্রপরিভ্রমণান্তর
তিনি পুথিমোক্ষণ নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। ইংল্যান্ডদেশীয় এই পুথিম-
পুথিবীগোলক পরিভ্রমণকারি জাহাজ এবং জগৎ সমস্ত জাহা-
জের মধ্যে দ্বিতীয় জাহাজ।

তদনন্তর ডামস কাবেদেন্স নামে বহুপরিষ্কৃত বংশীয় এবং

বৃহদধিকারপাতি এক জন ইংল্যান্ডবাসী সমুদ্রভ্রমণকারী অতিশয় উৎসাহ দর্শাইয়া আপনার অধিকার ইত্যাদি কতক বিক্রয় ও কতক বন্ধক রাখিয়া সমুদ্র পরিভ্রমণের যশ ইচ্ছক হইয়া ১৫৮৬ খালে তিন জাহাজ পুস্তত করিলেন। তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ ৪২০০ মৌনধারী দ্বিতীয় জাহাজ ১৮০০ মৌনধারী এবং তৃতীয় জাহাজ ১২০০ মৌনধারী ছিল। এই সকল জাহাজেতে দুই-বৎসরের খাদ্যসামগ্ৰী এবং পতিমুক্ত ১২৬ মল্ল্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক লোক পূর্বকথিত অতিথ্যাত্মা পাত্র দেকের সহযাত্রিক ছিল।

এ জাহাজ ১৫৮৬ খালে জুলাই মাসের ২১ তারিখে প্লিমুথন গরু হইতে লন্ডর তুলিয়া আমেরিকা দেশে গেল এবং সেস্থান হইতে চীনদেশের নিকটস্থ লাড্রোণ নামে উপদ্বীপ সম্বন্ধিত গভায়না মক উপদ্বীপের সম্মুখে জানুআরি মাসের ৩ তারিখে উপস্থিত হইল। এই উপদ্বীপ হইতে বাণিজ্যপরিবর্তে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন কারি তদেশীয় লোকেতে পরিপূর্ণ ভোজ্য তাহার জাহাজের নিকটে আসিয়া ভিড়িল তাহাতে এই জাহাজ কিনারার লোকেতে এমনত পরিপূর্ণ হইল যে ইংল্যান্ডীয় মল্ল্য স্বস্বাঙ্কিত দ্রব্য পুস্ত হইলে তদেশীয় লোকেরদিগকে তাড়িয়া দেওনাথৈ কতকগুলিন কামানের গোলাক্ষেপ করিল। পরে এই কাবেন্দেন ফিলিপিনমা মক উপদ্বীপ সমূহেতে যাইয়া বাণিজ্যবিষয়ে ক্রিষ্টদশিক কাল ব্যয়জন্যে সেখানকার এক উপদ্বীপেতে নয় দিবস লন্ডর ফেলিয়া সে উপদ্বীপস্থেরদের সহিত অতিশয় বাণিজ্যালাপ করিতে লাগিলেন।

ইউরোপীয় কর্তৃক ফিলিপিন উপদ্বীপ নামে সমুদ্র উপদ্বীপ সমস্ত পূর্বোক্ত মাজা-রাসাহব কর্তৃক পুণ্ড্র দৃষ্ট হইয়াছিল। পরে দ্বিতীয় ফ্রান্সিস নামে রাজা স্পেনদেশীয় সিংহাসনোপবিষ্ট হওয়ার কিছুকাল পরে এই উপদ্বীপ সমূহেতে কতকগুলিন সেনা যেরদিগের বসতি করাইলেন তাহাতে সেই সময়াবধি এক অত্যন্ত চর্য বাণিজ্য আমেরিকাদেশ হু স্পেনীয় অধিকারস্থেরদের সহিত এবং নতুনবসতিকারিরদের সহিত পুণ্ড্র মাজারোগরি আরম্ভ

বাণিজ্যসম্বন্ধে ইংল্যান্ডেরদের পুথ্যমোদ্যোগ।

ইইলা অপর এ ফিলিপিনামক উপদ্বীপসমূহের মধ্যে মেনি
লা নামক পুমান নগরে চীনজাতীয়েরা অতিশয়রূপে আসিয়া
ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যদ্রব্যাদি আনিতে লাগিল তাহাতে অমেরিকা
দেশস্থ স্পেনীয় অধিকারহইতে সম্বৎসরে দুই লক্ষাজ পৌরিত
হইত এ জাহাজ ফিলিপিন উপদ্বীপে অমেরিকাদেশীয় আকরের
রূপা আনিয়া পৃথদেশোৎপন্ন বহুমূল্যক দ্রব্য ইত্যাদি লইয়া ফি
রিয়া যাইত। কিন্তু সে যাহা হউক স্পেনজাতীয়েরদের শাসনে
তদেশীয়েরা অসম্মত ছিল এইহেতুক যখন তাহারা দেখিল যে
নূতন আগন্তুক স্পেনজাতীয় নয় কিন্তু তজ্জাতীয়েরদের শত্রু
তখন তাহারা আত্মরক্ষা যত্নপূর্বক পলায়ন করিল এবং এ
কাবোদেস্ সে উপদ্বীপেতে উদ্ভীর্ণ হইলে তাহার রাজা কহিলেন
যে আপন হৃদয়ে গমনানন্তর কিরিয়া আইলে যদি আমার শত্রু
সঙ্গে যুদ্ধ করেন তবে আমি আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া আপন
কার উপকার করিব।

এই অতিসাহসবান সমুদ্রভ্রামক তমাস্ কাবোদেস্ ভারতবর্ষীয়
সমুদ্রের পুমান হান পর্শি ভ্রমণ করিয়া অত্যশ্চর্য্য জ্ঞানপূর্বক তৎ
সমুদ্রের পুমান বিষয় জ্ঞ হইলেন। অপর লাদোন্স নামক উপদ্বী
পসমূহ ছাড়াইয়া ফিলিপিন উপদ্বীপসমূহের পুতি গমন করিয়া
উপদ্বীপমধ্য দিয়া নিগতি হইলেন তাহাতে এ সমস্ত উপদ্বীপ
তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। পরে মলক্কা উপদ্বীপসমূহের মধ্য
দিয়া গমনপূর্বক মালাক্কানামক সুঁড়ি পাথে অতিশয় ধনাঢ্য তদু
পদ্বীপশৈলী ছাড়াইয়া তিমোর উপদ্বীপের পুতিভাগে উপস্থিত
হইলেন। পরে যাবা উপদ্বীপস্থয়ের মধ্য হইয়া বালিনামক
সুঁড়িপাথে ছাড়াইয়া পুমান উপদ্বীপের দক্ষিণপার্শ্বে লঙ্কর ফেরিয়া
সেই স্থানে তদেশস্থ লোকেরদের সহিত খাদ্যদ্রব্যের নিমিত্ত
অন্য দুব্য পরিবর্তন দিলেন এবং পুনর্বার উপস্থিত হইলে
তদেশীয় লোকেরা যে তাঁহাকে অনিবার্যরূপে গৃহণ করে এমন
সক্তি করিলেন।

অপর উত্তমাশা অন্তরীপের পুতি মুখ করিয়া তিনি সমুদ্র ভ্রমণ
বিষয়ে বহু পুয়োজনক বৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া মার্চ মাসের ১৬ তা
[১ অধ্যায়।]

[১৫৮০—১১ শাল।]

রিক্স প্যাসি ইংকারিয়া চলিলেন এবং পঞ্চমধ্যে গৃহ বন্ধকাদির গমনপথ এবং বায়ু কাল জোয়ার ভাটার খেলা ইত্যাদি অতিশয় মনোযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন এবং দেশবিদেশের তট ক্রিপুকার দর্শনীয় তাহা এবং তৎস্থিতিস্থান ইত্যাদি কাগজে টুকিয়া রাখিলেন এবং স্বদেশে গঁহছিলে আশ্চর্য্যার্থে এবং অনেকের সুবোধার্থে কোন নির্ণয়িতব্য বিষয় অনির্ণীত রাখিলেন না। পরে মে মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখে উত্তমাশা অনুরোপ মূড়ি যা এবং খাদ্যসামগ্গী গৃহণার্থে শান্তহেলেনা উপদ্বীপে কিঞ্চিৎ কাল নঙ্গর করিয়া ১৫৮৮ শালে সেপ্তেম্বর মাসের ২ তারিখে প্লিমৌৎ নগরে উত্তীর্ণ হইলেন।

অপর স্ততপূর্বক ঐ সমুদুপরিভ্রমণ সম্বন্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষীয় বহুমূল্যক বাণিজ্য পুাপণবিষয়ে ইংলণ্ডীয়েরদের আশা অধিক বাড়িতে লাগিল। ঐ সময়ে ইংলণ্ডীয়েরা অতি পেঁচাও অল্পত দুর্গম পথ দিয়া ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্য স্বদেশে আনিত বিশেষতঃ তাহারা ভূমধ্যস্র মহাসমুদ্রের পূর্বতটে যাইত ও শুষ্কভূমি হইয়া ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্য সেই স্থানে গঁহচিত সেই দ্রব্য ইংলণ্ডদেশে আনিবনার্থে লেবান্ত নামে এক বণিকসমাজ তৎকালীন রাজনীতির রীতিনীতির নিযুক্ত হইয়াছিল।

অপর ভারতবর্ষ বাণিজ্যবিষয়ক উদ্যোগ অধিক জন্মানেন্তে ঐ সময়ে অনেক দৈব ঘটিল। এলিসাবেৎ রাণীর রাজত্বসময়ে তাহাকর্তৃক স্পেনদেশীয় তটসমীপে তদ্দেশীয় জাহাজ নাশার্থে সর ফ্রান্সিস দুকের কর্তৃত্বাধীন পুরিত জাহাজদ্বারা ভারতবর্ষ হইতে আগত পোর্টুগিসদেশীয় এক জাহাজ ধরিল।

ঐ জাহাজের বহুমূল্যক বাণিজ্যদ্রব্য এবং তাহাতে পুাপ্ত ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ক সমাচারপুভুতিদ্বারা তৎকালীন বণিকেরা ঐ রীতিক্রমে জাহাজ হরণবিষয়ে অতিশয় ব্যগৃহিত হইতে লাগিল। অপর ১৫৯৩ শালে কথিত জাহাজ অপেক্ষা বহুমূল্যক এক পোর্টুগিসজাতীয় জাহাজ ধরা পড়িল। তাহাতে ৪৮০০০ হাজার মোন বোঝাই ও ৭০০ লোক এবং ৩৬ পিষ্টলের তোপ ছিল সে অতিশয় কষ্টেতে পরাস্ত হইয়া দাটমৌৎ নগরে আ

১। বাণিজ্যবিবরণে ইংল্যান্ডের পুণ্ড্রদেশ।

নীত হইল। ঐ জাহাজের মত বৃহৎ জাহাজ কখনো সে সময় পূর্বে ইংল্যান্ডদেশে দৃষ্ট ছিল না। তাহা লবঙ্গ জায়কল বহুমূল্যক রেশম স্বর্ণ মুক্তা ওষধ পুস্তর মণি এবং বহুমূল্যকাষ্ঠ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল তাহা দেখিয়া ইংল্যান্ডেরা তজপ বহুমূল্যকাষাণি জোর অংশী হইতে অতিশয় লোভাক্রান্ত হইলেন।

এতৎ কালে পূর্বকথিত সমুদ্রসমাজস্থ কতক ব্যক্তি স্থলপথে ভাষ্মতবর্ষের মধ্যে গমন করিলেন। তাহারা আলেপৌহইতে বস্তুরক ও অন্য কতক বস্তু লইয়া বাগদাদে গেলেন এবং সে স্থান হইতে টিগুস নদীদ্বারা পারসির মহাখালতটস্থ অর্মস্ মগরে গাঁহছিলেন এবং সে স্থান হইতে আপনাদের দূর্য সকল লইয়া পোর্ভুগিস জাতীয়েরদের ভারতবর্ষস্থ পুধান কুঠী গোয়াতে গেলেন। অপর সেস্থান হইতে চতুর্দিকস্থ দেশানুসন্ধানার্থে তাহারা ভ্রমণ করিয়া তৎকালীন যবনরাজধানী আগরা দিয়া লাহোর দর্শনপূর্বক বাঙ্গালাতে আইলেন। এবং বাঙ্গালাহইতে পেন্ড ও মালাক্কাদিয়া সমুদ্রপথে ঐ অর্মসে পুনরাগমন করিয়া শেবে আলেপোতে পুনরুপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে জাহাজ লইয়া ইংল্যান্ডে পুত্যাগমন করিলেন তাহাতে এই সকল অশ্রুত দেশের বিষয়ে ও তাহারা বাণিজ্য বিষয়ে যাহা অবগত হইলেন সে সকল আভিশিষ্ট দেশের মধ্যে সর্বত্র প্রকটনিত হইল।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যচালনার্থক ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির উৎপত্তির

বিবরণ।

১৫৯৯ শালে ভারতবর্ষে বৃহৎ জাহাজত্রয় এবং ক্ষুদ্র জাহাজ ত্রয় পেরুগানুমতি প্রাপ্যার্থে কতকগুলিন ইংল্যান্ডীয় বণিকেরা পুখম রাজ্যের নিকট নিবেদন করিল। ঐ নিবেদন পত্রে তাহারা কহিল যে মালাবার এবং করমণ্ডল তটে ও মলাক্কাতে ও বাঙ্গালাতে ও মল্লহানামে উপদ্বীপে পোর্ভুগিস্ জাতীয়েরদের বাণিজ্য কুঠী আছে অতএব সেই স্থানে যাওয়া অকর্তব্য কিন্তু কথিত

বাণিজ্যবিধির ইংল্যান্ডীয়দের সুখসন্ধান।

জানহাজ ভাষ্যকর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়ের বহুলাভজনক অন্যতম অনেক স্থান আছে। এই নিবেদনপত্র পাইয়া রাণী কি উত্তর দিয়াছিলেন ইহা আমরা অবগত নহি।

অপর ইংল্যান্ডীয়েরা এই বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা করিতে ১৬১১ শালে ইংল্যান্ডীয়েরা অতিসাহসপূর্বক ভারতবর্ষেতে বাণিজ্য ব্যবস্থায় করণার্থে উত্তমাণা অনুরূপ পথ হইয়া চারি জাহাজ পুরণ করিলেন তাহা অবগত হইয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের ব্যগুতা এবং উদ্যোগ পুঙ্খলিত হইল। ১৫৯৯ শালে ইংল্যান্ডীয় বণিকে দ্বা সমাজ হইয়া স্বাক্ষরদ্বারা অনুমান ৩০১৩০ টাকা একত্র করিল। এই মূলধনের একশত এক অংশ হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেহ আট অংশ স্বীকার করিল এবং কেহ অধিক। পরে এই বণিকেরা পরস্পর সম্মত হইয়া তিন জাহাজ পুঙ্খত করণার্থে এবং দেশ হইতে রূপা বহির্ভূত করণার্থে এবং অন্যান্য কর্তব্য কারিষয়ক অনুমতিপত্র এলিসাবেৎ রাজার স্থানে প্রার্থনা করণে নিশ্চয় করিল। এবং কার্য নিষ্পত্তার্থে তাহারদের মধ্যে পঞ্চদশ লোক সমুদায়রূপে নিযুক্ত হইল এই বিষয় হইতে বণিকনিয়ামকমতা পুঙ্খম উৎপন্ন হয়। পরে রাণী নিবেদন পত্রে তুরায় লিপ্যতাহইলেন।

এবং সেই বৎসরে রাণী স্থলপথে কনস্টান্টিনোপল নগর দিয়া আপনার এক উকীলকে দিল্লীর বাদশাহের নিকট পুরণ করিলেন কিন্তু তাহার যাত্রা নিষ্ফল হইল।

১৬০০ শালের অন্তে ব্যবসায়িক্তি এই বণিকেরদের উদ্যোগ বর্দ্ধিত হওয়াতে এবং রাজানুমতি পুপণেতে তাহারা ভারতবর্ষে জাহাজ পুরণের চেষ্টা পাইতেছিল। অপর এই শালের অকটোবর মাসের ৮ তারিখে বর্তমান পাঁচ জাহাজ পুঙ্খতীকৃত হইল বিশেষতঃ মালিন্ স্কর্জ নামে ১৮০০ মোন এবং ২০০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং হেক্টর নামে ২০০০ মোন এবং ১০০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং আসেন্সিয়ন্ নামে ৭৮০০ মোন এবং ৮০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং সূজান্ নামে ৭২০০ মোন এবং ৮০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং ৩০০০ মোন এবং ৪০ মল্লধারী এক জাহাজ।

[অধ্যায়।]

[১৬০০ শাল।]

বাণিজ্যবিষয়ে ইংল্যান্ডেরদের পুথিমোমাগী

জাহাজ। ঐ জাহাজ সকলে বিশতি মাসের খাদ্যসামগ্রী স্থা
য়োজন্যে অনুমান ৬৬০০০ হাজার টোকা ব্যয় হইল এবং অনু
মান ৪১৪৩০ টাকামূল্যক মুদ্রাছাড়া ঐ জাহাজেই লৌহ দস্তা সীসা
বনাতের খনি এবং উপচৌকনার্থে অন্য ২ রম্য দ্রব্য অনেক বোকাই
হইয়াছিল। ঐ যাত্রাতে বাণিজ্যব্যবসায় চালানবিষয়ে ক্রম
পূর্বক ছত্রিশজন কর্ত্তরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ জাহাজ
সমূহের প্রধানপতি সমুদ্রপরিভ্রমণে অতিথ্যাতাপন্ন জেম্ লান্কা
স্তর নামে এক জন নিযুক্ত ছিলেন। ঐ শালের দিসেম্বর মাসের
৩১ তারিখে ঐ বণিকসম্মদায়স্থেরা স্বস্বকর্তব্যতাবিষয়ক রাজানু
মতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

ভারতবর্ষে তৎকালে অজ্ঞাত কিন্তু পরে অত্যন্ত মহাপুত্ৰ বি
শিষ্ট কোম্পানি বহাদুরের এই পুথ্যবাহন। তৎকালীন অন্য
কোম্পানির স্থাপনপত্রাপেক্ষা তাহারদের স্থাপন পত্রের বড়বৈল
ক্ষণ্য ছিল না। ঐ স্থাপনপত্রদ্বারা ঐ সম্মদায়স্থেরা অঙ্গবঙ্গদেশ
পুভূতি ব্যবসায়কারী এবং স্বরাজমঙ্গলচেষ্টাকারী লণ্ডননগরক
বণিকসমাজ এবং তৎকর্ত্ত নামে পুসিদ্ধ ছিল এবং তৎস্থাপন পত্র
দ্বারা তাহারা পুয়োজন্য কর্ত্তব্যধিকারশক্তি এবং অন্য অনুমতি
প্রাপ্ত হইলেন এবং বৎসর ২ নিয়োজনীয় পঁচিশ জন সম্মদায়কের
দের এবং তৎকর্ত্ত এক জনের দ্বারা স্বস্বকার্য নিশ্চাদিনমনস্ক
রাজকর্ত্তক স্থিরীকৃত হইল।

অপর ভারতবর্ষে বণিক্যকারি ঐ সমাজস্থেরদের পুথম জাহাজ
পূরণ বড় একটা নিরাশভূমি ছিল না। ঐ জাহাজ সকল সুমাত্র
উপদ্বীপস্থ আটান্নামক নগরে পুথমোপস্থিত হইয়া সেই স্থানে
অতিশুভপূর্বক গৃহীত হইল বিশেষতঃ তাহারা সেই স্থানের অধ্য
ক্ষের সহিত বাণিজ্যকরণবিষয়ে এবং কুঠি নিযুক্ত করণ বিষয়ে
অনুমতি পাইল পরে জাহাজের উপরি কতকগুলি গোলমর্কিচ
বোকাই করিয়া মোলঙ্কা উপদ্বীপেতে গেল। কিন্তু মালাঙ্কা ভূতি
পথেতে বহুথানেতে এবং লবঙ্গজায়ফলেতে বোকাই ২৭০০ মৌন
ধারী পোর্ভুর্গিস্জাতীয়েরদের এক জাহাজ ধরিল সেই জাহাজের
বোকাইতে ইংল্যান্ডীয় জাহাজসমূহ বোকাই হইল। অন্তএব তা

কানিজ্যাদিবিষয়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের পুথ্যমোদ্দোগ :

ইনরা সেই স্থানহইতে ফিরিয়া যাবা উপদ্বীপস্থায়মধ্যস্থিত বা
স্টাম্ নগরে গেল সেই স্থানে ঐ জাহাজসমূহের পতি আপন পত্র
উপঢৌকন ইত্যাদি সেখানকার অধ্যক্ষকে অর্পণ করিয়া অতিশয়
আদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন এবং কোম্পানির কতকগুলিন উকীল
রাখিয়া ইংল্যান্ড দেশে ১৬০৩ শালে সেপ্তেম্বর মাসে জাহাজের
কর্তারদের বহলাভোৎপন্ন করিয়া পঠাইলেন। অপর ১৬০৩
শাল অবধি ৬১ ১৩ শালপর্য্যন্ত কথিত রীতিক্ষেমে অন্য ২ অষ্ট জা
হাজ সমূহ আয়োজনীকৃত হইয়া পুরিত হইয়াছিল।

১৬০৭ শালে দুই জাহাজ সমুদ্রে মারা পড়িল তন্মধ্যে অন্য অষ্ট
জাহাজের আয়োজন সফল হইল। ইহার কোন আয়োজনেতে
শতকরা এক শত টাকার নূন লাভ হয় নাই কোন ২ সময় শত
করা দুই শত টাকা লাভ হইল।

কোম্পানি পুথ্যমতঃ ভারতসাগরস্থিত সুমাত্রা প্রায় যাবা ও
আম্বয়না নামে উপদ্বীপ মাত্রাতে গমন করিয়া রেশম সূক্ষ্ম বস্ত্র
নীল লবঙ্গ জায়ফল ইত্যাদি ইংল্যান্ডদেশেতে আনিতেন। অপর
১৬০৮ শালে বাস্তাম্ এবং মলক্কা উপদ্বীপেতে নিযুক্ত কুঠিকর্তা
ইংল্যান্ডদেশে সমাচার লিখিয়া পাঠাইলেন যে ভারতবর্ষ মহা
দ্বীপোৎপন্ন বস্ত্রপুত্ৰী এই উপদ্বীপসকলেতে অতিশয় গাঢ় ও
বহলাভজনক অতএব সুরাট নগর এবং কাম্বে নগরহইতে বস্ত্র
পুত্ৰী আনয়ন করিয়া উপদ্বীপস্থেরদের স্থানে জায়ফল লব
ঙ্গর পরিবর্তে বিক্রয় করিলে অতিশয় লাভ জন্মিতে পারে।
এই সমাচার অবগত হওয়াতে ১৬০৯ শালে সর হেনরি মিডিল্
টনের কর্তৃত্বাধীন পুরিত জাহাজসমূহস্বারা ভারতবর্ষীয় পশ্চিম
ভটপুতি গমন আজ্ঞা পাইয়া তদ্দেশীয় লোকেরদের সহিত
বাণিজ্যব্যবসায় করণে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু তৎকার্য
সিদ্ধিবিষয়ে আদেহ এবং মোখা নগরেতে তাহারা তুরুকজাতীয়
কর্তৃক বহুবাধিত হইয়াছিল। ঐ তুরুকজাতীয়েরা ইংল্যান্ডী
য়েরদের এক জাহাজ আক্রমণ করিয়া তৎপতিকে এবং সত্তরি
জন লোককে ধরিয়া বন্দি করিল তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের পশ্চিম
ভটে পোর্তুগিসজাতীয়েরদের বাহ্যাপ্রযুক্ত তাহারা সকল হই

১. বাণিজ্যবিষয়ে ইংল্যান্ডেরদের পুণ্ড্রমোচনাংগ। ১১

তে স্থাপিত না। অপর ১৬ ১১ শালে তদ্বিষয়ক আয়োজন
বহুসফল হইল বিশেষতঃ ঐ জাহাজসমূহ সুরাটনগরহইতে
অল্প দূর স্থানোন্মুক এক স্থানে পোর্টুগিসজাতীয় জাহাজসমূহ
কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে ইংল্যান্ডেরা যুদ্ধ করিয়া জয়ী হই-
ল। পোর্টুগিসজাতীয়েরা অনেক ছল পুতারণা করিয়া বাণি-
জ্যাদিবিষয়ে বাধা জন্মাইলেও তাহারা সুরাট নগরে অতিশয়
ক্ষতপূর্বক গৃহীত হইল। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডেরা বাণিজ্যব্যব-
সায়বিষয়ে অতিসফল হইয়া সুরাট এবং অহমদাবাদ ও কা-
ম্বিয়া ও গোদোনগরে কুচি স্থাপনে অনুমতি পাইয়া ইংল্যান্ডীয়
বণিকেরা শতকরা সাড়ে তিন টাকা ভুল্ক দেওনবিষয়ে সম্মত
হওয়াতে তত্তনগরের অধ্যক্ষেরা কহিল তোমাদেরহইতে ঐ
ভুল্কমাত্র লওয়া যাইবে এবং রাজকর্তৃক তোমাদের কৈচি সুর-
ক্ষিত হইবে এবং তোমাদের বাণিজ্যকর্তৃকদের মধ্যে কাহার
মৃত্যু হইলে তাহারদের অর্থাদি অন্য জাহাজসমূহ পাইছন
পর্যন্ত সুরক্ষিত হইবে পরে তত্তনগর দূর করণার্থে দিল্লীর বাহ-
শাহহইতে ১৬ ১২ শালের জানুআরি মাসে ১১ তারিখে অনুমতি
পাওয়াগেল। ঐ রীতিক্রমে পৃথিবীমধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদ্রাজ্য
অর্থাৎ অল্পবঙ্গদেশীয় মহাদ্বীপেতে ইংল্যান্ডেরা পুণ্ড্রম স্থাপিত
হইল।

তৃতীয়াধ্যায়।

১৬ ১২ শালে ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিষয়ক কোম্পানির স্থাপন
বিবরণ।

১৬১২ শালপর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যবসায়িবণিকেরদের বাণিজ্য
কার্য কতকগুলিন সাধারণ নিয়মপূর্বক চালান গিয়াছিল কিন্তু
ঐ বণিকেরা স্বস্বমূলধন একত্র করিয়া সম্মুখসংস্থানাধিকারিসমাজ
রূপে নিযুক্ত হয় নাই বিশেষতঃ কতকগুলিন ক্ষুদ্র বণিক একত্র
হইয়া স্বেচ্ছানুসারে স্বস্বলাভার্থে স্বস্বকার্যে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু
১৬১২ শালে ঐ বণিকেরা সর্বসম্মত হইয়া পণ করিল যে ইহার

[৩ অধ্যায়।]

[১৬১২ শাল।]

বাগিচারদিবিবর্ষে ইংল্যান্ডীয়েরদের পৃথকোদ্যোগ ।

পরে আমিরদের সকলের এক সম্মুখসংস্থান নিরূপিত হইবে শুদ্ধা ভাষ্যভবের সহিত তাবৎ বাগিচার্য্য চালাইয়া যাইবে । অতএব এই বণিকেরা পূর্ববীতানুসারে কোনো বিশেষ বাগিচার্য্য স্বেচ্ছানুসারে না চালাইয়া বণিকাধ্যকের এবং নিয়ামকেরদের হস্তে স্বসংস্থান সমর্পণ করিল এবং এই বণিকপতি এবং তদধীন নিয়ামকেরা সাধারণরূপে সকলের লাভার্থে এই সম্মুখসংস্থান ব্যয় করিলেন । এই ব্যবস্থানুসারে ৪২০০০০ টাকা একত্র করা গেল এই টাকা লইয়া বণিক নিয়ামকেরা অংশ চতুটয় করিয়া চারিবৎসরের বাগিচাযোজন চতুটয় করিলেন । তাহাতে লাভ প্রায় শতকরা ২৭৭ টাকা হইল ।

অপর ভারতবর্ষে পোর্্তুগিসেরদের বৃদ্ধি স্বভাবতঃ তাহারদিগকে অইচ্ছারি করণপুযুক্ত তাহারা মুসলমানীয় নবাবেরদের সহিত তৎকালে বিসম্মাদ বিরোধ আরম্ভ করিয়াছিল ইহাতে ইংল্যান্ডীয়েরদের উপকার হইল যেহেতুক তাহারা মুসলমানেরদের প্রতিপক্ষ হইলেন । এবং মুসলমানকর্তৃক অনিবার্য্য শত্রু যে পোর্্তুগিস তাহারদের উপরে ইংল্যান্ডীয়েরা বারম্বার জয়ী হওন্নাতে যুদ্ধবিষয়ে তাহারদের অতিশয় সুখ্যাতি জমিল । তৎকালে পোর্্তুগিসীয় জাহাজসমূহ বারোহ এবং গোণানামে দিল্লীর বাদশাহের নগরদ্বয় দাখল করিল । এবং ১৬১৪ শালে জানুয়ারি মাসে পোর্্তুগিসজাতীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজসমূহ পোর্্তুগিসীয় সৈন্যাদিপাতিকে লইয়া স্থানীয় নগরে পৌঁছিল এবং ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ দিল তাহাতে তাহারা ৩৫ লোকহানি পূর্বক পরাস্ত হইল । এই সকল শুভঘটনাবিষয়ের মঙ্গলবৃদ্ধার্থে কোম্পানির এক পুতিনিধি বাদশাহের নিকট পুরিত হইয়াছিলেন তিনি শুভপূর্বক গৃহীত হইয়া চিরবাগিচাব্য বসায়বিষয়ে ফরমান পাইলেন এবং এই বৎসরে সর তামস্ রো নামে অন্য এক ইংল্যান্ডীয় অতিপুসিদ্ধ রাজউকীল পুরিত হইয়াছিলেন । তাহাকে উকীল মনোনীত করণেতে ইংল্যান্ডীয়েরদের অতিভাগ্য ছিল যে হেতুক তিনি অতি সুবিবেচক এবং সুরীতিবিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে তাহার কোন ত্রুটি ছিল

[৩ অধ্যায় ।]

[১৬১৪ শাল ।]

.. বাণিজ্যবিষয়ে ইংলণ্ডীয়দের পুঙ্খানুপুঙ্খ। ১৩

না। কিন্তু কার্যদ্বারা তিনি পশ্চাৎ অবগত হইলেন যে আমি সূক্ষ্মপূর্বক পুঙ্খিত হই নাই তথাপি তিনি কোম্পানির কতকগুলি উপদ্রবের পুতীকার করিলেন এবং বহুকষ্টের পরে দ্বিধীর বাদশাহের অধিকারসর্বত্র বাণিজ্যব্যবসায় করণ এবং কুচি ইত্যাদি স্থাপনানুমতিসন্ধিপত্র পুঙ্খিত হইলেন। এই সন্ধিপত্রের সূরাটেতে এবং বাঙ্গালায় এবং সিন্ধুদেশেতে বাণিজ্যব্যবসায় করণানুমতি বিশেষরূপে লিখিতা ছিল।

তৎকালে জায়ফলনবজ্ঞাপন উপদ্বীপের ব্যবসায় স্বহস্তগত করিতে কোম্পানির সর্বাপেক্ষা বৃহৎস্কা ছিল জায়ফলনবজ্ঞ এই কালে ইংলণ্ডদেশে দুর্ভিক্ষ অশ্রুচ মহতেরদের মধ্যে অতিব্যবহার্য তৎপুয়ুক্ত তদ্রূপ ব্যবসায়িরদের অতিশয় লাভ জন্মিল এবং তৎকালীন হলণ্ডীয় কি ইংলণ্ডীয় সকল জাতিয়েরদের বাণিজ্য পুয় তদ্রূপমূলক ছিল। এই সময়ে সুমাত্রা এবং যাবা উপদ্বীপেরদের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদের আলাপপুয়ুক্ত তাহারা মনোবাঞ্ছানুসারে গোলমরিচের ব্যবসায় করিতেন কিন্তু জায়ফল নবজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবসায়ের নিবারণিত ছিলেন। সেইহেতুক তাহারা কান্তাম উপদ্বীপহইতে আম্রয়না এবং বান্দা এবং অন্য উপদ্বীপে পুতিনিধি পুরণ করিলেন তাহাতে হলণ্ডীয়েরদের শঙ্কা এবং লোভ অতিশয় বড়িতে লাগিল। অপর হলণ্ডীয়েরা যেখানে কুচি পুভূতি স্থাপন করিয়াছিল তত্বে স্থানে কুচি স্থাপনবিষয়ে ইংলণ্ডীয়েরা ভয়ানক হইয়া শেষে মাকাশার উপদ্বীপেতে এক কুচি করিল। এই স্থানে উৎপত্তি এবং ব্যবসায় ধান্যবিষয়ে অধিক ছিল কিন্তু তাহারা ভাবিল যে এই স্থানে থাকিয়া আমরা পরে ক্রমে চতুর্দিকস্থ উপদ্বীপহইতে নবজ্ঞজায়ফল ইত্যাদি সংগৃহ করিতে পারিব।

এ চারি বৎসরের বাণিজ্য সাজ হইলে ১৬৭৭ শালে কোম্পানির পুতিনিধি বাণিজ্যবিষয়ে এই কহিয়া পাঠাইলেন যে অঙ্গবঙ্গদেশীয় বস্ত্রপুভূতি পুপণার্থে সূরাট সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান কিন্তু তৎকালে পারিবার্তনে কেবল চীনের বাসন এবং নবজ্ঞজায়ফল এবং রূপাইত্যাদি গৃহীত হইতে পারে। আরো কহিয়া পাঠাইলেন

[৩ অধ্যায়।] [১৬১৭ শাল।]

১৪ ১. বাণিজ্যবিষয়ে ইংল্যান্ডীয়দের পুঙ্খানুপুঙ্খ

যে সম্রাজ্ঞা উপদ্বীপস্থ আটলান্টিক নগরে স্থাপিত কুচিদ্ভয়ে
তে অল্পবয়স্কদেশীয় বস্ত্র বিক্রীত হইতে পারে এবং স্বর্ণ বপূর ও
নবান পাওয়া যাইতে পারে। তন্নিম্ন কহিলেন যে ভারতবর্ষীয়
বস্ত্রাদি অন্য স্থানাপেক্ষা বাস্তাম্ উপদ্বীপেতে অধিক পুয়োজন্য
এবং ইউরোপদেশপুত্ৰিতে বিক্রয়ার্থক গোলমরিচও যথেষ্ট
পাওয়া যাইতে পারে এবং পূর্বকথিত কুচিদ্ভয় সম্বলকীয় স্থানের
ন্যায় জাকাজি এবং জাম্বি এবং পোলানিয়ানামক উপদ্বীপেতে
ও বাণিজ্যদ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু ন্যূন। তাহা ছাড়া
উঁহারা কহিয়া পাঠাইলেন যে পূর্বকথিত বিক্রয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে
শ্যামদেশ অতিভালস্থান এবং জাপান্দেশে বিক্রয়ার্থে স্বর্ণরূপ্য
হরিণচর্ম ইত্যাদি তদেশহইতে পাওয়া যাইতে পারে এবং ঐ জা
পান্দেশেতে ইংল্যান্ডীয় বনাৎ ও সীসা ও হরিণচর্ম ও রেশম
ইত্যাদি দ্রব্যপরিবর্তে রূপ্যতাম্ লৌহ পাওয়া যাইতে পারে
কিন্তু বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে অদক্ষতাপুযুক্ত অদ্যপর্যন্ত তনেশের
সহিত বাণিজ্যব্যবসায় ভালরূপে স্থাপিত হয় নাই। আরো
কহিয়া পাঠাইলেন যে বর্গিওনামক উপদ্বীপস্থ সকাদানিয়নামক
নগরে হীরু এবং বিহপাথর এবং অন্য মণি স্বর্ণপুত্ৰি পাও
য়া যাইতে পারে এবং মাকাসারনামক নগরে ভারতবর্ষীয় সর্বা
পেক্ষা উত্তম তুণল ক্রীত এবং ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদি বিক্রীত হই
তে পারে এবং ইউরোপদেশীয় শত্রুরদের গমনাগমন যদি নিবা
রণ হইতে পারে তবে বান্দানামক উপদ্বীপে ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদি
বিক্রীত হইয়া তৎপরিবর্তে জায়ফল লবঙ্গদি যথেষ্ট পাওয়া যা
ইতে পারে।

তৎকালে সুরাট্ এবং বাস্তাম্ উপদ্বীপ কোম্পানির পুঙ্খানুপুঙ্খ
সায়স্থান ছিল।

অপর বাণিজ্যবিষয়ে এবং সমুদ্রপরিভ্রমণবিষয়ে ইংল্যান্ডীয়
কোম্পানি এবং ইউরোপদেশপুত্ৰি জাতীয়দের মধ্যে কে বড়
হইবে এতদ্বিষয়ক বিরোধেতে অনেক কাল গত হইল তাহাতে
তৎকালভূত নির্ণেতব্য অন্য কোন বিষয় নাই। বিশেষতঃ পোর্টু
গিস্ জাতীয়েরা উত্তমাশা অন্তরীপ পুঙ্খ দর্শনপুযুক্ত কহিল যে

[৩ অধ্যায়।]

[১৬১৭ শাল।]

• বাণিজ্যাদিবিষয়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের পুষ্টিমোদোপ। ১৫

এই পথ কেবল আমারদের গম্য এবং মালায়াবার তটস্থিত গুয়া ও বোম্বে নগর এবং অন্য অনেক স্থান কতক যুদ্ধদ্বারা কতক সন্ধি দ্বারা স্বহস্তগত করিয়াছিল তন্মিত্ত সূক্ষ্মগণের মোহনায় আদিম নগর এবং পারস্য সমুদ্রতীরে অরমসুনগর এবং মালাক্ক নামক সুড়িপথে মালাই জাতিয়েরদের কতকগুলি তট এবং মলক্কানামক উপদ্বীপসমূহ এবং ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বহুধনাঢ্য সিংহলদ্বীপের তট হস্তগত করিল। তন্মিত্ত শ্যামদেশে এবং বাঙ্গালাতে তাহারদের অনেক কুচিপুত্ৰ ছিল এবং চীনদেশে তটস্থ মক্কাও নগর সম্ভ্রম করিয়া বসতি করাইয়াছিল।

তৎকালে হলণ্ডীয়েরা স্পেনীয়েরদের অধীনপুয়ুক্ত ভারতবর্ষে পন্ন বাণিজ্যদ্রব্যের জন্যে লিস্বোন্ নগরে যাতায়াত করিত এবং সে স্থানহইতে ঐ দ্রব্য ইউরোপদেশস্থ অন্য দেশেতে চালান করিত। অপর হলণ্ডীয়েরা স্পেনীয়েরদের অধীনতাহইতে মুক্ত হইলে ফিলিপ্‌রাজ আত্মদেশীয় বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে তাহার দিগকে নিবারণ করিলে সুতরাং হলণ্ডীয়েরা তদ্দেশস্থেরদের ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য ব্যবসায় চালানে অতিশয় চেষ্টা পাইতে লাগিল।

• যে সময় হলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে অতি শয় মনোযোগী ছিল সে সময়ে স্পেনীয় রাজবর্গেরা পৃথিবীর অন্য স্থানে এবং আমেরিকাদেশে পাপ্ত অতিশয় পুসিদ্ধাধিকার পুত্ৰি বিষয়ে নিমগ্নপুয়ুক্ত ভারতবর্ষস্থ পোর্তুগিসেরা হলণ্ডীয়েরদের বর্শাভূত হওয়াতে অল্পমান্য ছিল। তাহাতে হলণ্ডীয়েরা অতিশয় ধনাঢ্য হইয়া বাণিজ্যব্যবসায়ে অতিব্যগুচিন্তাপূর্বক পু বৃত্ত হইয়া জায়ফলবন্ধ বাণিজ্যবিষয়ে পোর্তুগিসেরদিগকে অনেক কষ্টের পর পরাস্ত করিয়া মলক্কানামক উপদ্বীপহইতে উঠাইয়া দিল। পরে ঐ অতিপুসিদ্ধ হলণ্ডীয়েরা স্পেনীয়েরদের পরাধীনহইতে মুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর অতিশয় বর্দ্ধিতপুয়ুক্ত পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে একত্রীভূত মূলধনাপেক্ষা হলণ্ডদেশীয় মূলধন অধিক হইয়াছিল তাহাতে স্বভাবতঃ ঐ মূলধনের কিয়দংশ ভারতবর্ষীয় হলণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে ব্যয়পুয়ুক্ত অঙ্গ

• [৩ অধ্যায়।]

[১৬১৭ শাল।]

বন্দদেশে তাহারদের বৃদ্ধি এবং সাহস ক্রমশঃ বাড়িল। ঐ সময়ে ইংলণ্ডদেশে অপশাসনপুযুক্ত বা দেশমধ্যজাত যুদ্ধোদ্যোগপুযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরদের আপনাদের বাণিজ্যব্যবসায় বর্দ্ধনার্থে সঙ্স্থান ছিল না। অতএব ইংলণ্ডীয়েরদের ন্যায় উত্তপূৰ্ব্বক স্থিত জাতিয়েরদের অনুসারে ইংলণ্ডরাজ আপনাদের পুজারদিগের বর্দ্ধনে বা সুরক্ষণে অক্রম ছিলেন।

ঐ ইংলণ্ডীয়েরা তৎকালে পোর্তুগিসেরদের সন্ধান বা কিস্কিন্দিক ধনবাঞ্ছাক্রান্ত ছিল এবং জায়ফলনবঙ্গাদিবাণিজ্যবিষয়ে ইংলণ্ডীয়েরা যে সহভাগী হয় তাহাতেও অতিশয় উত্তপ্ত হইল।

ইংলণ্ডীয়েরদের পুতি ঐ ইংলণ্ডীয়েরা পোর্তুগিসজাত্যাপেক্ষা অধিক হিংসাকারি শত্রু ছিল যেহেতুক ব্যবসায়বিষয়ে ইংলণ্ডীয়েরদের এবং পোর্তুগিসীয়েরদের তদ্রূপ নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল না।

তৎকালে ভারতবর্ষস্থ পোর্তুগিসেরদের পুধান অধিকার এবং ব্যবসায়স্থান মালবার তটে ছিল এবং সে সকল সুবাসিনামক ইংলণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যব্যবসায়ের পুধান স্থানহইতে অনেক দূর ছিল। পারসিসমুদ্রঘোলে মাত্র তত্তজাতিয়েরদের পরাক্রম নূন যেহেতুক ঐ সময়ে সমুদ্রযুদ্ধবিষয়ে ইংলণ্ডীয়েরা পুায় সর্বাদি পোর্তুগিসেরদিগকে পরাস্ত করিল।

কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরদিগের তদ্রূপ ভাগ্য ছিল না জায়ফলনবঙ্গ বা নিজ্যবিষয়ে ইংলণ্ডীয়েরদের উদ্যোগ ইংলণ্ডীয়েরদের তদ্ব্যবসায়ক বাণিজ্যের অতিশয়বোধক ছিল এবং ইংলণ্ডীয় জাজের যুদ্ধোজ্ঞান ইংলণ্ডীয় সমুদ্রবণিকযুদ্ধোজ্ঞানাপেক্ষা অতিশয় বর্দ্ধিত পুযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরদের বিরোধ ব্যর্থ পুায় বোধ হইল।

অপর ১৬১৭ শালেও ইংলণ্ডীয়েরদের এবং ইংলণ্ডীয়েরদের শত্রুতা স্বহয়ুদ্ধোজ্ঞানদ্বারা পুকাশ পাইতে লাগিল যেহেতুক ইংলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষস্থ যে স্থানে অধিকার ছিল সেই স্থানে তাহারা ছলদ্বারা বা ছদ্মবেশদ্বারা আপনাদের শত্রুরদের চেষ্টা বৈয়র্ধ্য করিল তৎপুযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরা পোলারুণ এবং রোশেন্গি নদ্রামে দুই ক্ষুদ্র উপদ্বীপ হস্তগত করিল ঐ উপদ্বীপদ্বয় ইংলণ্ডীয়ে [৩ অধ্যায়।]

রদের অধিকার ছিল না কিন্তু তাহারদের অধিকারের সহিত অতিনৈকট্যসম্বন্ধ ছিল তৎপুয়ুক্ত ঐ উপদ্বীপ আমারদের অধিকার বলিয়া ইলগুয়েরা ইংলগুয়েরদের উপরে চড়াউ করিল।

ঐ চড়াউর আয়োজন হইতে ইংলগুয়েরা স্বয়ংধিকৃত উপদ্বীপমধ্যে আপিনারদিগকে এমত দুরাক্রম করিল যে ইলগুয়েরা তাহারদিগকে নিরাকরণ করিতে পারিল না। কিন্তু ইলগুয়েরা কতক ছলদ্বারা এবং কতক বলদ্বারা কথিতোপদ্বীপ পুতিগামি দুই জাহাজ হস্তগত করিয়া স্বাধিকারস্থ এক স্থানে লইয়া গেল এবং যাবৎপর্য্যন্ত ইংলগুয়েরা জায়ফলনবজোৎপাদকোপদ্বীপ যে আমারদের অধিকার এই বাক্য ত্যাগ না করিল তাবৎ সে জাহাজকে মুক্ত করণে অসম্মত হইল।

অপর ইলগুয়েরা এবং ইংলগুয়েরা বল এবং ছলপূর্বক বহু বৎসর যুদ্ধ করণানন্তর ১৬১১ শালে জুলাই মাসের ১৭ তারিখে লণ্ডন্ নগরে তাহারদের পরস্পর সন্ধি হইল। ঐ সন্ধি পত্রিতে স্থিরীকৃত হইল যে উভয় জাতীয়েরদের সর্ববিরোধ লোপ হইয়া এক্য হইবে এবং লুচিত জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্যপুভূতি উভয় জাতীয়েরা পরস্পর ফিরিয়া দিবে এবং যাবা উপদ্বীপের গোলমরিচের বারিসায় পরস্পর সমান অংশ করিয়া লইবে। আরো স্থিরীকৃত হইল যে করমণ্ডলতটস্থ পুলিকাট নগর রক্ষার্থে গড়ের অর্দ্ধেক খরচ দিলে ইংলগুয়েরা তন্নগরে স্বচ্ছন্দপূর্বক বাণিজ্যব্যবসায় করিতে পারিবেন এবং মলক্কা উপদ্বীপসমূহের এবং বান্দা উপদ্বীপের বাণিজ্যের তৃতীয়াংশ ভোগ করিবেন এবং তত্স্থানস্থ ইলগুয়ের গড়ের খরচ তদুীতিক্রমে ইংলগুয়েরা দিবেন।

অপর কথিত বিষয়ভিন্ন ঐ সন্ধিতে স্থিরীকৃত হইল যে উভয় জাতীয়েরদের পরস্পর হিতার্থে এবং সুরক্ষার্থে উভয় কোম্পানি দশং যুদ্ধজাহাজ পুস্তত করিবেন ঐ জাহাজ ইউরোপদেশেতে বাণিজ্য লইয়া যাইবে না কিন্তু ভারতবর্ষে উভয় জাতীয়েরদের সুরক্ষার্থে নিয়োজিত হইবে। তন্নিম্ন ঐ উভয় জাতীয়েরা ভারতবর্ষীয় রাজবর্গকর্তৃক স্থানে নিরুপিত স্থল নুনানার্থে স্বয়ংবলযোগ চেষ্টা পাইবেন এবং ঐ সন্ধি দ্বিশতাবৎসরপর্য্যন্ত থাকিবে।

কিন্তু এই বিষয়ে কার্যদ্বারা জানা গেল যে অনিশ্চিত সর্ব সন্ধিতে বলবন্তর পক্ষীয়েরা অধিক লাভপ্ৰাপ্ত হয় যেহেতুক ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরদের যুদ্ধজাহাজাপেক্ষা এবং মূলধনাপেক্ষা ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজ এবং মূলধন অধিকপুয়ুক্ত ঐ পুতিনিধি অষ্ট জনের মধ্যে ইন্ডো-গাঙ্গীয় পুতিনিধি চারি জনের দ্বারা অল্পগ্ৰাহ্য ছিল। তৎপুয়ুক্ত ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরদের স্বস্বাধিকার সুরক্ষণার্থে ইন্ডো-গাঙ্গীতাপেক্ষা অধিক জলযোদ্ধা এবং স্থলযোদ্ধা নিযুক্ত করণ প্রয়োজন ছিল তাহা করিলে ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরা বলবান হইতেন এবং জায়ফলনবদ্বোং পাদকোপদ্বীপহইতে ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরদের বহিস্কৃত হওনান্তর তদ্বাধি জ্য ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরদের হাতে পড়িত এবং তাহারা ভারতবর্ষ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন যেহেতুক তাহাদের মূলধন অঙ্গবঙ্গদেশেতে এবং ভারতবর্ষ উপদ্বীপেতে বাণিজ্যব্যবসায় চালানার্থে পুচুর হইত না সুতরাং অঙ্গবঙ্গদেশ অন্যতম জাতীয়েরদের হস্তে পড়িত তাহা হইলে তৎকালে স্থিরীভূত ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরদের মহাপুভূতের আর ভুও হইত না।

কথিত সন্ধিতে ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরা ভারতবর্ষে দশ জাহাজ পুরণ নি বদ্ধপুয়ুক্ত তদ্বর্ষে অন্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়োজন হইল তাহাতে মুদ্রাতে ৬২৪১২০ টাকা এবং বাণিজ্যেতে ২৮৫০৮০ টাকা ভারতবর্ষগামি বার্ষিক জাহাজসমূহেতে পুরিত হইল।

পরে ঐ টাকার পরিবর্তে এক জাহাজেতে আনীত বাণিজ্যদ্রব্য ১০৮৮৭০ টাকাতে বিক্রীত হইল। ভারতবর্ষ তাবদ্বাণিজ্য স্থানের মধ্যে সুরাট নগর পুধান ছিল যেহেতুক ইন্ডো-গাঙ্গীয়েরা স্বস্বশত্রু অপেক্ষা পরাক্রমী ছিলেন তাহাতে তাহাদের আশী অধিক বদ্ধি তা হইতে লাগিল। অপর ১৬২০ শালে ইন্ডো-গাঙ্গীয় দুই জাহাজ সুরাট নগরহইতে পারসিদেশে উপস্থিত হইলে তজ্জাহাজে রা দেখিল যে জাক্কেজনাংক নগর পোর্ভুগিসীয় পাঁচ বৃহজ্জাহাজ এবং ষোল ক্ষুদ্রজাহাজদ্বারা অবরুদ্ধ আছে। এবং ঐ জাহাজের সহিত যুদ্ধ দেওনে আপনাদিগকে অক্ষম জানিয়া ঐ দুই জাহাজ পুনর্বার সুরাট নগরে ফিরিয়া আইল ও অন্য দুই জাহাজ সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া পোর্ভুগিসেরদের সহিত যুদ্ধ করণানন্তর ঐ নগরে পু [৩ অধ্যায়।]

বিষ্ট হইল। তাহাতে পোর্্তুগিসেরা অরমশ্ নগরে ইটিয়া গেল কিন্তু কিঞ্চিপরে আত্ম আক্রোশ নিবৃত্তার্থে ফিরিয়া আসিতে মহা ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া ইংল্যান্ডীয়েরা জয়ী হইলেন তাহাতে পারসী য়েরদের বড় আশঙ্কা জন্মিল।

অপর ইংল্যান্ডীয়েরা এবং পারসীয়েরা স্বস্থ সৈন্য সহকারে অরমশ্ উপদ্বীপস্থ পোর্্তুগিসেরদের উপরে চড়াউ করণে পণ করিল। ঐ অরমশ্ নগরের মঙ্গলাবস্থায় পোর্্তুগিসেরা তাহা আক্রমণ করিয়া তাহাতে গড় ইত্যাদি বাঁধিয়াছিল। ঐ নগর আক্রমণবিষয়ে ইংল্যান্ডীয়েরা জলযোদ্ধা এবং পারসীয়েরা স্থল যোদ্ধা যোগাইল তাহাতে ১৬২২ শালে এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে তন্নগরস্থ গড় হস্তগত হইল। আপন কৃত সাহায্যের পরিবর্তে ইংল্যান্ডীয়েরা অরমশ্ নগরের নুঠের কিয়দংশ এবং গোস্বরূণ নুগরোপন্ন ভূক্তের অর্দ্ধেক পারসীয়েরদের স্থানে পাইলেন। ঐ গোস্বরূণ নগর পরেতে পারসীয় সমুদ্রযোদ্ধাদের ইংল্যান্ডীয়েরদের পুধান বাণিজ্যব্যবসায়ের স্থান হইল।

অপর ঐ সময়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের এবং হলণ্ডীয়েরদের পীড়ার বিরোধসমাপ্তি নিকট হইল অবশেষে ইংল্যান্ডীয়েরদের চির ক্ষরণার্থ এক মহোপদ্রব উপস্থিত হইল বিশেষতঃ ১৬২৩ শালে ফেব্রুয়ারি মাসে টোএর্সননামে জাহাজপতি এবং নয় জন ইংল্যান্ডীয় এবং নয় জন জাপানীয় এবং এক জন পোর্্তুগিসীয় মল্লা গড় আক্রমণপুযুক্ত হলণ্ডীয়েরদিগকে আশ্রয়না নগরহইতে বাহির করিয়া দেওনে মনস্থ করিয়াছে এই দোষে ছলপূর্বক ধৃত হইয়া বিচারপূর্বক দোষীকৃত হইয়া হলণ্ডীয়কর্তৃক হত হইয়াছিল। অপর ইংল্যান্ডীয়েরা ঐ বিষয় অবগত হইয়া কহিল যে আর কিছু নয় ঐ অপবাদ আমারদের নিঃশেষরূপে সংহারার্থক হলণ্ডীয়েরদের ছলমাত্র ছিল কিন্তু ইংল্যান্ডদেশে ইংল্যান্ডীয়েরদের অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধজনক ঐ কার্যের নিশ্চয় কারণ অদ্যাপি কেহ অবগত নহে।

১৬২৪ শকলে কোল্লানি আপনারদের ভূত্যেরদিগকে যুদ্ধব্যবস্থা দ্বারা এবং নাগরীয়ব্যবস্থা দ্বারা বিচার করিয়া দণ্ড দেওনানুমতি [৩ অধ্যায়।]

[১৬২৪ শাল।]

রাজনিকটে পুর্ন করিলেন। উপাখ্যানদ্বারা জানা যায় না যে তাহারা ঐ অনুমতিপত্র পুাপণে কোনো বাধা পাইয়াছিলেন ঐ বিষয় কোম্পানির রাজবিবরণে অতিগণনীয়।

তৎকালে পারস্যীয় রাজারদের ছল এবং অর্নায়ুপুয়ুক্ত পারস্যেরদের সহিত বাণিজ্যব্যবসায় কোম্পানির বাঞ্ছানুসারে বৃদ্ধি পাইল না কিন্তু করমণ্ডলতটেতে ঐ সময়ে ইংল্যান্ডীয়েরা যৎকিঞ্চিৎ উদ্যোগ করিতেছিলেন অর্থাৎ কোম্পানি মসলিপাটাম নগরে এবং পুলিকাট নগরে কুচি স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে ইংল্যান্ডীয়েরদের দৌরাশ্ব্যেতে তাহারদিগকে পুলিকাট নগর ত্যাগ করিতে হইল। ১৬২৪ এবং ২৫ শালে ইংল্যান্ডীয়েরা তঞ্জাবুর দেশে কুচি স্থাপনে মনস্থ করিলেন কিন্তু দেনমার্কীয় এক নূতন শত্রুকর্তৃক বাধিত হইলেন। সে যাহা হউক তৎপরবৎসরে নেমোরনামক নগরের কিঞ্চিদক্ষিণস্থিত আর্মেরগম্ নগরে ইংল্যান্ডীয়েরা ক্রিয়দ্ভূমি ক্রয় করিয়া এক কুচি স্থাপন করিলেন ও তাহা দুর্গ দ্বারা দুর্ভাক্ষম করিলেন। পরে মসলিপাটাম নগরে রাজকর্তৃক বৃহৎপাক্ত হওয়াতে ১৬২৮ শালে তাহারা সেই স্থানের কুচি উঠাইয়া আর্মেরগম্ নগরে স্থাপন করিলেন।

• তৎকালে সুরাট নগরস্থ ইংল্যান্ডীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে বিলম্ব স্বকারি আশ্রয় হুণ্ডীয়েরদের পুতিকূলে কেবল যুদ্ধকরণ পুয়োজন ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষস্থ পোর্্তুগিসীয়েরা ভারতবর্ষের সেই ভাগে স্বস্বস্ব পুনঃ স্থাপনে মহা আয়োজন করিতে লাগিল বিশেষতঃ ১৬৩০ শালের এপ্রিল মাসে পোর্্তুগিসীয় গুয়ানগরাধ্যক্ষ ইউরোপদেশহইতে নব জাহাজ এবং দুই হাজার যোদ্ধা পুাপণেতে অরমশ্ নগর পুনরাক্রমণে মনস্থ করিল। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডীয়েরা মুসলমানীয় অধ্যক্ষহইতে সুরাট নগরের তাবদ্বাণিজ্য স্বহস্তগত করণানুমতি চেষ্টা করিল কিন্তু পাইল না।

পরে ঐ শালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডীয় পঞ্চ জাহাজ স্বাগুনী নগরে পুবিষ্ট হওনার্থে তন্নগরসম্মুখে উপস্থিত হইল তাহাতে জরাজয়বিষয়ে অনিশ্চায়ক এক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু তদুদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডীয়েরদের অনেক লাভ হইল। পরে অনেক ক্ষুদ্র যুদ্ধ [৩ অধ্যায়।] [১৬৩০ শাল।]

নতুন ইংল্যান্ডেরা স্বয়ংজাহাজের দু'বা নামাইতে অনুমতি পা
ইলেন

চতুর্থ অধ্যায়।

তৃতীয় সম্মুখসমাজোৎপত্তিবিবরণ।

অপর ১৬৩১ অব্দে ৩২ শালে তৃতীয় সম্মুখসমাজনামক
ধনোপার্জনার্থে বণিকেরা সকলে পুনর্বার ৪৬৭০০০০ টাকা চাঁদা
করিল। এই নতুন চাঁদাতে তৎসময়ে পাঁচ জাহাজ পুঙ্খভুক্ত
হইল কিন্তু এই জাহাজেতে ব্যয়ধনের বা তাহাতে পেরিত বাণি
জ্যের কি হইয়াছিল তাহার কোনো নির্ণয় নাই। ১৬৩৩ অব্দে
৩৪ শালে পঞ্চ জাহাজ এবং ১৬৩৪ অব্দে ৩৫ শালে কেবল তিন
জাহাজ পেরিত হইয়াছিল কিন্তু এই জাহাজয়োজনদ্বয়েতে পেরিত
অর্থের বা বাণিজ্যের কি হইল তাহারও কোনো নির্ণয় বর্তমান
নাই। ভারতবর্ষের পূর্বাটস্থেরদের সহিত বাণিজ্যব্যবসায় বন্ধনে
অনেক উদ্যোগ পাওয়াতে তাহারা মসলিপাটামে কুচি পুনর্বার
স্থাপনে পরামর্শ করিলেন তৎকালিক কাল পূর্বে এই কুচি উঠান
গিয়াছিল। তন্নিম্ন ইংল্যান্ডেরা গোলকুণ্ডার রাজাহইতে অনেক
নতুনানুমতি পাইলেন এবং বাদশাহ উড়িশ্যাদেশস্থ পিপলী
নগরে ইংল্যান্ডেরদের বাণিজ্যব্যবসায় করণানুমতি দেওয়া
তে মসলিপাটামহইতে এক জন কুচিপতি পেরিত হইলেন।
অপর ইংল্যান্ডেরা ভারতবর্ষীয় পূর্বাঞ্চলস্থ উপদ্বীপসমূহের বা
ণিজ্য হলণ্ডীয়েরদেরহইতে পুণর্বাণিষয়ে ভগ্নাংশ হওয়াতে কোম্পা
নি আপনাদের পুধান জাহাজসমূহ সুরাট নগরে পেরণ করিতে
লাগিলেন তাহাতে বোধ হয় যে এই নগরেতে এবং পারসিদেশেতে
ব্যবসায়ীভূত বাণিজ্যেতে তাহারদের তাবদাশা সুলুপ্ত ছিল। অপর
মলয়াবার তটে উৎপন্ন গালমরিচের বণিজ্য বিষয়ে হলণ্ডীয়
কর্তৃক অনিবার্য পথ ইংল্যান্ডেরা নিরূপণ করিল। এবং
১৬৩৪ ও ৩৫ শালমধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরদের এবং পোর্টুগিসেরদের
[৪ অধ্যায়।] [১৬৩৪ শাল।]

সন্ধি হইল এবং তৎপরবৎসরে ঐ সম্বন্ধে অন্য নূতন নিয়ম দ্বারা এই স্থির হইল যে ইংল্যান্ডেরা পোর্তুগিসেরদের তাবদা গিজ্য নগরে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক যাইতে পারিবেন এবং পোর্তুগিসেরা ইংল্যান্ডের কুচিপতিকর্তৃক তদ্রূপে গৃহীত হইবেন। . . .

এ তৎকালে ইংল্যান্ডদেশে অন্য এক বণিক সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু সে কতককাল বাণিজ্য করণানন্তর নিষ্ফল হইল। কোম্পানির পত্নিরা ১৬৪০ শালে মম্বাজেতে পুথুম আপী নারদিগকে স্থাপন করিল। ঐ কালের কিঞ্চিৎপূর্বে করমগুল তটে কোম্পানির ধন সুরক্ষার্থে এবং ভারতবর্ষস্থ কুচিপতিদের সুরক্ষার্থে আর্মোগম্ নগরে গড় করিতে কোম্পানি মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু কিয়ৎসময় পরে কার্য্যদ্বারা জানা গেল যে ঐ স্থান অঙ্গবঙ্গাদিদেশে পশ্চিম বস্ত্র বাণিজ্যবিষয়ে উপযুক্ত নয় কিন্তু বস্ত্রাদি পুপুণার্থে করমগুলতটস্থ কোনো এক স্থান পুপুণ বহুপুয়োজনীয় ছিল। অতএব ১৬৪০ এবং ৪১ শালে গড় নির্মাণার্থে মম্বাজপটামাধ্যাক্ষের অনুমতি তন্নগরকুচিপতিকর্তৃক অত্যাছাদপূর্ব্বক গৃহীত হইল। ঐ অনুমতি পাওয়াতে কোম্পানির বশীভূত অঙ্গবঙ্গাদিদেশবাসি কুচিপতিরা সেই স্থানে এক গড় নির্মাণ করিয়া তাহার নাম ফোর্ট সেন্ট জর্জ রাখিলেন কিন্তু ঐ বিষয়েতে ইংল্যান্ডদেশে নিয়ামকেরা তৃপ্ত ছিলেন না।

অপর ১৬৪২ এবং ৪৩ শালে চতুর্থ নূতন চান্দার উপকারার্থে উদ্যোগ হইতেছিল তাহাতে ১০৫০০০০ মদ্য সৎগৃহীত হইল কিন্তু তদ্বারা কত জাহাজ কিম্বা কত টাকা ভারতবর্ষে পেরিত হইল তাহার কিছু নির্ণয় নাই। অপর ভাবিকালে ইংল্যান্ডেরা বাঙ্গালাতে মহাপরাক্রমী হইবেন এতদ্বোধক অনুমতির মধ্যে পুথমানুমতি তাহারা ১৬৫১ এবং ৫২ শালে পূর্ণ হইলেন। অঙ্গবঙ্গাদিদেশে স্থাপিত কুচির মধ্যে যাহারা দিল্লীতে পেরিত হইলেন তাহারদের মধ্যে কেহ চিকিৎসক ছিলেন এবং তাহার মধ্যে বোটন্ নামে এক জন বাদশাহের অনেক ব্যাধির উপশম করিয়া ছিলেন।

ঐ চিকিৎসকেরা দিল্লীতে বহু অনুমতি পূর্ণ হইলেন। দৈব [৪ অধ্যায়।]

[১৬৫১ শাল।]

এক সময়ে তিন হাজার টাকামাত্র দেওনেতে কুচিপতিরা অল্পবর্ধী
দিদেশীয় সর্বাপেক্ষা উত্তম বাজীলা রাজ্যেতে করাদি দেওনব্যক্তি
রেকে স্বচ্ছন্দপূর্বক বাণিজ্য ব্যবসায় করণানুমতি পাইলেন।

অপর করমণ্ডলতটস্থ রাজবর্গেরদের মধ্যে তৎকালে বিরোধ
সংগ্ৰাম বর্দ্ধনেতে বাণিজ্যব্যবসায় সংশয়িত এবং দুঃসাধ্য হ
ইতে লাগিল তাহাতে মন্দ্রাজকুচির পতি কোম্পানির নিকটে লিখি
য়া পাঠাইলেন যে গড়াদি না করিলে আমারদের কার্য চালান
ভার কিন্তু অর্থের অকুলনপুযুক্ত ঐ নিয়ামকেরা তাহা করিলেন
না। অপর করমণ্ডলতটস্থ বাণিজ্য ব্যবসায় বহুদুরহিত বাস্তাম্
কুচিপত্যাধীন রাখেন অনেক ক্ষতি জন্মানেন ১৬৫৩ এবং ৫৪
শালে মন্দ্রাজের কুচি পুণান হইল।

ঐ সময়ে কোম্পানি এবং অন্য সামান্য বণিকেরা জাহাজ পো
রুণে অন্য এক আয়োজন করিতে লাগিলেন। এবং কোম্পানি
তৎকালীন রাজরক্ষক নামে পুসিদ্ধ ওলিবরক্রয়েন্ রাজার নিক
টে পুরিত নিবেদনপত্রেতে ১৫০০০০ টাকা দেশহইতে বহিঃ
করণানুমতি পুর্থনা করিলেন ঐ টাকাতে তিন জাহাজ পুরিত
হইল।

কোম্পানি বাণিজ্যবিষয়ে রাজবর্গেরদিগকে বাস্ত করিলেন এবং
১৬৫৬ শালে অক্টোবর মাসে কোম্পানি অনুমতিপুর্থনা এক পত্র
লিখিলেন তদ্বারা রাজসভারদিগকে অবগত করাইলেন যে বি
শেষ লোককর্তৃক পুর্নিত জাহাজের বাহুল্যেতে ভারতবর্ষীয়
বাণিজ্যের মূল্য শতকরা ৪০ টাকা অবধি ৫০ টাকাপর্যন্ত বর্দ্ধিত
হইয়াছে এবং ইংল্যান্ডীয় বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য তদুচিতক্রমে
ন্যূন হইয়াছে। তাহাতে রাজসভাস্থেরা ঐ বিষয় নিষ্পত্তিকর
ণেপণ করিয়া অনেক জিজ্ঞাসা করণান্তর রাজরক্ষককে পরা
মর্শ দিলেন যে আপনি কোম্পানির বাণিজ্যমাত্র বর্দ্ধন করুন।
কিন্তু তাহাতে এক নূতন সন্ধিপত্র নিৰ্মাণার্থে এবং তাহার পুতোক
বিষয় বিবেচনার্থে রাজসভাস্থেরদের এক নূতন সম্মুদায় নিযুক্ত
হইল।

অপর ভারতবর্ষস্থ পুতোক স্থানেতে নিযুক্ত কোম্পানির কুচিপ
[৪ অধ্যায়।]

[১৬৫৬ শাল।]

১৪' সমুদ্র এবং অন্য সামান্য বণিকসমাজের যোগবিবরণ।

তিরা টাকার অভাবপূরক কার্যে নিবারণিত হইয়াছিলেন ইত্যব
সরে রাজানুমতি পাইয়া অন্যঃ বণিকেরদের জাহাজ পুষ্পন করা
তে আমরা পূর্বরীতানুক্রমে ভারতবর্ষে লাভপূর্বক বাণিজ্যকার্য চা
লাইতে পারি না এই সকল বিষয় অবগত করাইতেছিলেন ইত্যব
সরে হলণ্ডিয়েরা পোর্টুগিসীয়েরদের অপেক্ষা বলবর্ত্তর হইতে না
গিল। বিশেষতঃ এই হলণ্ডিয়েরা সিংহলদ্বীপ হস্তগত করিয়া
ছিল এবং ১৬৫৬ এবং ৫৭ শালে গুয়ানামক বন্দরেতে জাহা
জের গমনাগমন অবরোধ করিয়াছিল এবং স্থানীয় নগরের সমু
খস্থ দিউ নামে এক ক্ষুদ্রদ্বীপোপরি চড়াউ করণে মনস্থ করি
য়াছিল। এই সকল বিষয়েতে সফলতাপূরক হলণ্ডিয়েরা ভারত
বর্ষস্থিত করমণ্ডলতটস্থ তাবছাণিজা হস্তগত করণে এবং ইং
গ্ৰাণ্ডীয়কর্তৃক ক্রীত বা বিক্রীত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণশক্তি
হস্তগত করণে মনস্থ করিয়াছিল তাহা করিতে পারিলে ইং
গ্ৰাণ্ডিয়েরা তিষ্ঠিতে পারিতেন না।

পঞ্চমাধ্যায়।

সমুদ্র এবং অন্য সামান্য বণিকসমাজের যোগবিবরণ।

অপর কোম্পানিদ্বারা ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায় চলন পক্ষে ইং
গ্ৰাণ্ডীয় রাজকুলীনসভাতে রাজাজ্ঞা স্থির হইলে ১৬৫৭ শালে কো
ম্পানির এবং সামান্যবণিকেরদের একা হইল তাহাতে ১৬৫৮
শালে এক নূতন চাঁদা করণেতে ৬০০০০ টাকা উৎপন্ন হইল।
অপর এই নিয়ম হইল যে ইতর বণিকেরা ইহার পূর্বে বাণিজ্য
দ্বারা ভারতবর্ষে যে সম্ভলতি করিয়াছিল তাহা লইয়া স্বতন্ত্র বাণি
জ্য না করিয়া এই নূতন চান্দাতে সমস্ত অর্পণ করিবে।

এ রীতিক্রমে ইংগ্ৰাণ্ডে কেবল একই কোম্পানি রহিল এবং
তাহারদের একই বিষয়েতে মনোযোগ দিতে হইয়াছিল তাহা
তে এই বাণিজ্য চালানার্থে পূর্বকার যে নানা ব্যাঘাত ছিল সে সকল
একেবারে শেষ হইল।

[৫ অধ্যায়।]

[১৬৫৮ শাল।]

অপর ঐ নূতন কোম্পানির কার্যসাধনার্থে কতকগুলি নূতন নিয়ম কৃত হইল তাহাতে ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির ভারতবর্ষে কুচি পুড়িত তাবৎ সুরাটের কুচিপতির এবং তন্নজিরদের অধীন হইল। তাহার মধ্যে মন্দ্রাজের এবং বাস্তামের কুচি স্বতন্ত্র রহিল বিশেষতঃ করমগুলতটস্থ এবং বাঙ্গালাদেশস্থ তাবৎ কুচি মন্দ্রাজস্থ কুচির অধ্যক্ষাধীন এবং দক্ষিণ দিকস্থ উপদ্বীপস্থ কুচি সমস্ত বাস্তামের কুচির অধ্যক্ষাধীন হইল।

অপর ইংল্যান্ডীয় রাজবর্গের মধ্যে এবং কোম্পানির মধ্যে পুত্রোক্ত নিয়মসন্ধি সিদ্ধ হইতেছিল ইতোমধ্যে নূতন কোম্পানির পুথমতঃ জাহাজসমূহ পুরিত হইল। ঐ আয়োজনে পঞ্চ জাহাজ ছিল তাহার মধ্যে এক জাহাজ ১৫৫০০০ টাকা লইয়া মন্দ্রাজে এবং এক জাহাজ বাঙ্গালায় এবং সুরাটনগরে ও পার্শ্বদেশে ও বাস্তামনগরে তিন জাহাজ পুরিত হইয়াছিল। তাহার পরবৎসরে অর্থাৎ ১৬৫৮—৫৯ শালে অন্য এক জাহাজ সুরাটে এবং এক জাহাজ মন্দ্রাজে এবং দুই জাহাজ বাস্তামে পুরিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে শেষ কথিত দুই জাহাজের পতির দিগকে আভা দেওয়া গেল যেতোমরা উপদ্বীপযোগ্য বাণিজ্যার্থে পুথমে মন্দ্রাজেতে লাগান করিয়া তদেশীয় বস্তাদি বোঝাই করিয়া উপদ্বীপেতে যাইবা। পরে সেস্থানহইতে বাঙ্গালায় এবং মন্দ্রাজে এবং করমগুলতটে গিয়া ইউরোপদেশে বিক্রয়ার্থে বাণিজ্যদ্রব্য সংগৃহ করিবা। অপর ঐ জাহাজপতি সকলকে আভা দেওয়া গেল যে জায়ফলবজ্রোৎ পাদকোপদ্বীপ জাত বাণিজ্যের কিয়দংশ পুনর্ব্বার স্বহস্তগত করণে বহুচেষ্টা করিবা কিন্তু ঐ সময়ে বাস্তামবন্দর হাণ্ডীয়কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দক্ষিণদিকস্থ উপদ্বীপের বাণিজ্যবিষয়ে ঐ বৎসরে কোন সমাচার পাওয়া গেল না।

ঐ সময়ে ইংল্যান্ডদেশে জনশ্রুতানামক রাজ্যরক্ষকের মরণোত্তে দ্বিতীয় চার্লস রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তাহাতে ইংল্যান্ডীয় নূতন রাজা স্থাপিতপুয়ুক্ত কোম্পানি নিজ অনুমতির সন্ধিপত্র পর্ব্বক্ষণ রক্ষণে বহুতর চেষ্টা করণে ত্রুটি করিলেন না। অতএব দ্বি

তীয় চার্লসের সিংহাসনোপবিষ্ট হওয়াতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য কারি কোম্পানি এক নূতন সন্ধিপত্রজন্যে রাজার নিকটে নিবেদন পত্র লিখিলেন এই সময়ে তন্নিবেদনপত্রবিষয়ে কোন কাৰ্য্যকৰ্ম্ম না থাকাতে রাজানুমতি শীঘ্র পাইলেন এবং ১৬৬১ শালে এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে এক নূতন সন্ধিপত্র কৃত হইল। তাহাতে কোম্পানির পুরাতনানুমতি স্থিরীকৃত হইল এবং তাহারদিগকে এরূপ সাহস দেওয়া গেল যে তোমরা খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বিভিন্ন অন্য কোন রাজার বা পুজাদির সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে পার এবং তোমাদের অধিকৃত কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে যদি পাও তবে তাহাকে অনুমতিব্যতিরেকে বদ্ধ করিয়া ইংল্যান্ডদেশে চালান করিতে পার। এই সন্ধির মধ্যে শেষ কথিত অনুমতিদ্বয় অতিকার্য্য হইছিল তন্নিব কোম্পানির কার্য্য চালানবিষয়ে ইংল্যান্ডীয় পুতুজের তাবৎ ভার পুয় এই নিয়ামকেরদের এবং তদ্ভূতোরদের হস্তে অর্পিত হইল।

এই সন্ধিপত্র প্রাপ্ত পরবৎসরে কোম্পানিকর্তৃক ভারতবর্ষে পেরিত জাহাজের বা তত্তজ্জাহাজে অর্পিত ধনের কোনো নির্ণয় বর্ত্তমান নাই কিন্তু ভারতবর্ষে তৎকালে অতিশয় ব্যাপ্ত বাণিজ্যের ন্যূন করণানুমতিবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আখ্যায়িকা বর্ত্তমান আছে। তৎপরবৎসরে অর্থাৎ ১৬৬২ — ৬৩ শালে দুই জাহাজ ৬৫০০০০ টাকা এবং অন্য পুকার বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া সুরাটে পেরিত হইল তাহার মধ্যে অনুমান হয় ২৮৩০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য মন্দ্রাজে পেরিত হইয়াছিল। তাহার পরবৎসরে কোনো জাহাজ পেরণের আখ্যায়িকা বর্ত্তমান নাই।

বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে কোম্পানির দুর্বলসময়ে অর্থাৎ পূর্বোক্ত কার্য্যসিদ্ধ বৎসরের মধ্যে বহুপুসিদ্ধ এবং বহুকার্য্যোপকারক কতকগুলি বিষয় ঘটিল। বিশেষতঃ পোর্টুগিসীয় রাজা আপন কন্যা কাথারৈণের বিবাহ সময়ে বোম্বে নগর আপন জামাতা ইংল্যান্ডীয় রাজাকে যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন তাহাতে মার্লবরো নামক পুদেশাধিকারির কর্তৃত্বাধীন পাঁচ যুদ্ধজাহাজেতে পাঁচ শত সৈন্য এই উদ্বীপাধিকার গৃহণার্থে পেরিত হইয়াছিল। এই জাহাজ

সমস্তু ১৬৬২ শালে সেপ্তেম্বর মাসের ১৮ তারিখে বোম্বে নগরে পহঁছিল কিন্তু তৎস্থানের অধিপতি যৎকিঞ্চিৎ বাধা জন্মাইল বিশেষতঃ ইংল্যান্ডীয়েরা ভাবিল যে এই নগরদানপত্রেতে বোম্বে নগরসমীপবর্ত্তি শাল্‌সেট্‌ এবং অন্য তদধীন নগর বিশেষ করিয়া লিখিত ছিল কিন্তু এই দানপত্রের বাক্য কিঞ্চিদ নিশ্চিতত্বপূযুক্ত পৌর্ভূগিসীয়েরা কহিল যে তাহাতে কেবল বোম্বে অর্পণাজ্ঞা আছে এবং যে রাজাজ্ঞা তোমরা ইংল্যান্ডদেশ হইতে আনিয়াছ সেই রাজাজ্ঞা আমাদের রাজাজ্ঞাতুল্য নহু এই ছল করিয়া কহিল যে আমরা যাবৎ আপনারদের রাজার মিকটহইতে বিশেষাজ্ঞা না পাই তাবৎ বোম্বে নগরও অর্পণ করি ননা। এই অবস্থাতে সেনাসমস্তু জাহাজোপরি বহুকাল থাকাতে অতিশয় মরিতে লাগিল তাহাতে এই সেনাসমস্তু জাহাজ হইতে অবরোহণে বাঞ্ছা করিয়া ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি সুরাট্‌বাসি কোম্পানির পুধান কুচিপতির নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন কিন্তু এই কুচিপতি লিখিলেন যে আমার এই স্থানে সৈন্য নামাইলে মুসলমানীয় রাজারদের আশঙ্কা অতিশয় বাড়িবে এবং কোম্পানির সম্ভ্রান রাজকর্তৃক হত হইতে পারে এবং আমারদিগকেও কি জানি দেশবহির্ভূত করিয়া দিবেন। এই রূপ বিপদগুস্ত হইয়া এই মর্নবরোনামক পুদেশাধিকারী রাজার জাহাজ লইয়া ইংল্যান্ডদেশে পুনর্গমনে গণ করিল কিন্তু সর্বসম্মতি হইল যে সৈন্য লইয়া গিয়া নগরহইতে আটার ক্রোশ দূর অন্ধ্রীপনামক উপদ্বীপেতে উত্তীর্ণ হয় কিন্তু সে যাহা হউক কিঞ্চিৎকাল পরে বোম্বে এবং শাল্‌সেট্‌ উপদ্বীপাধিকার ইংল্যান্ডীয়েরদের অধীন হইল। পরে ১৬৬৮ শালে ইংল্যান্ডীয়রাজবর্গেরা কোম্পানিহইতে অশীতি টাকা বার্ষিক কর গুহণে সন্ধি করিয়া এই উপদ্বীপ তাহারদিগকে অর্পণ করিল।

অপর ১৬৬৪ শালের আরম্ভে মহারাক্টুরাজ পুথম স্থাপনকারি শিবাজি মুসলমানীয় রাজবর্গেরদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া সুরাট নগরেতে চড়াউ করিল তাহাতে নগরস্থেরা পলায়ন করিল এবং তন্নগরাধ্যক্ষ আপনি দুর্গমধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল কিন্তু কো

কোম্পানির ভূত্বারা আপনারদের কুচিতে একত্র হইয়া জাহাজের লোক সকল সংগৃহপূর্বক যুদ্ধ দিল তাহাতে ঐ শিবাজি নগর লুণ্ঠ করিয়া পশ্চাৎ হটিল। ঐ যুদ্ধেতে ইংল্যান্ডীয়েরদের সাহস এবং সফলতা দেখিয়া মুসলমানীয় রাজবর্গেরা কোম্পানির কুচি পতিরদিগকে বহুস্তব করিয়া বাণিজ্যবিষয়ে অনেক নূতনানুমতি দিলেন। অপর ১৬৭০ শালে সুরাট নগর পুনর্বার শিবাজিকর্তৃক অবরুদ্ধ হইল তাহাতে কুচিপতিরা কোম্পানির সংস্থান সকল স্থানী নগরে পুরণ করিয়া জাহাজে চড়াইয়া দিল পরে পুনর্বার সাহসপূর্বক যুদ্ধ করিল কিন্তু ঐ যুদ্ধেতে কতক গুলিন লোকের এবং যৎকিঞ্চিৎ বাণিজ্যদ্রব্যের হানি হইয়াছিল।

ঐ সময়ে বাঙ্গালার হুগলির কুচিপতি গঙ্গায় নঙ্গরীকৃত চীনার এক জাহাজ অবিবেচনাপূর্বক ধরণপুযুক্ত মুসলমানীয় রাজ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ইংল্যান্ডীয়েরদের বহু আপদ ঘটিল এবং ঐ বিষয়ের ছলেতে মুসলমানীয় রাজবর্গেরা অনেক বৎসর ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে বহুক্লেশ দিল। তাহাতে ১৬৬২—৬৩ শালে মন্দ্রাজের কুচিপতি বাঙ্গালাদেশের ঐ বিরোধবিষয়ে শ্রীরজামলাহ নামে বাঙ্গালার নবাবের সহিত সন্ধি করণার্থে এবং বালেশ্বর নগরে ও কাশীম্বাজারেতে কুচি স্থাপনার্থে অনুমতি পূর্নানাজন্যে উকীল পুরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে বাঙ্গালার বহুধনসাধ্য বাণিজ্যব্যবসায় করণে কোম্পানির পুচ্ছ ধন ছিল না।

তৎকালে ভারতবর্ষস্থ নানাস্থানে বাণিজ্যব্যবসায় চালানার্থে কোম্পানির ধন এবং উপায় অত্যল্প ছিল এতৎপুযুক্ত তাহারদের ভূত্বোরদের বেতনের অনির্বাহ ছিল। ১৬৬২ শালে সর জর্জ অক্রেদেন্ মনোনীত হইয়া সিংহলদ্বীপাবধি সুফার্বপর্য্যন্ত তদ্ব্যবস্থা ভিত্তি ভারতবর্ষোত্তরাংশস্থ তাবৎ কুচিপতিরদের পুধানরূপে এবং তদ্রূপ তাবৎ কার্যনিয়ামকরূপে সুরাট নগরাধিপতি নিযুক্ত হইলেন। তাহার বেতন বৎসর ২ কেবল ৩০০০ টাকা তন্নিম্ন লাভার্থে বাণিজ্যব্যবসায় পুবৃত্ত হইতে পারেন না অতএব তৎপরিবর্তে পুতিবৎসর ২০০০ টাকা পাইতেন।

পূর্বোক্ত বিষয়ে যে পুকার হউক ঐ কালপর্যন্ত ইংল্যান্ডীয়েরা ভারতবর্ষে অতিদুর্বল ছিল কিন্তু তৎপরে ঐ দুর্বলতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে লাগিল এবং ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গকর্তৃক অনেকোপক্রম হইলেও তাহারা উত্তরোত্তর অতিবলবানু হইল। অপর তৎকালে ইংল্যান্ডীয় রাজবর্গেরদের কার্যসাধনেতে অনেক দোষ থাকিলেও এবং পুথম জেমসের রাজসিংহাসিনোপবিষ্ট হওন কাল। বধি দ্বিতীয় জেমসের রাজ্যচ্যুত হওনকালপর্যন্ত যুদ্ধেতে দেশ পরিপূর্ণ হইলেও তৎকালপূর্বে বা তৎকালপরে ইংল্যান্ডীয় পুজারা ধনেতে এবং মাজুল্যেতে এতদ্রূপ কখন বৃদ্ধি পায় নাই। অপর কোম্পানি অর্থাৎ পনারদের সমুদয় ধনবদ্ধনে কি বিশেষ উপায় করিয়া ছিলেন ইহা আমরা অবগত নই কিন্তু বোধ হয় অন্য পুজারদের ধনবৃদ্ধিতে তাহারদের ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল যেহেতুক ষোড়শ পুণ্য পরবৎসরে ঐ নিয়ামকেরা যদ্রূপ অতিশয় এক জাহাজের আয়োজন করিয়াছিলেন তদ্রূপ পূর্বে কখন করেন নাই। বিশেষিষ্ঠা কহি ১৬৬৭—৬৮ শালে কোম্পানি বাণিজ্যদুবোতে এবং মন্দাতে ১৩০০০০০ টাকা ছয় জাহাজে করিয়া সুরাটে এবং ৭৩০০৩০ টাকা পাঁচ জাহাজে করিয়া মন্দুজে এবং ৪০০০০০ টাকা পাঁচ জাহাজে করিয়া বাস্তামে পেরণ করিলেন। অপর আখ্যায়িকী দ্বারা আমরা অবগত আছি যে তাহার পরবৎসরে সুরাটে পেরিত বাণিজ্যদুব্য ৩৬০০০ মোন এবং ৭৩০০০০ টাকা ছিল। আরো মন্দুজে ১০৩০০০০ টাকার বাণিজ্যদুব্য পাঁচ জাহাজে এবং বাস্তাম নগরে ৩৫০০০০ টাকার বাণিজ্যদুব্য তিন জাহাজে পেরিত হইয়াছিল। অপর ১৬৬৯—৭০ শালে ৪৫০০০ মোনের বাণিজ্যদুব্য সুরাটে এবং মন্দুজে ছয় জাহাজ এবং বাস্তামে চারি জাহাজ পেরিত হইয়াছিল ঐ বৎসরে স্থানে পেরিত বাণিজ্যদুবোর মূল্য ২৮, ১০০০ টাকা ছিল।

কথিত কএক বৎসরে ঘটিত নানাবিষয় বহু কার্যনির্বাহক ছিল। ১৬৬৭—৬৮ শালে কোম্পানি চার বাণিজ্যবিষয়ে ব্যবসায় করণে পুণর্মুদুমতি দিয়াছিলেন। এবং ঐ সময়ে সুমাত্রানগরে বাণিজ্যব্যবসায় পুনঃস্থাপনার্থে উদ্যোগ করণে কোম্পানি পরামুষ্ট ছি

[৫ অধ্যায়।] [১৬৭০ শাল।]

লেন। অপর ১৬৭১—৭২ শালে ১৩০০০০০ টাকা মূল্যক বাণি
জ্যদ্রব্য বার জাহাজেতে করিয়া সুরাট নগরে ফাঁসিসেরদের উপ
স্থিত করাতে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যব্যবসায় বিষয়ে বহুবাধিত
ছিলেন। ১৬৭৩শালে সেন্টহেলিনানামক ইল্যান্ডিয়াধিকার উপ
দ্বীপ ইংল্যান্ডিয়াধিকার হওয়াতে ইংল্যান্ডের রাজ্য পূর্বক কোম্পা
নিকে দেওয়া গেল।

অপর কথিত কালপর্যন্ত ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্ম অল্প এবং
অল্প গণ্য বোধ হয়। ১৬৭৪—৭৫ শালে বোম্বে নগরে এক
বিরোধ উপস্থিতপুযুক্ত অনেক উৎপাত হইয়াছিল কিন্তু তা
হাতে বহুইংল্যান্ড উৎপন্ন হয় নাই। ঐ উৎপাতকারি লোকের
দের পুধান ব্যক্তিরদিগকে দমন করণে কোম্পানির কুচিপতির
যুদ্ধব্যবস্থা ব্যবহার করিলেন। তৎকালে বাঙ্গালার বার্ণজ্য ব্যব
সায় এমন অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে বাঙ্গালাদেশস্থ কুচিপ
তির মন্ডাজকুচিপতির অধীন না হইয়া স্বয়ং পুধানরূপে নিযুক্ত
হইলেন এবং কোম্পানি বাঙ্গালাদেশস্থ কুচিপতিরদিগকে আজ্ঞা
করিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা চীনেতে বাণিজ্য ব্যবসায় করিবা
এবং ১৬৭৬—৭৭ শালে তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা
আমাদের নিমিত্তে চার ব্যবসায়েতে ২৫০ টাকা সম্বৎসর ব্যয় ক
রিবা। অপর বাস্তাম্ নগরে কোম্পানির কার্যে যে ২ বিপদ ঘটয়া
ছিল তাহার মধ্যে বহুমাণ বিষয় ১৬৬৭ শালে ঘটিল। ঐ বাস্তাম্
নগরস্থ কুচিপতিপুধানেরা নদী হইয়া কোন এক সন্ধানে নৌকাতে
যাইতেছিলেন ইতোমধ্যে জলপথে লুণ্ঠায়িত কতকগুলি নাবা
নীয় দস্যু অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে বিনাশ
করিল।

[৫ অধ্যায়।]

[১৬৭৭ শাল।]

ষষ্ঠাধ্যায়। ,

১৭১১ শালে সমুদ্র এবং অন্য কোম্পানির সম্মিলন বিবরণ।

অপর ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির বাণিজ্যকার্য স্বদেশীয় অন্যপক্ষ লোককর্তৃক বাধা দ্বিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্সের সিংহাসনোপবিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পরে কোম্পানির সন্ধি পত্র নূতনীকৃত হওনাবধি করিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকার্য দুই এক দুর্বলব্যক্তিকর্তৃক বাধিত হওনব্যতিরেকে অনিবার্যরূপে চালিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৮২ — ৮৩ শালে চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্ৰহ করণে চেষ্টা এবং নূতন অথচ শত্রুরূপ অন্য এক কোম্পানি নিযুক্তকরণ বাঞ্ছা কতকগুলিন লোকেতে পুকাশ পাইল। এই নূতন ব্যাপারেতে পুায় তাবদুজাস্থ লোক আত্মসম্মতি এবং সমন্তোষ পুকাশ করাতে তাহা এই মত মহাবিসয়ক হইতে লাগিল যে রাজা স্বয়ংই এবং রাজমন্ত্রিরা তন্নাবি মঙ্গলামঙ্গলবিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এ সময়ে পুরাতন কোম্পানি অতিশয় ঋণগ্ৰস্ত হইতে লাগিলেন। ১৬৭৬ শালে ইংল্যান্ডদেশবাসি কোম্পানির শত্রুসংকল্প যে কোম্পানির ৬০০০০০০ টাকা ঋণ হইয়াছে এবং যে ১৬৭৪ শালে সুরাট কুচির ঋণ মাত্র ১৩৫০০০০ টাকা ছিল। অপর ১৬৮২ — ৮৩ শালে কোম্পানি বাঙ্গালাদেশস্থ কুচিপতিরদের স্থানে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা ২০০০০০০ টাকা কর্জ কর এবং ১৬৮৩ — ৮৪ শালে বোম্বেতে কোম্পানির অবিক্রীত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ৩০০০০০০ টাকা ছিল। ইহাতে বোধ হয় যে এই সময়ে কোম্পানির ঋণ তাহারদের মূলধনাপেক্ষা অধিক ছিল।

অপর বাস্তামু নগরের রাজার সহিত তাহার পুত্রের যুদ্ধ হওয়াতে ইংল্যান্ডীয়েরা পিতার পক্ষ এবং হলণ্ডীয়েরা পুত্রের পক্ষ হইয়া পুত্র জয়ী হইলেন তাহাতে এই পুত্র এবং হলণ্ডীয়েরা ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে তদপদ্বীপহইতে বাহির করিয়া

দিল। পরে ঐ বাস্তাম্ নগর পুনঃপ্ৰাপণে ইংল্যান্ডীয়েরা অনেক চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তদবধি ইংল্যান্ডীয়েরা যাবা উপদ্বীপের পুধান হইয়া রহিল। পরে বাস্তাম্ নগর দ্যুত হইলে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের উপদ্বীপস্থিত ইংল্যান্ডীয় কুচিপতিরা মম্বুজ্যেতে আইলেন।

অপর বোম্বেতে বিরোধ পুনরুপস্থিত হইয়া মহাভয়ানুক হইতে লাগিল বিশেষতঃ পুজারদের দেয় কর অধিক হওয়াতে এবং কুচিপতিরদের বেতন নূন হওয়াতে কেগিন্ নামক বোম্বে গড়ের পতি নগরস্থ সৈন্য এবং তাবলোক যোগ করিয়া ১৬৮৩ শালে দিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখে কোম্পানির কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া পত্রদ্বারা জানাইল যে ঐ উপদ্বীপ কোম্পানির নয় কিন্তু ইংল্যান্ডীয় রাজার। ঐ সম্বাদ ইংল্যান্ডে গত হইলে রাজা কোম্পানির কর্তৃত্ব ঐ উপদ্বীপে পুনরপণে আজ্ঞা করিলেন এবং ঐ উৎপাতকারিরদের বলপূর্বক পুতিকূল আচরণ করণনামতি দিলেন। তাহাতে যখন সর তামস্ গাস্তাম্ নামে কোম্পানির জাহাজসমূহের সেনাপতি রাজাজ্ঞাসহকারে বোম্বেতে উপস্থিত হইলেন তখন কেগিন্ কহিল যে আমার এবং অন্য উৎপাতকারিরদের অপরাধক্রমা হইলে আমি উপদ্বীপ পুনরপণ করিবন্ধর এই রীতিক্রমে উপদ্বীপ পুনরপিত হইয়া সকল সুস্থির হইল।

১৬৮৭ শালে বোম্বে নগরের কুচিপতিরা কোম্পানির অন্য কুচিপতিরদের পুধান হইলেন। এবং মম্বুজ্যের কুচিপতিরা নূতন নিয়মানুসারে খ্যাত হইলেন।

অপর ঐ কালে ভারতবর্ষস্থ অন্য রাজবর্গাপেক্ষা ইংল্যান্ডীয়েরা বাঙ্গালান্ত রাজবর্গহইতে ন্যূনানুগৃহ এবং অধিক ক্লেশ পাইয়া ছিল তাহাতে ১৬৮৫—৮৬ শালে কোম্পানি পণ করিলেন যে আমরা এ অবধি স্বস্বহানিবিষয়ে এবং আত্ম সুরক্ষণবিষয়ে যুদ্ধব্যবহার করিব। অতএব কোম্পানির তৎপূর্বকালীন অন্য যুদ্ধযোজনাপেক্ষা তৎকালে বাঙ্গালাদেশে পুরিত যুদ্ধযোজন অধিক বলবান্ ছিল বিশেষতঃ বার তোপাবধি সত্তরি তোপপর্য়াস্তধারি দশ যুদ্ধজাহাজ এবং সেই জাহাজেতে পতিছাড়া ছয়
[৬ অধ্যায়।] [১৬৮৭ শাল।]

মৃত পদাতিক নিকোল্লনের কর্তৃত্বাধীন পুরিত হইয়াছিল।
বাজালায় পঁহুঁছিলে তত্রস্থ কুচিপতিরা, এই সৈন্যের পতিরূপ নি-
যুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে যাইয়া সেই নগরাক্রমণ করিলেন এবং
এ স্থান হইতে নবাবের ও মুসলমানীয় অন্য রাজবর্গেরদের উপর
চড়াউ করিয়া পূর্বপুষ্ট হানিজন্যে তাহারদের পুতীকার করিতে
চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তন্নিম্ন পরবৎসরে কোম্পানি ইংল্যান্ড
রাজার নিকটে রাজার নিজসৈন্যপতিসুদ্ধ এক শত লোকের
নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেন এবং তাহা সিদ্ধি হইল এবং রাজা
আরো কুচির পুধানপতিকে অনুমতি লিখিয়া পাঠাইলেন যে তুমি
সামান্য সেনাহইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া পতিত্বরূপে নিযুক্ত
করিবা। কিন্তু অতিবৃহৎ এবং বহুকালে নিষ্কণ্ণ কার্যেতে যে
দৈব হয় তাহা এই স্থানে ঘটিল। এই সকল সেনা এককালে বাজা-
লার নদীতে পঁহুঁছিল না এবং কতকগুলি বাজালাদেশস্থেরদের
সহিত ইংল্যান্ডীয় সেনার এক ক্ষুদ্র বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে
ইংল্যান্ডীয়েরা এই রাজদত্ত সৈন্য পঁহুঁছনপূর্বে যুদ্ধারম্ভ করিলেন।
পরে ইংল্যান্ডীয়েরা হুগলি নগরে যুদ্ধজাহাজহইতে কতকগুলি
তৈপ চালাইয়া পূর্বেতে ছোটনতী কিন্তু পরেতে কলিকাতা
নামে পুসিদ্ধ এক ক্ষুদ্র গুামে আশ্রয় লইলেন এবং সন্ধিদ্বারা বা
অন্য সৈন্য প্রাপণদ্বারা নবাবের সহিত একত্র করিয়া যাবৎ তা-
হার পুনর্বীর স্বস্থকৃতিতে যাইতে পারিলেন না তাবৎ সেই
স্থানে রহিলেন। অঙ্গবঙ্গদেশেতে ইংল্যান্ডীয়েরদের এই অন্তত
বিষয় কোম্পানির পুতি বড়দুঃখের বিষয় হইয়াছিল তাহাতে
তাহারা অতিশক্তরূপে বাজালাস্থিত আত্ম ভূত্যেরদের নিকটে
লিখিয়া এই দোষ দিলেন যে তোমরা কেবল ভীত নও কিন্তু
অতিবিশ্বাসঘাতক হইয়া আমাদের সহিত নবাবের এবং বা-
দশাহের অসন্তোষ জন্মাইয়াছ। পরে নবাবের সহিত সন্ধি
হইল কিন্তু তাহাতে কোনো সার ছিল না যেহেতুক এই সন্ধির
ছলেতে নির্ভর করিয়া নবাব ইংল্যান্ডীয়েরদের উপর সফলতা
সম্পাদক চড়াউ হওনার্থে গুপ্তরূপে মহাযোজন করিলেন। পরে
চাঁকুনামে কুচিপতির কর্তৃত্বাধীন ইংল্যান্ডীয়েরা অতিসফলতা সম্ভা-
[৬ অধ্যায়।] ।

৩৪ ভারতবর্ষীয় রাজবর্ণের সহিত ইংল্যান্ডীয়দের বিরোধ ।

যুদ্ধ করিলেন। অনেক সন্ধ্যায় তাহারা নবাবের সেনারদিগকে হুটিয়ামাত্র দিবেন না কিন্তু খানার দুর্গেতে চড়াউ করিলেন। পরে হিঙ্গুলিনামক উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তাহাতে গড় বাঁধিয়া আপনাদিগকে সুরক্ষণ করিলেন এবং সে স্থানহইতে যাইয়া বালেশ্বর বন্দর এবং নবাবের চল্লিশ জাহাজ অগ্নি দিয়া দাহ করিলেন। কিন্তু অন্য পক্ষে কাশিম্বাজারের এবং পাটনার কোম্পানির কুচি নবাব হস্তগত করিয়া লুণ্ঠ করিলেন। অপর ১৬৮৭ শালে মুসলমানেরদের সহিত ইংল্যান্ডীয়দের পুনরৈক্য হওয়াতে এবং আত্ম পুরাতনানুমতি পাওয়াতে ইংল্যান্ডীয়েরা পুনর্বার হুগলিতে যাইয়া কার্য কর্ম করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির নিকট চার্লস সাহেব এবং অন্য ভূতাবিসয়ে অনেক অপবাদ ইংল্যান্ডে পঁহুছনপুযুক্ত তাহারদের অত্যন্তোষ হইল কোম্পানির আত্মভূত্যদের দোষ নিরারণার্থে এবং কাশিম্বাজারের এবং অন্য স্থানের কুচি পুনঃস্থাপনার্থে সর জন চাইন্দ নামে বোম্বে নগরের অধিপতিকে মন্দ্রাজেতে এবং বাঙ্গালাতে পুরণ করিলেন। ইতোমধ্যে কোম্পানির কুচি পতিরা বাঙ্গালাতে পূর্বে যেমন স্থাপিত ছিলেন তদ্রূপে আপনাদিগকে পুনঃস্থাপনার্থে বহুদ্যোগ করিয়া তৎকার্য্য অনেক সুসিদ্ধ করিতে হিথনামে এক জাহাজপতি ইংল্যান্ডহইতে যুদ্ধারম্ভ করিবার আজ্ঞা পাইয়া দিফেন্স নামে এক বড় যুদ্ধজাহাজ এবং অন্য এক ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজ লইয়া বাঙ্গালায় পঁহুছিয়া অবিরেচনাপূর্বক যুদ্ধারম্ভ করিলেন ও বালেশ্বরবন্দর লুণ্ঠ করিয়া চট্টগ্রামে গেলেন কিন্তু ঐ নগর হস্তগত না করিতে পারিয়া আপনাদিগকে এবং তাহারদের ধনাদি লইয়া মন্দ্রাজে চলিয়া গেলেন তাহাতে কিয়ৎকাল জন্যে বাঙ্গালাদেশে ইংল্যান্ডীয় বণিক কর্তৃক চ্যুত হইল।

অতিশয় খ্যাতিাপন্ন সাইস্তাখাঁ এই সকল ঘটনাকালে বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। ইংল্যান্ডীয়দের ঐ সমস্ত কার্য্য এবং অজবজদদেশের পশ্চিমতটে সর জন চাইন্দকর্তৃক কৃত অবিরেচিকার কার্য্য আওরঙ্গজীব বাদশহ অবগত হওয়াতে ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষীয় রাজবর্গের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের বিরোধ । ৩৫

কোম্পানির তাবৎ কুঠির সংহার হওনের উপক্রম হইল বিশেষতঃ সুরাট নগর মুসলমানীয়েরদের হস্তগত হইল এবং সিদ্দিক জাতীয়েরা কতকগুলিন জাহাজ লইয়া বোম্বে নগরেতে চড়াউ করিল তাহাতে পুয় তাবন্নগর তাহারদের হাতে পড়িল এবং ঐ নগরস্থ ইংল্যান্ডীয়াধ্যক্ষ গড়েতে বদ্ধ হইলেন । অপর আওরঙ্গজীব আপন তাবদখিকারহইতে ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে বাহির করিয়া দেওনে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে মসলিপাটামনগরস্থ কোম্পানির কুঠি আক্রান্ত হইল এবং বিজগাপটাম নগর আক্রান্ত হইয়া তত্রস্থ কোম্পানির কুঠিপতি এবং তাহারদের অন্য কতকগুলিন ভৃত্য মারা পড়িল ।

কিয়ৎকাল পরে ইংল্যান্ডীয়েরা অনেক কষ্টে এবং বহুদ্রব্য গানন্তর সুরাট নগরস্থ কুঠিতে বাণিজ্য করণানুমতি এবং বোম্বে হইতে নবাবের সৈন্য বহিস্করণানুমতি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া পূর্বের ন্যায় এক্ষা স্থাপনে বহুদ্রব্যগ করিতে লাগিলেন । অপর মুসলমানীয় রাজভাণ্ডারেতে কোম্পানিকর্তৃক আনীত ধনের হ্রাস পুষ্ট মুসলমানীয় রাজবর্গেরা পুনর্ব্বার এক্ষা করণে বড়একটা অসম্মত ছিলেন না ।

মুসলমানীয় রাজবর্গেরদের এবং কোম্পানির মধ্যে ঐ সকল বিরোধ হইতেছিল ইত্যবসরে ফুঁসীয়েরা ভারতবর্ষে আপনার দিগের স্থাপনে চেষ্টা পাইতে লাগিল বিশেষতঃ তাহারা ফুদ্চেরি নগর হস্তগত করিয়া তাহাতে গড়াদি বাঁধিয়া আপনার দিগকে দৃঢ় করিল ।

অপর ইংল্যান্ডীয় কোম্পানিকর্তৃক এতৎ সময়ে স্থিরীকৃত হইল যে এই অবধি করিয়া ভারতবর্ষে বিলক্ষণরূপে আপনারদের অধিকার স্থাপন কর্তব্য । তাহাতে কোম্পানি ১৬৮৯ শালে পেরিত আজ্ঞাপত্রের মধ্যে আত্মকুঠিপতিরদের নিকটে এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন যে বাণিজ্য বর্দ্ধনবিষয়ে আমারদের যেমত চেষ্টা ভারতবর্ষে অধিকার বর্দ্ধনেও সেমত চেষ্টা তাহার কারণে কহি বাণিজ্যবিষয়ে আমারদের আশাভঞ্জনকারি কখন কি ঘটবে ইহা আমরা কহিতে পারি না কিন্তু ভারতবর্ষস্থ আমারদের [৬ অধ্যায় ।]

[১৬৮৯ শাল ।]

অধিকারমাত্র আমারদের সেনার পুতিপালন করিতে পারে এবং
এ অধিকারবর্দ্ধনদ্বারা কেবল আমরা ভারতবর্ষে স্বরাজ্যস্বরূপ স্থা-
পিত হইতে পারিব। জ্ঞানবান ইংল্যান্ডীয়েরা আপন কুচিপতির
দের পুতি পুরিত আমারদের কর্তৃক দৃষ্ট তাবৎ পরামর্শপাত্রতে
বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে একবাক্য লিখন স্থানে অধিকার পুাপণ
বিষয়ে এবং কর্তৃত্ব স্থাপনবিষয়ে দশ বাক্য লিখে।

এ রীতিরূপ আচরণ যে উত্তম ইহা এ সময়ে নিশ্চিত হইয়া
ছিল বিশেষতঃ তৎপুমাণার্থে কহি ইংল্যান্ডীয়েরা এ বৎসরে কর
মণ্ডলতটস্থ অথচ ফুদুচেরি নগরের কিঞ্চিদক্ষিণে তিগ্নাপত্তন
নামে এক বন্দর তদদেশীয় রাজবর্গহইতে ক্রয় করিয়া তাহার
দের অনুমতিপূর্বক দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিলেন এবং সেতু দাউদ
নামে এ দুর্গ পুনিদ্ধ করিলেন।

অপর এ সময়ে এতদাখ্যায়িকার মধ্যে বহুগণ্য এক বিষয় উ-
ল্লিখিত হইল। বিশেষঃ এ সময় আরমাণী লোকেরা অনেকে স্বদে-
শান্তর হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে আপনারদের নি-
পুণতা পুকাশ করিল। সেইকালে ইংল্যান্ডীয় কোম্পানি অর্থাভাবে
বহুক্ষিষ্ট হওয়াতে এবং ধনাই না হইলে অন্যেরা উপকার
করিতে ইহা অবগত হওয়াতে নিয়ামকেরা ভারতবর্ষে আত্ম
বাণিজ্যকার্য্য চালানে যে অল্প ধন ব্যয় হয় এমত চেষ্টা পাইতে
লাগিলেন। অতএব এ নিয়ামকেরা ভারতবর্ষস্থ কুচিপতিরদের
নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা ইংল্যান্ডীয় কুচিপতি
বর্দ্ধন না করিয়া কার্য্য নির্বাহার্থে ভারতবর্ষে জাত আরমাণী জা-
তীয়েরদের দ্বারা কার্য্য চালাইলে উপকার দেখিতে পারে যেহে-
তুক ইংল্যান্ডীয় কুচিপতিরা ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের স্থানে
কচিন অনুমতি পাইলেও তাহারদের অপেক্ষা এ আরমাণী জাতি
য়েরা ভারতবর্ষে জনিতপুযুক্ত ইংল্যান্ডীয় বনাৎ এবং অন্যঃ বা-
ণিজ্যদ্রব্যাদি অধিক সুগমরূপে বিক্রয় করিতে পারে এবং ইউ-
রোপদেশপুভূতিতে পুয়োজনাই মলমন্ এবং অন্যঃ বহুমূল্যক
রত্নদ্রব্য ইত্যাদি অতিসুগমরূপে ক্রয় করিয়া বাণিজ্য কার্য্য নি-
র্বাহ করিতে পারিবে।

অপর ইংল্যান্ডদেশস্থ মহাসভা কোম্পানির পুতিকূলী হইতে লাগিলেন। এবং কোম্পানির কার্য্য বিচারার্থে ও নিষ্কাশার্থে আপনাদের মধ্যে এক কোম্পানি করিলেন ঐ কোম্পানি ১৬২০ শালের জানুআরি মাসের ১৬ তারিখে আপনাদের যুক্তি অবগত করাইয়া কহিলেন যে রাজাজ্ঞা দ্বারা এক নূতন কোম্পানি স্থাপন করা কর্তব্য কিন্তু ঐ নূতন কোম্পানি স্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কোম্পানি একাকী বাণিজ্য ভোগ করুক। অতএব ১৬২১ শালে মহাসভা পুরানত কোম্পানির পদ লোপ করিয়া নূতন কোম্পানি স্থাপনে রাজানুমতি পুর্থনা করিলেন তাহাতে রাজা নিজমন্ত্রির দের এক সম্মুদায় নিযুক্ত করিয়া তদ্বিষয় বিবেচনা করণে আজ্ঞা দিলেন।

১৬২৩ শালে এই বিরোধ শুভপূর্বক সমাপনার্থে রাজাজ্ঞা দ্বারা এক নূতন সন্ধিপত্র কৃত হইল। তাহার মূল বিষয় এই যে কোম্পানির তৎকালীন ৭৫৬০০০০ টাকা মূল্যক সংস্থান আদ্যে ৭৪৪০০০০ টাকা মূল্যক সংস্থান দ্বারা বর্দ্ধিত হইবে ইহাতে কোম্পানির সংস্থান ১৫০০০০০০ টাকা মূল্যক হইবে। তন্নিম্ন স্থিরীকৃত হইল যে ঐ কোম্পানির প্ৰাপ্ত নিজানুমতি ২১ বৎসর পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইবে এবং তাহা ছাড়া তাহারা ইংল্যান্ডদেশে নিম্নিত ১০০০০০০ টাকা মূল্যক বাণিজ্যদ্রব্য পুতিবৎসর দেশবাহিঃ করিবেন।

কিন্তু সে যাহা হউক মহাসভার পরাক্রমেতে ঐ মহাকাব্য কিঞ্চিৎপরে অন্যরূপে স্থিরীকৃত হইল বিশেষতঃ ঐ বৎসরের অন্তে মহাসভা ইহা স্থির করিলেন যে মহাসভা নিষেধ না করিলে কোনো ইংল্যান্ডীয় পুজা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীস্থ অন্য কোন স্থানে অনিবার্য্যরূপে বাণিজ্যব্যবসায় করিতে পারিবে।

অপর মহাসভাদ্বারা ১৬২৮ শালের মধ্যে অন্য এক সন্ধিপত্র কৃত হইল তাহাতে স্থিরীভূত পুধান বিষয় কহি রাজকার্য্যের নিমিত্তে চাঁদার দ্বারা ২০০০০০০০ টাকা সংগৃহীত হইবে এবং ঐ চাঁদাতে কি দেশী কি বিদেশী সকলে স্বাক্ষর করিতে পারিবে এবং ঐ চাঁদাতে সংগৃহীত টাকার শুদ সন্মৎসর শতকরা ৮ টাকা হই

বে। আরো স্থিরীকৃত হইল যে ইংলণ্ডীয় রাজা আত্ম অনুমতিপত্র দ্বারা স্বাক্ষরকারি বণিকেরদিগকে সাধারণ সম্মদায়নামে রাজ্যে প্রকারার্থক সমাজরূপে বা যুদ্ধবণিকসমাজরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তন্নিব স্থিরীকৃত হইল যে স্বাক্ষরকারি পুত্র্যক জন স্বত্বসামর্থ্যানুসারে স্বাতন্ত্রিক ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায় করিতে পারিবেন এবং ঐ স্বাক্ষরকারিরা যদি কেহ সম্মিলিতরূপে বাণিজ্যে ক্ষুদ্র হন তবে তাহাও করিতে পারিবেন এবং আরো স্থিরীকৃত হইল যে ঐ সম্মুখসংস্থানবিষয়ে তৎস্বাক্ষরকারিরা মাত্র ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায় করিবেন। আপর ১৭১১ শালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ দিবসের পরে আপনারদের কর্ম সম্মত করণক্রমে আগামি তিন বৎসরের সম্মদ দিলে এবং চাঁদার ২০০০০০০০ টাকা মূল্যক দেনা শোধ করিলে এই সন্ধিপত্র ব্যর্থ হইকে এবং পুরাতন বা লণ্ডননগরস্থ কোম্পানির নিয়মিত তিন বৎসর অর্থাৎ ১৭০১ শালপর্যন্ত তাহারা বাণিজ্যব্যবসায় করিবে কিনা ইহা ঐ নূতন কোম্পানি স্থির করিতে পারিবেন এবং তৎসময়ের মধ্যে তাহারদের দেনা শোধ না হইলে তাহারদের অধিকারাদি বিক্রীত হইবে।

কিন্তু এই নূতন কোম্পানির পুথন বাণিজ্যোদ্যোগ অতিশয় দুর্বল ছিল এবং তাহারা তিন জাহাজে কেবল ১৭৮০০০০ টাকামূল্যক বাণিজ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে পেরণ করিতে সমর্থ ছিলেন কিন্তু পুরাতন কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় অতি সবলরূপে চলিল এবং সেইবৎসরে তাহারা তের জাহাজে ৫২৫০০০০ টাকামূল্যক বাণিজ্যদ্রব্য পেরণ করিলেন এবং তাহারা কোনরূপে মুসলমানীয় রাজবর্গের আনুকূল্য প্রাপ্তার্থে বহুচেষ্টা করিলেন কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। বিশেষতঃ ১৬৯৮ শালে মুসলমানীয় রাজবর্গ কর্তৃক ছোটনভী ও গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামে তিন গ্রাম পাইলেন এবং ক্রমে ঐ স্থানে গুপ্তরূপে এক দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম ফোর্ট উলিয়ম রাখিলেন।

এই নূতন কোম্পানি এতদ্রূপ স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে উভয় কোম্পানির স্বাতন্ত্রিকতাপ্রযুক্ত অনেক বিভ্রাট ঘটি

কোম্পানি অতএব ১৭০২ শালে ঐ দুই কোম্পানির সম্মেলনাধি-
নানা উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং ১৭০২ শালের ২২ জুলাই তারি-
খে ঐক্য হইয়া সম্মিলিত কোম্পানি নামে খ্যাত হইল তদবধি
অদ্যাপি সেই কোম্পানি দ্বারা তারৎ কার্য্য নির্বাহ হইতেছে এবং
সেই নামও নিত্য রহিয়াছে ।

সপ্তমাধ্যায় ।

কোম্পানির ধারাবদ্ধপুত্ৰিত্তি বিবরণ ।

অপর ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ে পৃথকঃ বাণিজ্যকারিরা ঐক্য
শালী হইয়া এক কোম্পানি হইলে এবং রাজকর্তৃক তাহারদের
বিশেষানুমতি স্থরীকৃত হইলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়কারি
কোম্পানির কার্য্যের সুধারা এবং সুগম হইতে লাগিল এবং চাঁ-
দা বিষয়ে স্বাক্ষরকারিরদিগহইতে উৎপন্ন মূলধনও নিশ্চয়
হইল । তৎকালে কোম্পানির বাণিজ্যব্যবসায় ধারাক্রমে বৎসর
পুয় তুল্যরূপে চলিতে লাগিল তাহর রীতি এই ।

ঐ কোম্পানি সমুদায়সংস্থানাধিকারী নামে সভাস্থানে একত্র হ-
ইয়া বাণিজ্যবিষয়ে পরামর্শ করিয়া সাধারণরূপে কার্য্যকর্ম্ম করি-
তেন এবং ঐ কোম্পানির অধিপতিরা আপনাদের মধ্যহইতে ক-
তকগুলি লোককে সমুদায়রূপে নিযুক্ত করিয়া তাহারদের হস্তে
তদ্ব্যবহারিক বিষয়ক কর্ম্ম ভাগেৎ অর্পণ করিলেন । তাহাতে
কোম্পানির কার্য্য চালানশক্তি এবং পুত্ৰিত্তিশক্তি এইরূপে পৃথকঃ
মলেতে বিভক্ত হইল ।

৥ পুথমতঃ ॥ কোম্পানির অংশধারিরদের সভাস্থানে একত্র
হওনে অনুমতি ছিল । ॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ পূর্বে সমুদায়ক নামে
কিন্তু পরে নিয়ামক নামে পুসিদ্ধ লোকেরা বিশেষৎ ব্যবস্থাতে
সভাস্থ হইতেন ।

কোম্পানির সভার মধ্যে পঞ্চ সহস্রমুদার নূন অংশধারিরা
[৭ অধ্যায় ।] [১৭০২ শাল ।]

কোম্পানির কোন কার্যে সম্মতি বা অসম্মতি দেওনের উপযুক্ত ছিলেন না।

এ নিয়ামকেরা চব্বিশ করিয়া নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহা রা এক জন বিশ শতিসহস্র টাকা মূল্যক কোম্পানির মূল ধনের অংশধারী না হইলে নিয়ামকত্বপদে নিযুক্ত হইতেন না। এ চব্বিশ জন কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্স নামে খ্যাত হইয়া মধ্যে এক জন প্রধানরূপে এবং এক জন তদধীনরূপে নিযুক্ত হইতেন এবং এ চব্বিশ জন নিয়ামকেরা আপনাদিগকে দল করিয়া কোমিটি নামে পুসিদ্ধ হইয়া কোম্পানির কার্য চালাইতেন।

তাহারদের মধ্যে পুঙ্খম দলে কোম্পানির তাবৎ লেখাপড়া কার্য অর্পিত হইয়াছিল। এ দলস্থরদের কার্য অন্য কার্য হইতে বিশ্বসনীয় এবং অতিপুশ্চ ছিল বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে আগত পত্রাদির বিষয়ে বিবেচনা করিয়া নিয়ামকস ভোরদের নিমিত্তে তদুত্তর পুঙ্খত করণ এবং কোন বৎসরে কত জাহাজ এবং কোন স্থানে পুরণপুয়োজন ইহার তত্ত্ব করিয়া নিয়ামকেরদিগকে সম্ভার দেওয়া এবং ভারতবর্ষে কোম্পানির যুদ্ধবিষয়ে বা নাগর্য্যকার্যে নিযুক্ত ভূতোরদের সংখ্যার সম্ভার দেওন এবং কোন স্থানে কি নূতন কার্য উপযুক্ত এবং ভারতবর্ষ হইতে ভূতোরদের ইংল্লণ্ডদেশে পুনরাগমনের বাঞ্ছা জাপক নিবেদনপত্রবিষয়ে সম্ভার দেওন তাহারদের কার্য ছিল। তন্নিম্ন সকল পুকার বিরোধ বা অন্যায় জাপক পত্র এবং কোম্পানির স্থানে বা তাহারদের ভাণ্ডাররক্ষক পাতিরদের স্থানে পেরিত টাকার হণ্ডি পুঙ্খমে এ কোমিটিতে স্থিরীকৃত হইত এবং তাঁহারা বিবেচনা পূর্বক তদনুসারে আজ্ঞা করিতেন অধিক কি কহিব আবশ্যকীয় তাবৎ কার্য তৎকর্তৃক নির্বাহ হইত অন্য সকল কার্য তদপেক্ষা অল্পবিষয়ক ছিল।

দ্বিতীয় দলস্থরদের স্থানে তাবদ্যাবস্থা কার্য অর্পিত হইয়াছিল তাহাতে বিচারসম্বন্ধীয় তাবৎ নিবেদনপত্রাদি তাহারদের হস্তে পড়িত। এ কালে কোম্পানির বিচারসম্বন্ধীয় কার্যমাত্র সাধনাৰ্থে

এই এক সমুদায় নিযুক্ত করণের পুয়োজিন ছিল ইহা অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়।

তৃতীয় দলস্বেরদের ভাণ্ডাররক্ষণ কার্য্য ছিল। চতুর্থ সমুদায় স্বেরদের কোম্পানির গুদামরক্ষণ কার্য্য ছিল।

পঞ্চম সমুদায়স্বেরদের কার্য্য এইঃ কোম্পানির হিসাবপত্র এবং টিপহুণ্ডি ইত্যাদির যে যথার্থ্যযথার্থ্যএতদ্বিবেচনা করা এবং হিসাবরক্ষকেরদের উপরে কর্তৃত্ব করা।

ষষ্ঠ দলস্বেরদের কার্য্য ভারত দেশে পুরণার্থক বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় করণ বিশেষতঃ বনাৎ মীমা ইত্যাদি।

সপ্তম দলস্বেরা কোম্পানির কার্য্য নির্বাহকারি কুচিপতিত্বপদে নিয়োজিত ছিলেন। এই দলস্বেরদের কার্য্য অন্য দলস্বেরদের কার্য্যইহাতে কিঞ্চিদল্লবিষয়ক।

অপর জাহাজ পুস্তত করণ এবং জাহাজের সামগ্ৰী পুস্তত করণ ইত্যাদি কর্ম্ম অষ্টম সমুদায়স্বেরদের অধিকার কিন্তু তজ্জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়করণ কথিত অন্য সমুদায়স্বেরদের কার্য্য ছিল।

কোম্পানি ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যকারি অন্য ব্যক্তিরদের তাবৎ কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করা নবম দলস্বেরদের কর্ম্ম ছিল।

অপর উভয় কোম্পানি সম্মিলিত হওন শালে অর্থাৎ ১৭০৮ শালে ভারতবর্ষে তৎ কোম্পানির পুরিত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ৬০১১৫০ টাকার অধি ছিল না। কিন্তু তাহার পর বৎসরে ১৬৮৩৫৭০ টাকা ছিল পরে বৎসরঃ ক্রমেঃ অল্প হইয়া ১৭১৫ শালে ৩৬২১৭০ টাকামাত্র ছিল। সেই সময়াবধি কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্য অল্পেঃ বাড়িতে নাগিল তাহাতে ১৭০৮ শাল অবধি করিয়া ১৭১৮ শালপর্য্যন্ত কোম্পানির বার্ষিক পুরিত বাণিজ্যের মূল্য ১২২৮৮০ টাকা এবং ততঃসরে পুরিত মুদ্রামূল্য ৪৪২৩৫০০ টাকা ছিল।

তৎকালে কোম্পানি ইংলণ্ডহইতে ভারতবর্ষেতে টাকা ও মীমা ও প্লারা ও বনাতের খান ও চীনার বাসন পুরণ করিতেন। ভারতবর্ষহইতে পুরিত বাণিজ্যদ্রব্য এইঃ বিশেষঃ মলমল এবং

৪২ ভারতবর্ষে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যবিবরণ।

বস্ত্র এবং রেশম হীরা চা গোলমরিচ সোরা এবং ঝতক ঔষধীয় দ্রব্য।

১৭০৮ শালে কোম্পানির ভারতবর্ষেইতে পুরিত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ৪২৩১৫৭০ টাকা ছিল এবং ঐ বৎসরে এবং তৎপর উনিশ বৎসরে পুরিত বাণিজ্যদ্রব্যের স্থূলমূল্য কমবেস্ বৎসর ১৭৩৮-০৩১০ টাকা ছিল।

এই সকল দ্রব্য ইংগ্ৰাণ্ডে পঁহুছিলে পর কোম্পানি তাহা ইংগ্ৰাণ্ডদেশস্থ আপন কুঠীতে নিলামে বিক্রয় করিতেন।

তৎপূর্বকালে কোম্পানি আপনাদের জাহাজ ইত্যাদি নিৰ্মাণ এবং সমজ্জ করিয়া পুরণ করিতেন কিন্তু কালানুক্রমে বাণিজ্যের বাহুল্যে তাহারা জাহাজ ভাড়া করিতে লাগিলেন। অতএব সেই সময়াবধি কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ বাণিজ্যকার্য অতিসুগম রূপে নিৰ্বাহ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ ইউরোপহইতে আনীত বাণিজ্যদ্রব্য ভারতবর্ষস্থ কুঠিপতিরা নিলাম করিয়া একেবারে বিক্রয় করিতেন। তৎকালপূর্বে ইংগ্ৰাণ্ডীয় এবং অন্য ইউরোপীয় কুঠিপতিরা ইউরোপহইতে পুণ্ড্রবাণিজ্য দেশান্তরিত অন্য নগরে পৌণার্থে এবং সুরক্ষণার্থে স্থানে কুঠি অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্থান ম বাধিতেন। কিন্তু মুসলমানীয় রাজনাশক উপদ্রবসময়মধ্যে উদ্ভাজবর্গকর্তৃক পুণ্ড্রানুমতি সকলের দৃঢ়তার অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল তাহাতে উভয় কোম্পানির সম্মিলনের কিঞ্চৎপরে হিরীকৃত হইল যে কোম্পানির কুঠিপতির অধীন লোকের বাণিজ্যব্যবসায় বিষয়ে পুণ্ড্রান কুঠিপতির অনুমতিব্যতিরেকে দেশমধ্যে বহু দূর যাইবে না তাহাতে দেশান্তরে বাণিজ্যদ্রব্য পুরণকার্য তদে শীয় লোকেরদের অধিকার হইল।

কিন্তু ইংগ্ৰাণ্ডদেশে বিক্রয় বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়ার্থে এবং তত্তদ্রব্য সুরক্ষণার্থে উপায় করণ আবশ্যক হইল বাঙ্গালাদেশের মধ্যে এমন কোন ভারি মহাজন ছিল না যে কোম্পানির বিক্রয় দ্রব্য একেবারে ক্রয় করিয়া মোটে বিক্রয় করিতে পারিত। জাহাজ সকল পঁহুছনে যে তাহারদের বিলম্ব না হয় এই হেতুক স্থানে কোম্পানির কুঠি স্থাপনের আবশ্যকতা হইল এবং সে

শের নানাশ উপপুবেতে কোন বস্তুর স্থায়ী না থাকিতে কোম্পানি আপনারদের কুচি দৃঢ়রূপে নিৰ্ম্মাণ করিয়া তত্তৎ কুচির ইতন্য তি লোকেরদিগকে নিত্য অস্ত্র শস্ত্র সমেত সসজ্জ রাখিতেন।

অপুর ঐ কালে ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্য তিন পুধান কুচির কর্তৃত্বাধীন হইয়া নিৰ্ব্বাহ পাইত বিশেষতঃ বোম্বের এবং মন্দুজের এবং কলিকাতার কুচি। তাহার মধ্যে কলিকাতার কুচি ১৭০৭ শালেমাত্র পুধানরূপে নিযুক্ত হইল তৎ কালপূর্বে তাহা মন্দুজের কুচিপতিরদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ঐ সময়ে ঐ তিন পুধান কুচি স্বাধীন ছিল এবং পৃথক কুচিপতিরা স্বতন্ত্র হইয়া ইংগ্ৰাণ্ডস্থিত কোম্পানির আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন। একই পুধান কুচিতে একই অধ্যক্ষ এবং উৎসহকারি কৌন্সেল নিযুক্ত ছিল ঐ উভয় পদস্থেরা ইংগ্ৰাণ্ডীয় কোম্পানির অনুমতিদ্বারা নিযুক্ত হইতেন। ঐ সভ্যদের সংখ্যা নিরূপিতা ছিল না কিন্তু ইংগ্ৰাণ্ডীয় কোম্পানির আজ্ঞানুসারে এবং পৃথক কুচির কার্য্যের বাহ্যানুসারে কখনই নয় এবং কখনই বার এই ক্রমে নিযুক্ত হইতেন। ইংগ্ৰাণ্ডদেশ হইতে কোন বিশেষজ্ঞা না থাকিলে ঐ সভ্য লোকেরা ভারতবর্ষে বাস কালানুসারে কোম্পানির পুধান ভূতাহইতে নিযুক্ত হইতেন ঐ অধ্যক্ষের এবং তাঁহার সহকাবিরদের হস্তে তাবৎ কার্য্য অর্পিত ছিল এবং কোন কেহ সর্বস্বত্ববিঘ্নিতরেকে কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। কোন কেহ অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইলেও আপন পূর্বপদের কার্য্য হইতে মুক্ত ছিলেন না সুতরাং ঐ কৌন্সলিরা সর্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক পদ আপনারদের মধ্যে বাঁটিয়া লইতেন।

তৎকালপূর্বে কোম্পানির কুচিপতিরদের পৃথক কুচিতে নিযুক্ত সেমার কর্তৃত্বের নিমিত্তে কোম্পানি স্বস্বকুচিতে যুক্তব্যবস্থা ব্যবহারানুমতি পাইয়াছিলেন। তাহাতে ১৬৬১ শালে ভারতবর্ষস্থ পুধান কুচিপতিরা স্বস্ব অধিকারস্থানে ইংগ্ৰাণ্ডীয় ব্যবস্থানুসারে ঐ ব্যবস্থা পুদানানুমতি দ্বিতীয় চার্লসরাজ হইতে পাইয়া ছিলেন। এবং ঐ অনুমত্যানুসারে কুচিপতিরা কার্য্য নিৰ্ব্বাহ

করিতেন। কিন্তু পরে কার্যদ্বারা দেখা গেল যে অন্যত্র বিবেচ্যে রাজানুমতি পূরণার্থে আবশ্যকতা আছে অতএব কোম্পানি তাবজিচারকার্য নিষ্পাদনার্থে বোম্বেতে এবং মাদ্রাসেতে এবং কলিকাতাতে ১৭২৬ শালে একই অদালত নিযুক্ত করণানুমতি পাইলেন। এই অদালত হইতে যদি আপিল করিতে হইত তবে ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির পতিরদের নিকট ও তৎসভ্যেরদের নিকটে নিষ্পত্তি হইত ঐ অদালতে এক জন পুধান ও নয় জন তৎসহকারিরূপ নিযুক্ত হইলেন এবং স্থিরীকৃত হইল যে তাহারাই বৎসরের মধ্যে চারিবার সভা হইবেন। ঋণবিষয়ে এবং অন্য অল্প বিষয়ের বিচারার্থে অন্য এক অদালত নিযুক্ত করণানুমতি পাইলেন সে অদ্যাপি ছোট অদালত নামে কলিকাতাতে বর্তমান আছে।

এই অদালত ভিন্ন কোম্পানির কুচিপতিরা ভারতবর্ষস্থ লোকেরদের পুতি অঙ্গবস্ত্রাদি দেশীয় ব্যবস্থানুসারে ব্যবস্থা পুদানানুর্থে কলিকাতা নগরে দোষ বিচারার্থে ফৌজদারি কাছারি এবং নাগর্য্যদোষ বিচারার্থে সামন্য কাছারি এবং জমিদারেরদের জন্যে কালেক্তরি অদালত নিরূপণ করিলেন। ঐ অদালতের বিচার কর্তারা কোম্পানি এবং কোম্পানির কুচিপতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেশব্যবহারানুসারে ব্যবস্থা দিতেন। দণ্ডের মধ্যে তাঁহারা এই দণ্ড দিতেন বিশেষতঃ অর্থদণ্ড এবং কায়দণ্ড পায় বেড়ি দিয়া কতককাল বা তাবদায়ুঃ পর্য্যন্ত রাস্তায় খাটান এবং কিয়ৎ বা মৃত্যুপর্য্যন্ত বেজাখাত করণ। তৎকালে মুসলমানীয়কর্তৃত্বের বা ছলাপযুক্ত এবং তদুজবর্গেরদের সম্মুখ রক্ষণার্থে মুসলমানের ফাঁসি দেওন নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তদগু পরিবর্তে তাঁহারা মৃত্যুপর্য্যন্ত তাঁহারদিগকে বেত মারিতে পারিতেন এবং তৎকালীন কোড়াবরদারেরাও আত্মকার্য্যে এই মত নিপুণ ছিল যে কখনও চা রিখা মাত্র দেওনেতে তাহারা মানুষকে হত করিত।

ঐ কালে ভারতবর্ষস্থ পুধান কুচিপতি স্বাধিকারস্থ সেনার পুধান ছিলেন। ঐ সেনার মধ্যে কেহ ইংলণ্ডদেশ হইতে পেরিত ছিল এবং কেহ ইউরোপীয় ফাঁসিস্ এবং হলগু এবং

পোর্টুগীস্ জাতিহইতে এবং কতকং ভারতবর্ষস্থ জীহইতে জাত ইউরোপীয় নানা জাতীয় সন্তানহইতে নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত সেনা ইংল্যান্ডীয় সেনারূপে সুশিক্ষিতা ছিল। তন্মধ্যে সেপাহি নামে কতকগুলি অঙ্গবঙ্গদেশীয় লোক সৈন্যরূপে নিযুক্ত হইয়া ছিল তাহারা কখনং বন্দুক ধরিত কিন্তু পায় সর্দিয়া ঢাল তলো আরে সমজ্জ হইত। তাহারা অঙ্গবঙ্গদেশের পাণ্ডুড়ী জামা ইত্যাদি পরিত এবং দেশব্যবহারানুসারে স্বদেশীয় পটিকর্ক চালিত ছিল কিন্তু ফলে ইংল্যান্ডীয় কর্তৃকত্বাধীন। এই কালে কুচিপতিরা তাহারদিগকে ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধব্যবহার শিকাইতেন না কিন্তু তাহারদিগহইতে ইংল্যান্ডীয়েরা অনেক উপকার প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইংল্যান্ডীয় সেনাপতির কর্তৃত্বাধীনে তাহারাও বারম্বার অনেক সাহস এবং বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষস্থ পুধানং কুচিতে কত সেনা ছিল ইহার নির্ণয় নাই কিন্তু ১৭০৭ শালে কলিকাতার কুচি পুধানরূপে নিযুক্ত কালে এই কুচিপতি কোম্পানির তিন শত লোক চিরন্তন স্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

অপরকথিতরূপে ইংল্যান্ডীয়েরা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ দনন্তর উদ্রেকনগরে কৃত সন্ধির পূর্বকালাবধি করিয়া ফাঁসীয়ের দের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের যে যুদ্ধ নিয়ত হইতেছিল তদুপ দুবহইতে ইংল্যান্ড রাজ্য মুক্ত হইল এবং ইংল্যান্ডদেশের বাণিজ্য ও মাংস্যাপুভূতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজ্যের এই বৃদ্ধিসময়ে অর্থাৎ ১৭০৮ শালে কোম্পানির ভারতবর্ষহইতে প্ৰাপ্ত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য কেবল ৪১৩২৫৭০ টাকা ছিল পরে ১৭৩০ শালে ১০৫২৭৩২০ টাকামূল্যক হইল। কিন্তু সে যাহা হউক অন্যাপেক্ষা এই কোম্পানির পুরিত দ্রব্যের মূল্য কহি ১৭০৮ শালে পুরিত দ্রব্যের মূল্য ১৭০২ শালে এবং তাহারপর শতাব্দে পুরিত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা অতিনূনপুয়ুক্ত আমরা ১৭০৬শাল অবধি ১৭০২ শালপর্যন্ত চারি শালে পুরিত দ্রব্যের মূল্যের মোট ধরি অর্থাৎ অল্পদ্রব্য পুরিত দুই বৎসরের এবং বহুদ্রব্য পুরিত দুই বৎসরের বাণিজ্যের মূল্য ১০৩৭৭৩০ টাকা ছিল এবং ১৭৩০ শালে পুরিত দ্রব্যের মূল্য

৪৬ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যেতে কোম্পানির লাভের বৃত্তান্ত।

১৩৫৪৮৪০ টাকা ছিল কিন্তু ১৭০২ শালে ১৬৮৩৫৭০ টাকা এবং ১৭১০ শালে ১২৬৩১০৪ টাকা এবং ১৭১১ শালে ১৫১৮৭৪০ টাকা এবং ১৭১২ শালে ১৪২৩২১০ টাকা ছিল।

অপর নির্ণীত বৎসরমধ্যে কোম্পানির ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ক লাভের ক্রম ব্যাখ্যা করি। ১৭০৮ শালে কোম্পানি আপন মূলধনের অংশিরদারিকে বাণিজ্যের লাভ বলিয়া শতকরা ৫ টাকা করিয়া দিলেন তৎপর বৎসরের জন্যে শতকরা ৮ টাকা তৎপর বৎসরদ্বয়ের নিমিত্তে শতকরা ৯ টাকা এবং তৎপরবর্ষ ১৭১২ শালপর্য্যন্ত শতকরা ১০ টাকা করিয়া দিলেন এবং ১৭১৩ শালে তাঁহারা শতকরা ৮ টাকা করিয়া দিলেন ঐ রীতিক্রমে ১৭৩২ শালপর্য্যন্ত চলিল।

অপর ১৭১২ শালে ইংল্যান্ডীয় কোম্পানি সভাতে নিবেদন করিতে বাণিজ্যবিষয়ে তাঁহারদের নিজব্যবহার্যানুমতি ১৭২৬ শাল অবধি ১৭৩৩ শালপর্য্যন্ত দৃঢ়ীভূতা হইল।

অপর ১৭১৬ শালে কোম্পানি আত্মভূতা ভিন্ন অঙ্গবঙ্গাদিদেশে বাণিজ্যকারি লোকেরদের পুতিকূলে রাজদণ্ডানুমতি পাইলেন। আত্মসম্মতিক্রমে বোধ হয় যে অন্যজাতীয় পতাকাধীন হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারি ইংল্যান্ডীয় লোকের বাহ্যাপুযুক্ত কোম্পানির ঐ অনুমতি পূর্ণনা পুথমোপস্থিতা হইয়াছিল। ঐ পুণ্ডরাজানুমতিতে কোম্পানির ইচ্ছাসিদ্ধি হইল না যেহেতুক অন্যত্র বণিকেরা বিদেশীয় পতাকাধীন হওনে বহু হানিপাপ্ত হইলেও ভারতবর্ষে বণিজ্য করণে ইংল্যান্ডীয় রাজার নিষেধে নিবারণিত হইল না। কিন্তু ১৭১৮ শালে কোম্পানি মহাসভায় হইতে তৎপুকার লোকেরদের দণ্ডদানানুমতি হইলেন।

অপর কোম্পানি ভারতবর্ষে ১৭০৮ শালে নূতন ধারানুক্রমে কার্য চালাইতে লাগিলেন। ঐ শালে আওরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারি শাহ আলম বাদশাহ হইলেন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম হুসেন আওরঙ্গজীবের মরণের পূর্বে বাঙ্গালার নবাবপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎকালে রাজসিংহাসন আক্রমণাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাবিসংগ্ৰামনিমিত্তে ধনোপার্জনেচ্ছুক হওয়াতে তিনি ক্রমেঃ

[৭ অধ্যায়।]

[১৭৩৩ শাল।]

কোম্পানির স্থানে অর্থ গৃহণ করিয়া তত্তদধীনসারে অনুমতি দিতে লাগিলেন। কোম্পানি ১৬৯৮ শালে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন সূতালুদ্রির এবং কলিকাতার এবং গোবিন্দপুরের জমিদারি ক্রয় করিয়া লইলেন। অপর আওরঙ্গজীর মরণানন্তর আজীমুসেন উপস্থিত সম্মুখে আসিয়া পিতার সাহায্যার্থে বাঙ্গালাত্যাগ করণ কালে ফররুখশিয়ার নামে আত্মপুত্রকে আপন পদে রাখিয়া গেলেন। ১৭১২ শালে শাহ আলম মরিলেন এবং আজীমুসেন রাজ্য প্রাপণ চেষ্টায় অগ্রপুণ হারাইলেন এবং ফররুখশিয়ার সৈয়দকুলজাত ভ্রাতৃদেব সাহায্যদ্বারা সিংহাসনাধিকারী হইলেন। এতদ্যটনাপ্রযুক্ত বাঙ্গালার নবাবিপদ জাফরখাঁর হস্তে পড়িল তদন্তর কোম্পানির কার্য্যকর্মের বিষয়েও অনেক বিপদ হইল। ঐ জাফরখাঁ তাতারকুলে দক্ষিণ দেশস্থ বহুতম পুরে জন্মিয়াছিলেন এবং আওরঙ্গজীবের পুত্রের শেষকালে পদে বর্ধিত হইয়া বঙ্গদেশে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত হইলেন। অপর আখ্যায়িকা দ্বারা বোধ হয় যে ঐ জাফরখাঁ শাহ আলমের আজ্ঞাতে বাঙ্গালার নবাবিপদে নিযুক্ত হওনের অনুমতি পাইয়াছিলেন কিন্তু ঐ বাদশাহের পুত্র অল্প দিন ব্যাপনপুযুক্ত বোধ হয় যে তিনি তৎপদে নিযুক্ত হন নাই যেহেতুক ঐ শাহ আলমের মৃত্যুকালে বঙ্গদেশ ফররুখশিয়ারের অধিকার ছিল। কিন্তু সে যাহা হউক আত্মপিতার রাজ্য গৃহণার্থে ঐ ফররুখশিয়ার বঙ্গদেশ ছাড়িয়া যাওনকালে জাফরখাঁ বঙ্গদেশে সুবেদারপদে নিযুক্ত হইলেন এবং ইংল্যান্ডীয় কোম্পানি এবং অন্য দেশস্থেরা তাঁহার কচিন পুত্রের সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

১৭১৩ শালে অর্থাৎ ফররুখশিয়ারের রাজসিংহাসনোপবেশন পুণ্যম শালে কলিকাতনগরস্থ পুধান কুঠিপতি ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির স্থানে লিখিয়া পাঠাইলেন যে অধিক এবং বৃহদিশেষা অনুমতি প্রাপণার্থে আপনারা দিল্লীর বাদশাহের দরবারে উকীল এবং তত্ত্ব্যাদোপযুক্ত উপঢৌকন পুরণানুমতি দেন। অতএব সেরকাওদ্ নামে এক আরমাণী জাতীয় বণিককে সঙ্গে করিয়া

কোম্পানির কুচিপতি দুই জন দিল্লীতে গেলেন এবং বাদশাহ্ তা হারদের উপঢৌকমের মহাপুশাসা অবগত হইয়া আজ্ঞা করি যা পাঠাইলেন যে পুতোক পরগণাহ্ জমিদারেরা মর্যাদাপূর্বক ঐ উকীলেরদিগকে অগ্নে বাড়িয়া আনিবেন।

ঐ উকীলেরা তিন মাসের যাত্রার পরে ১৭১৫ শালে জুলাই মাসের অষ্টম দিবসে দিল্লীতে পহুঁছিয়া কলিকাতাবাসি কুচিপতিরদের ইংল্যান্ডদেশহইতে পুণ্ড অনুমতানুসারে বাদশাহের অতি আশ্রয় খান্দোরান্ নামে এবং ইমীরজুম্মানায়ে দুই লোকের সহিত আলাপ করণে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু ঐ খান্দোরান্ নামে উজীরের সহিত মেল করাতে ঐ উকীলেরা যে কার্য সম্বন্ধ করিতে চাহিলেন তাহা ইমীরজুম্মাকর্তৃক বাধিত হইল এবং জাফরখাঁয়ের পরাক্রম নূন্যার্থে ইংল্যান্ডীয় কুচিপতিরদের নিবেদন ঐ জাফরখাঁকর্তৃক অনেক বাধিত হইল এবং যদি দৈব বিষয় না ঘটত তবে কোম্পানিকর্তৃক পেরিত মহামূল্যক উপঢৌকন সমস্ত এবং কোম্পানির তাবৎ উদ্যোগ ব্যর্থ হইত।

হামিলটন্ নামে এক চিকিৎসক ঐ উকীলেরদের সহিত গিয়াছিলেন ঐ সময়ে বাদশাহের সুখভোগভঞ্জনকারি এক রোগ উপস্থিত হওয়াতে বাদশাহের মজিরা ঐ চিকিৎসকের পরামর্শ গুহণে যুক্তি দিলেন তাহাতে ঐ চিকিৎসকের দ্বারা ঐ রোগের উপশম অতিশীঘ্র হইল। পরে বাদশাহ্ পীড়াহইতে মুক্ত হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে এতদুগোপনকারি ব্যক্তি আপনার পুর্থনা পুকাশ করুক তাহাতে ঐ পুশান্তিভিত্তি হামিলটন্ আপনার বিষয়ে কিছু পুর্থনা না করিয়া কোম্পানির নিমিত্তে অনুমতি পুর্থনা করিলেন। বিশেষতঃ তৎকার্যের বলেতে উকীলেরা পুর্থনা করিলেন যে বাদশাহের অধিকৃত সমুদ্রতটসম্মুখে ঝড় দ্বারা ভগ্ন জাহাজ সকলের লুট না হয় এবং তাবৎ শুল্ক পরিবর্তনে সুরাট নগরে তৎশুল্কমূলক নিয়মিত মদ্য গৃহীতা হয় তন্নিমিত্ত পুর্থনা করিলেন যে ইংল্যান্ডীয় কুচিপতিরদের পুতি দত্ত এবং আরকাট্ রাজবর্গকর্তৃক পুনরপহৃত মন্দাজ সমীপবর্তি গুহ্মসমস্ত চিরকালজন্যে পুনর্ব্বার অর্পিত হয় এবং মসলিপাটায়

সমীপবর্ত্তি দেউনামক উপদ্বীপ নিরূপিত বার্ষিক কর পরিবর্ত্তনে কোম্পানির কুচিপতিরিদিগকে দত্ত হয় এবং ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির কুচিপতিরদের তাবদগুস্তেরা অঙ্গবঙ্গদেশীয় রাজবর্গেরদের স্থানে পুথনা করিবামাত্র অর্পিত হয়। আরো পুথনা করিলেন যে কলিকাতার কুচিপতিকর্ত্তক অঙ্গবঙ্গদেশাভ্যন্তরে পুরিত বাণি জ্যদ্য তৎকর্ত্তক দত্তক হইলে কোন রাজবর্গ তদ্ব্য আটক করিতে পারিবে না এবং কোম্পানি আজীমুসেন বাদশাহ্ হইতে সুতা লুটী এবং গোবিন্দপুর ও কলিকাতা যে পুকারে ক্রয় করিয়াছিলেন তদ্রূপ অন্য সাঁইত্রিশ নগরের জমিদারি বাদশাহ্ ক্রয় করিতে দেন।

• এই সকল পুথনাতে বাদশাহ্ অনুমতি দিলেন কিন্তু পরেতে উকীলেরদের কার্যে বহুবিপদ জন্মিল। বিশেষতঃ তৎকর্ত্তক পুথন বাদশাহ্‌র অনুমতিপত্র বাদশাহী মোহরেতে ছাপ হয় নাই কেবল পুথান উজীরের ছাপেতে মুদ্রিত ছিল তাহাতে রাজধানীর দুঃদেশবর্ত্তি রাজবর্গ পশ্চাৎ তদুচ্চত্ববিষয়ে অবশ্য বিবাদ করিবেন ইহা নিশ্চয় বোধ হইল। অতএব কোম্পানির উকীলে রাঁ তদনুমতিপত্র বাদশাহ্‌র মোহরদ্বারা দৃঢ় করণার্থে অনেক কষ্ট পাইবেন ইহা অবগত হইলেন তথাপি তাহারা তত্তৎপুস্তানুমতি তদ্রূপ দৃঢ়ী করণে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৭১৬ শালের এপ্রিল মাসে বাদশাহ্ অনেক সৈন্য সামন্ত সমারোহ করিয়া শিখেরদের পুতিকূলে লাহোরের দিগে গমন করিলেন তাহাতে ঐ উকীলেরদের রাজসৈন্যের পশ্চাদ্গমন ব্যতিরেকে অন্য উপায় ছিল না। বাদশাহ্‌র ঐ যুদ্ধ অনেক কাল ব্যাপিয়া রহিল তাহাতে পুথান উজীরের এবং বাদশাহ্‌র অন্য অস্বীয়লোকের সহিত বিরোধবর্দ্ধনেতে ঐ উকীলে রাঁ আত্মকার্য যে নিশ্চয় করেন ইহা তাঁহারা পুথ্য বার্থ বোধ করিলেন কিন্তু দৈব্যাৎ ঐ সময়ে এক জন পরামর্শ দিল যে অম্বর মহলের অমুক খোজাকে অর্থপুদান কর তাহাতে ঐ উকীলেরা তাহাকে অর্থ দিবামাত্রেতে উজীর তাহার গন্ধ পাইয়া স্বয়ং ই তাহারদের কার্য সন্মাদনে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং অল্প

দিব্যসের মধ্যে তাহাতে বাদশাহের মোহর হইল। ঐ বিষয় যে অতিশীঘ্র সম্মত হইয়া ইহাতে রাজবিষয়ক এক গোপনীয় কারণ ছিল তদ্বারা ঐ খোজা আত্ম কার্য সাধন করিল। তাহা বিশেষ বিয়া কহি সুরাটের কুচি ঐ সময়ের কিঞ্চিৎপূর্বে বাদশাহের অধীন রাজবর্গকর্তৃক বহুপক্ষত ছওয়াতে বোম্বেস্থিত কুচিপতিরা ঐ কুচিকে নিরর্থক জ্ঞান করিয়া উঠাইয়াছিলেন। বাদশাহের উজীর ঐ বিষয় বিস্মরণ হন নাই যে ইহার পূর্বে ইংলণ্ডীয়েরা একবার এতদ্রূপে সুরাটহইতে আপনাদেবের কুচি উঠাইবার সময়ে বাদশাহের তাবৎ জাহাজ নষ্ট করিয়াছিলেন ও রাজ করের অনেক হানি করিয়াছিলেন এবং গুজরাটস্থ অধ্যক্ষ ভাবিলেন যে ইংলণ্ডীয়েরা বাদশাহী জাহাজ নষ্ট করিবার কারণ পুনর্ব্বার সুরাটহইতে কুচি উঠাইয়াছে। ঐ খোজার মিত্র গুজরাটের অধ্যক্ষ এই দুঃসমাচার ও ভাবিনী বিষদুর্ভাবনা তাহার নিকট পাঠাইলেন। তিনি পৃথমে ইংলণ্ডীয়েরদের স্থানে অর্থ লইয়া পরে উজীরের নিকট এই দুঃসমাচার ও ভাবিবিষদুর্ভাবনা পুকাশ করিলেন তাহাতে উজীর মহাভীত হইয়া অতিশীঘ্র বাদশাহের মোহর করাইয়া দিলেন।

বাদশাহী পুাপ্তাজাদ্বারা কোম্পানির গুজরাট ও দক্ষিণদেশে কার্য নির্বাহ হইয়াছিল কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক পুয়োজনীয় স্থানে অর্থাৎ কলিকাতাতে তদাজাপত্রদ্বারা কার্য নির্বাহ হইল না যেহেতুক কলিকাতার সুবেদার তদনুমতি নিরাকরণে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বাদশাহের স্থানে কোম্পানির পুাপ্ত পত্রানুসারে সাইত্রিশ গুয় যদি তাহারা পুাপ্ত হইতেন তবে নদীর উভয় পার্শ্বে পাঁচত্রিশ কোশ অধিকার পাইতেন এবং তদধিকারস্থ তাবৎ ভাঁতিরা তাহারদের অধিকারে পড়িত। ঐ উজীর পুকাশরূপে বাদশাহের আজ্ঞা অবহেলন করিলেন না কিন্তু কোম্পানির ক্ষতি হস্তভূমির জমিদারেরদিগকে তদুম্মি দেওনে গুপ্তরূপে নিবারণ করিলেন তাহাতে বাদশাহী পত্রদ্বারা কোম্পানির এবং তৎকর্তৃক পেরিত উকীলেরদের চির পুাপ্ত বাসনা ব্যর্থ হইল।

অপর কোম্পানির ভূত্যেরদের নিজ বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে বি
[৭ অধ্যায়।]

[১৭১৬ শাল।]

রোধ উপস্থিত হইল বিশেষতঃ কলিকাতার পুধান কুঠিপতি কোম্পানির বাণিজ্যদ্রব্য খানায় কর্তৃক হইতে মোচনার্থে মাত্র দস্তক দিতে ন না কিন্তু কোম্পানির ভূতোরদের নিজ বাণিজ্যদ্রব্য মোচনার্থেও দস্তক দিতেন এবং ঐ বিষয় বাদশাহী রাজবর্গেরা অনবগতপুয়ুক্ত পুখমতঃ নিবারণ করিলেন না। ঐ কালে কোম্পানি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে তাবৎ বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিয়া আপনারদের ভূতোরদিগকে কেবল ভারতবর্ষের নানা নগরের বাণিজ্য কার্য্য দিলেন। ঐ বাণিজ্যকার্য্য দুই পুকার ছিল বিশেষতঃ সমুদ্রপথে ইংলণ্ড ভিন্ন নানা দেশীয়েরদের সহিত বাণিজ্য বা ভারতবর্ষের গুমীয় বাণিজ্য। যখন পুধান কুঠিপতি কোম্পানির ভূতোরদের নিজবাণিজ্যদ্রব্য কর্তৃক ইত্যাদি হইতে মুক্ত করণার্থে আপন দস্তক দিলেন তখন জাফরখাঁ তৎপুকার কার্য্য নিবারণে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন যেহেতুক তদ্বারা রাজকরের মাত্র হানি হইত না কিন্তু অঙ্গবঙ্গদেশীয় বণিকেরদেরও শুল্ক দেওনে মুক্ত না হওয়াতে তাহারদের অনেক হানি হইত। অতএব জাফরখাঁ বঙ্গীয় রাজবর্গেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে সমুদ্রপথে অন্যদেশ হইতে আনীত দ্রব্যব্যতিরেকে এবং সমুদ্রপথে পুরণীয় বাণিজ্যদ্রব্যব্যতিরেকে কোম্পানির কুঠিপতিকর্তৃক দত্ত অন্যবাণিজ্যদ্রব্যবিষয়ক দস্তক কোনরূপে মানিবা না। তাহা অবগত হইয়া কোম্পানি অনেক বিরোধ করিলেন কিন্তু সে বৃথা হইল এবং কোন বাণিজ্যদ্রব্য মকর বা নিষ্কর এতদ্বিষয়ে কোম্পানির ভূতোরদের সহিত সূতরাং বাদশাহের ভূতোরদের বিরোধ উপস্থিত হইল। অপর কোম্পানির ভূতোর বঙ্গদেশান্তর্গত নিজবাণিজ্য নির্যাহ করণে অসফলতাপুয়ুক্ত তাহারা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ নানাদেশে নিজবাণিজ্য ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুসলমানীয় এবং আরমানীয় জাতীয়েরাও ইংলণ্ডীয় পতাকাধারি জাহাজে আপনারদের নিজবাণিজ্যদ্রব্য দেশে শান্তুর চালান করাতে দিল্লীতে উলীল যাওনের পর দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বন্দরে ৩০০০০০ মোন পর্য্যন্ত আমদানি পুরানি হইল।

৫২ ভারতবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক বাণিজ্যবিবরণ।

অপর ১৭৩২ শালে কোম্পানি পুথুমতঃ বার্ষিক হিসাব রাখনের নীড়া করিলেন তাহাতে ঐ সময়াবধি কোম্পানির ভারতবর্ষ হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্যের এবং ভারতবর্ষে পুরিত দ্রব্যের মূল্যের নিশ্চয় বিবরণ অদ্যাপি বর্তমান আছে। ১৭৩২ শালে কোম্পানির নিলামদ্বারা বিক্রীত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ১২৪০৯১১০ টাকা ছিল এবং ১৭৪৪ শালে ১২২৭৫০৬০ টাকামূল্যক ছিল কিন্তু তৎপরে সর্বদয়ের অভ্যন্তর বৎসর সকলেতে কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল।

১৭২৩ শালে কোম্পানির মূলধনের যে শুদ শতকরা ৮ টাকা ছিল তাহা ৭ টাকা হইল এবং ঐরূপে ১৭৪৪ শালপর্য্যন্ত রহিল কিন্তু তৎপরে পুনর্বার শতকরা ৮ টাকাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। ইতোমধ্যে ১৭১৩০ শাল অবধি ১৭৩৬ শালপর্য্যন্ত ইলণ্ডীয় কোম্পানি আত্ম মূলধনোপরি শতকরা ২৫ টাকা অংশ করিয়া দিলেন এবং ১৭৩৬ শালে শতকরা ২০ টাকা এবং তৎপর তিন বৎসরের জন্যে শতকরা বার্ষিক ১৫ টাকা এবং তৎপর চারি বৎসরের জন্যে শতকরা বার্ষিক ১২½ টাকা এবং ১৭৪৪ শালে শতকরা ১৫ টাকা করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া বোধ হয় যে বাদশাহের নিকটে উকীল পুরণেতে ইংলণ্ডীয় কোম্পানির কুচিপত্রি কর শুল্ক দেওনে মুক্ত যে হইলেন তাহাতে কোম্পানির বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে বহুলাভ উপপন্ন হইল না।

অপর ১৭৪০ শালে জরমণিদেশে ষষ্ঠ চার্লস রাজার মৃত্যু হও যাতে তদ্দেশে রাজত্বোত্তরাধিকারী কে হইবে এতদ্বিষয়ে বহু বিরোধ যুদ্ধ পুড়তি উপস্থিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ যুদ্ধে ফ্রান্সীয়েরা এবং ইংলণ্ডীয়েরা পুথুমতঃ পরস্পর সহায়তা করিল কিন্তু ১৭৪৪ শালে ঐ উভয়জাতীয়েরা যুদ্ধ প্রকাশ করিলেন তাহাতে বহুদিবস গত না হইলে ভারতবর্ষস্থ উভয় জাতীয়ের দের কুচিপত্রিও তৎফলভোগ করিতে লাগিলেন।

তদ্বিশেষ কহি ১৭৪৬ শালে সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে ফ্রান্সীয় যুদ্ধজাহাজের এক সমূহ মন্দাজের দক্ষিণে বারকোশ অস্তরে নঙ্গর করিয়া পাঁচ বা ছয় শত যোদ্ধা নামাইয়া দিল ঐ যোদ্ধারা পদবুজে এবং জাহাজসমস্ত জলপথে গমন করিয়া সম্রা

মন্দ্রাজে ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত ক্রাঙ্গীয়েরদের যুদ্ধ। ৫৩

কালে নগরসম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা পঁহাছিবামাজে লা বোর্দোনে নামে ঐ জাহাজসমূহের সৈন্যভাতি নগরবরোধার্থে অবশিষ্ট সেনা লইয়া উত্তরিলেন। ঐ অবরোধে এক হাজার বা এগার শত গোরা এবং চারি শত সেপাহি এবং মরিচ ও মাংসাগার উপদ্রোহইতে আনীত চারিশত কাকরি ছিল তন্নিম্ন জাহাজে সত্তর বা আটাত্তর শত নানাদেশীয় লোক অবশিষ্ট ছিল।

তৎকালপূর্বে একশত বৎসর পুায় করমণ্ডনটঙ্ক মন্দ্রাজ নগর ইংল্যান্ডীয়েরদের পুধান বাণিজ্যস্থান ছিল। ঐ সময়ে মন্দ্রাজস্থ ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির অধিকার সমুদ্রতটব্যাপিয়া দীর্ঘ আড়াই ক্রোশ এবং পুস্তারে অর্ধক্রোশ ছিল। ঐ নগর তিন অংশ ক্রমে অংশীভূত ছিল পুথম অংশ গোরাননগর নামে পুসিদ্ধ তাহাতে কেবল ইংল্যান্ডীয়েরা বা তদধীন অন্য ইউরোপ জাতীয়েরদের ঘর পঞ্চাশেক ছিল তন্নিম্ন কুঠিপতিরদের গুদাম ইত্যাদি এবং দুই ধর্মশালা। নগরের ঐ অংশ চারি কোণেতে চারি বুরুজবিশিষ্ট এবং কুৎসিতরূপে গুপ্তিত এক পুাটী বেতে বেষ্টিত তদুপরি ফোর্ট সেন্ট জর্জ এই নাম নিখিত ছিল। তদুত্তরে তদপেক্ষা বৃহৎ এবং কদর্য্য অংশ আরমাণীরা এবং সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য দেশস্থ বণিকেরা বাস করিত এবং তৃতীয়াংশ তদেশস্থ পুজারা বাস করিত সেই স্থান দেশনিবাসিরদের গৃহকুটীর ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল এই শেষ নির্ণীত অংশ দ্বয় কালানগর বলিয়া পুসিদ্ধ ছিল। মন্দ্রাজেতে ইংল্যান্ডীয়েরা তিন শত লোকের অধিক ছিল না তাহাদের মধ্যে দুই শত গড়ের সেনা ছিল তন্নিম্ন ভারতবর্ষে জাত খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বী বা পোর্ভুগিস্ জাতিহইতে ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন লোক হাজার তিন চারি ছিল তন্নিম্ন সকলে আরমাণী বা মুসলমান বা হিন্দু তাহার মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। ইহাতে কোম্পানির অধিকারস্থ তাবৎ পুজা আড়াই লকের অধিক ছিল না। অধিক কি কহিব গুয়া নগর ও বাতাবি নগরভিন্ন তৎকালে ভার

[৭ অধ্যায়।] [১৭৪৬ শাল।]

৫৪ মাদ্রাজে ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ।

তৎবর্ষ ইউরোপ জাতীয়েরদের অধিকার মধ্যে ধর্মবিষয়ে বা কৃষ্ণ বিষয়ে মাদ্রাজ নগর পুধান ছিল।

এ মাদ্রাজ নগরস্থেরা ফ্রান্সীয়েরদের তোপচালান পাঁচদিবস পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া পরে আক্রান্ত হওন আশঙ্কাতে সন্ধি করিলেন। এ নগরস্থেরা রূপ্য পরিবর্তনদ্বারা তন্নগররক্ষণে চেষ্টা পাঁইয়াছিল কিন্তু লাবোদোঁনে তত্রস্থ কিল্লাতে ফ্রান্সীয় পতাকা উড়াইবেন ইহা মনে স্থির করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি দিবা করিলেন যে আমি তন্নগর পরিবর্তনে অত্যল্প রূপ্যদণ্ড গৃহণ করিয়া তাহা পুনর্ব্বার মুক্ত করিব এ পুরকার সন্ধি হওয়াতে নগরস্থেরা তাঁহাকে নগরমধ্যে পুবেশ করিতে দিল। তদ্যুদ্ধেতে এ সেনাপতি এক লোকও হারায় নাই কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরদের মধ্যে শত্রুরদের বোম্‌নামক গোলাস্ফোটনেতে জনচারি পাঁচেক মারা পড়িয়াছিল এবং চারি পাঁচ স্বর নষ্ট হইয়াছিল। এ লাবোদোঁনে মাদ্রাজ নগরবাসিরদিগকে বিশিষ্টাচারপূর্ব্বক সুরক্ষণ করিলেন কিন্তু কোম্মানির ভাণ্ডারেতে এবং গুদামেতে সাধারণ ধন যত পাইলেন সে সমস্ত হস্তগত করিলেন।

১৭৪৫ শালে লাবোদোঁনে ভারতবর্ষ পূর্ব্বাঞ্চলে স্থিত উপদ্বীপ সমস্তের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইলেন। তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত নিম্না উচিত দশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি দক্ষিণ সমুদ্রগামি এক জাহাজে চাকরিতে পুর্ব্ব হইয়াছিলেন। অপর ১৭১৩ শালে তিনি ভাবতবর্ষে এবং ফিলিপিননামক উপদ্বীপেতে গিয়াছিলেন এ যাত্রায় তিনি একই জাহাজে সহগামি জেজুই মতাবল্যি এক পণ্ডিতের নিকটে অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। অপর পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সমুদ্রপথে অনেক ভ্রমণ করণান্তর তিনি ১৭১৯ শালে কোম্মানির সুরাট্‌গামি এক জাহাজে দ্বিতীয় যোদ্ধাপতি পদস্থ হইয়া চলিলেন। পরে ১৭২৩ শালে তিনি ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার পুথমযোদ্ধা হইয়া এবং পুতোক যাত্রায় কোনো এক কার্যে আপন বীরত্ব পুকাশ করিয়া আপনার বহুপুণ্য সা উপলব্ধি করা ইয়াছিলেন। শেষ যাত্রায় তিনি আত্মসহগামি কলবিদ্যাভ্যাস

[৭ অধ্যায়।]

[১৭৪৬ শাল।]

এক পাণ্ডিতের স্থানে যুদ্ধবিদ্যা এবং দুর্গ দৃঢ়াক্রম করণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অপর তিনি ভারতবর্ষে বাস করণে এবং আপনার এক জাহাজ চালাওনে পণ করিলেন তাহাতে ভারতবর্ষে নিজলাভার্থে বাণিজ্যব্যবসায় করণে ঐ ব্যক্তি ফ্রান্সিসু জাতিরদের মধ্যে পুথুম ছিলেন। ঐ বাণিজ্যব্যবসাতে তিনি এই মত নিপুণতা পুকাশপূর্বক আপন বার্যা নির্বাহ করিলেন যে অল্প বৎসরের মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় করিলেন এবং তাঁহার চিত্ত এই মত পুশস্ত ছিল যে তিনি যেই স্থানে যাইতেন সেইই স্থানেই বহু মান্য হইতেন।

অপর ১৭৩৩ শালে তিনি স্বদেশে গেলেন এবং তদ্দেশের উজীরেরা তাহার জ্ঞান ও চতুরতা দেখিয়া তৎপর বৎসরে তাঁহাকে মরিচ উপদ্বীপের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিলেন।

মরিচ উপদ্বীপেতে লাবোর্দোনের এগার বৎসর ব্যাপিত কর্তৃত্ব কালে কেবল এক মোকদ্দমা হইল যেহেতুক উপস্থিত তাবদ্বি রোধের উৎপত্তি হইবামাত্র তিনি সে সমস্ত আত্মবুদ্ধি দ্বারা নিষ্কাশিত করিতেন।

• অপর ভারতবর্ষসমুদ্রস্থিত উপদ্বীপেতে ঐ লাবোর্দোনে কর্তৃত্ব বহুলাভজনক কার্য্য নির্বাহ হইলেও তিনি আত্মকর্তৃত্বের সাক্ষাৎ তুচ্ছানন্দ হওনবিষয়ে এড়াইলেন না। বিশেষিয়া কহি ভারতবর্ষ উপদ্বীপগামি ফ্রান্সীয় নানা জাহাজপতিরদের এবং অন্য বণিকেরদের অন্যায় কার্য্যবিষয়ে তিনি তাহারদের বাধক হওয়াতে এবং তাহারদের স্থানে সম্মুখ করতল গৃহণেতে তাহারা অল্পকালমধ্যে ফ্রান্সীয় কোম্পানির কর্ণ নিবেদনপত্র নালিস ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ করিল এবং ঐ নিয়ামকেরা ন্যায়রূপে বিচার করণে অল্পজ্ঞান ধারণপুযুক্ত তাঁহাকে দোষী করিলেন তাহাতে তিনি আত্মকর্তৃত্বের অন্যায়শাসনেতে অশুদ্ধ হইয়া ১৭৪০ শালে তন্ত্ৰ উপদ্বীপের কর্তৃত্ব পদ ত্যাগকরণে পণ করিয়া ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু ফ্রান্সীয় উজীর তাহার তৎপদ ত্যাগবিষয়ে সন্মত ছিলেন না। অপর কোন এক সময়ে তিনি ফ্রান্সীয় কোম্পানির কোন এক নিয়ামককর্তৃক জিজ্ঞা

সিউ ইইয়াজিলেন যে তোমার নিজ ভাব্য কার্য্য এই মত মান্য
করপূর্বক সিদ্ধ হয় কেন এবং কোম্পানির কার্য্য বা এমনতর
হয় কেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমি আত্মকার্য্য
আত্মবুদ্ধানুসারে করি কিন্তু কোম্পানির কার্য্য কোম্পানির বুদ্ধানু
সারে চালাই।

অপর ইউরোপীয় রাজবর্গেরদের এবং ফ্রান্সীয়েরদের পরস্পর
যুদ্ধ হইবে ইহা লাবোদোনে অনুমান করিয়া তাহার পুশস্তচিত্ত
মধ্যে উপস্থিত হইল যে ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডীয়েরদের বাণিজ্য
কার্য্য আমি একেবারে দমন করিব এই বিষয় আপন আত্মীয়
কতক গুলি লোকেরদিগকে পুথ্যমতঃ অবগত করাইয়া কহিলেন
যে আমি আট যুদ্ধ জাহাজ পুস্তত করণার্থে পুচুর খন পাণ্ড হই
তে পারিলে ইংল্যান্ডদেশ হইতে কোম্পানির কুচিপতির সাহায্য
পুণিগের পূর্বে ভারতবর্ষ সমুদ্রকে জাহাজ শূন্য করিব।

এ লাবোদোনে ১৭৪১ শালে আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখে মরিশ
উপদ্বীপে পঁহুছিয়া অবগত হইলেন যে ফুদ্চেরি বন্দর মহারাক্ষী
য়েরদেরকর্তৃক আক্রান্ত হয় এই মত অবস্থায় আছে এবং মরিশ
এবং বর্বোড নামে উপদ্বীপস্থ কুচিপতিরা ঐ ফুদ্চেরি বন্দর নুর
জার্থে সেনা পুরণ করিয়াছেন। অপর লাবোদোনে মরিশ উপ
দ্বীপাদি সৈন্যদ্বারা সুরক্ষণ করিয়া আগষ্ট মাসের ২২ তারিখে
ফুদ্চেরি বন্দরে পুস্থান করিয়া সেই স্থানে সেপ্তেম্বর মাসের ৩০
তারিখে পঁহুছিলেন। পঁহুছিলামাত্র তিনি অবগত হইলেন
যে আপন অতীতা হইয়াছে কিন্তু মাহি বন্দর তদেশীয় লোক
কর্তৃক অষ্টমাসব্যাপিয়া বেষ্টিত হইয়াছিল তৎপুয়ুক্ত তিনি
সেই শত্রুদিগকে দমন করিয়া ঐ কুচি পুনঃস্থাপনানন্তর ফ্রান্সী
য়েরদের ও ইংল্যান্ডীয়েরদের পরস্পর যুদ্ধ পুকাশ হইবে এই আ
শয়ে পুনর্ব্বার মরিশ উপদ্বীপে ফিরিয়া গেলেন। সেই উপদ্বীপে
পঁহুছনের কিস্কিননন্তর ফ্রান্সীয় কোম্পানিহইতে তিনি এই দু
র্ভাগ্য সম্বাদ পাইলেন যে আত্মকর্তৃত্বাধীন যুদ্ধজাহাজসমস্ত তুমি
আমাদের নিকটে পুরণ করিবা তাহাতে তিনি ফ্রান্সীয় কুলীন
সভ্যেরদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন যে আমাকে আত্মগা
[৭ অধ্যায়।]

পারিত্যাগ অনুমতি দিউন কিন্তু তাহাতে, তাহারা সম্মত হইলেন না অতএব তাহাদের কার্য্য ঐ উপদ্বীপসকলেতে নিবদ্ধ হওয়াতে তদবধি তত্তদুপদ্বীপ মঙ্গলার্থে তিনি আত্মপুশস্ত চিন্তানুসারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অপর ১৭৪৪ শালে সেপ্তেম্বর মাসের ১৪ তারিখে ঐ সেনাপতি তত্তৎ কার্য্যে পুৰুষ সময়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ পুরুশ হইয়াছে এই সম্বাদ শুনিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে এইরূপে আমি আত্মদেশের মঙ্গলার্থে কি না করিতে পারিতাম যদি আমার কর্তৃরদের কুরুত্বপুযুক্ত বা অজ্ঞানতাপুযুক্ত নিবাহিত না হইতাম। আত্মবাঞ্ছা মত কর্ম্ম করণে অক্রম হইলোও তিনি আত্ম সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য নিষ্কার করণে পণ করিলেন অতএব তিনি কোম্পানির কার্য্য সাধনার্থে উপদ্বীপেতে আগত তাবৎ ফ্রান্সীয় জাহাজ আটক করিলেন।

ঐ সমস্ত জাহাজ পুনর্গমনে পুস্তত হইবামাত্র তিনি তাহার দিগকে মাদাগাস্কার উপদ্বীপেতে পুরণ করিলেন যেহেতুক সে স্থানে পৌঁছিলে জাহাজপতির্য্য যদিপি আত্মখাদ্যসামগ্ৰী বর্জন করিতে না পারে তথাপি যাহা আছে তাহা সুরক্ষণ করিতে পরিবে পরে তিনি শ্রেষ্ঠ জাহাজ লইয়া মার্চ মাসের ২৪ তারিখে নঙ্গর ভুলিলেন।

অপর মাদাগাস্কার ত্যাগ করিয়া সিংহলদ্বীপ লঙ্ঘিয়া যাওনসময়ে সমাচার পাইলেন যে ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ নিকট বর্ত্তী আছে তাহাতে তিনি আত্মকর্তৃত্বাধীন জাহাজপতিসমূহের দিগকে ডাকাইলেন তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বদেশহিত বিষয়ক কার্য্যে অতালন ছিলেন কিন্তু যুদ্ধবিষয়ে সকলের বড় ব্যগুতা ছিল। তিনি জানিলেন যে আমি সৈন্য সংখ্যা বিষয়ে ইংল্যান্ডীয় অপেক্ষা বলবত্তর আছি কিন্তু তোপবিষয়ে বলে অনেক ন্যূন অতএব তিনি আত্মাধীন জাহাজপতিদিগকে আপন মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করাইয়া কহিলেন যে বায়ুকে আনুকূল্য করিয়া আমরা ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজে চড়াউ করিব। পরে জুলাই মাসের ৬ তারিখে দৃষ্ট হইল যে ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ

ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ।

বায়ুবেগেতে সন্ধানপূর্বক ফ্রান্সীয় জাহাজের উপরে আক্রমণ করিতেছে।

অপর এই ইংলণ্ডীয় জাহাজবিষয়ে অল্প কথিতব্য বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয়েরদের এবং ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে যুদ্ধ পুকাশ হইয়া মাত্র ইংলণ্ডীয় কোম্পানি ৬০ তোপধারি দুই এবং ৫০ তোপধারি এক এবং ২০ তোপধারি এক জাহাজ বার্ণেট নামক সমুদ্রযোদ্ধা পতিকর্তৃত্বাধীন ভারতবর্ষে পৌরণ করিলেন। এই আয়োজনীভূত যুদ্ধজাহাজ পুথুমতঃ দুই দল হইল তাহার মধ্যে এক দল সন্দা নামক সুড়িপথেতে গমনাগমন করিতে লাগিল এবং অন্য দল ফ্রান্সীয় জাহাজ গমনাগমনপথে গমন করিয়া ফ্রান্সীয় চারি জাহাজ হস্তগত করিল। পরে এই জাহাজ বাতাবি উপদ্বীপেতে দল দ্বয়রূপে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সংগৃহপূর্বক সম্মিলিত হইয়া ১৭৪৫ শালে জুলাই মাসে করমণ্ডলতটে উপস্থিত হইল। তাহা অবগত হইয়া ফুদচেরি বন্দরের অধ্যক্ষ আপনার অধীন ৪৩৬ গোয়ার অধিক না থাকাতে তিনি ভীত হইয়া মুসলমানীয় রাজবর্গেরদিগকে কহিলেন যে আপনারা এই কথামাত্র পুকাশ করুন যে এই ফুদচেরি বন্দর আমারদের পতাকাধীন এবং আমারদের অধিকারস্থ কোন স্থানে যদি ইংলণ্ডীয়যুদ্ধজাহাজ দৌরাণ্য করে তবে আমরা মন্দাজবন্দরে চটাউ করিব। এই বাক্য শুনিয়া মন্দাজের কুচিপতিরা ভীত হইয়া বার্ণেট সাহেবকে কহিলেন যে তুমি সমুদ্রযাত্রিরেতে তটের পুতি আক্রমণ করিবা না। তাহাতে তিনি বায়ুশক্তিপুযুক্ত তৎক্ষণে করমণ্ডলতট ত্যাগ করিয়া মুগয়ানামাক পূর্বতটস্থ এক বন্দরে এই বর্ষা কাটাইয়া ১৭৪৬ শালে মন্দাজে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইলেন। সেই স্থানে পঁহুছিয়া তাঁহার যুদ্ধজাহাজসমূহ ইংলণ্ডদেশহইতে আগত ৫০ তোপধারি দুই এবং ২০ তোপধারি এক জাহাজেরদ্বারা বর্দ্ধিত হইল কিন্তু এই জাহাজসমূহের মধ্যে ৬০ তোপধারি এক জাহাজ পুরাতন হইয়া কার্যে অক্ষমপুযুক্ত তাহা এবং পূর্ব কথিত বিংশতি তোপধারি এক যুদ্ধজাহাজ ইংলণ্ডদেশে পুনঃ পৌরণ করিলেন। অপর বার্ণেট সাহেবের এই শালের এপ্রিল মাসে সেণ্ট দাউন্ট [৭ অধ্যায়।]

[১৭৪৬ শাল।]

ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের যুদ্ধ।

দুর্গতে মৃত্যু হওয়াতে পেটিন্‌নামক দ্বিতীয় পদস্থ ব্যক্তি তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই সময় দুর্গের দুষ্কিণে নেগাপত্তন বন্দরসমীপে জাহাজেতে গমনাগমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে পূর্বোক্ত শত্রুর আগমন দেখিতে পাইলেন।

অপর ঐ লাবোদোনে আশ্রয়দ্বিজাহাজ সমস্ত বিন্যস্ত করিয়া ইংল্যান্ডীয় জাহাজসমস্তের আগমনাপেক্ষায় রহিলেন কিন্তু ইংল্যান্ডীয় জাহাজস্বেরা বায়ুপক্ষ থাকাতে তাঁহার চড়াউ করণ ব্যর্থ হইল। পরে তিন পুহরের সময়ে দূরে থাকিয়া কতকৎ লঘু যুদ্ধ হইয়া ঐ যুদ্ধজাহাজসমূহ দলদ্বয় আলোর অভাবপূযুক্ত সম্মা কালে পৃথক্ হইয়া রহিল। অপর পুভাতে পেটিন্‌ সাহেব আ জাহাজ সর্কলের তারৎ সো পতিরদিগকে ডাকাইয়া যুদ্ধবিষয়ে পরামর্শ করিলেন যে ৬০ তোপধারি যুদ্ধজাহাজের বাইন ছাড়াপুযুক্ত আমরা ত্রিৎকমালিবন্দরে যাই। ইংল্যান্ডীয় জাহাজ আসিয়া চড়াউ করিবে এই অপেক্ষায় তত্তাবদিবস ফ্রান্সীয় জাহাজেস্বেরা পুস্তত হইয়া রহিয়াছিল যেহেতুক বায়ু ইংল্যান্ডীয়েরদের অনুকূল ছিল কিন্তু ফ্রান্সীয়েরা যখন দেখিল যে ইংল্যান্ডীয়েরা চড়াউ করিবে না তখন তৎপশ্চাদ্গমনে অপার কপুযুক্ত তাহারা ফুদচেরি বন্দরপুতি মুখ করিয়া ঐ মাসের অষ্টম দিবসে সেই বন্দরে উপস্থিত হইল।

অপর যুসফ ফ্রান্সিস্‌ দুপ্লিনামে অধ্যক্ষ ১৭৪২ শালে ভারতবর্ষ হু তারৎ কুটিপতিরদের পুধান হইয়া ঐ সময় ফুদচেরি বন্দরের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ভারতবর্ষে উপস্থিত তৎকালীন অনেক স্মরণীয় বিষয়ের কারণ ছিলেন! • তাঁহার পিতা ফ্রান্সদে শে শুব্বকাহক পদে নিযুক্ত এবং ফ্রান্সীয় কোম্পানির এক নিয়ামক ছিলেন। ঐ ব্যক্তি আপন পুত্র যে বাণিজ্যকার্যে আঁয়ু য়াপন করে এতদ্বিষয়ে বহুমনোযোগ দিয়া তৎকার্যসাধনার্থে আঁয়ু পুত্রকে তদনুযায়ি বহুশিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পুত্রের মন গণনানিদ্দাতে এবং সৈন্য গড়াদি দঢ়ী করণ বিদ্যাতে এবং কনবিদ্যাতে বহুপুবেশকপুযুক্ত তিনি তাহাকে ১৭১৫ শালে জাহাজে পুরণ করিলেন তাহাতে তিনি অনেকবার ভারতবর্ষে

এবং অমেরিকা দেশে গতায়াত করিলেন । এই রীতিক্রমে কিঞ্চিৎ কালমধ্যে এই দুপ্পি সমুদ্রবিষয়ক দ্রব্যাদি বহু অনুশীলন করাতে এবং সমুদ্রকার্যে আপনার আয়ুষ্ক্রেপণ করণে পণ করাতে তাঁহার পিতা তাহাকে ১৭২০ শালে ফুদ্চেরি বন্দরের পুখ্ৰ সভা পদে পুরণার্থে ফ্রান্সীয় কোম্পানির অনুমতি চেষ্ঠা পাইয়া তৎ কার্য্য সিদ্ধ করিলেন । এই যুবব্যক্তি আপনার পুষ্কসা উৎপাদনা র্থে আত্মপদকার্য্যে বহুমনোযোগ করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে ভারতবর্ষস্থ বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে অতিশয় নিপুণ হইলেন এবং তিনি কিঞ্চিৎ ধনাঢ্যপুযুক্ত ফ্রান্সীয় অন্য কোম্পানির ভূত্যদের মধ্যে অন্য বিশেষ ব্যবসায়কার্য্যে আপন জনো মনো যোগ করিতে লাগিলেন । এই পদে তিনি তদ্রীতক্রমে দশবৎসর ক্রেপণ করিলেন পর ভারতবর্ষীয় কার্য্যবিষয়ে এবং তদ্বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে তাঁহার নিপুণতা অবগত হইয়া ফ্রান্সীয় কোম্পানি তাঁহাকে বঙ্গদেশস্থ চন্দননগরের কুচিপতির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন । বঙ্গদেশে ভারতবর্ষস্থ সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্যস্থান হইলেও বঙ্গদেশস্থ ফ্রান্সীয় কোম্পানির কুচিপতিরা অর্থাভাবে বাকুর্ভূত পুযুক্ত কার্য্যকর্ম্ম বিষয়ে তাদৃক সফল ছিলেন না । ফ্রান্সীয়েরদের এই নগর তৎকালেও ভালরূপে স্থাপিত হয় নাই কিন্তু নূতন আগত এই অধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীন এবং তাঁহার উপায়ের কিঞ্চিৎ স্বাহল্যপুযুক্ত তদবধি কার্য্যকর্ম্ম অতিসুগমরূপে নির্বাহ পাইতে লাগিল । বিশেষতঃ চন্দননগরের বসতি এবং ফ্রান্সীয়েরদের বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ক চেষ্ঠা দিনেই বাড়িতে লাগিল এবং বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যবিষয়ে দুপ্পি নিজলাভার্থে অতিশয় চেষ্ঠা পাওয়াতে তিনি পৈতৃক ধনও তদ্বিষয়ে ব্যয় করিলেন । তাহাতে সুরাট্ এবং মক্কা এবং যম্মা এবং মানিল্লা এবং মালদ্বীপ এবং গুজরা এবং বসরা এবং মলয়াবার তট ইত্যাদি স্থানে গমনকারী তাঁহার এবং তাঁহার অনুসঙ্গিবণিকেরদের অনুমান বার জাহাজ গতায়াত করিত এই ক্রমে তিনি অল্প কালের মধ্যে অতিশয় ধনোপার্জন করিলেন । তাঁহার কর্তৃত্বকালে চন্দননগরে দুই হাজারের অধিক ইষ্টক গৃহ নির্মিত দৃষ্ট হই

[৭ অধ্যায় ।] [১৭২০ শাল ।]

রাছিল এবং তিনি পাটনাতে ফ্রান্সীয় কোম্পানির নিমিত্ত এক নূতন কুঠি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বঙ্গদেশে ফ্রান্সীয়েরদের বাণিজ্যব্যবসায় এই মত বাড়িল যে তাঁহা দেখি যা ইউরোপীয় অন্য কুঠিপতিরদের উদ্যোগ এবং দ্বেষ বহু বৃদ্ধি পাইল।

এ পদে দুপ্পুর সুখ্যাতি ফ্রান্সদেশে এমত বর্দ্ধিত হইল যে তিনি ফুদচেরিনামক ভারতবর্ষস্থ ফ্রান্সীয় পুখান কুঠিতে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন। পরে তিনি অবগত হইলেন যে ফ্রান্সীয় কোম্পানি ঋণগুস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা স্বদেশ হইতে তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বাণিজ্যব্যবসায় বিষয়ে তুমি নূন ব্যয় করিবা।

এ দুপ্পুর চিত্ত অতিশয় ধনাকাঙ্ক্ষি এবং চঞ্চল এবং কার্য্যে নিপুণ হইলেও মহাবিসয়ে তাদৃক পুশস্ত ছিল না। তাঁহার অহঙ্কার অতিশয় এবং চিত্ত অতি অপুশস্ত ছিল এবং অন্যের বৃদ্ধি দেখিয়া দ্বেষও করিতেন। এই সময়ে ফ্রান্সীয়েরা যে যুদ্ধজাহাজসমূহ ভারতবর্ষে পুরণ করিলেন সেই সকল জাহাজ পুরণোৎপন্ন ফল লাবোর্দোনে সেনাপতির ভোগনিমিত্তে অবশিষ্ট রহিল এবং কার্য্যে পুথম পুর্বিষ্ট হওনাবধি এই লাবোর্দোনে সেনাপতি ভারতবর্ষে নিযুক্ত আনানুসঙ্গিকার্য্যকারি দুপ্পুর অহঙ্কারাদি বিষয়ে বহুবার নিবেদন করিয়াছিলেন। অপর লাবোর্দোনের অধিক বলপুযুক্ত ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষস্থ সমুদ্র হইতে দূরীকৃত হওয়াতে এবং জাহাজ অশ্বেধণে তাঁহার লাভ না থাকাতে তিনি মন্দ্রাজবন্দর অক্রমণবিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার যোদ্ধা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার জাহাজ ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজ যোদ্ধকর্তৃক যদি আক্রান্ত হইত তবে অনেক আশঙ্কা জনিত এই নিমিত্তে তিনি ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজের তুল্যসংখ্যক তোপ নিজ জাহাজে ধারণ করণার্থে আর সাইট তোপ দুপ্পুর নিকটে চাহিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে দুপ্পুর লিখিলেন যে এই তোপ যদি আমি দিতে পারি না। এই পুত্যান্তর শ্রবণ করিয়া লাবোর্দোনে অত্যন্ত তোপ [৭ অধ্যায়।

এবং অত্যন্ত বারুদাদি এবং রোগোৎপাদক কিঞ্চিৎ জলমাত্র
 হইয়া আগষ্ট মাসের ৪ তারিখে নঙ্গর তুলিয়া ১৭ তারিখে নেগা
 পত্তনের সম্মুখে ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধ জাহাজ দেখিতে পাইলেন এবং
 ছনার্থে ইলগীয় ধ্বজা তুলিলেন। অপর ইংল্যান্ডীয় জাহাজ
 স্কোয়াইল অগত হইয়া আপনাদের জাহাজ অনামুখ ক
 রিয়া পলাইল। অপর লাবোর্দোনের সৈন্য তাবৎ পীড়ামুস্ত হও
 যাতে মার্চ মাসের ২৩ তারিখে নিতি ফুদচেরি বন্দরে কিরিয়া
 আইলেন। সেই স্থানে পঁহছিলে তন্নগরস্থ অধ্যক্ষ এবং
 সভ্যরা যে তাহার সহিত একা হইয়া কার্য্যকর্ম্ম চালায় এতদ্বি
 ষয়ে পূর্ণিপেক্ষা অধিক ভগ্নাশ হইলেন। অপর দুপ্পি এবং তাঁ
 হার সভ্যরা লাবোর্দোনের সহিত বহুকালব্যাপিয়া বিরোধ করি
 তেছিল কিন্তু তাবদ্বিষয়ে লাবোর্দোনে আত্ম পুশস্তিতিতা দর্শাই
 লেন এবং অতিশয় অনিচ্ছাপূর্বক দুপ্পির আজ্ঞানুসারে আপন
 জাহাজ হইতে ফুদচেরির সৈন্য তৎস্থানে নামাইলেন এবং স্বয়ং
 বহুপীড়িত হইলেও তিনি দুই বিষয় বিশেষতঃ মন্দ্রাজস্থ কুটিপ
 তিরা মন্দ্রাজ হইতে আপনাদের সংস্থান স্থানান্তর করণের উদ্যো
 গ করিতেছে এতদ্ব্যন্যে তৎস্থান আক্রমণার্থে এবং আমিয়া
 হা করিতেছি এতদ্বিষয়ে ইংল্যান্ডীয়েরা আমার তত্ত্ব লইতেছে কি
 না এতদ্বিষয় জ্ঞাপনার্থে পণ করিয়া মন্দ্রাজ গমন স্থির করিলেন।
 ঐ যুদ্ধযাত্রায় তিনি অনেক জাহাজ ধরিতে পারেন নাই কিন্তু
 অবগত হইলেন যে ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজ তত্তট ছাড়িয়া গি
 য়াছে তাহাতে তিনি আলোচনা করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের ১২
 তারিখে ফুদচেরি ছাড়িয়া ১৪ তারিখে মন্দ্রাজে পঁহছিয়া যুদ্ধা
 যোজন আরম্ভপূর্বক পূর্বকথিত বাক্যানুসারে ঐ বন্দর হস্তগত
 করিলেন।

অপর লাবোর্দোনে ফ্রান্সদেশ হইতে বিশেষানুমতি পাইয়া
 ইংল্যান্ডীয়েরদের স্থানে মন্দ্রাজ বন্দর পুনরর্পণ করিলেন কিন্তু ঐ
 নগর ইংল্যান্ডীয়েরদের স্থানে পুনরর্পণে দুপ্পি অধ্যক্ষ অত্যসম্মত
 ছিলেন অধিক কি কহিব তিনি পরামর্শ দিলেন এবং ভয়পুদর্শন
 করাইলেন এবং পুতিজ্ঞা করিলেন যে ঐ নগর পুনরর্পিত হইলে

আমি তাহাতে সম্মত হইব না তথাপি লাবোর্দোঁনে দৃঢ়চিত্ত হইয়া প্রাজ্ঞানুসারে কার্য্য সম্বল করণের চেষ্টাপাইতে লাগিলেন । তাহাতে দুপ্পি তৎকার্য্য ত্বরায় নিষ্পন্ন করণার্থে এবং ফ্রান্সীয়েরদের সংস্থান মন্দ্ৰাজহইতে শীঘ্র বহিঃ করণার্থে এবং বায়ুর পরিবর্তনের পূর্বে মন্দ্ৰাজহইতে ফ্রান্সীয় জাহাজ পুরণে ত্বরাকরণার্থে সাহায্য করণে অসম্মত মাত্র ছিলেন না কিন্তু সাধারণ্যন্ত বাধা জন্মাইয়া লাবোর্দোঁনের লোকের মধ্যেও বিরোধ জন্মাইয়া তাঁহাকে যে আক্রমণ করিয়া ফুদচেরি নগরে পাঠাইয়া দেন এমনত চেষ্টাও পাইলেন । অপর অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে এক মহাঝড় উৎপন্ন হওয়াতে সমস্ত জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া বাহির হইয়া সমুদ্রগমনের পুয়োজন হইল তাহার মধ্যে দুই জাহাজ নষ্ট হইল এবং ঐ নষ্ট জাহাজের চৌদ্দ লোক মাত্র বাঁচিল এবং অন্য এক জাহাজ বায়ুকর্তৃক দক্ষিণ দিকে এই মত চালিত হইল যে পুনর্ব্বার মন্দ্ৰাজ তট ধরণে অক্ষম পু্য হইল সকল জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গেল এবং অন্য অনেক ক্ষতি হইল । অপর সাহায্যার্থে ঐ লাবোর্দোঁনে দুপ্পি অধ্যক্ষের স্থানে অনেক পুর্জন করিলেন কিন্তু সকল বিষয়ে তিনি আপনার শত্রুতা পুর্কাশ করিলেন । অনেক কালের পরে ঐ উভয় অধ্যক্ষেরা সম্মত হইলেন যে মন্দ্ৰাজ নগর ইংল্যান্ডীয়কর্তৃক পুনর্ব্বার ক্রয় করণ সম্বন্ধে বাক্য এই মত অন্যথা করা যাইবে যে ফ্রান্সীয়েরা মন্দ্ৰাজহইতে আপনাদের সংস্থান ১৫ অক্টোবর তারিখে না উঠাইয়া জানুআরি মাসের ১৫ তারিখে উঠাইবে ইহাতে দুপ্পি অতিসন্তুষ্ট ছিলেন যেহেতুক লাবোর্দোঁনে সেই স্থানহইতে গেলে ঐ বন্দর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইবে এবং তিনি কোন সম্বন্ধিত্বদ্বারা যে বদ্ধ হইবেন ইহার কিছুই ভয় ছিল না ।

লাবোর্দোঁনের ভারি আখ্যায়িকা অল্পের মধ্যে কহি । তিনি ফুদচেরি বন্দরে ফিরিয়া আইলে দুপ্পি অধ্যক্ষের সহিত কথিত বিরোধ অতিশয় পুর্কাশ পাইতে লাগল তাহাতে এক্ষণে তাঁহার তাবৎ চেষ্টা দুপ্পিকর্তৃক তুচ্ছপূর্ব্বক অগাহ্য ছিল । ইত্যবসর

ফ্রান্সীয় জাহাজত্রয় মরিচ উপদ্বীপহইতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কথিত যুঁড়েতে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ নষ্ট হইলেও ভার তিব্বত ইংলণ্ডীয়েরদের তাবৎ বন্দর নষ্ট করণে যদি ফ্রান্সীয়েরদের পুৰল বন না ছিল তথাপি তাহারদের অনেক হিংসা করণে সামর্থ্য ছিল। অপর কার্যবিষয়ে পরের প্ৰাণিকূল্যপুয়ু ক্ত আমি আপন মনোবাঞ্ছা নিদ্ধি করিতে পারিব না ইহা না বোর্দোনে অবগত হইয়া এবং দুপ্পির পরামর্শে সম্মত হইয়া সমুদ্রগমনে সমর্থ জাহাজসমস্ত নইয়া আচীন দেশে গেলেন ও ঐ জাহাজ মেরামত করিয়া পুনর্বার ফুদচেরি নগরে ফিরিয়া আসিয়া ফ্রান্সীয় কোম্পানির পরবৎসরের বাণিজ্যদ্রব্য ফ্রান্সদেশে নইয়া যাওনার্থে পাঁচ জাহাজ দুপ্পি অধ্যক্ষের স্থানে অর্পণ করিলেন। ঐ জাহাজসমূহ ফুদচেরি নগরহইতে গমননময়ে সপ্তসংখ্যক ছিল তাহার মধ্যে চারি জাহাজ কতক ভাল ছিল অন্য জাহাজ সমস্ত অপটু আচীন নগরে যাইতে পারিবে কি না এবিষয়ে অনেক সন্দেহ ছিল তাহাতে দ্বিরীকৃত হইল যে ঐ জাহাজ যদি আচীন বন্দরে পঁছছনে অক্ষম হয় তবে উপদ্বীপসমূহের পুতি গমন করিবে। ঐ মন্ত্রণানুক্রমে লাবোর্দোনে ঐ জাহাজসমূহকে দুই দল করিয়া সর্বাপেক্ষা কর্মের জাহাজ সমস্ত অন্য জাহাজের অপেক্ষা না করিয়া সরলপথে আচীন দেশে যাইবে এই আজ্ঞা দিয়া অবশিষ্ট অপটু জাহাজে তিনি পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ জাহাজসমূহের মধ্যে পুথ্রয় দল অল্পকালের মধ্যে অন্য দলের দৃষ্টির অগোচর হইল তাহা দেখিয়া এবং তাহারদের সম্বন্ধ পুণ্ডি বিষয়ে নিরাশ হইয়া তিনি উপদ্বীপসমূহের পুতি গমন করিলেন। পরে লাবোর্দোনে ইউরোপ দেশেতে আশ্রয়তরুর্ভূক পেরিত অপবাদের উত্তর দেওনার্থে ইউরোপে গমনে পণ করিয়া হলণ্ডীয় এক জাহাজে আরোহিত হইলেন। অপর হলণ্ডীয়েরদের এবং ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যুদ্ধ পুকাশ হওয়াতে ঐ জাহাজ ইংলণ্ডীয় এক বন্দরেতে আশ্রয় লইল তাহাতে ঐ লাবোর্দোনে ইংলণ্ডদেশে পঁছছিবামাত্র ধৃত হইয়া বন্দি হইলেন কিন্তু অনেকে তাঁহারে চিনিলা এবং মান্দ্রুজে তৎকর্তৃক কৃত সকল কার্য্য

স্বরণ করিল। তাহাতে পুখান লোকেরা তাঁহার অতিমর্যাদা করি
লেন এবং স্বদেশগমন বিষয়ে যে তাঁহার বিলম্ব না হয় এই জন্যে
ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির নিয়ামক এক জন আপন শরীর এবং সমস্ত
সংস্থান বন্ধক রাখিতে উদ্যত হইলেন। ইংল্যান্ডীয় মহারাজ
এ পুশস্তি নিয়ামকের এতদ্রূপ কোমল বাক্যেতে উপদেষ্ট হই
য়া কহিলেন যে লাভোদোঁনের বাক্যভিন্ন আমরা অন্য কোনো
বন্ধক চাহি না ইহাতে এ নিয়ামকের তদুপকার করণ বাঞ্ছা
ব্যর্থ হইল। কিন্তু ফ্রান্সদেশে উপস্থিত হইলে তদেশীয় রাজ
বর্গেরা এ লাভোদোঁনের পুতি অন্যরীত্যাচার করিলেন। এ সময়ে
ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার পুতিকূলে অপবাদপত্র পুরিত হইয়াছিল
এবং এ কালে দুপ্পির এক ভ্রাতা ফ্রান্সীয় কোম্পানির এক নিয়ামক
ছিলেন। দুপ্পি অতিদৃঢ় এক সন্ধিপত্র খণ্ডন করিয়াছিলেন লাভো
দোঁনে অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং বলপূকাশপূর্বক অস্বদেশের হিত
মাত্র চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি তিনি তদুজবর্গকর্তৃক বাস্তীল
নামক কারাগৃহে বদ্ধ হইলেন। তিনি সেখানে তিন বৎসর ছি
লেন কিন্তু এ স্থানে থাকিয়া তাহার অপবাদ সপূর্ণ না হওয়াতে
এবং কার্য্যে তাঁহার নিপুণতার সম্বাদ পুকাশ হওয়াতে তিনি
নির্দোষী হইয়া মুক্ত হইলেন। তাঁহার মুক্তির পরে তিনি অল্প
দিবস মাত্র বাঁচিলেন। অজ্ঞান ফ্রান্সীয় রাজবর্গেরা যে আত্মভূ
তোরদের নিপুণতার যথার্থ পুতিফল দেন ইহার অতিসুদৃষ্টান্ত
তিনি হইলেন।

এ লাভোদোঁনে মান্দ্রাজ নগর হইতে বহুদিবস পুস্থান করেন নাই
ইতোমধ্যে তদেশীয় নবাব সৈন্যসমভিষাহারে আসিয়া উপ
স্থিত হইলেন কিন্তু দুপ্পি নবাবের হস্তে মান্দ্রাজ অর্পণের অঙ্গী
কারে নবাবকে স্বপক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু মুসলমানেরা শীঘ্র দেখি
লেন যে এ অঙ্গীকার মিথ্যা অতএব মান্দ্রাজ হইতে ফ্রান্সীয়েরদিগকে
দূর করণে পণ করিল। অপর কথিত লাভোদোঁনে সেনাপতির মূর্ত্ত
জাহাজসমস্ত মান্দ্রাজ বন্দর ত্যাগ করিবামাত্র বহুসৈন্যসামন্ত
সহকারে নবাব ও তাহার পুত্র আসিয়া মান্দ্রাজ বেষ্টিত করিলেন।
এই স্থানে উপদ্রব ঘটতে লাভোদোঁনে জাহাজসমূহ হইতে আ

অকর্তৃক সুশিক্ষিত অনুমান ১২০০ শত সেনা মন্দ্ৰাজে রাখিয়া গিয়া ছিলেন তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা নবাবের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ দিয়া শত্রু অপেক্ষা অতিশয় শীঘ্র তেঁপ চালনদ্বারা তাহারদিগকে পরাস্ত করিলেন এই যুদ্ধেতে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের কর্তৃত্বশক্তি পুথম ভঞ্জন করিল।

ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের পূর্বকৃত সন্ধি ভঞ্নেতে দুপ্পি অধ্যক্ষ আপন কদাচরণ পুকাশ করিলেন কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্বক পুকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না অতএব তিনি ফুদচেরি বন্দরস্থ তাবৎ ফ্রান্সীয়েরদিগকে সন্ধিপত্র ভঞ্জন পার্থনা পত্র লিখিতে লওয়াইলেন। তাহারদের এই পত্র পাইলে তিনি কহিলেন যে সর্বসম্মতিতে আমি এই সন্ধি ভঞ্জন করিয়াছি অতএব মন্দ্ৰাজে আজ্ঞা পাঠাইলেন যে পূর্বকথিত সন্ধিপত্র ব্যর্থ করিয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের তাবৎ গুদামের চাবি গৃহণে এবং তাঁতিরদের গাত্রবস্ত্র এবং তাহারদের গৃহস্থিত দ্রব্য এবং ক্রীলোকেরদের অলঙ্কারব্যতিরেকে সকল পুকার ধন গৃহণ করিবা। এই আজ্ঞাসমস্ত তদধ্যক্ষাধীন লোকেরা অতিনিষ্ঠুরতাপূর্বক সঙ্গর করিল এবং মন্দ্ৰাজস্থ ইংল্যান্ডীয়াদ্যক্ষ এবং পুধান লোকেরা দুপ্পিকর্তৃক বন্দি হইয়া ফুদচেরি নগরেতে পরাস্তব্যক্তির ন্যায় আনীত হইয়া সর্বজন দর্শনার্থে দেখান গিয়াছিল।

অপর মন্দ্ৰাজের দুর্গভুক্ত হইলেও করমণ্ডলতটস্থ সেস্ত দাউদ দুর্গ তাহারদের অবশিষ্ট রহিল এই বন্দর ফুদচেরি বন্দরের দক্ষিণে ছয় ক্রোশ এবং তদধিকার দেশ মন্দ্ৰাজস্থাপ্রধিকারহইতে অধিক ছিল। এই দুর্গেতে কোম্পানির কুটিপতিরদের এবং অন্য ইউরোপীয়েরদের ঘর ভবন এই অধিকারেতে ভারতবর্ষ বণিক এবং অন্য তদ্দেশীয় লোকেরদের বাসস্থান কদলুর নগর এবং অন্য দুই তিন গ্রাম ছিল। এই দুর্গ ক্ষুদ্র কিন্তু ভারতবর্ষ তৎকালীন অন্য দুর্গাপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল।

অপর দুপ্পি অধ্যক্ষ মন্দ্ৰাজ বন্দর হস্তগত করিলে অনেক কাল গত হয় নাই ইতোমধ্যে তিনি সেস্ত দাউদ বন্দর হস্তগত করণে বহুদ্যোগ করিতে লাগিলেন এই গড় হস্তগত করিতে পারিলে

ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের অন্য কোনো ইউরোপীয় শত্রু থাকিত
না। অতএব দুপ্পি ১৭০০ গোরা সৈন্য এবং ১০ অশ্বারুঢ় এবং
লাবোদোঁলেক কর্তৃক শিক্ষিত দুই শত কাফরি লইয়া দিসেম্বর মা
সের ১২ তারিখে রাত্রিযোগে ফুদুকের বন্দর হইতে নির্গত হইয়া
পুন্ডাত সময়ে ইংল্যান্ডীয় অধিকারসমীপে আসিয়া উপস্থিত হই
লেন। এই সময় সেন্ত দাউদ দুর্গেতে কেবল মন্দ্ৰাজ হইতে
পলাতক দুই শত গোরা ও ভারতবর্ষস্থ নীচজাতি সৈন্য এক শত
ছিল। তৎকালে ইংল্যান্ডীয়েরা ভারতবর্ষে সিপাহিরদিগকে
ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধব্যবস্থায় শিক্ষা করান নাই কিন্তু ফ্রান্সীয়েরা ফুদ
কেরি নগরেতে চারি পাঁচ শত লোককে শিক্ষা করাইয়াছিল।
কিন্তু সে যাহা হউক এই সময়ে ইংল্যান্ডীয়েরা ঢালতলোআর বহু
ম তীর কায়াণি পলিতার বন্দুক ইত্যাদিধারি তদেশস্থ কুশিক্ষিত
দুই হাজার বরকন্দাজ বেতন দিয়া রাখিয়াছিল। এই লোকের
দের মধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরা আট শত বা নয় শত লোকের হাতে
বন্দুক দিয়া কদলুর নগর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন তন্নি ইংল
ণ্ডীয়েরা তদেশস্থ নবাবের স্থানে সাহায্যার্থে পুর্নমা করিলেন ত
হাতে নবাব মন্দ্ৰাজ বন্দরে ফ্রান্সীয়েরদের কর্তৃক পরাস্ত হওয়াণে
কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা কিঞ্চিৎ অর্থ দিল আমি সেন্ত দা
উদ বন্দর সুরক্ষার্থে আপন সেনা পুরণ করিব। অপর ফ্রান্সী
য়েরা আত্মকার্য নিষ্পত্তার্থে উত্তম স্থান পুণ্ড হইয়া ক্রমেককাল
আশ্রয় নিবৃত্তার্থে বিশ্রাম করিল এবং আমরা স্বচ্ছন্দে এই দুর্গ
হস্তগত করিব এই ব্রতী করিতেছিল ইতোমধ্যে ১০০০০ নবাবের
সেনা আসিয়া তাহারদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহা দেখি
য়া ফ্রান্সীয়েরা যুদ্ধ না দিয়া পাশ্চাত্যমানে উদ্যোগ করিতে লাগিল
তাহাতে বার গোরা মারা পড়িল এবং এক শত বিশ শত লোক
আগতী হইল। পরে দুপ্পি নবাবের সহিত এক্ষয় করণে বাঞ্ছা
করিয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের পরহইতে তাহাকে পরাবৃত্ত করণে
চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি কদলুর বন্দরে অক
স্মাৎ চড়াউ হওনে পণ করিয়াছিলেন এবং এই কার্য সিদ্ধার্থে
জিনিজানেওয়ারি মাসের ১০ তারিখে রাত্রি সমানে ৫০০ লোক
[৭ অধ্যায়।]

নৌকাদ্বারা পুরণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা নগরের অসুরক্ষিত অংশে অরুণোদয়সময়ে চড়াউ করিবা। কিন্তু বায়ুর পাবল্যজন্য তরঙ্গের অতিশয় বলবত্তাপুযুক্ত তাহারদের ফিরিয়া আসিতে হইল।

অপর জানেওয়ারি মাসের ২০ তারিখে মেরামতির নিমিত্তে আটলান্টিক গমনকারি লাবোর্দোনের জাহাজ চতুর্দশ ফুটের বন্দরে ফিরিয়া আইল। তাহা অবগত হইয়া দুপ্পি মধ্যাহ্ন নবা বর নিকটে অহঙ্কারপূর্বক লিখিয়া পাঠাইলেন যে আমি অনেক সেনাসাহায্য পুঞ্জ হইয়াছি এবং ইংল্যান্ডীয়েরা অত্যন্তপুযুক্ত তুচ্ছ বস্তু। এই স্থানে এক পণ্ডিতের বাক্য অতিকথিতব্য যে ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরা আত্মমর্য্যাদা অবগত নহেন যেহেতুক যে পক্ষের সহিত তাহারা পক্ষ করেন ঐ পক্ষ যদি বলে ন্যূন হয় তবে কোন বিবেচনা না করিয়া বিপক্ষ হয় এইরূপে তৎকালে উৎপন্ন লাভমাত্র দেখিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। দুপ্পির পত্র পাওয়া তৎকালে ঐ নবাবের সৈন্য ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে ত্যাগ করিল এবং নবাবের পুত্র অতিসমারোহপূর্বক ফুটেরি নগরে যাইয়া দুপ্পিকর্তৃক অতিশুভপূর্বক গৃহীত হইয়া অনেক উপঢৌকন পাওয়াতে অতিতুষ্ট হইলেন।

অপর ঐ শুভাবস্থায় ফ্রান্সীয়েরা সেন্ট দাউদ দুর্গ আক্রমণার্থে গৌণ করিল না তাহাতে মার্চ মাসের ১৩ তারিখে ফ্রান্সীয় সৈন্য সমস্ত কদলুর বন্দরের নিকটে দৃষ্ট হইল। প ১ সৈন্য সমস্ত অত্যন্ত বাধা পাইয়া সেন্ট দাউদ দুর্গের কিঞ্চিদূরে নদী পার হইয়া পূর্ব কথিত শুভস্থানে ছাউনি করিল। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডীয় জাহাজসমূহ বন্দর নিকটবর্ত্তি হইতেছে ইহা দেখিয়া ফ্রান্সীয়েরা তৎকালে নদী পুনর্বার পার হইয়া ফুটেরি নগরে সমুদ্র ফিরিয়া গেল।

অপর পেটন সাহেবের কর্তৃত্বাধীন যুদ্ধজাহাজসমূহ আগস্ট মাসের ১৮ তারিখে নেগাপত্তনের সম্মুখে লাবোর্দোনে তাহারদের দৃষ্টির অগোচর হইলে মন্ডাজ নগরস্থ লোকেরদের বহু আশা জন্মাইয়াছিল যেহেতুক তিনি সেপ্তেম্বর মাসের ৩ তারিখে মন্ডাজ

নগরের ১৫ ক্রোশ উত্তরদিগে পুলিকাট নগর সম্মুখে দেখা দিয়া চলিয়া গেলেন। পেটন্ সাহেবের অধীন ৬০ তোপধারি জাহাজ আত্ম তোপের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না এতদাপদগুস্ত হও য়াপুযুক্ত তিনি বাঙ্গালায় আইলেন।

সেস্থানে পঁহছিলে ঐ যুদ্ধজাহাজসমস্ত গৃফিন্‌নামে পুর্ধান সমুদ্রযোদ্ধাকর্তৃত্বাধীন ইংল্যান্ডদেশহইতে আগত ৬০ এবং ৪০ তোপধারি জাহাজদ্বয়েতে বর্দ্ধিত হইল। তিনি পঁহছিলামাত্র তাবৎ যুদ্ধজাহাজের কর্তৃত্ব আত্মাধীন করিয়া সেন্ত দাউদ দুর্গরক্ষার্থে এবং ফুদ্‌চেরি বন্দরে ভয়পুদর্শনার্থে তাবৎ যুদ্ধজাহাজ লইয়া গেলেন। সেন্ত দাউদ দর্গে ঐ সময়ে এক শত গোরা এবং দুই শত এতদ্দেশীয় নীচজাতি লোক এবং বোম্বেহইতে একশত সিপাহির আগমনেতে বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল তন্নিব তিল্‌চেরি বন্দরহইতে চারিশত সেপাহি আসিয়াছিল এবং ঐ বৎসরে ইংল্যান্ডদেশহইতে কোম্পানির আগত জাহাজহইতে একশত পঞ্চাশ গোয়ার সেনা নামান গিয়াছিল এবং ১৭৪৮ শালে জানেওয়ারি মাসে লারেন্স সাহেব ভারতবর্ষহু তাবৎ নৈন্যের কড়া হইয়া আইলেন।

অপর দুপ্পি অনুমান করিলেন যে বায়ু পুতিকুলপুযুক্ত ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ হঠাৎ বঙ্গলাহইতে সেন্ত দাউদ বন্দরে যাইতে পারিবে না অতএব তিনি কদলুর বন্দরে পুনর্ব্বার চড়াউ করণে চেষ্টা পাইলেন। পরে ফ্রান্সীয়েরা ঐ নগরে উপস্থিত হওয়াতে মেজর লারেন্স সাহেব ইংল্যান্ডীয়েরা গড় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে এতদ্বোধ জন্মানার্থে ছলরূপে শত্রুর দিগকে দুর্গের ভিত্তির উপরি উত্থান করিতে দিলেন ইত্যবসরে তিনি কতকগুলি বন্দুকধারি সৈন্য লইয়া তাহারদের উপরে আক্রমণ ও নিশ্চিষ্ট করিতে লাগিলেন তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা চতুর্দিগে পলায়ন করিল।

অপর ভারতবর্ষহু ইংল্যান্ডীয় কুটিপতিরদের উপদ্রব এবং ভারতবর্ষহু ফ্রান্সীয়েরদের মহাযুক্তয়োজন বিষয় অব্যাহত হইয়া ইংল্যান্ডীয় রাজবর্গেরা ভারতবর্ষে পুরণার্থে অনেক যুদ্ধজাহাজ

পুষ্ট করিলেন বিশেষতঃ রাজকীয় যুদ্ধজাহাজ ৭৪ তোপধারি এক ৬৪ তোপধারি এক ৬০ তোপধারি দুই ৫৬ তোপধারি দুই ২০ তোপধারি এক ১৪ তোপধারি এক বোমের আঘাত সহ্য করিতে পারে এই মত এক এবং তাহার সহকারি এক তড়ির পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসানিষ্ঠে এক এবং খাদ্যসামগ্রী এবং ১৪০০ সেনাধারি কোম্পানির এগার জাহাজ বস্কাওবেন্‌নামক পুমান সমুদ্রযোদ্ধাপতির কর্তৃত্বাধীন ১৭৪৭ শালের অন্তে ইংল্যান্ডদেশহইতে পুষ্ট করিল। ঐ সমুদ্রযোদ্ধার পুতি আজ্ঞা হইয়াছিল যে তুমি পথে ফ্রান্সীয়েরদের বহুকার্যোপযুক্ত মরিচ উপদ্বীপ হস্তগত করিবা কিন্তু সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তদুপদ্বীপ অতি সুরক্ষিত দেখিয়া এবং তদুপদ্বীপ আক্রমণ করণে বহুকাল নিবাসিত হইব ইহা অনুমান করিয়া ক্লান্ত হইলেন। পরে আগস্ত মাসের ১ তারিখে ঐ জাহাজসমূহ সেণ্ট দাউদ্ দুর্গে উপস্থিত হইয়া গুফিন্ সেনাপতির যুদ্ধজাহাজের সহিত মিলিত হওন্নাতে ভারতবর্ষে ইউরোপজাতীয়কর্তৃক তৎকালপূর্বে তদপেক্ষা সমারোহী বর্ধিত সেনা ছিল না।

দুপি ইংল্যান্ডীয়েরদের মহাযুদ্ধায়োজনের বিষয় ফ্রান্সদেশহইতে ত্বরায় অবগত হইয়া ফুদ্‌চেরি নগরেতে এবং মন্দাজেতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থে নবাবের সহিত অধিক মিল করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন যেহেতুক তিনি অবগত ছিলেন যে ইংল্যান্ডীয়েরদের অধিক সেনা দর্শন দিলে ঐ নবাব বলবত্তরের পক্ষ হইবেন তাহাতে ফ্রান্সীয়েরদের অপিকারে কি সমুদ্রপথে বা স্থলপথে পুনর্ব্বার অসম্ভব হইবে।

তৎকালে বস্কাওবেন্ সাহেবের নিরুপিত কার্য্য ভরায় সম্মুখার্থে সেণ্ট দাউদ্ দুর্গে অনেক আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে ঐ যোদ্ধা অতঃপূর্ব্বময়মধ্যে যুদ্ধে পুনর্ব্বার্থে পুষ্ট হইলেন এবং তাবৎ ইংল্যান্ডীয়েরা এই অংশে আশ্বাস্তঃকরণ সান্বনা করিতেছিলেন যে এখন আমরা জন্দাজ আক্রমণ পুতিফল ফুদ্‌চেরি নগর আক্রমণ করিয়া আশ্বাস্তঃকরণ নিবৃত্তি করিব কিন্তু অন্য সমস্ত আয়োজনমধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরা ফুদ্‌চেরি বন্দরসমীপস্থানের

তত্ব লওনে ভ্রুটি করিলেন। বিশেষতঃ ফুদচেরি বন্দরের দক্ষিণে এক কোশ দূর আরিআকোপান্ নামে স্থানে ফ্রান্সীয়েরা এক গড় গুলুন করিয়াছিল এই স্থানে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে তৎস্থানবিষয়ে কেহ যে কিছু সম্বাদ দিতে পারে এমন এক জনও ছিল না তথাপি তাহার উপর চড়াউ করিতে ইংল্যান্ডীয়েরা উদ্যোগ করিলেন কিন্তু সে নিষ্ফল হইল এবং মেজর নারেন্স সাহেব ফ্রান্সীয়েরদের হস্তগত হইলেন কিন্তু কিঞ্চিৎকালানন্তর এই দুর্গের মধ্যস্থ বাকুদেতে কোন সঙ্গতিতে অগ্নি সংযোগ হও যাতে দুর্গের এক পার্শ্ব উড়িয়া গেল তাহাতে ততস্থ ফ্রান্সীয়েরা পলায়নপূর্বক ফুদচেরি নগরে গেল ।

পরে এই বন্ধাওবেন্ ফুদচেরি দুর্গের ভিত্তিহইতে ৩০০০ হাত দূরে পঁহাছিয়া গড়খাই খনন করিয়া তোপ চালানোর উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু এই কালে ১৬০০ হস্ত দূরে গড় খননের ব্যবহার ছিল। জাহাজহইতে যে তোপ এবং বোম্ ক্লেপ করা গেল তাহাতে বড় একটা কার্য্য নির্বাহ হইল না এবং যুদ্ধবিষয়ে নিপুণতার ন্যূনতাপযুক্ত অনেক শুম করিলেও তৎকার্য্য অতিশয় শৈথিল্যে নির্বাহ পাইল। কতককাল পরে ইংল্যান্ডীয়েরা দুর্গের ১৬০০ হস্ত দূরে গড়খাই খনন করিতে লাগিল কিন্তু দুর্গের অন্যপার্শ্বে যদি ইংল্যান্ডীয়েরা গড়খাই খুদিতেন তবে গড়ের গড়ানিয়াস্থান পর্য্যন্ত আগুসর হইতে পারিতেন। অতএব ইংল্যান্ডীয়েরা এই পক্ষের পার্শ্বে গড়হইতে ১৬০০ হাত দূরে গড়খাই খুদিয়া বুরুজ ইত্যাদি বাঁধিলেন কিন্তু চড়াউকারি ইংল্যান্ডীয়েরদের গোলা ক্লেপণাপেক্ষা গড়স্থ শত্রুরদের তোপ বন্দুক ইত্যাদির গোলা ক্লেপণ দ্বিগুণ ছিল। কিঞ্চিৎপরে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে এবং ছাউনিতে লোকেরদের পীড়ার বৃদ্ধি হওয়াতে ইংল্যান্ডীয়েরা শত্রুরদের দুর্গাদিতে বহু হিংসা করিতে পারে নাই এবং অল্পকাল মধ্যে বর্ষার উপস্থিতিপুযুক্ত পথ অতিদর্শম হইবে এবং বায়ুবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে জাহাজেরদের তত্তে থাকা অসাধ্যপুযুক্ত পূর্বকথিত গড়খাই খননানন্তর ১৩ দিবস পরে ইংল্যান্ডীয়েরা যুদ্ধসুতা আকুল করিয়া ছাউনি উঠাইতে স্থির করিলেন। অপর

এ দুপ্পি অধ্যক্ষ আপন অঙ্কারি স্বভাবানুসারে এই বিষয়ে অনেক মর্শন করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ তিনি ফ্রান্সদেশে লিখিয়া পাঠাইলেন যে নির্ণীত তাবদ্যুদ্ধাধ্যায়িকার মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা পুশ্ণসনীয় যুদ্ধ করিয়াছি এবং ভারতবর্ষস্থ বাদশাহের নিকটও রূপ বাধ্য লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে তিনি কথিত রূপে আত্মবীৰ্য্য প্রকাশ করণেতে আত্মবিসয়ক এবং আত্মজাতি বিষয়ক অতিশয় পুশ্ণসাপাণ্ড হইলেন কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরা নীচ লোকস্বরূপ মান্য হইলেন।

অপর নবেম্বর মাসে সম্মাদ পাইছিল যে ফ্রান্সীয়েরদের এবং ইংল্যান্ডীয়েরদের মধ্যে মিল হইয়াছে এবং আইলা মাপেলনা মক নগরস্থ সন্ধি স্থিরীভূত হইয়াছে তদ্বিসয়ক সম্মাদও অল্পদিবস পরে আসিয়া পাইছিল। এই সন্ধিপত্রে এই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে ফ্রান্সীয়েরা ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে মন্দ্রাজবন্দর পুনরর্পণ করিবে অতএব উত্তমরূপে মেরামতি করা তদুন্নয়ন এই বন্দরইত্যা দি আগন্তু মাসে পুনরর্পিত হইয়াছিল। কথিত যুদ্ধ ব্যাপনের এক এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষস্থ ইংল্যান্ডীয়েরদের অন্যতম কুটিতে কোন বহুনির্গেতব্য বিষয় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশীয় নবাব ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে এবং ফ্রান্সীয়েরদিগকে আজ্ঞা দিয়া ছিলেন যে তোমরা আমার অধিকারের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিরোধ করিতে পারিবা না এবং আমি উভয়জাতীয়েরদের সুরক্ষণ করিব ইহা কহিয়া তাহারদের উপর এক কর নিরূপণ করিলেন তাহার মধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরদিগহইতে সকলসুদ্ধ যাহা গৃহণ করিয়াছিলেন তাহা ১০০০০০০ অধিক ছিল না। তদ্বিন্ন কোম্পানির তিন শত গাঁটি রেশম মহারাজ্যজাতিকর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল এবং এই জাতীয়েরা তৎপুদ্রেশে বহুদৌরাভ্যা করাতে বাণিজ্যব্যবসায় বিষয়ে বহুপদুর জমিয়াছিল।

অষ্টমাধ্যায় ।

কর্ণাট দেশের নবাব মহম্মদ আলীকে তদদেশস্থ সিন্ধাসিনেতে স্থাপনার্থে যুদ্ধের আরম্ভের এবং বৃদ্ধির এবং ক্ষণেকের জন্যে ক্ষান্তির বিবরণ ।

কথিত ঘটনার পর ভারতবর্ষে কোম্পানির আখ্যায়িকার মধ্যে নির্ণেতব্য অনেক নূতন বিষয় উৎপন্ন হইতে লাগিল । ইহার পূর্বে কোম্পানি নমুনাপূর্বক এবং পরাধীন হইয়া বঙ্গদেশীয় রাজবর্গকর্তৃক কখনঃ সুরক্ষিত বা কখনঃ উপদ্রুত হইয়া কেবল বণিকরূপে খ্যাত ছিলেন । কিন্তু পশ্চাৎ দেখা যাইবে যে তাহারা যুদ্ধে পুৰিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের সহিত বিরোধ বিসম্বাদ করিতে পুৰ্ব্ব হইলেন । ঐ কালে দুপ্পি অধ্যক্ষের মনোবাঞ্ছা ইংলণ্ডীয় কোম্পানির তাবভূত্যেরদের মনোবাঞ্ছা পৌরুষা অতিশয় বৃদ্ধিত হওয়াতে তিনি ফ্রান্সজাতীয়েরদের জন্যে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনে মনস্থ করিয়া ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের ন্যায় ছল করণে বহুনিপুণ হইয়াছিলেন । কিন্তু ঐ উভয় জাতীয়েরদের মধ্যে ইংলণ্ডীয়েরা কামণ্ডলতটস্থ কেবল এক ক্ষুদ্র স্থানের নিমিত্তে পুথমতঃ করবাল নিষ্কোষ করিলেন তাহার বিশেষ শুন ।

ঐ সময়ে কামণ্ডলতটস্থ এক জন অধ্যক্ষ তৎকালীন বিরোধে তঞ্জাবুরের রাজসিন্ধাসিন পুনঃ পুাপণেতে এবং পুনঃ হুত হওনেতে সেন্ত দাউদ্ দুর্গেতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডীয়েরদের সহায়তা পুার্থনা করিলেন এবং কহিলেন যে আমার পুজার আমার পুনঃস্থাপনবিষয়ে সাহায্য করিবে এক্ষণে তোমারদের সাহায্যদ্বারা যদি আমি আফ্রাধিকার পুনঃপুাপ্ত হই তবে যুদ্ধের তাবৎ ব্যয় এবং দেবীকোটা দুর্গ তদধিকার সুদ্ধ তোমার দিগকে দিব ।

সেস্ত দাউদ দুর্গস্থ ইংল্যান্ডীয়েরা তুঙ্গাউরের ঐ পলায়িত রাজার পক্ষ হইয়া ১৭৪১ শালে এপিল মাসের আরম্ভে ৪০০ গোরা এবং ১০০০ সিপাহি এবং ৮ তোপ লইয়া তাহার সহিত তুঙ্গাউর নগরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলমানেরদের পুণ্য আক্রমণ সময়ে তুঙ্গাউর অধিকার অতিক্রম এবং কাবেরী নদীর বহুমোহনাব্যাপ্ত স্থান মাত্র ব্যাপিয়া ছিল। কৌলেকুণনামক ঐ নদীর সর্বাপেক্ষা উত্তর খাল তদেশের উত্তর সীমা এবং তদধিকার সমুদ্র তটে ক্রোশ পঁয়ত্রিশ ব্যাপিয়া ছিল এবং তট ছাড়িয়া দেশান্তরেও তৎ ক্রমে। আখ্যায়িকা দ্বারা অনুমান হয় যে দক্ষিণে মুসলমানীয়েরদের রাজ্য স্থাপনপূর্বে ঐ রাজ্য বিজয়নগরের বলবত্তর হিন্দু রাজার অধীন ছিল কিন্তু পরে বিজাপুরের মুসলমানীয় রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন হইল তথাচ আত্মব্যবস্থাধীন এবং স্বস্ব জমিদারেরদের অধিকারস্বরূপ রহিল। আমরা পূর্বে কহিয়াছি যে আওরঙ্গজেবের কালে শিবাজীর অতিখ্যাতিাপন পিতা বর্নাইদেশ করতল করিয়া ও মধুরার রাজার সহিত ঐক্য করিয়া তুঙ্গাউরের রাজার পুতিকূলে গমনপূর্বক তাহাকে পরাস্ত করিয়া হত করিল। পরে ঐ শিবাজীর পিতা তদধিকৃত দেশের বিভাগবিধয়ে মধুরার রাজার সহিত বিরোধ করণেতে মহারাক্ষেরা আসিয়া মধুরা এবং তুঙ্গাউর অধিকার হস্তগত করিয়া তত্তাবদেশ আপনায় উত্তরাধিকারিরদিগকে দিলেন। পরে ঐ ব্যক্তির পৌত্র শাহজী জুল্ফকার খাঁ নবাবকর্তৃক বন্দি হইল ঐ জুল্ফকার খাঁ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে আত্মপক্ষ দূত করণার্থে তাহাকে আপন অধিকার ফিরাইয়া দিলেন। সরফোজী এবং তুকোজী নামে শাহজীর দুই ভ্রাতা ছিল তাহার ক্রমশঃ তদধিকারী হইল কিন্তু শেষ কথিত তুকোজী ব্যতিরেকে অন্য সকলে নিঃসন্তান মরিল। ঐ তুকোজীর বাবাসাহেব এবং নানা এবং শাহজী নামে তিন পুত্র ছিল তাহার মধ্যে বাবাসাহেব আত্মপিতার উত্তরাধিকারী হইয়া নিঃসন্তান মরিল তাহায় পূর্বে নানা তাহার ভ্রাতা মরিল কিন্তু তাহার এক সন্তান ছিল এবং তা

দেবীকোট। দুর্গের পুত্ৰকুলে ইংল্‌ণ্ডীয়েরদের গমন। ৭৩

হার মাতা সৈয়্যাদনামক তদ্দেশের দুর্গাধিপতির পরাক্রমেতে রাণীপদে নিযুক্ত। ইহলেন কিন্তু ঐ অতিবলবান ভৃত্য কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ রাণীকে পদচ্যুত করিয়া তাহাকে কাঁরাগারে রাখিয়া সরকোজীর উপপত্তীজাত এক পুত্রকে রাজপদে নিযুক্ত করিলেন এবং আশ্রয়ার্থে তাহাকে অত্যল্প দিবসের মধ্যে বধ করিয়া রাজ্যগৃহণ করিলেন। তাহার পরে ঐ সৈয়্যাদ তুকোজীর কনিষ্ঠ পুত্র শাহজীকে রাজসিংহাসনে নিযুক্ত করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে তাহাকেও পদচ্যুত করিলেন। তার পরে সৈয়্যাদ ১৭৪১ শালে তুকোজীর উপপত্তীজাত পুতাপসিংহনামে এক পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন। ঐ পুতাপসিংহ রাজ্যাদিকারী হইবামাত্র সৈয়্যাদকে হত করিলেন তৎকালে শাহজী ইংল্‌ণ্ডীয়েরদের সাহায্যের চেষ্টা পাইতেছিলেন।

অপর সৈন্যসামন্ত সমস্ত স্থলপথে গমন করিল কিন্তু তোপ বা রুদ এবং সৈন্যেরদের খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সমুদ্রপথে পুরিত হইল। ঐ সেনা সকলের গমনের কিঞ্চিৎ পরে বর্ষা উপস্থিত হইল তাহাতে মহাঝড়বৃষ্টি হইতে লাগিল। পরে সৈন্য সকল অনিবার্যরূপে কোলেকুন নদী পার হইয়া এক মহারণ্য পুতি গন্তব্য এক পথে গমনে প্রায় উদ্যত হইল ইতোমধ্যে দৈবত্ব এক সেনা নদী তীরস্থ এক পথ দেখিতে পাইল। পূর্বদৃষ্ট পথে গেলে তাহারা শীঘ্র নিগর্ত হইতে পারিত না কিন্তু ঐ দৈবপুকাশিত পথ দিয়া তাহারা দেবীকোট। নগরহইতে পাঁচ ক্রোশ দূর এক স্থানে গাঁহ ছিল। ঐ তাবৎ পথে তত্ত্বাভিরদেশনিবাসিরা তাহারদের অনেক বাধা জন্মাইল কিন্তু শাহজীর পক্ষীয় এক লোকও দেখা দিল না এবং আখ্যায়িকার দ্বারা বোধ হয় যে ইংল্‌ণ্ডীয়েরদের কার্যের কোন এক বিষয় শত্রুরা অবগত ছিল না এবং ইংল্‌ণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজ দুই ক্রোশ অন্তরে নদীর মোহনায় নঙ্গর করিয়া থাকিলেও ইংল্‌ণ্ডীয় হুলস্থ সৈন্য তাহারদের কোন সমাচার পাইতে পারিল না। পরে ঐ সেনা আপনারদের তদুর্গস্থ তাবৎ তোপ গোলা ইত্যাদি ফেল করিয়া হটিয়া আইল।

• হটিয়া আসা ইংল্‌ণ্ডীয়েরদের বড় লজ্জার বিষয় হওয়াতে

[৭ অধ্যায়।]

[১৭৪১ শাল।]

৭৬ দেবীকোটী দুর্গের পুতিকূলে ইংগ্ৰাণীয়েরদের গমন।

মন্দিরের কুটিপতিয়া ঐ দুর্গে পুনর্ব্বার চড়াউ করণে পণ করিলেন। তাহাতে ঐ যুদ্ধাযোজন ইত্যাদি লারেন্স সেনাপতিকর্তৃ স্বাধীন পুনর্ব্বার পুরিত হইল কিন্তু এবার তাবৎ যুদ্ধাযোজন সমুদ্র পাশ্বে চলিল এবং নদীর মোহনাইহইতে সৈন্য এবং খাদ্যাদ্য ইত্যাদি যুদ্ধসামগ্ৰী ইত্যাদি নৌকাদ্বারা দেবীকোটী নগরে চালিত হইল পরে সেনা সমস্ত দুর্গের সম্মুখে পারে উত্তরিয়া ইংগ্ৰাণীয়েরা উক্তি করিল যে দুর্গপারস্থ ভূমি হ্রদ এবং দলন্দ লিয়া পক্ষেতে এবং বনেতে এবং তঞ্জাউর দেশবাসি সৈন্যেতে পরিপূর্ণপুযুক্ত দুর্গের অন্য পারে গড়খাই দুর্গ ইত্যাদি খনন উত্তম। অপর ঐ দুর্গের পুতিকূলে তিন দিবস যুদ্ধ করণানন্তর তাহার ভিত্তি ভেদ করিল কিন্তু নদী পার হইতে না পারিলে তন্মধ্যে কোন উপকার দেখিল না। ঐ নদী অতিপুশ্চাপুযুক্ত এবং তাহার স্রোতের অতিপাবন্যপুযুক্ত এবং নদীর অন্য পারের ঝাড়ঝোপেতে তঞ্জাউরদেশবাসি সৈন্যেরা লুঙ্কায়িত থাকনপুযুক্ত তন্নদী পার হওন অতাপদ্বিশিষ্ট কার্য্য ছিল। দৈবাৎ সৈন্যের মধ্যে এক জন সূত্রপর আশ্চর্যজনপূর্ব্বক তদ্বাধা সমাধা করিল বিশেষত ঐ ছুতার ৪০০ শত সেনাপারগুরুম এক বেলা নির্মাণ করিল কিন্তু কি পুরাকারে ঐ বেলা পার করিবে এ বিষয়ে কেহ উপায় করিতে পারিলেন না ইতোমধ্যে জান্ মোর না মে ঐ বেলা নির্মাণকারি ছুতার পুনর্ব্বার আপন বুদ্ধি পুকাশ করিয়া ঘোরনিশাসময়ে এক রজ্জু দস্তে করিয়া অন্তরগদ্বারা পার হইয়া শত্রুরদের অগোচর এক গাছে বাঁধিয়া ফিরিয়া আইল। অপর ঐ রজ্জু আকর্ষণ করিয়া পার করণসময়ে ইংগ্ৰাণীয় সৈন্যেরা কথিত রজ্জুবদ্ধ স্থানে কতকগুলিন বন্দুকের দেওড় করিল যে তঞ্জাউরীয়েরা সেস্থানহইতে বেলার গমনাগমন দেখিতে না পায়। ঐ ক্রমে সেই বেলা যাবৎ সমস্ত সৈন্য পার না হইল তাবৎ গমনাগমন করিল পরে সৈন্য সমস্ত পারে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র মেজর লারেন্স সাহেব দুর্গের কথিত ভগ্ন স্থানে তৎক্ৰণে চড়াউ করণে স্থির করিলেন এবং ফুদচেরি দুর্গেতে যুদ্ধ সময়ে আত্ম সাহস পুকাশ করিয়াছিলেন যে লিপ্তেনস্ত ক্লাইব সাহেব ভি

নি এই দুর্গের ভূখ জ্ঞানে পুথম পুবেশ করিতে পুর্ধনা করিলেন
অতএব কতকগুলিন গোরা সৈন্য ও সাত শত সিপাহি, লইয়া তা-
হারদের অগুণ্যামী হইয়া চলিলেন কিন্তু দৈবাৎ সিপাহিহইতে
কিঞ্চিৎ অন্তর হওয়াতে অল্পেতে তিনি এবং তাবৎ সৈন্য বাঁচি
য়া গেল। ঐ আপদ দেখিয়া লারেন্স সাহেব অবশিষ্ট তাবৎ
সৈন্য লইয়া একেবারে চড়াউ করিলেন তাহাতে অল্প বাধাঘাত
পাইয়া ইংল্লণ্ডীয়েরা সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন।

অপর ঐ ঘটনার পর অল্প কাল উভয়জাতীয়েরদের এইরূপে
সন্ধি হইল যে তদ্দেশাধিকারি রাজা বিরোধবিষয়ক দুর্গ এবং
বার্ষিক ২০০০ পগোড়া অর্থাৎ ৩১৫০০ মূদ্রোপযুক্ত অধিকার দিবে
এবং ইংল্লণ্ডীয়েরা যাহার জন্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সে রাজার
পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার বিষয়ে এই নিয়মমাত্র করিল
যে তিনি পুতাপসিংহের সঙ্গে আর বিরোধ না করিয়া আত্ম
পোষণার্থে বার্ষিক ৪০০০ টাকা পাইবেন।

আখ্যায়িকার দ্বারা আমরা অবগত আছি যে বস্কাওবেন নামে
কথিত সমুদ্রযোদ্ধাপতি যদি অতিশয় দয়ালু না হইতেন তবে ঐ
অভীর্গা শাহজী পুতাপসিংহের হস্তে অর্পিত হইত। কিঞ্চিৎ
কাল রাজা ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তহইতে মুক্ত হইয়া পলাইলেন
তাহাতে ইংল্লণ্ডীয়েরা তাহার পিতৃত্বকে ২ বৎসরপর্য্যন্ত বন্দি
করিয়া রাখিলেন পরে ১৭৩৮ শালে সেতু দাউদ দুর্গ ফ্রান্সীয়ক
র্তৃক অধিকৃত হওয়াতে তিনি মুক্ত হইলেন।

অপর ইংল্লণ্ডীয়েরা দেবীকোট অধিকারবিষয়ে যে সময় উ
দ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময়ে ফ্রান্সীয়েরা কর্ণাটদেশে অন্য
বহুকার্য্যাবিসয়ে উদ্যোগ করিতেছিল তৎকর্ম্মের অন্য অনেক
বৃহগণনায় পর্য্যায় হইতে লাগিল এবং ঐ পর্য্যায় সকলেতে ইং
ল্লণ্ডীয় ভারতবর্ষস্থ বিবরণ অতিশয় নির্ভর করণপুযুক্ত তাহার
বৃত্তান্ত কহি। কর্ণাটদেশ করমণ্ডলতটস্থ কৃষ্ণানদী অবধি কাবে
রী নদীর সর্বাপেক্ষা উত্তর মোহনাপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এবং
সমুদ্রাবধি পশ্চিমদিকে ব্যাপ্ত স্থান দুই অংশে পুসিক্ত আছে পু
থমতঃ সমুদ্রাবধি পর্বতপর্য্যন্ত সমভূমিদেশ তাহার নাম ঘাটের

অর্থাৎ পর্বতের অধঃ দেশ দ্বিতীয়তঃ দুই পর্বতের শৃঙ্গার মধ্যস্থ
 তাহার নাম ঘাটোজ্জ্ব কর্ণাট তন্নিব কাবেরী নদীর উত্তর
 মোহনাবধি সেতুবন্দ রামেশ্বরপর্য্যন্ত দেশও কখন দক্ষিণ কর্ণাট
 নামে পুসিদ্ধ ছিল। এই কর্ণাট রাজ্য বিজয়নগর এবং বাকরাহল
 রাজ্যের মহাবিরোধসময়ে পরাধীন হইয়াছিল। এই হিন্দু
 রাজ্যবাদের নাশের পরে ঐ রাজ্য বিজাপুরের এবং গোলকুণ্ডার
 মুসলমানীয় নবাবেরদের হস্তে পড়িল। আওরঙ্গজেবের কালে
 তদঞ্চল মুসলমানীয়েরদের অধীন হওয়াতে তাহা দক্ষিণ সুবাত্তে
 সম্মিলিত হইল।

তৎকালে ঐ কর্ণাট দেশ দক্ষিণ মহাসুব্বার এক পুধানাংশ
 ছিল। মুসলমানীয়েরদের রাজ্যের বাহ্যাসময়ে কর্ণাটদেশের
 নবাব বা উকীলসমস্ত মুসলমানীয় সুবাদারের অধীন ছিল কিন্তু
 সর্বদা তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইত না তাহাতে ঐ সুবাদারের উপ
 রে চক্ররক্ষণার্থে কখনও ঐ নবাব সমস্ত মুসলমানীয় সম্মতিকর্তৃক
 স্বপদে নিযুক্ত হইতেন কিন্তু যখন সুবাদারেরা বলবান হইত
 এবং দিল্লীর বাদশাহ দুর্বল তখন তাহারা সুবাদারকর্তৃক নিযুক্ত
 হইত।

অপর নিজামুলমুলক দক্ষিণের সুবাদার পদে যখন নিযুক্ত ছি
 লেন তখন সাদাতুল্লানামে এক জন পুধান ব্যক্তি কর্ণাটের নবাব
 বিপদে নিযুক্ত হইয়া নিজামের অধীনে ১৭৩২ শালপর্য্যন্ত তৎ
 পদ ধারণ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। ঐ সাদাতুল্লার পুত্রসন্তান
 না থাকাতে দোস্তআলি এবং বাকরালিনামে আগনার ভ্রাতৃ
 পুত্রদ্বয়কে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। বাকরালিকে তিনি
 বেলউর নগরের অধ্যক্ষ করিলেন এবং তাহার মৃত্যুকালে তিনি
 উপাসনা করিয়া বাদশাহি আজ্ঞা দ্বারা দোস্তআলিকে নবাববিপদে
 নিযুক্ত করিয়া গেলেন। ঐ কালে নিজামুলমুলক কহিলেন
 যে কর্ণাটের অধ্যক্ষ পদে আমি আপন পুতিনিধিকে পদস্থ করণ
 স্বত্ব রাখি অতএব দোস্তআলি যে তাহার আজ্ঞাব্যতিরেকে তৎ
 পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু ঐ
 সময়ে বাদশাহের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে

তিনি তদসমুদায়িকর কার্যের পুতিকা করিতে পারিলেন না। দোস্তিআলীর দুই পুত্র এবং চারি কন্যা ছিল। এই কন্যারদের মধ্যে এক জন বেলুড়ের অধ্যক্ষ বাকরআলীর ভ্রাতৃপুত্র মোর্ত্তিসআলীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল আর এক জন চন্দ্রসাহেবনামে দূরস্থ এক কুটুম্বের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল। এই ব্যক্তি আপনীর স্বস্তর দোস্তিআলীর অধীন হইয়া দেওয়ানপদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

ত্রিচিনাপল্লী রাজ্য তঞ্জাবুর রাজ্যের কিঞ্চিৎপশ্চিমপার্শ্বে। ১৭৩৬ শালে ত্রিচিনাপল্লীর রাজার মৃত্যু হওয়াতে তদুজ্য তাঁহার রাণীর হস্তগত হইল। রাণীর কর্তৃত্বের দৌর্বল্য অবগত হইয়া চন্দ্রসাহেব মনোমধ্যে ভাবিলেন যে অবশিষ্ট করের টাকা পূর্ত্ত না করিবার কিয়া না দিলে তজ্জন্য রাজ্য গৃহণ করিবার উদ্ভব সময় এই। অপর চন্দ্রসাহেব পূজাকর্ত্তক নগরেতে গৃহীত হইয়া রাণীকে কারাগৃহে রাখিলেন তাহাতে এই রাণী শোকেতে শীঘ্র মরিলেন পরে তিনি আত্মস্বস্তরকর্ত্তক তদদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন।

অপর কর্ণাটের নবাবের এবং তাঁহার জামাতার বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত কার্য দেখিয়া হিন্দুরাজবর্গেরা অতিভীত হইয়া আত্মমতাবলম্বি মহারাজকৈরদের আপনাদের সাহায্য করণবিষয়ে পুৰ্ব্ববৃত্তি জন্মাইলেন। এই সময়ে হিন্দুস্থানেতে বহুদ্রোহ করিয়া মহাউপদ্রবজনক যুদ্ধকারি নাদরশাহের কার্যকর্মের তত্ত্ব লওনে বা অনুসন্ধান করণে নিজামুলমুলক এমত নিমগ্ন ছিলেন যে মহারাজকৈরদের পুতিকা যুদ্ধে গমনে তাহার অবকাশ ছিল না। কথিত আছে কিন্তু তাহার কোন পুমাণ নাই এবং হইতেও পারে যে এই নিজামুলমুলক দোস্তিআলীর কার্য এবং তিনি যেতৎপদে নিযুক্ত হন এতদ্বিষয়ে অসমুদয়পুযুক্ত তাহার অহঙ্কার ভঙ্গ নার্থে তদদেশে চড়াউ করণে মহারাজকৈরদের পুৰ্ব্ববৃত্তি জন্মাইয়াছিলেন।

অপর রাষ্ট্রবজী ভোসলা অধিপতির অধীন মহাসৈন্যসামন্ত ১৭৪০ শালে মে মাসে কর্ণাট রাজ্যসমীপে উপস্থিত হইল। এই দেশস্থ

পর্বতীয় পথ সমস্ত অল্প লোকদ্বারা স্বচ্ছন্দপূর্বক সুরক্ষিত হইতে পারিত কিন্তু হিন্দুজাতীয় দোস্তিআলীর এক জন সেনাপতি যাঁ হার অধীনে ততৎ পথরক্ষণ পদ অর্পিত হইয়াছিল সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মহারাক্ষেরদের সেনার জন্যে তৎপথ সমস্ত মুক্ত রাখিল। তথাচ আক্রমণকারি মহারাক্ষেরদের সহিত দোস্তিআলী যুদ্ধ করিলেন ও তদ্যক্ষে আত্মপাণ হারাইলেন তাহাতে সুবাদার আলী নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেল্‌উরনামে দুরাক্রম গড়ে যাইয়া মহারাক্ষেরদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইলেন। পরে মহারাক্ষেরা যে সন্ধি করে এতজ্ঞানো তিনি অনেক অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়া কতক দিলেন এবং চন্দ্রসাহেবের উপর বিরুদ্ধ হওয়াতে গুপ্তরূপে কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা যদি অধিকার কর তবে আমি ত্রিচিনাপল্লী নগরও তোমারদিগকে দিব। অল্প কালের পরে মহারাক্ষেরা ফিরিয়া আসিয়া ত্রিচিনাপল্লী নগর বেষ্টিত করিল তাহাতে চন্দ্রসাহেব অনেক মাসপর্যন্ত অত্যাশ্চর্যরূপে আপনাকে দুর্গেতে সুরক্ষণ করিল কিন্তু ১৭৪১ শালে মার্চ মাসের ২৬ তারিখে পরাস্ত হইয়া সেতারা নগরে বন্দিরূপে চালিত হইলেন এবং মুরারিরাও এক মহারাক্ষসেনাপতি ত্রিচিনাপল্লীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন।

অপর সুবাদারআলী আর্কাট্ট দেশস্থ পুাচীররহিত কর্ণাট রাজধানীতে বাস করণে ভীত হইয়া বেল্‌উর নগরে বাস করিলেন। ঐ সময়ে নবাবের খুড়া বেল্‌উর নগরের অধ্যক্ষ বাকরআলী মরিয়াছিলেন এবং মোর্ত্তিসআলীনামক তাঁহার পুত্র তাঁহার পুতি নিধি অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ ব্যক্তি অতিশয় দুষ্টরিজ এবং দুরাত্মা ছিলেন এবং তাহার পরামর্শে সুবাদারআলী গুপ্তরূপে হত হওয়াতে তিনি তদুদ্দেশ্যে আপনাকে স্থাপন করণে বাধ্য করিলেন কিন্তু আপনার উদ্যোগ ব্যর্থ দেখিয়া তিনি বেল্‌উর দুর্গেতে বদ্ধ হইয়া রহিলেন তাহাতে পুজারা সুবাদারআলীর কনিষ্ঠ পুত্রকে নবাবী পদে পুকাশ করিলেন।

ঐ কালে নিজামুলমুলু দিল্লী রাজধানীহইতে দক্ষিণের পুভুত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং কর্ণাট রাজ্যের [৮. অধ্যায়।]

[১৭৪১ শাল।]

কুরুত্ব শাসনার্থে ১৭৪৩ শালে মাদ্রাসে আর্কাট নগরে উপস্থিত হইলেন। 'পঁছিবামাজেতে তিনি সুবাদারআলীর কনিষ্ঠ পুত্রের অতিমর্যাদা করিলেন কিন্তু খাজে আবদুল্লাহ নামে তাঁহার প্রধান সেনাপতিকে কর্ণাট রাজ্যের পুভুত্বপদে নিযুক্ত করিলেন এবং মুরারি রাওকে এবং মহারাজেরদিগকে ত্রিচিনাপল্লী দুর্গ ত্যাগ করাইলেন। পরে খাজে আবদুল্লাহ আয়্যরাজ্য গৃহণ পূর্বে বিষভক্ষণদ্বারা বা অন্য কোন পুরুষণদ্বারা বা ইউক অকস্মাৎ পুণত্যাগ করিল তাহাতে নিজাম তাঁহার পদে অনবরুদ্দীন খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ অনবরুদ্দীন খাঁ বিদ্যাতে এবং ধর্ম্মেতে অতিখ্যাতিাপন্ন এক জনের পুত্র ছিলেন তদ্ব্যতীত নিজামুলমুলকের পিতার কুরুত্ব কালে তিনি কোন এক খ্যাতিাপন্ন পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পরে নিজামুলমুলকের সুখদুঃখের ভাগী হইলেন। অপর নিজামুলমুলক দক্ষিণের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ অনবরুদ্দীন খাঁকে এলোরের এবং রাজমন্দিরের নবাবপদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ পদে তিনি ১৭২৫ শাল অবধি ১৭৪১ শালপর্যন্ত রাজ্য করিলেন এবং সেই কালাবধি খাজে আবদুল্লাহর মৃত্যুপর্যন্ত গোলকুণ্ডার অধ্যক্ষপদে কার্য্য করিলেন। আখ্যায়িকা দ্বারা বোধ হয় যে নিজামুলমুলক কর্ণাট রাজ্যের পুভুত্ব অনবরুদ্দীনের স্থানে কেবল ক্রিয়াকালের জন্যে অর্থাৎ সফলতারালীর কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মহম্মদ যাবৎ যৌবনাবস্থা পূর্ণ না হয় তৎকালপর্যন্তমাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাবদ্যৌ বনাবস্থা পূর্ণ না হইল তাবৎ নিজামুলমুলক ঐ সৈয়দ মহম্মদকে অনবরুদ্দীনের স্থানে পুতিপালনার্থে অর্পণ করিলেন। পরে অল্প দিবসের মধ্যে ঐ যুবনবাব কতকগুলি পাঠান সৈন্যকর্তৃক হত হইলেন। ইহাতে ক্রোধিত অনবরুদ্দীন নবাব তদদোষের জন্যে ক্রোধে লোককর্তৃক দূষ্য হইলেন কিন্তু তিনি নিজামুলমুলককর্তৃক সাহায্যপূর্ণ হওয়াতে ঘটাপূর্বক ঐ নবাবপদে নিযুক্ত হইলেন। যখন ফুল্মীয়েরা এবং ইংল্যান্ডীয়েরা মন্ড্রাজের কঠির নিমিত্তে বিরোধ করিতেছিল তখন অনবরুদ্দীন কর্ণাটের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এবং ফুদচেরির অধ্যক্ষ দুপ্পি তাঁহাকে কখনও বন্ধুরূপে এবং কখনও শত্রুরূপে জ্ঞান করিতেন।

এ নিজামুলমুক্ত দক্ষিণেতে আপনার তাবৎ বাঞ্ছানুসারে কার্য্য সিদ্ধ করণে আত্মনিপুণতা দর্শাইয়া এবং ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গা নুসারে ধনপুশংসা ইত্যাদি উপার্জনবিষয়ে আয়ুঃক্ষেপণান্তর ১০৪ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরগত হইলেন। এই কালে কর্ণাট দেশে সাদাতুল্লার পুত্র এবং তাহার বংশ অতিপুশংসনীয় ছিল কিন্তু অনবরুদ্ধানুষ্ঠান পুত্র এবং তাহার বংশ অতিদুঃখান্বিত ছিল অতএব তদেশীয় লোকেরদের মধ্যে পুধান চেষ্টা এই যে অনবরুদ্ধানুষ্ঠানের পুত্র নষ্ট হইয়া সাদাতুল্লার বংশের পুত্র পুনঃস্থাপিত হয়। নিজামুলমুক্তের মৃত্যু হওয়াতে তৎপথ পরিষ্কার হইল সাদাতুল্লার কুলে জাত সকলের মধ্যে চন্দাসাহেবের রাজকর্ম্মে নিপুণতা ছিল এই সময়ে দূরদর্শি দুপ্পি অধ্যক্ষ চন্দা সাহেবকে সিংহাসনোপরি স্থাপনাশয়ে ডাবিলেন যে যদি এই নবাব আমারদের সাহায্যদ্বারা কর্ণাট রাজ্যের পুত্রত্বে স্থিরীকৃত হইতে পারেন তবে তাঁহাইতে আমারদের অনেক উপকার দর্শিবে। মহারাজেরদের সহিত পুথম বিরোধ উপস্থিত হওন সময়ে দোস্তিআলীর তাবৎ পরিবার তৎকালীন তদেশস্থিত সর্বাপেক্ষা দুরাক্রম ফুদচেরি নগরে পুরিত হইয়াছিল ইহাতে জানা যায় যে তৎকালে ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরা ইউরোপীয়েরদের বলেতে অনেক পুতায় রাখিতেন। এই স্থানে চন্দাসাহেব সপরিবার আপন বন্দিত্বের তাবৎ সময়ে দুপ্পিকর্তৃক বহু মর্যাদাপূর্বক রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং উপায় হইলে পুত্র পকার করিব তাহারদের অন্তঃকরণে এতদ্বাঙ্ক। জন্মাণনপর্যন্ত দুপ্পি অতিশুভপূর্বক তাহারদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অধিক কি কহিব এই চন্দাসাহেবের বন্দিত্বের তাবৎকালে দুপ্পি তাঁহার নিকট পত্র লিখিতেন এবং তাঁহার মুক্তিজন্য মহারাজকর্তৃক পুণর্নীয় টাকা কর্জ দেওনে সম্মত হইয়াছিলেন। এই চন্দাসাহেব ১৭৪৮ শালের আরম্ভে মৃত হইয়া তৎকালে ৩০০০ মহারাজু

সৈন্যের পতি হইলেন এবং নিজামুলমুল্কের মৃত্যুসময়ে তিনি ৬০০০ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।

নিজামুলমুল্ক রাজধানী ছাড়িয়া স্থানান্তর গমন সময়ে রাজধানীতে এবং আশ্রাজ্যে আপনার গৌরব স্থাপনার্থে আমীরুল ওমরানামক মহাপদ গাজিউদ্দীনখাঁ নামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যে পুণ্ড্র হইয়াছিলেন এ গাজিউদ্দীনখাঁ সর্বদা বাদশাহের নিকটে থাকিতেন। নাজিরজঙ্গনামক অন্য পুত্র পুত্র সর্বদা দক্ষিণে থাকিয়া রাজ্যের যুদ্ধপুয়ুক্ত বা রাজধানীর চঞ্চলতাপুয়ুক্ত আপনার পিতার রাজ্যান্তর যাওনকালে তাঁহার পুতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইলেন এ নাজিরজঙ্গ কার্যে ত্রুটিপুয়ুক্ত কএদ হইলেও আপনার পিতার মরণকালে তাঁহার নিকটে ছিলেন। তাঁহার পিতার সেনা সমস্ত তাঁহার অধীনা হইয়া সর্বদা কার্য কৰ্ম্ম করণ পুয়ুক্ত তিনি আশ্রিপিতার ভাণ্ডার গৃহণ করিলেন। এ কালে দিল্লীর বাদশাহ এমত দুর্বল ছিলেন যে তাহার অনুমতিব্যাতিরেকে নাজিরজঙ্গ দক্ষিণের সুবাদারী এবং তত্ত্বপদস্বত্ব গৃহণ করিলেন।

কিন্তু সে যাহা হউক এ সময়ে শাহজাহানের উজীর সাদাতুল্লাখাঁর কূলে জানিত নিজামুলমুল্কের এক অতিপুয়িতম দৌহিত্র ছিল তাহার নাম হেদায়েৎ মহীউদ্দীন তিনি মীর জাফরজঙ্গের খ্যাতিপুণ্ড্র হইলেন। এ ব্যক্তি আশ্রমাতামহের জীবৎকালে কতক বৎসর কিজয়পুরের নবাব ছিলেন তৎসময়ে সর্বত্র খ্যাত ছিল এবং সকলে পুতায় করিল যে তাহার মাতামহ মৃত্যুকালে দানপত্রদ্বারা তাহাকে স্বপদার্পণ করিয়াছিলেন। এ ব্যক্তির দক্ষিণের পুত্ৰত্বে নিযুক্ত হওন চন্দাসাহেবের অতিসন্তুষ্টি কর ছিল এবং তিনি তাহার কর্তৃত্ব পুণ্ড্রের অনেক আশ্বাস জন্মাইলেন এবং মীরজাফরজঙ্গ চন্দাসাহেবের সাহায্যে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। পরে এ দুই ব্যক্তি ভাবিলেন যে আমরা যদি দুপ্পুর সাহায্য পাইতে পারি তবে অত্যন্তম। এবং দুপ্পিও ভাবিলেন যে আমরা সাহায্যদ্বারা যদি দক্ষিণের সুবাদার এবং কর্ণাটরাজ্যের নবাব নিযুক্ত হন তবে আমরা এবং আমার দেশের

কত উপকার না হইবে। চন্দাসাহেব মীরজাফরজঙ্গকে পরা
মর্শ দিলেন যে 'কর্ণাট রাজ্যের বিষয়ে আমাদের পুখ্রমোদ্যোগ
করণ উপযুক্ত যেহেতুক তদেবস্থিত আমার পরিজনহইতে ব
হুপকার পাওয়া যাইবে ঐ সময়ে ঐ উভয় ব্যক্তির সেনা নূ
কাদিক ৪০০০০ ছিল ঐ সেনা লইয়া তাঁহারা কর্ণাটের পুতিকূলে
চলিলেন।

ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দোতৈল নামে ফ্রান্সীয় সৈ
ন্যপত্যাধীন ৪০০ গোরা ও ১০০ কাফরি এবং ১৮০০ সিপাহি দ্বারা
বর্জিত হইয়া তৎকালে ১৭৪২ শালে আগস্ট মাসের ৩ তারিখে
আর্কাট বন্দরহইতে পঁচিশ কোশ দূর আন্দুরনামক দুর্গসমীপে
ছাউনি কৃত অনবরুদ্ধীনের পুতিকূলে গমন করিলেন। ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া ফ্রান্সীয়েরা কহিল যে আমরা শত্রুরদের দুর্গ আ
ক্রমণ করিব পরে দুইবার পরাস্ত হইয়া তৃতীয়বার আক্রমণ করি
য়া পরাজয় করিল। ঐ সময়ে অনবরুদ্ধীন্ এক শত সাত
বৎসরব্যয়সে হত হইলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দি হইলেন
কিন্তু তাহার দ্বিতীয়পুত্র মহম্মদআলী অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ত্রিচি
মাপল্লী দুর্গে পলায়ন করিয়া সেই স্থানের অধ্যক্ষ হইলেন।

দুপ্পি কহিল যে যদি ঐ জয়ি চন্দাসাহেব ও মীরজাফরজঙ্গ বি
পাক্ষেরদের ব্যাকুলতাহইতে মুক্ত হওনের পূর্বে ত্রিচিনাপল্লীর পু
তিকূলে যাত্রা করিতেন তবে অবশ্য সেই নগর হস্তগত করিতে পারি
তেন ও তাহারদের উদ্যোগ সফল হইত কিন্তু তাহারা তাহা না
করিয়া পুখ্রমত আর্কাট নগরে গিয়া সুবাদারি পদের জাঁকজমক
দর্শাইলেন। পরে দুপ্পির সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে ফুদচেরি নগ
রে গিয়া অতিসমাদরপূর্বক তৎকর্তৃক গৃহীত হইলেন এবং তাহা
রা ফুদচেরির চতুর্দিক্স্থ একাশী গুম তাহাকে দান করিলেন।
অপর ঐ নবাবেরা ফুদচেরিহইতে আক্টোবর মাসের শেষপর্যন্ত
যুদ্ধযাত্রা করিলেন না এবং দুপ্পির সহিত যে নিয়ম করিয়াছি
লেন তদনুসারে সরল পথ হইয়া ত্রিচিনাপল্লী বন্দরের পুতিকূলে
না যাইয়া তঞ্জাবুর নগরের পুতি গমন করিলেন। টীকার অভা
বপযুক্ত এবং তঞ্জাবুর রাজবর্গেরদের স্থানে যথেষ্ট টাকা পাইব

এই সকল আলোচনাতে তাহারা গৌণবিষয়ে বড় একটা মনোযোগ দিলেন না। সেখানে তাহারা বাদশাহী কর দিতে ও ফুঙ্কের ব্যয়ের অংশ দিতে তঞ্জাবুরের রাজাকে আজ্ঞা করিলেন। পরে অঙ্গীকারদ্বারা বা তাঁহার শত্রুদের দৌর্বল্যপূযুক্ত তঞ্জাবুরের রাজা দিসেম্বর মাসপর্য্যন্ত পুতারণা করিয়া রহিলেন ইতোমধ্যে সম্রাট পঁহুছিল যে নাজিরজঙ্গ সুবাদার ঐ উভয়ের পুতিকেলে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন।

ঐ নাজিরজঙ্গ নবাবি পদ গৃহণের কিঞ্চিৎকাল পরে বাদশাহ কর্তৃক দিল্লীতে আহূত হইয়া নশ্বাদানদীপর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া ছিলেন ইতোমধ্যে তাঁহার ফিরিয়া যাওনে বাদশাহের আজ্ঞা আসিয়া পঁহুছিল। ঐ রূপে আত্মভ্রাতৃপুত্রের বৃদ্ধি এবং অধিক বর্দ্ধনবাঞ্ছাবশত হইয়া তিনি অতিসত্বর হইয়া আগরদ্বাবাদে আসিয়া স্নানিলেন যে কর্ণাট রাজ্যের নবাব পরাস্ত হইয়া হত হইয়াছেন। অপর শত্রুরা আগমনবিষয়ে বিলম্ব করাতে তিনি তাহারদের সহিত যুদ্ধ দেওনে পুস্তত হইলেন এবং তাহারা তদাগমন সম্রাট পাইয়াস্তম্ভীভূত হইয়া ত্বরায় ছাউনি ভঞ্জন করিয়া পলায়ন করিল এবং নাজিরজঙ্গের কতকগুলি মহারাষ্ট্রসৈন্য কর্তৃক তাড়িত হইয়া ফুদ্চেরি নগরে আশ্রয় লইল।

অপর ১৭৪৭ শাল অবধি করিয়া ইংল্যান্ডীয়েরা ফ্রান্সীয়েরদের পুতিকেলে নিজামুলমুলকের এবং নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তৎসন্ধিবিষয়ক ইংল্যান্ডীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক এক পত্রভিন্ন গৃফিন্ নামে সমুদ্রযোদ্ধকর্তৃক ঐ শালের মার্চ মাসের ৬ তারিখে নিজামুলমুলকের নিকট তৎকার্য্যবিষয়ক অন্য এক পত্র পৌরিত হইল। ঐ পত্রের এক শ্রুত উত্তর নিজামুলমুলক পৌরণ করিলেন এবং তৎকালে ইংল্যান্ডীয়েরদের সহকারিতার কারণ অনবরুদ্দিন খাঁর নিকট আজ্ঞা পাঠাইলেন।

অপর হাজিহুদি নামে ইংল্যান্ডীয়েরদের এক উকীল ১৭৪৭ শালে মার্চ মাসের ১০ তারিখে আর্কাট্ নগরহইতে ইংল্যান্ডীয় কুটিপতিরদের নিকট বক্ত্যমাণ বাক্য লিখিয়া পাঠাইয়া অনবরুদ্দিন নবাবের কাবদ্বিষয় তাহারদিগকে অবগত করাইল। বিশেষতঃ অগ্নি

মহাশয়েরদিগকে জানাই যে এই স্থানের নবাব কেবল এক জন ইজারদার তিনি আপনার পুজারদের মজল চেফা করেন না কিন্তু সকল বিষয়ে আপনার মজল চেফা করেন অতএব তাঁহারে বি শ্রাসনাই। ফুল্মীয়েরা কি বানক কি বৃদ্ধ পারের ধন লইয়া দান করণে অতিদানশীল অতএব আমি পরামর্শ দি যে ইংল্যান্ডীয়েরা আত্মদানশীলতানুসারে কাহার মুখাপেক্ষা না করিয়া দানরূপে অর্থ ব্যয় করেন

অপর নিজামুলমুলকের এবং অনবরুদ্দীন্ খাঁর মৃত্যু হইলে এবং অনবরুদ্দীন্ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বন্দিত্বের পরে যখন নাজিরজঙ্গ চন্দ্রসাহেবের এবং মীরজাফরজঙ্গের পুত্ৰিকুলে কর্ণাট দেশে সৈন্য চলিল তখন ঐ নাজিরজঙ্গ আত্মসাহায্যার্থে ত্রিচিনাপল্লী হইতে মহম্মদআলীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং ইংল্যান্ডীয়ের দের সাহায্য প্রাপ্যার্থে সেতু দাউদ দুর্গেতে ইংল্যান্ডীয় অধ্যক্ষের স্থানে পত্র পৌরণ করিলেন কিন্তু ঐ সময়ে মীরজাফরজঙ্গের উপস্থিত হওয়াতে এবং তঞ্জাবুর বন্দরে অনবরুদ্দীন্ খাঁ নবাবের পরাভব হওয়াতে এবং দুপ্পুর উদ্যোগের সন্দেহেতে ইংল্যান্ডীয়েরা ভীত হইলেন। তথাপি নাজিরজঙ্গ যে এক অতিবৃহৎ সৈন্যসমূহ সহকারে আসিতেছেন ইহা অবগত হইয়া সাহসিক হইয়া ইংল্যান্ডীয়েরা ত্রিচিনাপল্লী দুর্গস্থ সৈন্যেরদিগকে পুষ্কত করিয়া মহম্মদআলীর পশ্চাৎ চলিলেন ঐ সৈন্য ছাউনিতে বহুদিবস পহিছে নাই ইতোমধ্যে মেজর লারেন্স সাহেব সেতুদাউদ দুর্গহইতে ৬০০ গোরা লইয়া ঐ সবাদারের সহিত আসিয়া মিলিলেন। ঐ উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমস্ত অতিনিকটবর্তী হইয়া ছাউনি করিল ইত্যবসরে তঞ্জাবুর দুর্গ হস্তগত করণবিষয়ে আমরা অশী হই নাই এই বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া ফুল্মীয়েদের তের জন সেনাপতি আত্মপদ ত্যাগ করিয়া কর্তৃত্বকরণীয় আত্মলোকের দের মধ্যে শঙ্কা জন্মাইল। তাহা অবগত হইয়া ফুল্মীয়েদের প্রধান সেনাপতি দোটেল দেখিলেন যে একদ্রুপ অসন্তুষ্ট লোক লইয়া যুদ্ধে পুৰ্ব্ব হওন অবিবেচনা কার্য্য অতএব সন্ধ্যায় আত্মরক্ষার পূর্ব্বপ্রতিতে তিনি ছাউনি ত্যজিয়া আত্মসৈন্য লইয়া [অধ্যায়।]

চন্দ্রসাহেবকে নিরাশ রাখিয়া ফুল্লারাজ নগরপতি চলিয়া গেলেন।
এ অবস্থা অবগত হইয়া মীরজাফরজঙ্গ আপনাকে আপন পিতৃব্যের
হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ
করিয়া কারাগারে রাখিলেন। পরে চন্দ্রসাহেব আত্মসৈন্যসহ
কারে ফুল্লারাজ নগরে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে ফুল্লারাজের
সৈন্যদল দেখিয়া দুপ্পি অধ্যক্ষ কি করিবেন এ বিষয়ে পুষ্ক
নিরাশ ছিলেন কিন্তু আত্মবুদ্ধি বিবেচনাতে ক্ষণেকের নিমিত্তে
নিযুক্ত নবাবেরদের অল্পস্থায়িত্ব জানিয়া আমি এক্ষণে করণে অ
তিশয় বাঞ্ছা করি এই বাক্য লিখিয়া জয় সুবাদারের ছাউনিতে
উকীল পৌরণ করিলেন এবং এই জয় সুবাদারের কতকগুলি
অসম্ভব সেনাপতিরদের সহিত পত্রদ্বারা গুপ্তরূপে আলাপ করি
লেন। এই সেনাপতিরা নিজামুলমুক্তের পাঠান সৈন্যের পুধান
ছিল এবং তাহারদের মধ্যে তাঁহার অতিবিশ্বাসপূযুক্ত তিনি এই
সেনারদের সেনাপতিরদিগকে আপনার সুবাস্তে স্থানে নবাবপা
দে নিযুক্ত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ রাজপুত্রবৎ সুখভোগমাতে নিমগ্ন ছিলেন বিশেষতঃ
তিনি নানাপ্রকার সুখভোগবিষয়ে মনোযোগী হইয়া রাজকাৰ্য্য
অমনোযোগে অবিবেচনাপূর্বক হঠাৎ বিচার নিষ্পন্ন করিতেন
এবং ভ্রমে পড়িলে আলস্যপুযুক্ত এবং অহঙ্কারপুযুক্ত আত্মভ্রম
দূর করণে অত্যসম্মত ছিলেন তদ্রূপ কর্তৃত্বাধীন হইয়া পাঠান
জাতীয় কুলীনেরা ভাবিলেন যে শত্রুপক্ষ হইয়া আত্মসাহায্য দিলে
আমরা আপনারদের ভাগ্য এবং অধিকার বাড়াইতে পা
রিব।

এ সময়ে দুপ্পির উকীলেরা নাজিরজঙ্গের ছাউনিহইতে ফি
রিয়া আসিয়াছিল এই তাবৎ সময় দোতৈল দূরে থাকিয়া নাজির
জঙ্গের ছাউনির রীতি জানিয়া হইয়া এবং রাত্রিকালে তাহার
দের আলস্য এবং অসাবধানতা জানিয়া এক রাত্রি এক জন সৈ
ন্যপতি এবং তিন শত সৈন্য শত্রুর ছাউনিতে পৌরণ করিলেন।
এ সৈন্য ছাউনিমধ্যে অর্ধক্রোশপর্যন্ত পুর্বে হইয়া তাবৎ
ছাউনি ভয়েতে এবং আশঙ্কিতে পরিপূর্ণ করিয়া শত্রুরদের এক

হাজার লোক হনন করিয়া আপনার কেবল দুই এক জন হানি পূরক করিয়া আইলেন। ইহাতে ইউরোপীয় জাতীয়েরদের সাহসিক চিন্তের এবং ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের দুর্বলচিন্তের অন্য এক সুপুমাণ জানিবেন।

অপর সুবাদার আর্কাটনগরেতে বাস করণে অতিশয় পুষ্ক যুক্ত তিনি পুষ্ক আপন তাবৎকাল সেই স্থানে যাপন করিলেন। ঐ সময়ে ফ্রান্সীয়েরা অন্য স্থানে আপনারদের বিক্রম দর্শাইতে লাগিল বিশেষতঃ পূর্বে ভারতবর্ষস্থ তদঞ্চলের সর্বাধিপক্ষা পুধান বাণিজ্যস্থান মসলিপাটাম বন্দরে ফ্রান্সীয়েরা অল্প সৈন্য লইয়া কৃষ্ণা নদীর মোহনায় নজর করিয়া রাজ্যবাসনে চড়াউ করিয়া অত্যন্ত লোক হানিপূরক তাহা হস্তগত করিল এবং অন্য এক দল সৈন্য যাইয়া সেন্ত দাউদ্ দুর্গর পশ্চিমদিগে মাত ক্রোশ অন্তরে ত্রিবেদিনামক মন্দির আক্রমণ করিল। তাহা দেখিয়া মহম্মদ আলী ফ্রান্সীয়েরদিগকে ঐ মন্দিরহইতে বাহির করণার্থে ছাউনি ছাড়িয়া গমনানুমতি সুবাদারহইতে পাইলেন। এই বিষয়ে মহম্মদ আলী ইংল্যান্ডীয়েরদের সাহায্য অত্যায়াসে পাইলেন যেহেতুক ইংল্যান্ডীয়েরা সেন্ত দাউদ্ দুর্গের কথিতরূপ নিবট বর্ত্তি স্থানে ফ্রান্সীয়েরদের তিষ্ঠনে অত্যসম্মত ছিলেন। পরে মহম্মদ আলী এবং ইংল্যান্ডীয়েরা কথিত মন্দিরে কতক দিন চড়াউ করিয়াছিল কিন্তু অসফলতাপুযুক্ত ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত মহম্মদ আলীর বিরোধ হইতে লাগিল বিশেষতঃ তিনি ইংল্যান্ডীয় সেনাদিগকে খরচ পত্র দিতে চাহিলেন না এবং আপনার সেনা ফুদচেরি বন্দরের এবং কথিত মন্দিরের মধ্যে স্থাপনে অনিচ্ছুক ছিলেন তাহাতে ইংল্যান্ডীয়েরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইংল্যান্ডীয়েরা যে ত্যাগ করিয়া যাইবে ফ্রান্সীয়েরা এতদপেক্ষায় ছিল এবং তাহা অবগত হইবামাত্র মহম্মদ আলীর উপরে চড়াউ করিয়া অতিস্বচ্ছন্দপূরক তাহাকে পরাস্ত করিল তাহাতে মহম্মদ আলী আপনার অত্যাঙ্গীয় দুই তিন অনুষঙ্গিমাত্র লইয়া আর্কাট নগরে পলাইয়া গেলেন।

ইহার পর ফ্রান্সীয়েরা কর্ণাট দেশের তাবৎ দুর্গাপেক্ষা দৃষ্

জিনি নামে পর্বতোপরিহ এক দুর্গ আক্রমণ করিল এবং রাজ্য
যশের পর এই স্থানের দৃঢ়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইল।

এই শেষ কীর্তি শুনিয়া সুবাদার আপন আলমাতা ও ওঁহাসাহই
তে জাগৃত হইলেন এবং ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা
করিলেন কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের অধিক আকাঙ্ক্ষাতে তিনি যুদ্ধযাত্রা
তে সক্ষম হইয়া গিঞ্জি নগরের পুতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু
১৭৫০ খালের আক্টোবর মাসে তাঁহার যাত্রা হইল এবং তৎকালে
বর্ষাও উপস্থিত হইয়াছিল। অপর তিনি তদুদ্দেশ্যে বড় আশু
ভাষিত হইয়া যেমনি বা ইউক ফ্রান্সীয়েরদের সহিত একা করণে
পণ করিলেন তাহাতে দুপি একই সময়ে সুবাদারের সহিত এবং
সুবাদারের বিপক্ষেরদের সহিত সন্ধি করিলেন। সুবাদারের স
হিত সন্ধি স্থিরীকৃত হইবামাত্র গিঞ্জিবন্দরের অধ্যক্ষ বিপক্ষের
দের সহিত মেল করিয়া তাবৎ সৈন্যসামন্ত লইয়া বাসারদের
ছাউনিতে চড়াউ করিলেন এই যুদ্ধেতে নাজিরজঙ্গ গোলার দ্বারা
বক্রস্থলে আঘাতী হইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। দুপি আপনাকে
এই দোষহইতে মুক্ত করণার্থে কথিত সন্ধি নিষ্পন্ন করিরায়া
পুনরুদ্ধ নিবারণার্থে তৎক্ষণাৎ গিঞ্জির অধ্যক্ষের নিকটে তৎসমা
চার লিখিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তাহার পত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পঁহ
ছিল।

নাজিরজঙ্গের মৃত্যুহেতুক মীরজাফরজঙ্গ কারাগৃহ হইতে
মুক্ত হইয়া দক্ষিণের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু যে পা
ঠান জাতীয় কুলীনেরদের পুৰুষনাতে তিনি সুবাদার পদে নিযুক্ত
হইলেন তাহারা তাঁহার স্থানে তৎক্ষণে অনেক ধন চাহিয়া তাঁহা
কে বহুবাস্ত করিল তাহাতে তিনি দুপির সহিত সম্মিলিত হইয়া
কার্য্যকর্ম্ম না করিলে আমার কার্য্য নির্বাহ হয় না ইহা কহিয়া
তাঁহারদিগকে ভোগা দিলেন।

এ সময়ে দুপি অধ্যক্ষ করমগলতটস্থ কৃষ্ণানদী অবধি সেতু
ইহু রামেশ্বরপর্য্যন্ত মুসলমানীয়েরদের অধিকারে নবাবপদে নি
যুক্ত ছিলেন এবং চন্দাসাহেব আর্কাটে তাঁহার নাবহরণে নি
যুক্ত হইলেন। নাজিরজঙ্গের মৃত্যুকালে জিচিনাপন্নী বন্দরে

১৬ ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সৈন্যের যুদ্ধ।

ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সৈন্যের যুদ্ধে ফ্রান্সিসের সৈন্যরা কহিলেন যে রাজ্যপরিবর্তন বিষয়ে ফ্রান্সিসের সৈন্যরা দু'পক্ষ ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে যদি রাজ্যের কোনো পুত্রভা-
গ্যে নতুন সুবাদার হইতে আমার জন্য কোনো বিশেষ পদ পা-
ইতে পারে তবে আমি নবাবী পদ বিষয়ে আপনার স্বত্ব ত্যাগ
করিলে।

অপর মোরজাফরজঙ্গ ১৭৫১ শালে জানেওয়ারি মাসে কথিত
পুনিছ যুদ্ধে অতিথ্যাত বুসিনামে ফ্রান্সিস সেনাপতিকে কতক
গুলি সেনাসমভিব্যাহারে ফুর্চেরি বন্দর হইতে যাত্রা করাই
লেন। এই সেনাসামন্ত ক্রোশ ষাটি গমনানন্তর দৈবাৎ তাহারদের
মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল তাহার কিঞ্চিৎ পরে জানা গেল যে
পাঠানজাতীয় সেনাপতিরা এই কলহ জন্মিয়া তাবৎ সৈন্যগণ
কম্বুধ পর্বতীয় এক পথাবরোধ করিয়া রহিয়াছে। তাহা অব-
গত হইয়া ফ্রান্সিস গোলেন্দাজেরা তৎক্ষণাৎ এই পাঠানজাতীয়ের
দের উপরে চড়াউ করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করিল কিন্তু সুবা-
দারের উগুতা যৎকিঞ্চিৎ অধিক বর্ধিতপুযুক্ত শত্রুরদের পশ্চা-
দ্বাবনে তিনি মন্তকে শরদ্বারা বিদীৰ্ঘ হইয়া মরিলেন।

অপর সলাবৎজঙ্গ নামে নিজামুল্মুল্কের অবশিষ্ট একটী পুত্র
এ সময়ে ছাউনিতে ছিলেন তিনি তৎক্ষণে মৃত সুবাদারের পদে
নিযুক্ত হইলেন। এই সলাবৎজঙ্গ আত্মপূরাদিকারিরদের রীত্যা-
নুসারে ফ্রান্সিসেরদের সাহায্য করণে স্বীকৃত হইলেন পরে সৈন্য-
সমস্ত ঘোলকুণ্ডার পুতি চলিল।

এ কালে ইংল্যান্ডেরা পুণ্য নিরাশ হইয়া আত্মশত্রু ফ্রান্সিসের
দের পুতিকুলে কোন মহাচেষ্টায় পুণ্য হইলেন না বরং ইং-
ল্যান্ডেরদের তাবন্মরসার ভূমি মেজর লারেন্স সাহেব কার্যোপ-
স্থিতসময়ে পণ করিলেন যে আমি ইংল্যান্ড দেশে পুনর্বার কিরি-
য়া যাইব এবং তৎকালে সভ্যকর্তৃকও নিবারিত ছিলেন না।

অপর এপিল মাসের আরম্ভে চন্দাসাহেব আর্কাট বন্দর হইতে
যাত্রা করিলেন এবং তৎকালে ইংল্যান্ডীয় সেনা লইয়া গিঞ্জেন্স
নামে সেনাপতি সেন্ত মাউন্ট দুর্গ হইতে পুরিত হইলেন। ইং-
ল্যান্ডেরা যখন উপস্থিত হইলেন তখন চন্দাসাহেব ত্রিচিনাপ

স্বী এতৎ আর্কাট্ট নগরগামি রাজপথস্থ বন্ধুগুণমায়িক দুর্গসমীপে ছাউনি করিয়া রহিয়াছিলেন। পরে উভয়পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল তাহাতে নবাবের সেনা পশ্চাৎ হটিয়া উটাড়ুর এতৎ পিটাকুণ্ডনামক দুই পৃথক স্থানে ছাউনি করিলেও শত্রুপাতিত হওয়াতে উভয় স্থান ত্যাগানন্তর ত্রিচিনাপল্লীর গড়ভিত্তির নীচে আশ্রয় লইল। তহা দেখিয়া চন্দ্রসাহেব এবং কান্দীরেরা তৎক্ষণে অগ্নি সরণে গৌণ না করিয়া নগরের অন্যপাশ্বে ছাউনি করিয়া রহিল।

অপর সেন্ত দাউদ্ বন্দরের কুটিপতিরা মহম্মদআলীকে এবং তাঁহার সৈন্যসামন্তকে কর্ণাটদেশহইতে বহিস্কৃত এবং কাবেরী নদীর অন্যপারে আশ্রয় লওনে পুয়োজন দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিকটে পুরিত আশ্রয়সৈন্যেরদিগের বর্দ্ধমে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাবৎ চেষ্টানন্তর কেবল ৬০০ লোক পুরণে সন্মতাপন্ন ছিলেন।

অপর ত্রিচিনাপল্লী নগরের অঞ্চলে যুদ্ধ ব্যাপন সময়ে ক্লাইব সাহেব সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া ইংল্যান্ডীয় কুটিপতিরদিগকে পদ্যামর্শ দিলেন যে আর্কাট্ট বন্দর চন্দ্রসাহেবের রাজধানী এক্ষণে অত্যন্ত সৈন্যদ্বারা রক্ষিত আছে অতএব আমাকে তন্নগরাক্রমণ পার্শ্বে পুরণ করুন। এই যুবব্যক্তি ইংল্যান্ডদেশীয় শোপ্সাএর পুত্রগনায় জাত এক ভাগ্যবান লোকের সন্তান। এই ব্যক্তি আপনার অস্থিরচিত্তপুয়ু বা ইউক বা আপনার পিতার অস্থিরচিত্ত পুয়ু বা ইউক অনেক পাঠশালায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পাঠশালাতে তিনি অতিদুর্দান্ত সাহসবান এবং শিকার করণে অনিচ্ছুক এবং পরাধীন হইয়া থাকেন অত্যন্ত দুঃখ ছিলেন। ঊনবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ভারতবর্ষে কোম্পানির নাগর্য্যাকর্মে নিযুক্ত হইয়া মন্দ্রাজে পুরিত হইলেন। এই ব্যক্তি মন্দ্রাজে পহঁছিয়া অন্য লোকের দ্বেষক না হইয়াও এইত কলহপিয় ছিলেন যে তিনি আপনার সমানলোকের সহিত লব্ধ বিবোধ করিতেন তাঁহার কার্য্য অমনোযোগ এবং পরাধীন হইয়া কার্য্যকর্ম্ম করণে অসম্মতি দেখিয়া তাঁহার পুত্র

কিন্তু তাঁহাকে বড় অযাচা করিতেন না। মঙ্গাজবিষয়ে কান্দী
জয়েরদের এবং ইংল্যান্ডীয়েরদের সন্ধি কান্দীজাতিকর্তৃক যখন
অন্যথা হইয়াছিল তখন ঐ কান্দী সেনাপতি মুসলমানের বেশ ধরি
য়া মঙ্গাজহইতে সেস্ত দাউদ্ দুর্গেতে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং
যখন কুন্ডের নগর ইংল্যান্ডীয়কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল তখন
তিনি কুটিপতিরদের কার্য ত্যাগ করিয়া অতিক্রমদুপদহু হইয়া যু
দ্ধকার্যে পুঙ্খ হইলেন।

অপর দুইকোঁটার যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ঐ কান্দী সাহেব পুনর্বার
কুটিপতিরদের কার্যে পুঙ্খ হইলেন কিন্তু তাহার মন এমন চঞ্চল
ছিল যে ইংল্যান্ডীয়েরা পুনর্বার যুদ্ধে পুঙ্খ হইলে ইংল্যান্ডীয় সে
নাপতিরদের অভাবপূরক তিনি আশ্চর্যলচিতানুযায়ি যুদ্ধকার্যে
পুনর্বার নিমগ্ন হইলেন। তিনি জিচিনাপল্লী বন্দবে তন্নগর সুর
ক্ষার্থে পুঙ্খ কুটির অধ্যক্ষকর্তৃক পুরিত সেনারদের সহিত গমন
করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহিত দুই শত গোরা এবং তিন
শত সিপাহি গিয়াছিল। ঐ গোরা এবং সিপাহি একত্র দেওনার্থে
সেস্ত দাউদ্ দুর্গের রক্ষণার্থে কেবল এক শত এবং মঙ্গাজ দুর্গের
রক্ষণার্থে কেবল পঞ্চাশ লোক অবশিষ্ট রাখিয়াছিল। ঐ সেনার
দের কর্তৃত্বার্থে তাহার অধীন কেবল আট জন উপাধ্যক্ষ ছিল তা
হারদের মধ্যে ছয় জন কখন কোন যুদ্ধ বেধেন নাই এবং চারি জন
কুটির লেখকমাত্র ছিল কিন্তু তাহারদের যুদ্ধে ব্যস্ততা তিনি পুঙ্খ
অন্যাইলেন। তোপের মধ্যে তাঁহার কেবল তিন ক্ষুদ্রতোপ ছিল
কিন্তু দুই বৃহত্তোপ পঞ্চাশ পুরিত হইল। ঐ সময়ে শত্রুরা
আর্কাটনগরে দুর্গ হইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু সেই দুর্গ পুঙ্খ
পুঙ্খ তদুর্গ সৈন্য পলায়ন করিতে তিনি অনিবার্যরূপে যা
ইয়া তাহা আক্রমণ করিলেন। অপর শত্রুরা পাছে আমাকে
বেঁটন করে এই ভয়ে কান্দী সাহেব দুর্গেতে খাদ্যদ্রব্যাদি সং
গ্রহ করণে অতিমনোযোগপূর্বক চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং
চতুর্দিক পলায়িত শত্রুরা পরস্পর সাহস বাঁধিয়া চড়াউ না করে
এতদ্বিবারণার্থে তিনি মধ্যরাত্রে বারবার শত্রুদের ছাউনিতে
চড়াউ করিতেন। অধিক কি কহিব শত্রুরা চড়াউ করিলে তিনি

তাহারদের উপরে অতিশয় বল প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে হুঁচাইয়া উলটিয়া চড়াউ করিলেন ও তাহারদিগকে অনেক বান্ধ করিলেন। ইত্যবসরে চন্দাসাহেব ত্রিচিনাপল্লী বন্দরে স্থিত সৈন্য পন্থার সৈন্য হাজার চারেক পুরণ করিলেন এবং ফুদ্চেরি নগর হইতে চন্দাসাহেবের পুত্রকর্তৃক পুরিত এক শত পঞ্চাশ গোরা এবং আর্কাট্ট নগর নিকটস্থ নানাধিক আর তিন হাজার লোক ঐ সৈন্যের সহিত মিলিল ও তাহারা এই সকল সুদ্ধ নগর পুৰিষ্ট হইল। ঐ বিষয় অবগত হইয়া ক্লাইব সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহারদিগের দূর করণার্থে পুতিজ্ঞা করিয়া দুর্গস্থ পুয় আপন ভাব্য সৈন্য সমেত বাহির হইলেন এবং আপনার যে কএক তোপ ছিল তাহা লইয়া নগরমার্গে শত্রুরদিগের উপরে পড়িলেন তাহাতে শত্রুরা নগরের নানা গৃহে গিয়া তাঁহার সৈন্যের উপর এমত বন্দুক করিল যে তাহার অনেক সৈন্যহানি হইল তাহাতে তিনি আত্মরক্ষার্থে পুনর্বার দুর্গে পুৰিষ্ট হইলেন। তার তবর্ষস্থ মহাসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অল্প সৈন্যও কতবার জয় হইয়াছে ইহা দেখিয়া যে লোক এমত সাহস করে যে আমি অল্প সৈন্য লইয়া মহাসৈন্যের উপরে আক্রমণ করিতে পারি তাহার উন্নততা কহা যায় না কিন্তু এই বিষয় ক্লাইব সাহেব যে পরাজয় করিবেন তাহার অত্যল্প আশা ছিল কিন্তু পরাস্ত হইবেন ইহাতে অনেক সন্দেহ ছিল। যুদ্ধেতে তাঁহার পনের জন গোরা মারা পড়িল তাহার মধ্যে এক জন পুণ্ড্রমদস্থ। এবং আর এক জন মাত্র গোলেন্দাজি সেনাপতি তন্নিম্ন যৌল লোক আঘাত হইয়া নিহত হইল।

পর দিবস বিপক্ষেরদের সাহায্যার্থে বেলউর হইতে আরো দুই সহস্র সৈন্য আসিয়া পহুছিল ঐ দুর্গের চতুর্দিকের ঘাপ অর্ধ কোশাধিক ছিল এবং তাহার স্থানে পাচীর ভাঙ ও বুরুজ সকল অনুপযুক্ত ও ভাঙপুয় ও সর্বথা অরক্ষণীয় তথাপি ক্লাইব সাহেব বিপক্ষ নিবারণ করিতে পথ পাইলেন ঐ দুর্গের দুই স্থান ভাঙ ছিল এক স্থান যাটি হস্ত আয়ত ও অন্য স্থান তেত্রিশ হস্ত আয়ত যখন শত্রুরা ঐ দুই ভাঙ স্থান দিয়া আসিতে চেষ্টা করিল তখন ক্লাইব সাহেব [৮ অধ্যায়।]

অশীতিসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ও এক শত বিংশতি সিঁপাহি এই অল্পমাত্র সৈন্যের অতিশয় সাহস কন্ডাইয়া বিপক্ষের দিগকে পরাস্ত করিলেন তাহাতে পঞ্চাশ দিবস যুদ্ধ করিয়া তৎপর দিন রাত্রিতে বিপক্ষেরা পলায়ন করিল। তাহার পর দিবস মন্সুজহইতে কতক সৈন্য আসিয়া ক্লাইবের সহিত মিলিত হইলে তিনি তাহার কতক সৈন্য আর্কাটের দুর্গে রাখিয়া বিপক্ষেরদের পশ্চাৎদ্বারমান হইলেন। ইতোমধ্যে লুঠকরণ পুত্যাশাতে কতক মহারাষ্ট্র সৈন্য আসিয়া তাহার সহকারী হইল তাহারদিগকে লইয়া তিনি আর্নিংগরে শত্রুরদিগকে জয় করিলেন ও ফ্রান্সীয়েরা যেখানে সৈন্য স্থাপিত করিয়াছিল এমনত কঙ্কিবেরাম নামে দুর্গ পুনর্বার পাইলেন।

এই সকল পুধান কর্ম করণানন্তর দিসেম্বর মাসের শেষে ক্লাইব সাহেব সেন্ত দাউদ দুর্গে পুত্যাগমন করিলেন বিপক্ষেরা এতৎ সম্বাদ অবগত হইয়া পুনর্বার সৈন্য সংগৃহ করিয়া ইংলণ্ডীয়ে রদের অধিকার লুঠ করণার্থে পুনরাগমন করিল। পরে বঙ্গভূমি হইতে ক্লাইবের সাহায্যার্থে কতক সৈন্য আসিয়া পহঁছিলে ঐ সৈন্য লইয়া ফেব্রুআরি মাসের শেষে তিনি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহিরে গেলেন ও তিনি তাহারদের নিকটে পহঁছিবা মাত্র তাহারা ইঠাৎ আপন সৈন্যস্থান ত্যাগ করিল কিন্তু আর্কাটন গরে আশ্রয় পাইতে চেষ্টা করিল যেহেতুক আর্কাটনগর হইতে পুন্নি সকল সৈন্য ক্লাইবের সাহায্যার্থে বাহিরে গিয়াছিল।

পরে ক্লাইব তাহারদের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও বেগে আর্কাটনগরের পুতি গমন করিলেন কিন্তু সূর্যাস্তকালে অকস্মাৎ শত্রুরা তাহার অগুণাগমি সৈন্যের পুতি তোপ করিলে ইঠাৎ এক ভূমলযুদ্ধারম্ভ হইল। তাহারদের তোপ কোন মতে যদি ধরা না যা ইত তবে ক্লাইবের জয়বিষয়ে কিছুমাত্র ভরসা থাকিত না যেহেতুক ইংলণ্ডীয়েদের অপেক্ষায় তাহারদের সৈন্যবাহল্য ছিল অতএব দশ ঘট্টা রাত্রির সময় অন্ধকার সহকারে ক্লাইব সাহেব বিপক্ষেরদের পশ্চাৎদ্বারে এক দল সৈন্য পেরণ করিলেন। তাহারা ইঠাৎ গিয়া তোপরক্ষকেরদিগকে পরাভূত করিয়া মহোদিশা কর্ম সা

ধন করিল। শত্রুরা এই দুর্বলতাপাশে হইয়া ছিন্নভিন্ন হইল কিন্তু অন্য কোন অদ্ভুত কৰ্ম্ম সম্ভব না হইতে, কুসুমীকেশর, পুত্রি রাজধানী-গমনে আজ্ঞা হইল পরে স্বকর্তৃত্বাধীন সৈন্য সমস্তি ব্যাহারে ত্রিচিনাপল্লীতে তাঁহার যাত্রা স্থির হইল।

আর্কাট দেশে এই সকল সমস্ত কৰ্ম্ম হওন সময়ে কুসুমীকেশর যে ত্রিচিনাপল্লীর পুত্রি আক্রমণ করিবে এ বিষয়ে মহম্মদআলীর অধিক ভয় করিবার আবশ্যক ছিল না কিন্তু তাঁহার অপুতুলজন্য ভয় জন্মিতে লাগিল। তিনি তাবৎ ইন্দ্ৰপুত্রীয় সৈন্যের ব্যয় দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না হইয়া তাহার আপন রাজধানীহইতে পুত্রিপালিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার নিজ সৈন্য সকলের বেতন বাকী ছিল এবং তাহার। যে বহুদ্রব্যসম্পদ্যন্ত স্বরাজদৌহ করে কিম্বা ছিন্নভিন্ন হয় ইহা নিবারণ করণের কোন উপায় ছিল না।

এই দুর্দশাতে মহম্মদআলী মহিসুরের রাজার নিকটে নিজ সাহায্য পুথনা করিয়াছিলেন। বিজানগর রাজ্য ভগ্ন হইলে এই মহিসুর নামে হিন্দুরাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এই সময়ে চন্দ্রসাহেবের পরাক্রম দেখিয়া মহিসুরের রাজা ভীত হইল যেহেতুক পূর্বে চন্দ্রসাহেব মহিসুরের রাজ্য জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল অতএব মহম্মদআলী মহিসুরের রাজার কাছে সহায়তা পুথনা করিয়া কহিলেন যে তুমি যাহা পুথনা কর আমি তাহা করিব। ইহাতে ঐ রাজা এ বিষয় স্বীকার করিল ও তাঁহার উপকারার্থে আপনার সৈন্য পাঠাইল। আর্কাট নগর বেষ্টিতকরণ কালে যে মহারাক্ষু সৈন্য কুসুমীকেশর সহকারী হইয়াছিল তাহার। এবং অন্য কতক মহারাক্ষু এই সর্ব সূদ্ধ ছয় হাজার মহারাক্ষু মহিসুরের বেতনগাহী হইয়া মহিসুরস্ব চৌদ্দ হাজার সৈন্যের সহিত মিলিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের অর্ধেক ত্রিচিনাপল্লীতে আগত হইল। একালপর্যন্ত তঞ্জাবুরের রাজা কাহারও পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু মহিসুরস্ব সৈন্যগমনেতে তিনিও মহম্মদআলীর সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার সৈন্য পুরণ করিলেন। কুসুমীকেশর দ্রাবিড় দুর্গেতে আহত হইয়া কিয়ৎ কালানন্তর যুদ্ধোদ্যোগ

করিলেন । ইতোমধ্যে ২৬ মার্চ তারিখে মেজর লারেন্স সাহেব ইংল্যান্ড হইতে পুর্বাগমন করিলেন এবং অন্য চারি শত ইংল্যান্ডীয় সৈন্য ও এগার শত সিপাহী ও আট ভোপ ও যুদ্ধোপযুক্ত অনেক সামগ্ৰী ইত্যাদি সকলের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি ক্লাইবের সহিত মিলিতে যাইতেছিলেন । লারেন্স সাহেবের সৈন্যের পুতি উভয়ের দৃষ্টি ছিল দুপি পুনঃ ফ্রান্সীয় সৈন্যের নিকটে আঙ্গাপাঠাইল যে কোন পুকারে ঐ সৈন্যের পথ রোধ কর কিন্তু তাহারদেয় চেষ্টা সফল না হওয়াতে লারেন্স নিরুদ্বেগে ইংল্যান্ডীয় ছাউনিতে আসিয়া পহুছিলেন ।

অপর ইংল্যান্ডীয়েরা বিপক্ষেরদের ছাউনিতে তাহারদের উপরে আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন । তখন যুদ্ধ করণে ফ্রান্সীয়েরদের সাহস কিম্বা শক্তি হইল না এই নিমিত্তে তাহারা সিরিষাম উপদ্বীপে যাইবার কারণ নিশ্চয় করিল এবং এমনত কথিত আছে যে চন্দ্রসাহেব তদ্বিময়ে অনেক পুতিবাদ করিল তথাপি তাহারা তাহা না মানিয়া সেখানে গেল । তাহারা এমনত সত্বর পুতান করিল যে আপনাদের সমুদায় দ্রব্য লইয়া যাইবার অবকাশ পাইল না অতএব যে ভক্ষ্যদ্রব্য তাহারা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার মধ্যে যত লইতে পারিল তাহা লইয়া গেল ও যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহা আগিসাৎ করিল ।

ইংল্যান্ডীয়েরা তৎকালে বিলম্ব করিলে তাহারদের সহকারিরদের অস্থৈর্য হওয়াতে আপদ ঘটিত তৎপুযুক্ত অল্পকালের মধ্যে বিপক্ষেরদিগের উপরে আক্রমণ করণ তাহারদের অত্যাৱশ্যক হইল এইহেতুক ফ্রান্সীয়েরদের নানা সাহায্যনিবারুণার্থে ক্লাইব কোলেকরণের ওদিকে কতক সৈন্য রাখিতে পরামর্শ দিলেন ।

লারেন্স সাহেব সে পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া ক্লাইবের সহিত কতক সৈন্য কোলেকরণের ওদিকে নিযুক্ত করিলেন । তিনি আপনার সাধারণ সতর্কতা ও সাহসিকতাতে সফলতাপূর্বক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিলেন । দুপি আপন সৈন্যবৃদ্ধি করিবার কারণ ও তাহারদের আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়নার্থে অনেক যত্ন করিল কিন্তু তাহা নিষ্প্রফল হইল । এবং দুপির সহকারি দৌতৈল সেনাপতির

বহুযুদ্ধোজ্জ্বল আগমন নিরোধ হওয়াতে সে এক দুর্গেতে আশ্রয় লইল পরে ইংল্যান্ডীয় সৈন্যেরা ঐ দুর্গাক্রমণ করিয়া তাহাকে বন্দি করিল।

অপর খাদ্যদ্রব্যভাবে শত্রুদের অনেক কৌশল হইতে লাগিল এবং তাহারদের ছাউনির মধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরদের তোপ পুরিস্কট হইল ও চন্দ্রসাহেবের সৈন্যেরা তাহাকে ত্যাগ করিলে তৎক্ষণাত্ রের সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিল তাহাতে তিনি তাহার আশ্রিত হইলেন। পরে ফ্রান্সীয়েরা ইংল্যান্ডীয়েরদের হস্তে আপনারদিগকে সমর্পণ করিয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের যুদ্ধ বন্দি স্বীকার করিল।

অপর চন্দ্রসাহেবের অতিশয় দুর্দশা হইল যেহেতুক তৎক্ষণাত্ রের সৈন্যাধ্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার পায়ে বেড়ি দিল পরে তাহার অধীনে চন্দ্রসাহেব থাকিবেন এ বিষয়ে মহিসূরাধ্যক্ষ ও মহারাষ্ট্রসৈন্যাধ্যক্ষ ও তৎক্ষণাত্ রের অধ্যক্ষ ও মহামদ আলী এই কএক জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল তাহাতে মেজর লারেন্স সাহেব এই বিবাদ ভঞ্জনার্থে পরামর্শ দিলেন যে এই ইংল্যান্ডীয়েরদের এক দুর্গেতে বন্দি করিয়া রাখা কিন্তু উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তৎক্ষণাত্ রের সৈন্যাধ্যক্ষ গুপ্তরূপে তাহাকে নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ত্রিচিনাপল্লীর পুতি উভয়ের বিক আশা ছিল। ইংল্যান্ডীয়েরা অনুমান করিলেন যে ঐ নগর পাপ্ত হইলে সকলেই আমারদের অধীন হইবে এবং কর্ণাটদেশের সর্বত্র আমারদের শাসন চলিলে সোতোবৎ অসংখ্য ধন আমারদের নিকটে আসিবে এই মিথ্যা ভরসাতে পুফুল হইয়া মেজর লারেন্স সাহেব জয়শীল আশা পূরণ নবাবকে পদস্থ করিবার কারণ দেশের মধ্যে পুবেশ করিতে সঙ্কল্প হইলেন তখন জিজ্ঞাস্যক স্থানব্যতিরেকে তাহার গমন রোধক স্থান আর দৃষ্ট হইল না।

অপর পূর্বে নবাব মহিসূরের অধ্যক্ষের সহকারিতা পূর্ণনা কালে অন্যত্র অঙ্গীকারের মধ্যে এই এক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যদি তুমি আমার সহকারিতা কর তবে ত্রিচিনাপল্লী ও

তৎপুদেশ আমি তোমাকে দিব। এই সময় ঐ অঙ্গীকার পূর্ণ করিবার নিমিত্তে মহিসুরের অধ্যক্ষ ব্যগু হইল এবং ঐ ত্রিচিনাপল্লী পুণ্ডার্থে অবকাশান্বেষক ছিল যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ সেও মহিসুরের অধ্যক্ষকে আশ্বাস দিতে লাগিল তৎপুযুক্ত ঐ নবাবের আগমনে বিলম্ব হওয়াতে মেজর লারেন্স সাহেব কিছু ভাবিত হইলেন।

লারেন্স সাহেব ঐ অঙ্গীকারের কথা শুনিয়া অতিবিস্ময়াপন্ন হইলেন। ত্রিচিনাপল্লী হস্তগত করিতে ইংল্যান্ডীয়দের বহু ধন ব্যয় হইয়াছিল কিন্তু এখন লারেন্স সাহেব দেখিলেন যে যাঁ হার নিমিত্ত এই স্থান জয় করা গিয়াছে তাঁহার হস্তে ঐ স্থান থাকিবে না এবং যদি থাকে তথাপি তাঁহার সম্মুখ ও বিশ্বাস লোপ হইবে যেহেতুক নবাব ঐ স্থান মহিসুরের রাজাকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু নবাব ভারতবর্ষীয়রীত্যনুসারে আপন অঙ্গীকৃত রক্ষা করণে অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিলেন ও কহিলেন যে মহিসুরাধ্যক্ষ অবশ্য জ্ঞাত আছে যে আমি পূর্ণ করণের অভিপু্যে ঐ অঙ্গীকার করি নাই যেহেতুক এতদেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এমত ভাবেও না যে কোন লোক আপন লাভ না দেখিয়া কিম্বা অন্য কোন দায়গুস্ত না হইয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করে। কিয়ৎকাল এতদ্রূপ বাদানুবাদ হইলে শেষে নবাব দুই মাসের মধ্যে ত্রিচিনাপল্লীর দুর্গ দিতে স্বীকার করিলেন তাহাতে মহিসুরাধ্যক্ষ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিল।

পরে ইংল্যান্ডীয়রা ঐ দুর্গতে কতক সৈন্য রাখিয়া আপনারদের নবাবকে স্থির করিতে চলিলেন কিন্তু তঞ্জাবুরের ও তন্দিমানের সহকারি সৈন্যেরা স্বস্থস্থানে গমন করিল এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মহিসুরস্থেরা ত্রিচিনাপল্লীহইতে পুত্যাগমন করিতে অস্বীকার করিল।

ইংল্যান্ডীয়রা যাহাতে আপনারদের আশার সাফল্য বোধ করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া দুপি নিরাশ হইলেন না যেহেতুক তিনি অত্যসম্ভবরূপ কল্পনা করিয়া তাহা সফল করিতে অতিক্রোশ হইলেও তাহাতে নিবৃত্ত হইতেন না এবং তিনি উপায়ের কোষ

স্বরূপ ছিলেন সেইহেতুক এক বিষয় দুঃসাধ্য হইলে অন্য এমন উপায় করিতেন যে তদ্বারা তৎকর্ম সিদ্ধ হইত।

ফ্রান্সীয় সৈন্যকর্তৃক রক্ষিত গিঞ্জি স্থানব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান এমনত ভাবমাজনক ছিল না ঐ স্থান পুখুমাক্রমণ করিতে ইংল্যান্ডীয়েরা অবিবেচনাপূর্বক পুতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু মেজর লারেন্স সাহেব এই কল্পেতে দোষজ্ঞানপূর্বক তৎপুদেশ আক্রমণ করিয়া কর গুহণ করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু বড় সাহেব সাগুর্স সাহেব কর্তৃক এই পরামর্শ অগৃহ্য হইল। এই সময়ে ইংল্যান্ডীয় সৈন্যের পুবেশনিবারণার্থে ও তাহারদের আহার রোধ করিতে দুপি সৈন্য পুরণ করিয়া গিঞ্জির চতুর্দিকস্থ পর্বতীয় পথরোধ করিলেন তাহাতে ঐ সৈন্যেরদিগকে দূর করিবার কারণ কতক ইংল্যান্ডীয় সৈন্য পুরিত হইল কিন্তু তাহারা তৎকর্মে কৃতকার্য না হইয়া আপনাই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

পরে ফ্রান্সীয়েরা এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া অপর যত সৈন্য পাইল সে সকল আপন জয়ি সৈন্যের সহিত সম্মিলিত করিল এবং ঐ সৈন্য লইয়া জয়িরূপে সেন্ত দাউদ দুর্গের সীমাপর্য্যন্ত গেল। এই সুদর্শন সময়ে ইংল্যান্ডীয়াধীন স্বিজের্নাণ্ড দেশের কতক সৈন্য লারেন্স সাহেবের উপকারার্থে নিযুক্ত হইয়া মন্দ্ভাজহইতে সেন্ত দাউদ দুর্গপর্য্যন্ত পুরিত হইল। লারেন্স সাহেব এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে ঐ সৈন্য বৃহজ্জাহাজদ্বারা আমার নিকটে আসিবে কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া ক্ষুদ্র নৌকাতে আরোহণপূর্বক আগমন করিতে লাগিল এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সহিত যে সন্ধি ছিল তাহা না মানিয়া দুপি ফুর্চেরিহইতে আগত এক জাহাজে তাহারদিগকে বন্দি করিয়া আনিলেন। লারেন্স সাহেব চারি শত ইউরোপীয় সৈন্য ও সতর শত সিপাহী ও চারি হাজার নবাবী সৈন্য ও নয়টা তোপ লইয়া ফ্রান্সীয়েরদের পুতি কুলে গমন করিলেন তখন ফ্রান্সীয়েরদের চারি শত ইউরোপীয় সৈন্য ও পনের শত সিপাহী ও পাঁচ শত অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল। পুখুমতঃ ফ্রান্সীয়েরা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিল তাহাতে লারেন্স ছলক্রমে আপনাদের পলায়নের উদ্যোগ দেখাইলেন

তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা সাহসিক হইয়া তাহারদের পশ্চাৎ ঘৌড়িল। পরে সেস্ত দাউদ দুর্গহইতে এক ক্রোশ অন্তর বাহরের নিকটে যুদ্ধ হইল তাহাতে ইংল্যান্ডীয়েরা জয়ী হইলেন কিন্তু এই যুদ্ধেতে যদি নবাবের অধারূঢ় সৈন্যেরা আপনারদের কর্তব্য কর্ম করিত তবে ফ্রান্সীয়েরদের আরো অপচয় হইত কিন্তু তাহারা বিপক্ষের পুতিকুল্য না করিয়া বিপক্ষের ছাউনির মধ্যে পুবেশপূর্বক লুণ্ঠ করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর কাপ্তান ক্লাইব সাহেব কতক সৈন্য লইয়া কোবল ও চিক্লিপিটাম নামে দুই দুর্গ আয়ত্ত করিতে পেরিত হইলেন এই কর্ম তিনি স্বাভাবিক সাহসেতে সিদ্ধ করিয়া আপন স্বাস্থ্যের কারণ ইউরোপে পুতান করিলেন। এই সময় গুণীষুত্বের পরিবর্ত হওয়াতে যুদ্ধস্থান হইতে সৈন্যেরদের পুত্যাগমনাবশ্যক হইল।

অপর যে সময়ে এই সকল কর্ম হইতেছিল তখন মহিসূরঙ্গ নগরাজনামে সৈন্যাধ্যক্ষ ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে নিষ্কর্মান্বিত না হইয়া দুর্গের মধ্যে যাইতে ও বিপক্ষীয় সৈন্য স্বপক্ষে আনিতে বারম্বার চেষ্টা পাইতে লাগিল তাহার এই সকল চেষ্টা করাতে সেখানকার দুর্গরক্ষক কাপ্তান ডাণ্টন সাহেব সর্বদা সতর্ক ছিলেন। নগরাজ ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করিল ও তাহারদের সহিত এপর্যন্ত মেল হইল যে সে তাহারদের নিকটে তিন হাজার মহারাক্ষীয় সৈন্য পেরণ করিল তাহারা ফ্রান্সীয়েরদের সহিত মিলনার্থে যাইতোহল কিন্তু বাহরের যুদ্ধেতে ইংল্যান্ডীয়েরদের জয় শুবণ করিয়া আপনারদের মনস্থ অন্যমত করিয়া তাহারা যে ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত মিলন করিতেই ত্রিচিনাপল্লীহইতে আসিয়াছে এইরূপ জানাইয়া গিয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত মিলন করিল। শীত ঋতুতে যুদ্ধ নিবৃত্তকালে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধির নির্ধারণ হইল। ইহার পূর্বে মহারাক্ষীয়েরা ফুদ্‌চেরিতে গমন করিল এবং মহিসূরঙ্গ লোকেরা আপনারদিগকে ইংল্যান্ডীয়েরদের স্বপক্ষ ন্যায় দর্শাইয়া অবকাশাপেক্ষাতে ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে রহিল কিন্তু যুদ্ধ পুনরারম্ভের পূর্বে ইহারা ফ্রান্সীয়েরদের পক্ষরূপে আপনার

[৮ অধ্যায়।]

[১৭৫১ খাল।]

দিগকে পুকাশ করিয়া কাস্তান ডাল্টন সাহেবের কর্তৃত্বাধীন সম্মুখবর্ত্তি ষাটি জন ইংল্যান্ডীয় যোদ্ধা ও কতক সিপাহীরদের উপরে চড়াউ করিয়া পুতোক জনকে হত করিল।

এই সময় ভারতবর্ষস্থ ফুল্মীর কোম্পানি ইংল্যান্ডীয় কোম্পানি অপেক্ষা দরিদ্র ছিল তাহাতে আপনার দিগে অধিক সৈন্য সংগ্রহবিষয়ে দুপি কৃতকার্য হইলেন বটে কিন্তু রণনামগীর অভাবে অতিশয় ক্লেশ পাইলেন। এই সকল দুর্দশাতে দুপি স্বধন সকল দিয়া শেষে আপনি কর্জ করিয়া সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিলেন না। তাহাতে উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে বেলোরের অধ্যক্ষ মর্ভিজআলীর নিকটে সহকারিতা পুর্ন করিলেন। তৎকালে ঐমত জনরব ছিল যে মর্ভিজআলীর যথেষ্ট ধন আছে অতএব সেই ধন লইবার কারণ দুপি ফুদ্চেরি নগরের নবাবী তাহাকে দিতে অঙ্গীকার করিলেন ইহাতে মর্ভিজআলী ফুদ্চেরিতে আসিয়া অনেক অর্থ দিল কিন্তু এতদ্ভিন্ন অধিক অর্থের আবশ্যকতা যে হইবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া তদ্বিষয়ে ক্লান্ত হইয়া আপন দুর্গেতে পুঙ্খান করিল।

ফুল্মীয়েরা পাঁচ শত ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য ও ষাটি জন অশ্বরুঢ় ও দুই হাজার সিপাহী ও মুরারিরাওনামক সেনাপতির কর্তৃত্বাধীন চারি হাজার মহারাজীয় সৈন্য লইয়া এবং ইংল্যান্ডীয়েরা সাত শত ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য ও দুই হাজার সিপাহী ও পনের শত নবাবী অশ্বরুঢ় সৈন্য লইয়া উভয়ে জানুআরি মাসের আরম্ভে পুনরুদ্ধারমুদ্র করিল। ফুল্মীয়েরা আপনারদের অশ্বরুঢ় সৈন্যের বাহ্যাপ্রযুক্ত পুরুতরূপে যুদ্ধে পুঙ্খান না হইয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের যুদ্ধসামগ্রীরূক সৈন্যের উপরে বারম্বার আক্রমণ করিবার জন্যে প্রাকিল তাহাতে তাহারা ঐমত কৃতকার্য হইল যে সেন্ত দাউদ দুর্গহইতে যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি আসিত তাহার রক্ষার্থে মেজর লারেন্স সাহেবের সৈন্যের বারম্বার যাইবার আবশ্যকতা হইল।

২০ এপ্রিলপর্যন্ত এতদ্রূপে যুদ্ধ হইল ঐ তারিখে কাস্তান ডাল্টন সাহেবের নিরুটহইতে ধাবকদ্বারা সমাচার আইল যে

কেবল তিন সপ্তাহের ব্যয়োপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীরঙ্গম দুর্গেতে আছে।

শ্রীরঙ্গম স্থানে ফ্রান্সীয়েরা ইংল্যান্ডীয়েরদের নিকটে আপনার দিগকে নিয়মানুসারে সমর্পণ করিলে পর ইংল্যান্ডীয়েরা ত্রিচিনা পল্লীহইতে পুত্যাগমন কালে কাপ্তান ডাল্টন সাহেবকে সেখান কার দুর্গের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তৎসময়ে নবাবের এক ভ্রাতা নগরের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত ছিলেন ভ্রমক্রমে ঐ ব্যক্তির হস্তে তাবদ্ভক্ষ্য সামগ্ৰী রাখা গিয়াছিল। কাপ্তান ডাল্টন সাহেব কখন তাহাকে ঐ সকল দ্রব্যের ম্যুনাধিক্যবিষয়ে জিজ্ঞাসামাত্র করিয়া নিশ্চিত থাকিতেন কিন্তু যখন মহিসূর হু লোকে দুর্গ বেষ্টিত করণেতে ডাল্টন সাহেবকে নজরবন্দী করিল ও আপনারদের অশ্বারূঢ় সৈন্যদ্বারা চতুর্দিকস্থ গুম্ব সকলহইতে আহারীয় দ্রব্যের নির্গমনরোধ করিল তখন কাপ্তান ডাল্টন সাহেব মনে করিলেন যে নবাবের ভ্রাতার জিয়াতে যে সকল ভক্ষ্য সামগ্ৰী ছিল তাহা আছে কি না ইহা পুত্ৰাক্ষ দর্শন করা উপযুক্ত। এবং এ বিষয় অনুসন্ধান করণেতে তিনি জাত হইলেন যে ঐ নবাবের ভ্রাতা নগরস্থ লোকেরদের নিকটে এত খাদ্যদ্রব্য বহুমূল্যেতে বিক্রয় করিয়াছে যে কেবল তিন সপ্তাহের ব্যয়োপযুক্ত আছে অতএব তিনি মেজর লারেন্স সাহেবের নিকটে এই সমাচার শীঘ্র পৌরণ করিলেন।

ইংল্যান্ডীয় সৈন্যাদ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ ত্রিচিনাপল্লী রক্ষার্থে আপন গমনব্যতিরেকে উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্য সেই স্থানে পুস্থান করিলেন। কিন্তু এই গমনেতে সৈন্যের পলায়নে ও পীড়াতে তাহার এমত ক্রতি হইল যে সেস্থানে পঁহুছিয়া তিনি দেখিলেন যে দুর্গরক্ষার্থক সৈন্য রাখিয়া যুদ্ধোপযুক্ত সৈন্য কেবল পাঁচ শত গোরা ও দুই হাজার সিপাহীমাত্র থাকিল। নবাবী তিন হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল বটে কিন্তু তাহারা উপযুক্ত বেতন না পাওয়াতে যুদ্ধে অমনোযোগী ছিল এবং আজ্ঞাও মানিল না। ফ্রান্সীয়েরাও মহিসূরস্থেরদের সহায়তার জন্যে দুই শত ইউরোপীয় সৈ

না ও পাঁচ শত সিপাহী আনিল এবং ত্রিচিনাপল্লী পুনর্বার বৈরজ্য ও কেশজনক যুদ্ধের স্থান হইল ।

মেজর লারেন্স সাহেব ১৭৫৩ শালের ৬ মে তারিখে পুনর্বার ত্রিচিনাপল্লীতে আগমন করিলেন এবং তদ্বিবসাবধি ১৭৫৪ শালের ১১ আকটোবরপর্যন্ত ঐ স্থানে মহাযুদ্ধ হইল। ফ্রান্সীয়েরা আপনাদের সহকারিদের সাহায্যেতেও ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করিতে সমর্থ ছিল না এবং ইংল্যান্ডীয়েরদেরও তাহারদিগকে দূর করিবার উপযুক্ত সৈন্য ছিল না ।

দুপ্পি আপন কর্তৃরদের সন্ধি করণেচ্ছাবগত হইয়া ও ইউরোপে লোকেরা যে তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও যুদ্ধক্রমতাতে বিরাগ করিয়াছে ইহা বুঝিয়া ১৭৫৪ শালের জানুআরি মাসে মন্ডুজের অধ্যক্ষ সাগুর্সসাহেবের সহিত মেল করিতে উদ্যোগ করিলেন। মহম্মদআলী কর্ণাট রাজ্যের নবাবী পদে গৃহীত হইবে কি না এই বিষয় যুদ্ধের মূল কারণ ছিল। ফ্রান্সীয়েরা যে তাঁহার নবাবী স্বীকার করে এ বিষয়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের ইচ্ছা ছিল কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের ইচ্ছা যে ইংল্যান্ডীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ না করেন ।

ইউরোপে এই বিবাদভঞ্জনার্থে যাহারদের উপর ভার ছিল তাহারা ইহারদের অপেক্ষা এই বিষয় শীঘ্র সমাধান করিতে ইচ্ছুক ছিল এই যুদ্ধের পু্য আরম্ভাবধি ইংল্যান্ডীয় কোম্পানি ইংল্যান্ডীয় রাজসভাতে এই দরখাস্ত করিলেন যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এই উভয়ের মধ্যে সন্ধির নিয়ম থাকিয়াও আমারদের উপরে আপদজনক যুদ্ধের ভার পড়িয়াছে এবং এই যুদ্ধের আদিকারণ ভারতবর্ষ এক ফ্রান্সীয় অধ্যক্ষের উচ্চাভিলাষমাত্র ।

ফ্রান্সীয় কোম্পানি ও রাজমন্ত্রিরা ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে অত্যন্ত অবগত ছিলেন। সেখানে যাহারা দুপ্পুর বিরুদ্ধ ছিলেন তাঁহারা তাহার এই দোষ বলিতে লাগিলেন যে তিনি আপনার সম্মানাকাঙ্ক্ষায় নিরর্থক যুদ্ধেতে কোম্পানির অনেক ধন অপব্যয় করিতেছেন। ইংল্যান্ডীয় কোম্পানি ও ইংল্যান্ডীয় রাজমন্ত্রিরা তাহার এই দোষ দিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে দুই রাজ্যেতে বিরোধ জন্মাইতেছেন। এইরূপ ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সদেশেতে

তাহার বিষয়ে ও তাঁহার কর্মের বিষয়ে সাধারণ অপবাদ হইয়া ছিল। যখন লণ্ডন নগরে এই সন্ধিবিষয়ক পরামর্শ হইতেছিল তখন ইংল্যান্ডীয় রাজমন্ত্রিরা বুদ্ধিমানের কর্ম করিয়া কতক জাহাজ ভারতবর্ষে পুরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া ফ্রান্সীয় রাজমন্ত্রিদের শঙ্কা জন্মিল কিন্তু জাহাজ পুরণ করিতে তাহারদের শক্তি ছিল না। ফ্রান্সীয় কোম্পানি সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন যেহেতুক তদ্বারা যে বাণিজ্য হইয়া বহুলাভ হইবে ইহা ভাবিয়া তাঁহারা অধিক যুদ্ধলব্ধ বস্তু ত্যাগ করিতে পুঙ্খ ন ছিলেন কিন্তু শেষে বিবেচনা হইল যে বিবাদস্থানব্যতিরেকে ইহার স্থির নির্ধারণ হইতে পারিবে না। দুপ্পি যে মেল করিবার পরামর্শে থাকেন ইহাতে ইংল্যান্ডীয়েরা সম্মত ছিলেন না যেহেতুক তাঁহারা কহিলেন যে দুপ্পির চাতুরী ও উচ্চাভিলাষ মিলনের বাধা নিত্য জন্মাইবেক। ফ্রান্সীয় রাজমন্ত্রিরাও ঐরূপ বিতর্ক করিলেন এবং শীঘ্র এই পরামর্শ গৃহণ করিলেন যে ভারতবর্ষস্থ দুই দেশের বিরোধে সন্ধি করিবার জন্যে উকীল পাঠান যায়।

ইহাতে ইংল্যান্ডীয়েরদের পক্ষে এক উপায় পাওয়া গেল এবং যদি তাহা না পাওয়া যাইত তবে হিন্দুস্থানে তাহারদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল স্থির হইতে পারিত না যেহেতুক অত্যল্প দিন পরে অর্থাৎ দুই বৎসর পরে যখন ইংল্যান্ডীয় ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ পুনর্ভুতি জন্মিল এবং বঙ্গভূমিহইতে ইংল্যান্ডীয়েরা দূরীকৃত হইল এবং সুবাদারের মন্ত্রণার মধ্যে সকল হইতে ফ্রান্সীয় অধ্যক্ষ বুমির কথা অধিক গুাহ্য হইল তখন যদি ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের কর্মের উপরে দুপ্পি থাকিতেন তবে ঐ নিপুণ অধ্যক্ষের চেষ্টা পূর্ণ হইতে পারিত। তিনি চেষ্টা করিলেন যে কর্ণাটদেশের উপরে ফ্রান্সীয়েরদের পরাক্রম সর্বত্র চলে ও বঙ্গভূমিতে বাঙ্গালার সুবাদার কর্তৃত্ব করে।

১৭৫৪ শালে ২ আগস্তু তারিখে গভর্নমেন্ট সাহেব ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত সন্ধি করিতে নিযুক্ত হইয়া ও দুপ্পির পরীবর্ত্তে ভারতবর্ষস্থ ফ্রান্সীয়েরদের অধিকারের উপরে বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইয়া ফুদচেরিতে পঁহছিলেন।

পরে গডহিউ সাহেব আসিয়া আপন পদের তাবৎ কর্ম করি-
তেও সাওদ সাহেবের সহিত সন্ধির নিয়ম করিতে বিনম্র করি-
লেন না। গডহিউর ফুল্মীয় কর্তৃরা সন্ধি করিতে অধিক চে-
ষ্টাশ্রিত ছিলেন এবং তাঁহারও অতিশয় উৎসাহ ছিল এবং
তদর্থে তিনি পুথুমাধি অনেক যুদ্ধলব্ধ বস্ত্র ত্যাগ করিতে আপন
ইচ্ছা পুকাশ করিলেন তাহাতে ১১ আকটো বর তারিখে এই নি-
য়ম করা গেল যে তিন মাসপর্যন্ত যুদ্ধ বিরত থাকিবেক। তৎ-
পরে ২৬ দিসেম্বর তারিখে ফুদচেরি নগরে এক সন্ধির নিয়ম
করা গেল কিন্তু সে সময়ে এই অপেক্ষা থাকিল যে ইংল্যান্ডীয়
ও ফুল্মীয় বাদশাহেরা যদি ইহার কোন স্থানে অন্যমত করেন
কিয়া ইহাই স্থির রাখেন তবে সেই মঞ্জুর। এই নিয়মেতে ইং-
ল্যান্ডীয়দের বাহা পূর্বা ইইল এবং ফুল্মীয়েরা যুদ্ধেতে যত পা-
ইয়াছিল সে সকলি তাহারা ত্যাগ করিল। এই সন্ধিঘারা মহ-
ম্মদআলী কর্ণাটদেশের নবাবী পদে নিযুক্ত রহিলেন।

ইতিমধ্যে জাহাজের অধ্যক্ষ বট্‌সন সাহেব তিন জাহাজ ও
এক সুলুপ লইয়া ইংল্যান্ডদেশহইতে আইলেন এ জাহাজে এক
পল্টন অর্থাৎ সাত শত বাদশাহী সৈন্য ও চল্লিশ জন গোলন্দাজ
ও দুই শত নূতন ইংল্যান্ডীয় যোদ্ধা আইল বটে কিন্তু গডহিউর
সহিতও ফুল্মীয় পনের শত যোদ্ধা আসিয়াছিল। তদনন্তর
দুপ্পি তদ্বিষয়ে কহিতেন এবং সে সত্যও বটে যে যদি তৎকালে
আমার কর্তৃত্ব থাকিত তবে আমি এ ফুল্মীয় সৈন্যের সহিত
মহারাজুসৈন্য ও তঞ্জাবুরের সৈন্য ও মহিসুরীয় সৈন্য সম্মিলিত
করিতে পারিতাম। সেই সময়েও ফুল্মীয়দের বন্ধু বুসি শ-
লাবজ্জের সহিত এমত মিলিলেন যে আপনি সেই দক্ষিণের
সুবাদারের দরবারেতে থাকিয়া কর্তার মত আজাদারা পায়
সকল কর্ম চালাইলেন।

পরে রাজদুর্গে পাঠানেরদিগকে জয় করিয়া নিরস্ত করণেতে
বুসি এমত আশ্চর্যরূপে ইউরোপীয় যোদ্ধার গুণ পুকাশ করিলেন
যে শলাবজ্জ বুসিকে সন্তুষ্ট রাখিবার কারণ তাঁহার পুর্বাভাসে
ফুল্মীয়দের বন্ধু যে শেষ সুবাদার মুজফুরজ্জ তাহার পুত্রকে

আপন পিতার অধিকারে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাকে আর্মেনি ও তৎকর্তৃদ্বিক্ষ দেশ ও তৎপিতার বধপুয়োজক দুই পাঠান অধ্যক্ষের দেশও দিলেন। ভারতবর্ষের বিবরণকর্ত্তা অর্ম সাহেব এই বিষয়ে এমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এই বিবরণ যদি সত্য হয় তবে আপন বন্ধু পুত্রের উপকার করণেতে বুসির উত্তম গুণ পুকাশ হইল বটে যেহেতুক ভারতবর্ষে পুত্র পিতার গুণে পুত্র কলবান্ হয় না।

শলাবজ্জের অধিকারের বন্দোবস্ত করিতে মহারাজ্যেরদের দ্বারা অনেক বিশত্বলতা উপস্থিত হইল যেহেতুক নিজামুলমুল্কের মরণান্তর দেশরক্ষার বিষয়ে তাহার অমনোযোগ দেখিয়া মহারাজ্যী যেরা দক্ষিণ সুবার অন্তঃপাতি দেশ জয় করিতে অনেক চেষ্টা করিল। বালাজীরাও নামে এক মহারাজ্যীধ্যক্ষ পঁচিশ সহস্র অখারোহি সৈন্য সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণানদী ও গোলকুণ্ডা নগরের মধ্যপথে সুবাদারের সৈন্যের অগুণমন রোধ করিল কিন্তু উকীলের কথাক্রমেতে ও কিঞ্চিৎ উৎকোচ পাপ্তিতে সে তদ্বিষয়ে ক্রান্ত হইল। কএক মাসপরে সে পুনর্বার তাহার বিপরীতে বহুসৈন্য লইয়া আইল এই যাত্রায় সে অনায়াসে জয় করিতে পারিত কিন্তু বুসির যুদ্ধনৈপুণ্যেতে ও ইউরোপীয় যুদ্ধসামগ্রীর বাহুল্যেতে সে বিষয় রহিত হইল। অপর যখন এতদংশীয় লোকেরা ইউরোপীয় যুদ্ধসামগ্রীর গুণ দেখিল তখন সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হইল এবং তৎপরে সেই সামগ্রীর গুণেতে অনেক যুদ্ধ সফল হইল। কিন্তু আপদ কেবল এক দিক হইতে উৎপন্ন হইল না নিজামুলমুল্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজিউদ্দিন খাঁ আপন পিতৃপদের অর্থাৎ দক্ষিণ সুবার সুবাদারির অপেক্ষাতে ছিলেন কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের দরবারে আপন বংশের অধিকার রক্ষার্থে আপন পিতৃকর্তৃক নিযুক্ত হইলেন। পরে নিজামুলমুল্কের মরণানন্তর তাহার মধ্যম পুত্র নাজিরজঙ্গের ঐ সুবাদারী লাভে গাজিউদ্দিন খাঁ অগত্যা স্বীকার করিলেন। কতক কাল পরে গাজিউদ্দিন খাঁ দিল্লীর দরবারে কষ্ট পাইয়া এবং এই সময়ে নাজিরজঙ্গ মরিলে তিনি নিজামুলমুল্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রত্বপুয়ুক্ত দক্ষিণ সুবার সুবাদারীতে নিযুক্ত

হইবার নিমিত্ত বাদশাহের নিকটে প্রার্থনা করিলেন এবং ৩৭ জনের বাদশাহের অনুমতি পাইয়া ১৭৫২ শালে ১ আকটোবরে আওরঙ্গাবাদে দেড় লক্ষ সৈন্য সমেত আগমন করিলেন। এই সৈন্যের মধ্যে অনেক মহারাক্ষীয় সৈন্য ছিল তাহারা মলহাররাও হোলকরের আজাদীন। এই সময়েও এবং বালাজীরও অন্য এক মহারাক্ষীধাঙ্ক রাঘবজী ভোসলা গাজিউদ্দীন খাঁয়ের সহায় হইয়া এক লক্ষ অশ্বারোহি সৈন্য সমেত গোলকুণ্ডা দেশে প্রবেশ করিল এই বৃহৎ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে শলাবজ্জক ও বুসি অল্প সৈন্য লইয়া বাহিরে গেলেন এই কালে অকস্মাৎ গাজিউদ্দীন খাঁ মরিলেন।

মহারাক্ষীধাঙ্কেরা তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল না কিন্তু পুতোক সম্মুখযুদ্ধেতে ফ্রান্সীয়েরদের কর্তৃক তাহারা এত আঘাত পাইল যে শীঘ্র সন্ধি প্রার্থনা করিল। পরে মহারাক্ষীয়েরা যে স্বদেশে পুত্যাগমন করে এ বিষয়ে শলাবজ্জক অত্যন্ত ব্যগু হইয়া বালাজীরাকে বুরহানপুরের নিকটে কতক দেশ দিলেন এবং রাঘবজী ভোসলাকেও বিরাটের নিকটে কিছু দেশ দিয়া তাহারদিগকে আপন দেশে ফিরিয়া যাইতে স্বীকার করাইলেন। এই সকল আপদ হইতে বুসি শলাবজ্জককে রক্ষা করিলেন। তিনি বুসির সহায়তাপ্রাপ্ত না হইলে সিংহাসনে বসিতে পারিতেন না অতএব এই সর্ব বিষয়ে বুসির উপকারে উপকৃত হইয়া শলাবজ্জক বুসির পরামর্শবহিত হইলেন না। কিন্তু সুবাদারের দরবারে বুসির পরামর্শ অবাধিতরূপে চলিতে দেখিয়া অন্যত্র মজ্জিরা ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহাতে ঐ দরবারে বুসির পরাক্রম অনেকবার নূন হইল বিশেষত একবার যখন বুসি আপন বিশ্রাম জন্য দূর দেশে গেলেন তখন পুয় তাহার পরাক্রম লোপ হইল কিন্তু বুসি এমত বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী ছিলেন যে এত শ্রুতিকল লোক সত্ত্বেও তিনি জয়ী হইলেন। ১৭৫৩ শালের শেষে বুসি আপন দেশের বাদশাহের নিমিত্তে এই ভারি চারি সুবা অর্থাৎ মুস্তোফানগর ও এলুর ও রাজমহেন্দু ও শিকাকোল পাইলেন এই সকল দেশ উত্তর সরকার নামে খ্যাত ছিল। ভারতব

যেঁর বিরোধকর্তা অর্ম সাহেব এই বিষয়ে কহেন যে এতৎসময়ে ফ্রান্সীয়েরা করমণ্ডল ভট্টেও উড়িয়াতে তিন শত কোশ সমুদ্রতী ব্রহ্ম দেশ পাইয়াছিল অর্থাৎ মেদাপিলি অবধি জগন্নাথের মন্দির পর্য্যন্ত দেশ। এই সকল সমুদ্রতীরস্থ দেশ পুণ্ড্রিহেতুক ফ্রান্সীয়েরা সমুদ্রের পাশে ফুর্চরি ও মরিসিয়সহইতে যুদ্ধকালে সৈন্য ও যুদ্ধসজ্জা অবাধিতরূপে পাইত। এই তত্ত্বাদৃষ্টপূণ্ড্র হইয়া দুইর একমত চেকাঁজমিল যে দক্ষিণের সকল দেশের উপরে ফ্রান্সীয়েরদের পরাক্রম চল এই পর্য্যন্ত অর্ম সাহেবের ব্যাখ্যা। কিন্তু এই নৌ ভাণ্ড্যপুণ্ড্র হইলে পর ফ্রান্সীয়েরদের বড় সাহেব গডহিউ না হেব ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধি করণেচ্ছাতে এই সকল দেশ ভাগ করিলেন তাহাতে সকলে এমত স্বীকার করিবে যে ফ্রান্সীয়েরা ঐ সন্ধি করিতে এইকালে আপনাদের যত অপচয় করিল এমত অন্য কেহ পায় করে না। এই সন্ধির নিয়মের কতক দিন পরে সাগুর্স সাহেব ও গডহিউ সাহেব এই উভয়ে ইউরোপে গেলেন কিন্তু তাহারদেরহইতে যে ভারতবর্ষের দুই দেশ সন্ধির ফলপুণ্ড্র হইল ইহাতে তাহারদের অধিক আনন্দ জন্মিল এবং ঐ উভয় দেশ যে বহুদিনপর্য্যন্ত তৎসন্ধির ফল ভোগ করিবে এই পুত্যাশাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পুত্যাশা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইল যেহেতুক যুদ্ধের ক্লেশপুষ্ট এক পলমাত্রও বিশ্রাম লাগিয়া গেল না। ইংলণ্ডীয়েরা তৎক্ষণাৎ মধুরাও তিব্বতী এ দুই দেশ আপনাদের নবাবের হস্তগত করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। এই বিষয়ে ফ্রান্সীয়েরা ইংলণ্ডীয়েরদিগকে অনুযোগ করিল যেহেতুক এমত করিলে গডহিউ সাহেবের সহিত কৃত নিয়মোদ্ধন করা হয়। এই অনুযোগে কোন ফল না জন্মিলে ফ্রান্সীয়েরা ইংলণ্ডীয়েরদের মত কর্ম করিতে লাগিল এবং টেরিওর রাজ্য জয় করিতে সৈন্য পুরণ করিল।

জিচিনাপল্লীর দক্ষিণে মধুরা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল ও তিব্ব বন্দীও সেইরূপ ক্ষুদ্র রাজ্য ঐ রাজ্যের সীমা মধুরার দক্ষিণ সীমা বধি কুমারী অন্তরীপপর্য্যন্ত।

ইংলণ্ডীয় সৈন্য মধুরা নগরপর্য্যন্ত আসিয়া তন্নগর আয়ত্ত

করিলেন পর দেশের পালেগারেরা অর্থাৎ জমিদারেরা ইউরোপী
যেদেরদের ভয়ে তাহারদের বশীভূত হইতে এবং স্বভূমির রাজস্ব
দিতে স্বীকার করিল কিন্তু কহিল যে এখন আমাদের রাজস্ব দি
বার সঙ্গতি নাই অতএব নবাব ও ইংল্যান্ডীয়েরা যেমত যেনের আ
শা করিয়াছিলেন সেমত পাওয়া গেল না এবং যৎকিঞ্চিৎ যে পা
ওয়া গেল তাহাতে তাহারদের সৈন্যের খরচ কুলাইল না ইহাতে
তাহারা অধিক খেদিত ও রাগী হইলেন । ইংল্যান্ডীয়াদিকের
এই এক দোষ জন্মিল যে তিনি মধুরা নগরের পূর্ব তটস্থ অঞ্চল তথা
উত্তর রাজ্যাবধি তিব্বতী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মালবার দেশের দুই পালে
গারের সহিত সন্ধি করিলেন এবং এই সন্ধিতে ইংল্যান্ডীয়েরদের
উপকার জন্মিতে পারিত কিন্তু তন্মিমানের পালেগার ও তত্ত্বাস্তি
রের রাজা এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইল তৎপুত্র এই সন্ধি ইংল্যান্ডী
য়েরা ত্যাগ করিলেন ।

এই সময় শলাবজ্জঙ্গ ও বুমি ফান্সীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া ম
হিসুর রাজ্যের বিরুদ্ধে পুস্থান করিলেন যেহেতুক দক্ষিণ সুবার
সুবাদারকে মহিসুরের রাজা লালবন্দিত্তে তাহার কএক বৎস
রের টাকা বাকী পড়িয়াছিল । এইকালপর্যন্ত মহিসুরীয় সৈন্য
সুবাদারের অশ্রীকারানুসারে ত্রিচিনাপল্লী করতল করিতে সেখা
নে ছিল কিন্তু ফান্সীয়েরদের ও শলাবজ্জঙ্গের আগমনবাস্তা শুনি
য়া মহিসুরের রাজা আত্মরক্ষার্থে তাহারদিগকে আপন নিকটে
আনাইলেন কিন্তু এই সময় বালাজীরাও মহারাজুসৈন্য লইয়া
মহিসুরের পুতিকুলে আগমন করিতে লাগিল অতএব মহিসুরের
রাজা যত টাকা দিতে পারিলেন তত টাকা শলাবজ্জঙ্গকে দিয়া
তাহার সহিত মেল করিলেন ।

ত্রিচিনাপল্লী হইতে মহিসুরীয় সৈন্য পুস্থান করিলে পর ক
র্নাটদেশের মধ্যে মহম্মদআলীর কোন পুকাশিত শত্রু থাকিল না
অতএব আর্কাট নগরে তিনি বহুসমারোহপূর্বক স্বপদে অভিষিক্ত
হইলেন ।

ইংল্যান্ডীয় সৈন্য যতরূপ থাকিল ততরূপ মধুরা ও তিব্বত
দ্বীর পালেগারেরা রাজকর দিতে স্বীকার করিল কিন্তু এই সৈন্য

গোলে পর সে দেশের অধ্যক্ষ মাকজ খাঁর পুত্ৰকুল সে দেশের জমীদার সকলে একবাক্য হইয়া কর দিতে অস্বীকার করিল। সে সকল লোক বশ করিতে ইংলণ্ডীয়েরা অনেক সিপাহী পাঠাইলেন কিন্তু সে সিপাহী দেশে পহঁছিলে পর দেশের জমীদারেরা পরাজিত হইল না কিন্তু দেশের সর্বত্র রণ ব্যাপিল তাহাতে সেখানে কোন ফল হইতে পারিল না। ইংলণ্ডীয়েরা অনুমান করিয়াছিলেন যে কার্ণাটের নবাবের জিত তাবৎ দেশের মধ্যে এই দেশ হইতে অধিক কর পাওয়া যাইবে কিন্তু কিছুই না পাওয়াতে তাহারা কোন দোষজ্ঞান করিলেন এবং আপনারদের হস্তে এই দেশ রাখিতে নিয়ম করিলেন ও ত্রিচিনাপল্লিতে পুনরাগমন করিতে মাকজখাঁকে আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সে অধ্যক্ষ তাহা না মানিয়া শুৎকণাৎ এই পালোগারের সহিত এক্য করিল এবং ইংলণ্ডীয়েরদের বিপরীতে উঠিয়া ছলক্রমে মধুরা নগর ও দুর্গ স্বহস্তগত করিল।

শেখাবজ্জঙ্গের আত্মীয় ও অমাত্য লোকেরদের মধ্যে অনেকে বুসির শত্রু ছিল সে শত্রুরা অনেক ও পরাক্রান্ত এবং বুসির উপরে আপনারদের দুর্বল মূনিবের যে বিশ্বাস ও প্রীতি তাহা নষ্ট করিতে ও তাহার মনে অবস্থাস ও দ্বেষ জন্মাইতে তাহারা এক বাক্য হইয়া অতিশয় চেষ্টা করিল। ইহার আড়াই বৎসর পূর্বে সুবাদার ফুল্কায়েরদিগকে উত্তর সরকার নামে খ্যাত দেশ দিয়াছিলেন কিন্তু এখন বুসির শত্রুরা উপযুক্ত অবকাশ পাইয়া সুবাদারের মনের মধ্যে এমত সন্দেহ ও শত্রুতা জন্মাইল যে তিনি ফুল্কায়েরদিগকে অতিশীঘ্র দেশত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। বুসি অপেক্ষা করিলেন যে সুবাদারের শীঘ্র কোন পুত্রোৎপন্ন হইলে আমাকে অবশ্য আনয়ন করিবেন। ইহা বুঝিয়া বুসি পুছান করিলেন ও অবাধিতরূপে আট দিনপর্যন্ত গমন করিলেন কিন্তু তাহার শত্রুরদের মনে কখনও ছিল না যে ইনি নিরাপদে চলিয়া যাইবেন অতএব তিনি হযদরাবাদ শহরের নিকটে পহঁছিলে তত্রিকটস্থ দেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া তাহার পথাবরোধ করিল।

ইহা দেখিয়া বুসি আশ্চর্য্যক্রমে হযদরাবাদের নিকটবর্ত্তি এক দূত স্থানে ছাউনি করিতে মনস্থ করিলেন এবং সেখানে থাকি যা তিনি ফুদ্চেরিহইতে আপন সাহায্যার্থে সৈন্যাগমন পুস্তীক্কা করিলেন। ইতোমধ্যে কখনঃ যুদ্ধ করিলেন ও বিপক্ষ অধ্যক্ষের দের মধ্যে কাহাকেঃ আপন পক্ষে আনিতে অনেক উদ্যোগ করিলেন এই সময়ে সুবাদারের বহুসৈন্য তাঁহাকে চতুর্দিকে ঘেরিল এবং তাঁহার অপুতুলপুয়ুক্ত সৈন্যেরা আপনঃ বেতন না পাইয়া তাঁহার কর্ম্মভাগ করিতে লাগিল এবং তাহার পাছে বিপক্ষ পক্ষাশিত হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে বাহিরেও পাছাইতে পারিলেন না। এই সকল দুর্দশাপন্ন হইলেও তিনি যাহাঁতে আপন সৈন্যের আহাৰীয় দ্রব্য সম্বর্নরূপে আহরণ হয় এমন উপায় করিলেন। এবং যাবৎপর্য্যন্ত ফুদ্চেরিহইতে আপনঃ সহকারি সৈন্য না আইল তাবৎপর্য্যন্ত বিপক্ষেরা যতবার আক্রমণ করিল ততবার তিনি তাহারদিগকে নিবারণ করিলেন। তাঁহার সহকারি সৈন্য পঁহছিলে পর সুবাদার পুনর্বার মিলন করিতে তাঁহাকে পত্র লিখিলেন তাহাতে উভয়ের মিলন হইল এবং বুসি সুবাদারের দরবারে পূর্বাপেক্ষায় অত্যধিক পরাক্রান্ত হইলেন। শলাবজ্জ ফ্রান্সীয়েরদিগকে যে বিদায় করেন এই নিমিত্তে সন্ধিগণের মধ্যে ফ্রান্সীয়েরদের শত্রুরা তাঁহাকে এমত কহিয়াছিল যে ফ্রান্সীয়েরা গেলে ইংল্যাণ্ডীয়েরদের সঙ্গে আমারদের মেল হইতে পারিবেক। বুসির বিরুদ্ধে এই পরামর্শ স্থির হইলে পর শলাবজ্জ মান্দুজের বড় সাহেবের কিনট কতক সৈন্যের কারিণ পত্র লিখিলেন কিন্তু ইহারি পূর্বে বঙ্গভূমিতে ইংল্যাণ্ডীয়েরদের এমত দুর্দশা ঘটয়াছিল যে সুবাদারের নিকটে কিছু সৈন্য পুরণ করিতে পারিলেন না। এবং এই কালাবধি ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভূমিতে ইংল্যাণ্ডীয়েরদের ভারি কর্ম্ম আরম্ভ হইল।

নবম অধ্যায় ।

বঙ্গভূমির নবাব সিরাজদ্দৌলাকর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ ও মন্ডু
জহইতে আগত ইংল্যান্ডীয় সৈন্যকর্তৃক ঐ নবাবের সিংহাসন
চ্যুত হওন ও মীরজাফরের তৎ সিংহাসনপ্ৰাপ্তি ।

আওরঙ্গজেব বাদশাহের বাদশাহীর শেষকালে তাঁহার পৌত্র
অখট শাহআলমের পুত্র আজীমুদ্দীন বাজালা ও উড়িস্যা ও এলা
হাবাদ ও বেহার এই কয় সুবার সুবাদার ছিলেন ঐ শাহআলম
লক্ষ্যবাদশাহ হইলেন। আজীমুদ্দীন সুবা বাজালা ও সুবা উড়ি
স্যার উপরে আপন নাএব সুবাদাররূপে জাফর খাঁকে নিযুক্ত করি
লেন। পূর্বে জাফর খাঁ বঙ্গভূমির দেওয়ান অর্থাৎ রাজকরের
অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি তাতার জাতীয় তাঁহার জন্মস্থান দক্ষিণ দে
শীয় বুরহানপুর। এবং আওরঙ্গজেবের যুদ্ধে তিনি আত্মপ্ৰাণে
উদ্ধরণপ্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন। শাহআলমের মরণান্তর বাদশা
হীর কারণ অনেক গোলমাল হইল তৎপুত্র জাফর খাঁ এমত ব
র্ত্তি হইলেন যে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে কেহই সমর্থ হইল
না। তাঁহার এক কন্যা বিনা অন্য সন্তান ছিল না তিনি স্বজন্ম
স্থানে থাকিয়া তৎস্থানের এক ভাগ্যবান লোকের সহিত ঐ কন্যার
বিবাহ দিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি আত্মপ্ৰাণেতে সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন
তাঁহার নাম শুজা খাঁ এই জামাতা সস্ত্রীক হইয়া বঙ্গভূমিতে পূর্বে
আসিয়াছিলেন। যখন জাফরখাঁ বাজালা ও উড়িস্যার সুবাদা
রীতে নিযুক্ত হইলেন তখন তিনি আপন জামাতা শুজাখাঁকে
উড়িস্যা সুবার উপরে আপনার নাএব সুবাদার করিয়া নিযুক্ত
করিলেন।

আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র আজিমশাহের বিদেশি উচ্চাভিলাষি ভৃত্যদের মধ্যে মীরজামহম্মদ নামে এক জন তারার দেশীয় ছিলেন আজিমশাহের মৃত্যুর পর তাহার স্বপক্ষীয় লোক ছিন্নভিন্ন হইলে তিনি নিষ্কর্যা হইয়া থাকিলেন। এবং কতক বৎসর পরে তিনি অতিদীনহীন হইলেন কিন্তু যে স্থানহইতে শুজাখাঁর বংশ আসিয়াছিল মীরজামহম্মদের স্ত্রীও সেই স্থানবাসিনী ও শুজাখাঁর বংশজাতা। ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাহার দুই সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার জ্যেষ্ঠ হাজীঅহম্মদ ও কনিষ্ঠ মীরজামহম্মদআলী। যখন নিজ কুটুম্ব শুজাখাঁর উচ্চ পদলাভের সমাচার এই দুঃখি পরিজনের কর্ণগোচর হইল তখন তাহারদের মধ্যে এই নিশ্চয় করা গেল যে মীরজামহম্মদ সস্ত্রীক উড়িস্যার রাজধানী নগরে গিয়া শুজাখাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া কোন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন পরে সেইরূপ করা গেল তাহাতে দয়ালু ও দানশীল শুজাখাঁ তাহারদিগকে অনুগৃহপূর্বক গৃহণ করিলেন। অনন্তর আশ্বাপিতামাতার সুখসম্পত্তি দেখিয়া তাহারদের কনিষ্ঠ পুত্র মীরজামহম্মদআলীপুত্যাশা করিলেন যে আমি সেখানে গেলে কৃতী হইব। কিন্তু তিনি এমত নির্ধন যে তাহার পাথ্যেয়পর্ভাস্ত সঙ্গতি ছিল না পরে তিনি কোন ক্রমে সে স্থানে যাইয়া কর্ম ও সম্মুখ পুণ্ড হইলেন ইহাতে অনেক আশ্বাস পাইয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজীঅহম্মদকে আপন নিকটে আনাইলেন এবং আর সকল পরিজনকেও উড়িস্যাতে আনাইলেন ঐ উভয় ভ্রাতার কর্ম নৈপুণ্য বিলক্ষণ ছিল। হাজীঅহম্মদ পুবেশকস্বভাব ও নম্র ও বিবেচক ও কর্মোত্তে নিপুণ ও কর্মশীল। মীরজামহম্মদআলীরও সে সকল গুণ ছিল এবং ততোধিক যুদ্ধনৈপুণ্য ছিল। শুজাখাঁর মজিরদের মধ্যে ঐ দুই ভ্রাতা সত্ত্বর উচ্চপদপ্ৰাপ্ত হইলেন এবং তাহারদের নৈপুণ্যদ্বারা শুজাখাঁর রাজশাসনেতে অনেক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল।

জাকরখাঁ আপন জামাতা শুজাখাঁর পুতি বিরক্ত ছিলেন তৎপুত্র শুজাখাঁর পুত্র অথচ আপন দৌহিত্র সরকরাজ্যাকে স্বপদে অভিষিক্ত করিতে নিশ্চয় করিয়া ১৭২৫ শালে পরলোকগত হইলেন

কিন্তু এই উভয় ভ্রাতার পুবেশকতা ও উদ্যোগদ্বারা জাকরখাঁর এই নিরপন্ন অবস্থা হইল যেহেতুক দিল্লীহইতে সুবাদারীর পরবান।
 চজাখাঁর নামেই আইল তাহাতে তিনি সৈন্য লইয়া বক্সভূমির
 রাজধানী ও রাজশাসন হস্তগত করিলেন তখন তাঁহার বিপরী
 ভাটরণ করিতে কাহারো সামর্থ্য হইল না। ১৭১১ খালে সুবা
 বেহারও তাঁহার অধিকারান্তঃপাতী হইল এবং মীরজামহম্মদআ
 লী মল্লুতি যিনি আলীবর্জিখাঁ নামে খ্যাত তিনি এই সুবার শাসনপদ
 পাইলেন তিনি এই পদপাশ্চ হইয়া ইহার পরে কি হইবে ইহা
 ভাবিয়া আপন সুবার মজল ও নিজ পরাক্রমবৃদ্ধিবিষয়ে অনেক
 চেষ্টা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। ১৭৩১ খালে যে বৎসরে না
 দরশাহ দিল্লী লুণ্ঠ করিলেন সেই বৎসরে সুজাখাঁ পঞ্চত পাই
 লেন এবং তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হ
 ইলেন। সরফরাজ নবাবজাদার মত পুতিপানিত হওয়াতে
 অত্যন্ত অলস ও সুখী ছিলেন। তিনি এই দুই ভ্রাতার পুতি ঘেব
 করিতেন কিন্তু পিতৃপদাতিহিত হইলে যদি জানের কৰ্ম্য করি
 তেন তবে এই দুই ভ্রাতাকে আশ্রয় রাখা উচিত ছিল কিন্তু তাহা
 না করিয়া তাহারদিগকে অপমানিত ও বিরক্ত করিলেন। আলী
 বর্জিখাঁ কর্তব্য বিষয় মনে স্থির করিলেন এবং দিল্লীতে তাঁ
 হার অধিক পুতিপত্তি ছিল সেই পুতিপত্তিদ্বারা তিনি বাঙ্গালা
 ও উড়িষ্যা ও বেহার এই তিন সুবার সুবাদারীপাশ্চি চেষ্টা করি
 তে লাগিলেন ও স্বয়ং সৈন্য সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে চলিলেন
 এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁর পুণবিয়োগ হইল অতএব উ
 ডিঙ্গার্য্যতিরেকে আরও সকল দেশ তখন তাঁহার আয়ত্ত হইল।
 উড়িঙ্গার অধীকঃ শীঘ্র তাঁহার অধীন হইল। আলীবর্জিখাঁ
 এই সকল দেশের উপরে অসাধারণরূপে অতিশয় ক্রমা ও ন্যায়
 প্রকাশ করিলেন এবং শত্রুহইতে যুদ্ধসময়ে দেশরক্ষার্থে বহু
 নৈপুণ্য ও দৃষ্টতা এই দুই গুণপ্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে মহারাজার পুত্র তারতবর্ষের মর্জিখাঁ ব্যাপিল
 এবং মোগল রাজ্যের উত্তম ভাগ অর্থাৎ বক্সভূমি জয় করিতে নি
 যুক্ত করিল। তখনই অতিক্রম কারণহইতেও মহাফল নিষ্কাশ

হয় ইহার অনেক পুমান ভারতবর্ষের বিবরণে আছে। যদি সরফরাজ খাঁ বঙ্গভূমির সুবাদারী কর্মে থাকিতেন তবে মহারাজ্যী যেরা তাহা এবৎ তন্নিকটস্থ সকল নুবা আপনাদের রাজ্যের সহিত সম্মিলিত করিতে পারিত এবৎ ইংল্যান্ডীয়েরদের ও অন্য সকল ইউরোপীয়েরদের বাণিজ্যকুঠী নষ্ট হইত এবৎ মহারাজ্যী যেরদের পরাক্রম সর্বত্র চলিবার কোন বাধা থাকিত না ও মুসলমানের রাজ্য সকল লোপ হইত এবৎ বুদ্ধ ও কজিয়েরদের শাসন কাকৈল অবধি কুমারী অন্তরীপপর্যন্ত পুনর্ব্বার ব্যাপিত।

আলীবর্দি খাঁ উড়িস্যার অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্ৰা গমন করিলে এবৎ যুদ্ধকালের সুখভোগ অনেক করিবার কারণ ভারি সৈন্য সকল বিদায় করিলে পরে উনিতে পাইলেন যে রাঘবজী ভোসলা এক বুদ্ধপের কর্তৃত্বাধীন অনেক সৈন্য বঙ্গভূমির পুতিপেুরণ করিয়াছেন এবৎ বহু মহারাজ্যীয় সৈন্য বঙ্গভূমির রাজধানী মুরশেদাবাদের পশ্চিমে আট দিনের পথে পর্ব্বতীয় ভ্রাবান্তরে উপস্থিত হইয়াছে। আলীবর্দিখাঁ আপন নিকটবর্ত্তি যে অল্প সৈন্য ছিল তাহা লইয়া তাহারদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া অসমসাহসেতে তাহারদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন কিন্তু তাঁহার যে আফগান সৈন্য ছিল তাহারা তাঁহার পুতি কক্ষত্রলম্ব অসম্ভব হইয়াছিল এবৎ তাঁহার এই পুয়োজনের কালে তাহারা আপনাদের লাভাকাঙ্ক্ষাতে রহিল ও যুদ্ধস্থলে অতিশিথিল ও দুর্ব্বলের মত কর্ম করিল তাহাতে আলীবর্দি আপনি যে সর্ব্বথা পরাজিত না হন এই নিমিত্তে বিস্তর ক্লেশ পাইলেন যেহেতুক তৎকালে পুবেল অনেক মহারাজ্যীয় সৈন্য তাঁহারে ঘেরিয়াছিল। তথাপি তিনি মনে এই নিয়ম করিলেন যে আপন রাজধানীর পুতি মুখ করিয়া পথে তাহারদের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু পথের মধ্যে তাঁহার সৈন্য করবালেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও অধিক শ্রান্তিতে অতিশয় যন্ত্রণা পাইল ও অনেকে মারা পড়িল তথাপি তিনি মুরশেদাবাদপর্যন্ত আগমন করিলেন কিন্তু আসিয়া দেখিলেন যে বিপক্ষেরা রাজধানী নগরের উপনগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠ করিয়াছে।

মহারাক্ষীরেরা স্বদেশে পুত্যাগমন না করিয়া বর্ষার শেষপর্যন্ত দ্বাভালায় রহিতে মনে স্থির করিল এবং গজার দক্ষিণে যত দেশ পার্শ্ব সে সকল দেশের রাজকর আদায় করিল। আলীবির্দি সৈন্য সংগৃহ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন এবং বর্ষাপরমে যুদ্ধার্থে পুঙ্খান করিলেন পরে ছাউনিতে মহারাক্ষীরদের উপরে অকস্মাৎ এমন পড়িলেন যে তাহারা অতিবেগে পলাইল এবং তিনি তাহার দিগকে স্থান হইতে উদ্বৃত্ত করিলেন এইপুকারে আপন রাজ্য হইতে তাহার দিগকে দূর করিলেন। যদি তখন আলীবির্দি এমন ভ্রাসা করিতেন যে আমি আপদজনক শত্রু হইতে মুক্ত হইয়াছি তবে বুঝিতামি মহারাক্ষীরদের স্বভাব জানিতেন না যেহেতুক পর বৎসর রাঘবজী ভোসলা মহারাক্ষীয় অধ্যক্ষ হইয়া সৈন্য পুনর্বার আইলেন এবং আর এক সৈন্যসমূহ অর্থাৎ গড়সেতারার সৈন্য বঙ্গভূমিতে আইল। তাহারা শত্রু কি মিত্রের মত আইল এমনত কিছু বোধ হইল না পরন্তু এই নিশ্চয় যে আলীবির্দি ঘৃণা দিয়া আপন শত্রুরদের হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন। তাহারা এই ঘৃণা পাইয়া আপনারদের দেশে পুত্যাগমন করিল।

ক্রিষ্টিয় কাল পরে রাঘবজীর সৈন্যের অধ্যক্ষ সৈন্য আঁরবার উদ্দেশ্যে মধ্যে পুবেশ করিল এবং বঙ্গভূমির দিগে আসিতে লাগিল। পরে অনেক পুতারগা ও বিশ্বাসঘাতকতাতে পরামর্শচ্ছল করিয়া সে অধ্যক্ষকে আলীবির্দির তাম্বতে আনান গেল পরে ঐ অধ্যক্ষ সেখানে আসিয়া প্রাপ্ত আঘাতে হত হইল। তাহার মৃত্যু লম্বাচার উনিয়া তাহার সৈন্য পুঙ্খান করিল। ইহার পরে আলীবির্দির এক পুতান অধ্যক্ষ আপন মুনবের বিপরীতে উঠিল ইহা দেখিয়া মহারাক্ষীয় সৈন্য পুনর্বার বঙ্গভূমিতে আইল কিন্তু সে অধ্যক্ষ যুদ্ধে মারা পড়িল তাহাতে আলীবির্দির সৈন্য মহারাক্ষীয় সৈন্যের দিগকে দূর করিল।

মহারাক্ষীরদের এই ধারা যে তাহার বারং পরাস্ত হইয়া দূর হয় তথাপি দেশাক্রমণ করিতে নিবৃত্ত হয় না। এবং তাহারদের নিত্য আগমনেতে শত্রুর বল ক্রমেই ক্রাণ হইয়া যায়। এই সময়ে আলীবির্দির পুজারদের বিস্তর দুঃখ হইল এবং

বারম্বার দেশের আক্রমণে দেশোৎপন্ন দুবা অতিন্যূন হইল এবং শত্রুরদের দমনের কারণ খরচেতেও দেশ ভারগুত হইল। বাঘবজীর পুত্র জানোজী অনেক মহারাক্ষুসৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া পুয় সমুদায় উড়িয়া দেশ জয় করিল। সেই সময়ে আর এক স্থানে আপদ্ উপস্থিত হওয়াতে তন্নিবারণার্থে সুবাদারের চেকৌ ছিল যেহেতুক সুবাদারের পুতি তাঁহার আফগান ও তাঁহার অধ্যক্ষের মনোভঙ্গ হইয়াছিল এবং সে মনোরঞ্জন করিতে অনেক চেকৌর আবশ্যকতা ছিল। সুবাদারের ভ্রাতৃপুত্র আপন সকল জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষায় জানেতে নিপুণ এবং তাঁহাকে সুবাদার সুবা বেহারে আপন নাএব সুবাদার করিয়াছিলেন এবং এই কালে আলৌবির্দি চাকর আফগান ও তাঁহার অধ্যক্ষ এই উভয় জন তাঁহার পুতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার চাকরি তাগ করিল এবং বেহারের নাএব সুবাদার ঐ দুই জনকে চাকর রাখিলেন কিন্তু কিছু কাল পরে ঐ দুই জন সুবাদারের ভ্রাতৃপুত্রকে অর্থী আপনারদের সুবা মুনীবেকে হত করিয়া আলৌবর্দির বিধি নিশান তুলিল। এবং কতক মহারাক্ষুসৈন্য যে ঐ উভয়ের সাহায্যের নিমিত্তে দেশে পুবেশ করিয়াছিল তাহারদিগকে লইয়া এবং এই সময়ে হিন্দুস্থানের উত্তর দেশ ব্যাপিয়াছিল যে অহমদশাহ আবদালীর সৈন্য তাহারদের হইতে অনেক সৈন্য লইয়া আলৌবির্দির বিপরোত্তে রণ করিতে লাগিল। আলৌবির্দি সুবাদার নামে খ্যাত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি এমন পরাক্রান্ত যোদ্ধীর সিংহাসনের অধীনতা ব্যবহার পুয় করিতেন না কেবল আম্র মাত্র তজাপি মহারাক্ষুসৈন্যেরদের বারং দৌরাছোতে তাহার উ পরে এই সময়ে যেমন দুরবস্থা পড়িল এমত আর কখন হয় নাই। অত্যন্ত সৈন্য লইয়া শত্রুরদের সম্মুখে তাঁহার গমন আবশ্যক হইল তথাপি তিনি তাহারদের উপরে সন্মুখ জয়ী হইলেন এবং আফগান অধ্যক্ষেরা রণে মারা পড়িল ও মহারাক্ষুসৈন্যেরা পরাভূত হইয়া উড়িয়ার গমরপঞ্চপর্যন্ত পুতান করিল কিন্তু তাহারাপর্যন্ত পার না হইয়া মেদিনীপুরে থাকিল। আলৌবির্দি তাহারদের পক্ষাৎ গেলেন এবং তাহারদের বিধ্বস্ত সৈন্য সহ্যার

পূর্বক উড়িয়া পর্যন্ত তাহারদিগকে দূর করিলেন এবং তাহারদের হাতহইতে কটক পুনর্ব্বার পাইলেন কিন্তু তৎকালে অন্য স্থানে বৈষ্য রাখনের পুরোজন হওয়াতে উড়িয়াতে অত্যন্ত সৈন্য পূর্ব্ব মত রাখা গেল তাহাতে মহারাজদৌলার পুনর্ব্বার উড়িয়ার উপরে আক্রমণ করিল।

আলীবর্দি ১৭৫৬ শালে ১ এপ্রিল তারিখে অশীতিবৎসরবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইলেন তাঁহার পুত্র ছিল না কিন্তু তিন কন্যা মাত্র যার ভ্রাতৃপুত্র যেতিন জন ছিলেন ঐ তিনের সহিত আপন তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার তিন ভ্রাতৃপুত্রই গুণবান তাহার মধ্যে কনিষ্ঠ পূর্ব্ব কথিত আফগানকর্তৃক হত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম আলীবর্দির মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব মরিয়া ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুয় জন্মকালাবধি তাঁহার নিকটে পুতিপালিত ও তাঁহার সুহৃৎপাত্র ছিলেন তিনি এই সুব্যক্তির সিরাজদৌলা খিতাব দিয়াছিলেন এবং সিরাজদৌলার দুই জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মরিলে পর সকলে জান করিয়াছিল যে ইনি সুবাদার হইবেন। পরে সুবাদার মরিলে সিরাজদৌলা অর্ধরাজ্যে সিংহাসনাধিকারী হইলেন।

তিনি অজ্ঞান ও সুখাভিলাষী ছিলেন এবং আপন সুখ দুঃখের বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিতেন কিন্তু অন্যের সুখ দুঃখের কথা অস্তিত্বক্ৰজ্ঞান করিতেন তিনি অধৈর্য্যশীল ও অতিরাগী ও এক গুণী ছিলেন তিনি সিংহাসনে বসিলে তাঁহার প্রথম কর্ম এই যে আপনার জ্যেষ্ঠপিতৃব্যের বিধবা স্ত্রী অল্পচ আলীবর্দির জ্যেষ্ঠা কন্যার অনেক ধন লুট করিলেন। সিরাজদৌলার মধ্যম পিতৃব্য পুরণীয়ার নবাব ছিলেন তিনি আলীবর্দির পীড়ার সময়ে মরিলেন তাঁহার পুত্র তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ঐ ব্যক্তির কর্ম অবিবেচনার এবং তাহার মন দুষ্ট। সিরাজদৌলা ইবার কারণ অথবা হিংসাঘারা আপন পরাক্রম প্রকাশ করিবার কারণ আপনার ঐ জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র পুরণীয়ার নবাবকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন এবং তৎকর্ম্ম সঙ্গাধনার্থে রাজমহল পর্যন্ত গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়া সমাচার পাইলেন যে ঢাকাতে

আপন মৃত জ্যেষ্ঠ পিতৃবোয় খাজাধী কএমহইতে পলাইয়া কলিকাতাতে আশ্রয় লইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা আপন মাতামিহের জীবৎকালে ইংল্যান্ডীয়েরদের উপরে বিরাগপূকাশ করিয়াছিলেন অতএব যখন শুনিলে পাইলেন যে ইংল্যান্ডীয়েরা আপনার এমত দোষণান্ত চাকরকে আশ্রয় দিয়াছে তখন তিনি অতিশয় রাগাপন্ন হইলেন। ঐ ব্যক্তির বিষয় এমত জনরব হইয়াছিল যে সে অনেক ধন লইয়া পলাইয়াছে অতএব তিনি এই সমাচার পাইবামাত্র আজ্ঞা করিলেন যে সৈন্য ফিরিয়া মুরশেদাবাদে যাউক। পরে কলিকাতার বড় সাহেবের নিকটে হরকরাধারা শাসনপূর্বক এক পত্র পাঠাইলেন সেই হরকরা পুঙ্খনবেশে কলিকাতাতে পুবেশ করিল। বড় সাহেব ঐ হরকরাকে সুবাদারের পুরুত লোক জ্ঞান না করিয়া কোম্পানির অধিকারহইতে অর্থাৎ কলিকাতাহইতে বাহিরকরিয়া দিলেন। বড় সাহেব ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনাতে কলিকাতা নগরে গড়বন্দী করিয়াছিলেন ইহা শুনিয়া সুবাদার জ্বল হইয়াছিলেন পরে বড় সাহেব সুবাদারের নিকটে পত্র লিখিয়া নগর দুরাক্রম করিবার উদ্দিশ্য জ্ঞাত করিলেন তাহাতে তিনি আরো অসন্তুষ্ট হইলেন যেহেতুক তিনি ঐ পত্র পড়িয়া কহিলেন যে এই দুই বিদেশী এমত বন্ধিঙ্কু হইয়াছে যে পরস্পর যুদ্ধে আমার অধিকারের মধ্যে বিষয় জন্মাইতেছে। অতএব ১৭৫৬ শালে মুরশেদাবাদের নিকটে কাশীমবাজারের কুঠী পুথম আক্রমণ করী গেল ও ঐ কুঠীর পতি বাটল সাহেব কএম হইলেন। ইহা শুনিয়া কলিকাতার বড় সাহেব সুবাদারের ক্রোধ শান্তিনিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন ও কহিলেন যে নবাব সাহেব যেমন আজ্ঞা করিবেন তেমন আমরা তাঁহার বশীভূত। এইরূপ নস্তুতা ও পুথর্নাতেনবাব আমারদের পুতি পুসন্ন হইবেন তাহার ইহা নিশ্চয় ভাবিয়া যুদ্ধদ্বারা আপনারদের রক্ষার নিমিত্ত আর কোন চেষ্টা পাইলেন না। কিন্তু সুবাদার ইহারমিগকে জয় করা অতিসহজ জ্ঞান করিলেন এবং কলিকাতার মধ্যে যে অধিক ধন আছে ইহাতে বহুধনাশা করিয়া মুগ্ধ হইলেন।

১৭৫৬ খালের ১৮ জুন তারিখে কলিকাতা নগরের চতুর্দিকস্থ সকল চৌকীর উপরে সুবাদার আক্রমণ করিলেন। তৎকালে নগরের মধ্যে এমন কোন নিপুণ ঘোড়া ছিল না সুতরাং নগররক্ষার নিমিত্তে উপযুক্ত চেষ্টা করা গেল না। ইংল্যান্ডের পুষ্কমতো বুদ্ধ করিবার উদ্যোগ পুকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা নিদনীয় দেখিয়া শেষে পরামর্শ করিয়া এইরূপে আপনারদের পলায়ন স্থির করিলেন যে ধন ও জিনিসপত্র ও স্ত্রীলোক জাহাজে রাখা যাইবে এবং নগররক্ষকেরা রাজিকালে পলাইয়া জাহাজের উপরে যাইবেক। এই পরামর্শ মন্দ হইল কায়েহেতুক এতদেশীয় সৈন্য কখনও রাজিতে যুদ্ধ করে না কিন্তু ভ্রমক্রমে এই বিষয়ের সম্মানকর্তা পূর্বে কিছুই ধারা স্থির করিলেন না ইহাতে সকলে ভীত হইল যে পলাইতে হইবে। কিন্তু তাহার পর দিন পুতুষে সকলকে যখন জাহাজের উপরে যাইতে হইল তখন পুতুষ জন মুকিল যে আপন উপায়দ্বারা পলাইতে হইবেক। এবং এক জন গোলমালের মধ্যে ডিকী করিয়া জাহাজের উপরে চড়িতে লাগিল। জাহাজের লোকেরা এই সকল গোলমাল দেখিয়া ভাবনা করিল যে পলায়নকারিদের উপরে ভাঙ্গাতে আপন অস্ত্রি নিকট হইয়াছে অতএব ইহারা এত শীঘ্র জাহাজে আসিতেছে। ইহাতে আপনারাও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে জাহাজ ভীরের এত নিকটে রাখা কর্তব্য নয় অতএব তাহারা জাহাজ স্থগিত রাখিতে যাইতে লাগিল। তখন তীরস্থ ইংল্যান্ডের জাহাজের বাহিরগমন দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে আমরা জাহাজ না পাইলে নিরাশ্রয় হইব অতএব ভীরের ক্ষুদ্র নৌকা জাহাজের কর্তৃক তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ হইল ও তাহারা ভীর ছাড়িলেন। এইরূপে অবিবেচনাপূর্বক কুঠীর গবর্নর দোক সাহেব এবং মার্কেট সাহেব এবং কুঠীর অধ্যক্ষ মিলিন সাহেব ও ফা জান গার্ট সাহেব কুঠীভাগ করিলেন। যে লোকেরা কুঠীর মধ্যে রহিল তাহারা এই সকল পুধান লোকেরদের পলায়ন দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইল। ইল্বেল সাহেব আরও সকল হইতে কোম্পানির পুরাতন চাকর নহেন তথাপি সকলে পরামর্শ করিয়া

তাহার উপরে আজ্ঞা করিবার আর আশা করিলেন এবং হস্তবেল সাহেব গোলমাল নিবারণের ও নগর রক্ষার বিস্তর চেষ্টা করিলেন। এই বিস্তরে কৃষ্ণ সাহেব লিখিয়াছেন যে তৎকালে মুর্শিদ নকল হাশীম নিশান সুপরিচয় পুনর্বার তাহার ভাবনায়া কেহ যত্নে আমরা ভাবিলাম যে পুখরী রক্ষক মূর হইলে তাহারদের প্রত্যেকই বিবেচনা করিবে যে সেখানে আমাদের দেশেই লোকজনের প্রতি মূরত্ব বিপ্লবের হস্তে ত্যাগ করা অতি নির্ভর ও লজ্জাকর কার্য। অতএবও তরসা করিলাম যে তাহার আহ্বানের উপকারিতা আপনাদের রক্ষা পাউক। তাহাজসুত্ব কিরিয়া আমিও তাহার দের আহ্বানে পাইছনের কালে আমাদের হিংস্র নাকারিদিগের নিবারণ করিবে কিন্তু তাহাতে আমরা ভ্রান্ত হইলাম কেননা তাহার মূর্গ ছাড়িলে পর দুই দিম পর্যন্ত মূর্গ ইংগীতেরদের হস্তে ছিল কিন্তু এই দুই দিনের মধ্যে মূর্গ লোকেরদের রক্ষার নিমিত্ত তাহারা এক নোকা ও পাঠাইল না এবং এক বিঘ্ন চেষ্টাও করিল না। অর্থাৎ সাহেব লিখেন যে মূর ও বীর্ঘ পুকাশ করিবার সময় অবকাশ অন্য কেহ কখনও ত্যাগ করে নাই যেহেতুক এক মূল্য ও পোনের লোক যদি চেষ্টাপূর্বক আসিত তবে মূর্গের নীচে নজর ফেলিয়া সকল লোককে রক্ষা করিতে পারিত ও মূর রা কোন বিঘ্ন জন্মাইতে পারিত না।

এই দুই দিবস অবকাশের মধ্যে হস্তবেল সাহেব পুষ্টিরের উপর দিয়া বারং আপনাদের পরাজিতক শ্রীকার করিয়া পত্র ফেলিয়া দিলেন কিন্তু শেবে তাহার উত্তর অপেক্ষাহেতুক কুটির তোপ বন্দ হওয়াতে পুষ্টিরের নিকটে বহু শত্রুসংগম হইল ও কুটির উপর চড়াই করিয়া তাহা আপনাদের হস্তগত করিল। সুবাদার অভিযোজন ছিলেন না বটে কিন্তু এই সময়ে ইংগীতেরদের উপরে কুটির ব্যৱহারও করিতে চাহিলেন না যেহেতুক যখন হস্তবেল সাহেব সুবাদারের নাকারীকারে বহুহস্ত আঘাত হইলেন তখন তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং বীরের ধর্ম্য ধরিয়া কহিলেন যে তোমার ও তোমার সখি লোকেরদের হস্তের এক কোণও নষ্ট করিতে কেহ পারিবে না।

কিন্তু সারকাল হইল চৌকীদারেরা জমিন না যে রাজিকার্নে
করদি ইংল্যান্ডীয়েরদেরকে, কোথা রাখা যাইবে। তাহাতে এক
কুঠরী চেষ্টা করিল কিন্তু পাওয়া গেল না ইতোমধ্যে এক জন সমা
চার ছিল যে বাহরত ইংল্যান্ডীয়েরা বন্দুকান রাখিতেন সেই কু
ঠরী খালী আছে অতএব কোন বিবেচনা না করিয়া এ কুঠরীর
মধ্যে তাহারদেরকে তেলিয়া লইয়া গেল। এ কুঠরী ক্ষুদ্র ও পীড়া
দায়ক ইংল্যান্ডীয় রাজ্যে তাহার নাম ব্লাক হোল অর্থাৎ অন্ধকূপ নামক
কালে এক লক্ষ ছট্টিশ দুর্ভাগ্য লোক তন্মধ্যে রাখা গেল কিন্তু
পর দিন পুাত্যকালে তাহারদের মধ্যে কেবল তেইশ জন জীবৎ
বাহির হইল। ইংল্যান্ডীয়েরদের সেই অতিযৌর আপদ ঘটানি
কিন্তু আনন্দ যাহা উৎসাহি কলমে লিখা দুরুর। পুথমতোহার বন্ধ
করিকামাত্র অনেকে পক্ষপাতি হইলেন এবং কেহ ইতজ্ঞান হইয়া
মজিলেন এবং বাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন তাঁহারা চৌকীদারকে
অনেক অনুর বিনয় করিয়া অধিক পারিতোষিক দিতে চাহি
লেন কিন্তু চৌকীদারেরা কোন উপায় করিতে পারিল না। তাঁহা
রা যদি কিঞ্চিৎ দূর দিয়া সুবাদারের অধীন কোন অধ্যক্ষের নিক
টে আপনারদের এই মহাসঙ্কটের সমাচার দিতে পারিতেন তবে
কিছু ফল জন্মিত কিন্তু অনুমান হয় যে এমন পুক্রিয়া কাহারো
মনে হইল না।

কশীমবাজার পরাজয়ের সমাচার ১৫ জুলাই তারিখে এবং
কলিকাতা পরাজয়ের সমাচার ৫ আগস্টে মন্ড্রাজে পঁহছিল। এই
সময়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের বড় সৌভাগ্যক্রমে জাহাজের অধ্যক্ষ বট
সন সাহেব ও কর্নেল কুইব সাহেব করমণ্ডলতটের সম্মুখে সমুদ্রে
ছিড়েন। ১৭৫৪ শালে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করণকালে
ইংল্যান্ডীয় বাদশাহ কর্তৃক যে জাহাজ ভারতবর্ষে পেরিত হই
কাজিল সে এই সময়ে সেখানে পঁহছিল কিন্তু উত্তরীয় বায়ুর
সেই পালি উঠাইয়া এ জাহাজের বোম্বে গমনাবশ্যক হইল। সে
খান হইকালে অতিভারিকর্মের বিষয়ে পরামর্শ হইতে লা
গিল।

জাহাজ কুইব সাহেব ইংল্যান্ডীয় বাদশাহ হইতে নিম্নের

কমল পদ ও লেহুদেবির মূর্তির আশ্রয় নাজরী পদ পাইয়া ইং-
গুইহইতে আসিয়াছিলেন। এরূপে তিনি চারি পদ রাখিয়া
হী বৈদ্যা ও তিন চারি পদ গোলেন্দাক সঙ্গে করিয়া বোম্বেতে
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন যেহেতু তাহার উপর এই ভার ছিল যে
তিনি মহারাষ্ট্রসৈন্য সঙ্গে করিয়া শিবাজীর বিরোধিতা-
বৈদ্য ও দক্ষিণদেশ হইতে কান্ধীরদিগকে দূর করিবেন। ইং-
গুণীয় কোম্পানির নিয়ামক ভারতবর্ষেতে কাপ্তান ক্লাইবের মুখ-
বৈদ্য সূচ্যতি তনিতে পাইয়া এই ভারি ও দুরূহ কর্ম করণের
ভার তাহার উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেক দিন পূর্বে অর্থাৎ শিবাজীর কালে নি-
বিরোধেইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে কতক জাহাজ গু-
প্ত করিয়াছিল। তাহারদের চাকুরিতে এক জন মল এমন শক্তি
পুকাশ করিল যে সে ক্রমে উক্ত পদ পাইতে শেবে জাহাজের
অধ্যক্ষতাপুণ্ড হইল। অবশেষে শিবনামক দূতদ্বারা অধ্যাক-
তাতে নিযুক্ত হইল যে দূতদ্বারা হইতে চারিকোশ উত্তর ও তট
হইতে এক গোলা পদ অন্তর এক ঘোঁসে দিত। এই অধ্যক্ষের
নামে কানাজী অমরীয়া সে এই সময় মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত
বিরোধ করিয়া পায় তাবৎ জাহাজ স্বাধীন করিয়া তাহারদের
আজ্ঞার বহির্ভূত হইল এবং তানা অবধি রাজপুত্রপর্যন্ত অর্থাৎ
নব্বই কোশ সমুদ্রতীরবর্তি দেশে তাহার পরাক্রম চলিল। সে-
বে সে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কিঞ্চিৎ বার্ষিক কর দিতে স্বীকার
করিলে উভয় দিগে যুদ্ধ বিরত হইল। কিন্তু সমুদ্রের উপরে
অন্য দেশীয় জাহাজ লুণ্ঠ করিতে ল. গিল তাহাতে ভারতবর্ষের
পশ্চিম সমুদ্রে বহু বারিজাজাহাজ গমনাগমন করিত সে সকলের
উপরে তদ্বিরয়ক ভয় পড়িল।

আপন জাহাজের বহরসূচ জাহাজের অধ্যক্ষ বটসন সাহেব
এবং সৈন্য কর্ণেল ক্লাইব সাহেব বোম্বে আইনে এই বোম্বে
সৈন্যদিগকে পরাস্ত করণে নিযুক্ত হইল। ১৭৫৬ শালে ১৪ই
জুলাই তারিখে ঘেরিয়াতে চতুর্দশ জাহাজ পহছিল তাহার
হস্তে বহু জাহাজ যুদ্ধসজ্জাতে পূর্ণ এই সকল জাহাজের

কুইব সাহেবের অধীন অষ্ট শত ঘোড়া ও এক সহস্র যোদ্ধা আ-
সিয়াছিল। তৎকালে যেদ্বিয়ার ওপারে কতক মধ্যস্থায়ী ফরাস
ন্য রেজিমেণ্ট। অজরোয়ার রাজধানী যেদ্বিয়া সমুদ্রমধ্যবর্তি
পার্বত্যের উপরে স্থাপিত ছিল-কিন্তু বহুসৈন্যের আক্রমণে ও
জোপের ধমককে তাবদুর্গস্থ কোসকরা ভীত হইয়া দুর্বলতা পু-
কাশ করিল-পরে ইংলণ্ডীয়েরা এই দুর্গ হস্তগত করিয়া আপনাদে-
য়ের যুদ্ধ যন্ত্রাদি কলসিদ্ধি করিলেন।

অপর বাদশাহুদের পর এই স্থির হইল যে সর্বপুকার ক্ষতি
হীকার করিয়া ও বঙ্গভূমিতে কোম্পানির পরাক্রম পুনরার স্থাপিত
করা উচিত-কিন্তু কি ধারাতে ও কোন ব্যক্তি সৈন্যাদ্যক্র হইয়া
বঙ্গভূমিতে যাইবে ও তাহার উপরে কিপর্যন্ত তার অর্পণ করা
যাইবে ইত্যাদি বিবেচনাতে দুই মাস গত হইল।

শেষে এই স্থির হইল যে কর্ণেল কুইব সাহেব পেরিত হউন
এবং আরো নিষ্ঠারিত হইল যে কলিকাতা রাজধানী তাহার স্বা-
ধীন হউক এবং তাহার গুতি যে সকল আক্রা দেওয়া গেল তা-
হার মধ্যে এই নিশ্চিতাজ্ঞা যে তিনি এপিল মাসে পুনরার সকল
সৈন্যসুহ, মান্দুজে ফিরিয়া আইসেন যেহেতুক তৎকালে সে-
খানে ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের সমগ্র সম্মেলনা ছিল
এবং ফ্রান্সীয়েরদের এক জাহাজের বহর সেখানে আসিয়া পহু-
ছিবে এমন রুখা ছিল।

পরে ১৬ আক্টোবর তারিখে মান্দুজের পথ হইয়া ইংলণ্ডীয়
সৈন্য ও জাহাজ যুদ্ধযাত্রা করিল তাহার মধ্যে বাদশাহী পাঁচ
জাহাজ ও তাহার সহায়কারী কোম্পানির পাঁচ জাহাজ তাহা-
দের শত গোরা ও পোনার শত নিপাহী ছিল এই সকল জা-
হাজের অধ্যক্ষ বটমন্ড সাহেব হইলেন। ২০ দিনের তারিখে
দুই জাহাজের অধিকতর তাবৎ জাহাজসকল মোহনাত্তে পহুছিল
এবং কলিকাতাহইতে পূর্ব পশ্চিম লোকেরদের সহিত কলি-
কাতার আটো কলভাতে তাহারদের সাক্ষাৎ হইল।

পরে ইংলণ্ডীয়েরা নবাব শিরাজউদৌলার নিকটে ভয়পূর্ণপত্র
নানা পত্র লিখিয়া এই নিয়ম করিলেন যে কলতা ও কলিকাতার

মহাবর্জি দুর্গাক্রমণোদ্যোগে যুদ্ধ পুথুমারত্ব হইতে এবং ২৭ দিনে
 ছয় তারিখে জাহাজ সকলকে দুর্গ আক্রমণ করিল তৎসময়ে
 কুইব সাহেব শত্রুদের দুর্গ পুবেশপথ বন্ধ করিতে অধিক ভাগ
 সৈন্যসম্মত যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পৌঁছাইলে তাঁহার
 সৈন্য ক্লান্ত হওয়াতে স্বয়ং অস্ত্রত্যাগ করিয়া কিসিফ হাল বিলাস
 করিতে আত্মা পাইল । এই স্থলে অর্ম সাহেবকেহন যে এরূপ
 অববেচনীয় ও উদ্বৃত্ত কর্ম কোনরূপে নিম্নলিখিত নয় । কারণ
 লানসদর তাহা সৈন্য নিষিদ্ধ হইল ইত্যবসরে বিপক্ষেরদের এক
 দল সৈন্য অকস্মাৎ তাহারদের উপর পড়িল কিন্তু আবশ্যক
 সময়ে কুইব সাহেবের অন্তঃকরণ হইতে সৈর্য্য এবং যুদ্ধসাহস
 কখন দূর হইত না অতএব অকালে এমন দুরবস্থা পাপ্ত হইয়া
 তিনি বিপক্ষ সৈন্যের দিগকে দূর করিলেন ।

পরে জাহাজ আসিয়া দুর্গের পুতি গোলাক্রেপ করিতে লাগিল
 ইহাতে কর্নল কুইবের চতুরতা দেখিয়া দুর্গের নিরাশ হইয়া
 রাত্রিকালে পলায়ন করিল এবং তৎসম্বন্ধিত অন্য দুর্গ লো
 কেয়াও ইংল্যান্ডীয় লোকেরদের আগমনবাঞ্ছা জানিয়া পলায়ন
 করিল । ১৭৩৭ শালের ২ জানুয়ারি তারিখে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য
 কলিকাতায় পৌঁছিয়া দুই ঘণ্টাপর্যন্ত দুর্গের পুতি অবিশ্রান্ত গো
 লাক্রেপ করিল তাহাতে শত্রুরা দুর্গ ত্যাগপূর্বক পুতান করিল ।

পরে কলিকাতায় আগত এতদ্বৈশী কতক লোক দ্বারা সমাচার
 পাওয়া গেল যে কলিকাতা হইতে বার জোশ অন্তর গঙ্গাভীরে
 হুগলি নগর এই তোপের শব্দেতে ব্যাকুল হইয়াছে ইহাতে তাঁ
 হারা বিবেচনা করিলেন যে এই সমর সেখানে গিয়া সে স্থান যাহি
 আক্রমণ করা যায় তবে অন্যায়সে আশ্রয় হইতে পারে অতএব
 এই কর্মের নিমিত্তে জাহাজসমূহ পাঠান গেল কিন্তু তাহার মধ্যে
 এক জাহাজ পথের মধ্যে এক বাণির চড়াতে লাগিয়া কৃত ইহা
 দ্বাতে অগুণমানে পাঁচ দিন বিলম্ব হইল ! অপর ১০ জানুয়ারি তা
 রিখে তাহারা সেখানে পৌঁছিল এবং রাত্রি পুতান না হইতে
 তাহারা গোলাবারা ভিত্তিভেদ করিয়া অতিশীঘ্র মুরচীর উপর
 আরোহণ করিল তাহাতে দুর্গমধ্যস্থ লোকেরা পলায়ন করিয়া

রক্ষা পাইল। হুগলিতে এই যুদ্ধ হইলতাহে ইতোমধ্যে সম্রাটের
পৌত্র ছিল যে কুমারীরদের সহিত পুনর্বার ইংলণ্ডীয়দের যু-
দ্ধ করিত হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডীয়েরা বিবেচনা করিলেন
যে কুমারীরদের জিন শত ধোরা ও ঘুড়ের তোপ ধে বঙ্গভূমিতে
আছে তাহা যদি সুবাদারের সৈন্যের সহিত মেল করে তবে
তাহাকে জয় করা কঠিন হইবে। অতএব তাঁহারা ঐ পুৰন সুবা-
দারের সহিত সন্ধি করিতে বাসনা করিলেন কিন্তু হুগলি জয়
করাতে ও লুট করাতে সুবাদারের কোথ এমন পুঙ্খলিত হই-
য়াছিল যে ইহারদের সহিত সন্ধির কথা শ্রবণ করিতেও তখন
তাঁহার মন সুস্থির ছিল না এবং যুদ্ধযাত্রা করিতে আজ্ঞা করি-
লেন।

সুবাদারের পরাজমেতে ক্লাইব সাহেবের শঙ্কা জন্মিল কিন্তু
তিনি তাহার ক্রোধশাস্তির সম্বাদ পাইয়া পুনর্বার সন্ধিনিমিত্তে
বিবেচন করিলেন। সুবাদার তাহার পত্র পাইয়া কথোপকথ-
নের নিমিত্তে সাক্ষাৎ করিবার পুসঙ্গ করিলেন তথাপি তাহার সৈ-
ন্যের গমন রহিত হইল না এবং তাহার আসিয়া ও ফেরারি
জারিও কলিকাতা থেরিল। ক্লাইব সাহেব এই সমাচার পা-
ইয়া অরুণোদয়কালে তাহারদের পুতি আক্রমণ করিতে নিশ্চয়
করিলেন এই সঙ্কল্প উত্তম বিবেচনাসিদ্ধ ও সাহসযুক্ত যেহে-
তুক নবাবের সহিত এত অশান্ত ছিল যে তাহারদের কর্তৃক
ইংলণ্ডীয়দের ছাউনিতে আহারীয় দ্রব্যের আগমন রোধ
হইল। কিন্তু ঘুড়ের ব্যতিক্রম হইল এবং পুত্ৰাষে কুজুটিকাতে
আধিক অস্ত্র যটিল তথাপি সৈন্যেরা সুবাদারের ছাউনির উ-
পর আগমন করিল এবং অপেক্ষানুসারে সুবাদারের ও তাহার
সৈন্যের মনে উদ্বিগ্ন জন্মিল এই মত কীর্তিক্রম বিপদের নিকটে
স্থিতি সুবাদার অনুচিত বুঝিলেন এবং তিনি পুনরৈক্য করণে
চেষ্টা করিলেন অতএব অনেক কথোপকথনের পর ১ ফেব্রুয়ারি
তারিখে নবাবের সহিত ইংলণ্ডীয়দের সন্ধি হইল তাহাতে
এই স্থির হইল যে কোম্পানি আপন তাবৎ কুটি ফিরিয়া পাই-
বেন এবং কোম্পানির যে সকল পরাজয় পূর্বে ছিল সে সকল

পুনঃ স্থাপিত হইবে। আরো স্থির হইল যে তাঁহারা কলিকাতায় বহুদূর পর্যন্ত দুর্গ নির্মাণ করিতে পারিবেন এবং নবাবের রাজকোষেও কোম্পানিহইতে যত লুণ্ঠিত ধন আনিয়াছিল সে সকল পুনরার কোম্পানি পাইবেন। এই সন্ধিতে নবাব সাহেব এমনত সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাহার দুই দিবস পরে তাহারদের সহৈ যুদ্ধোপকারিতাবিষয়ে পরস্পর অন্য এক সন্ধি হইল।

অপর চন্দননগরে ইংগ্ৰাণীয়েরা আক্রমণ করিবেন কিনা এত বিষয়ে বিবেচনা হইতে নূবাবারের নিকট সমাচার পৌঁছিল যে অহম্মদশাহ আশাহ দালি সিল্লী আয়ত্ত করিয়াছেন এবং দিল্লীর অস্ত্রপাতি তাবৎ দেশ স্বাধীন করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহা শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া ইংগ্ৰাণীয়েদের নিকট পত্র দ্বারা পূর্বকৃত পরস্পর সাহায্যার্থক সন্ধিপত্র স্মরণ করাইলেন। এই পত্র যে দিবস পৌঁছিল সেই দিবস বোধহইতে সৈন্যপূর্ণ তিন জাহাজ ও মান্দ্রাজহইতে কতক জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিল এই রূপে ইংগ্ৰাণীয়েরা বলবান হইয়া ১৪ মার্চ তারিখে চন্দননগরের পুতি আক্রমণ করিলেন ফ্রান্সিয়েরা অতিসাহসপূর্বক যুদ্ধ করিল এবং নবাব সাহেব ও ফ্রান্সিয়েরদের বলহীনতাতে অনিচ্ছুক হইয়া চন্দন নগর আক্রমণে কান্ত হওন বিষয়ে ইংগ্ৰাণীয়েদের নিকটে ভীষণ পত্র পুরণ করিয়া ফ্রান্সিয়েরদের সাহায্যার্থ আপন সৈন্যও পুরণ করিলেন কিন্তু জাহাজহইতে যে সকল গোলাক্ষেপ করা গেল তাহাতে শত্রুরা তিষ্ঠিতে পারিল না এবং দুর্গ অতিশীঘ্র হস্তগত হইল। নবাব ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন কিন্তু আবদালীরদের ভয়েতে তিনি সেই রাগ পুষ্পাণ করিতে পারিলেন না।

ইহার পর ফ্রান্সিয়েরা কাশীমবাজারে আপনাদিগকে একত্র করিল এবং তদ্বিষয়ে নূতন বিরোধ উপস্থিত হইল বেহেতুর ইংগ্ৰাণীয়েরা নবাবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে আমায়দের হস্তে ইহারদিগকে সমর্পণ কর কিন্তু নবাব সাহেব তাহা মান্য করিয়া ফ্রান্সিয়েরদের কুটীপতি বা সাহেবকে মুদ্রা ও স্বস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জাসম্মত বেহারে পুরণ করিলেন।

পুত্রকল্যাণক এতদ্বিষয়ে কহেন যে না সাহেব বিদ্যায়ের পূর্ব ন
 বাব সাহেবকে কহিলেন যে তোমার চাকর লোকেরা তাবৎ অবি
 ধননীয় এবং তাহারা অবশ্য তোমার সৎ হার কারণ ইংলণ্ডী
 স্কোরদের সহিত যোগ করিবে যদি উদ্বুদ্ধ হইতে রক্ষা পাইতে
 চাহ তবে ফ্রান্সীয়েরদিগকে আগর নিকটে রাখ কিন্তু আমরা লো
 কেরা নবাবের এই পুত্র জন্মাইল যে জিত ফ্রান্সীয়েরদের নিমিত্ত
 জন্মি ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত বিরোধ করা অনুচিত। অতএব
 ফ্রান্সীয়েরদিগকে বিদায় কর ইহাতে নবাব তাহারদিগকে বি
 দায় করিয়া না সাহেবকে কহিলেন যে যদি কোন নূতন বিষয়
 ঘটে তবে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার ডাকাইব। না সাহেব উক্ত
 করিলেন নবাব সাহেব কি আমাকে পুনর্ব্বার ডাকিবেন ইহা
 কদাচ হইবে না আমারদের এই শেষ দর্শন আমার কথা আরণে
 রাখুন আমারদের পরস্পর আর কদাচ সাক্ষাৎ হইবে না।

উহার পর তদ্বিষয়ে যে ঘটিল তাহা লিখনের আবশ্যকতা
 নাই। নবাব সাহেবের চাকর লোকের মধ্যে য়ার খাঁলটী নামে
 এক জন তখন ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত মন্ত্রণা করিতে নাগিল
 কিন্তু তাহারা পশ্চাৎ শুনিল যে মীরজাফর খাঁ নবাব সাহেবের
 পদচ্যুতির কারণ ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিতে পুত্রত
 আছেন এই মীরজাফর খাঁ অতিশয় পরাক্রান্ত ও খ্যাত ছিলেন তিনি
 নিযৌবনকালে আলিবির্দি খাঁর ভগিনীকে বিবাহ করিয়া সৈন্যের
 মধ্যে উচ্চপদপাশ হইয়াছিলেন কিন্তু আলিবির্দির সহিত তাহার
 তাম্বুৎ একা ছিল না এবং একবার মীরজাফর আলিবির্দির বিরুদ্ধে
 উদ্ভিতে বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে যে উভয়ের গ্রানি হই
 বে ইহা উভয়েই জানিয়া আপনারদের বৈরত্যা সম্বরণ করিয়া
 রাখিলেন। আলিবির্দির মরণসময়ে মীরজাফর সৈন্যের খাজা
 কি ছিলেন সৈন্যের মধ্যে সকলইহাতে উচ্চপদ এই। শিবাজী
 মৌলিক মীরজাফর অতিশয় ঘৃণা করিতেন এবং তিনি এমন
 অনভিমান ছিলেন যে তাহা গুপ্ত রাখিতে পারিলেন না অতএব
 সিন্ধাসন্যারোহণের কতক দিন পরে মীরজাফরকে পদচ্যুত ক
 রিলেন কিন্তু এতদেশীয় সৈন্যের ব্যবস্থানুসারে সৈন্যের কতক

ভাগ মীরজাফরের পক্ষে রহিল এবং তিনি আপন সৈন্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও আগন্তুকদিগকে বেতন দিয়া রক্ষিতে লাগিলেন।

মীরজাফরের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের যে সন্ধিপত্র হইল তাহার বিস্তারিত এই। পৃথমতঃ কলিকাতায় যে সকল ধনাপচয় হইয়াছিল তদ্ব্যতীত এবং স্থলস্থ ও জলস্থ সৈন্যের ও কোম্পানির পুধান ভূত্যদের নিজ লাভার্থে কতক লক্ষ টাকা দিতে মীরজাফর স্বীকার করিলেন। কোম্পানির বিষয়ে এই নির্ধারণ হইল যে ফ্রান্সীয়েরদের তাবৎ কুচি ও সরকারি সম্ভ্রান্তি ইংল্যান্ডীয়েরদের হস্তে অর্পিত হইবে এবং ফ্রান্সীয়েরা এতদ্দেশে আর বসতি করিতে পারিবে না। আরো নির্ধারণ হইল যে কলিকাতার চতুর্দিকে মহারাষ্ট্র গড়খাই নামে পুসিদ্ধ খাতের বাহিরে নয় শত হাতপর্যন্ত তাবদ্ভূমি এবং কলিকাতার দক্ষিণে কালপিপর্যন্ত তাবদ্ভূমি কোম্পানি ইজারা পাইবেন এবং পূর্ব জমিদারেরা যে রূপ রাজকর দিত কোম্পানি সেইরূপ রাজস্ব দিয়া ভোগ করিবেন।

সিরাজদৌলার দমমের নিমিত্তে এই নিয়ম হইল যে ইংল্যান্ডীয়েরা রণভূমিতে পুবেশ করিবেন এবং মীরজাফর আপন সৈন্য ও যত সেনাপতিরদিগকে স্বপক্ষ করিতে পারেন তাহারদিগকে লইয়া কাটোয়াতে ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত মিলিবেন। কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরা কাটোয়াতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে মীরজাফর কিম্বা তাহার কোন সৈন্য নাই কিন্তু পরে মুরশেদাবাদ হইতে এই পত্র আইল যে নবাব সাহেবের নিকট মীরজাফরের মজ্জনা পুকাশ হওয়াতে তিনি এই অজ্ঞীকারে রক্ষা পাইয়াছেন যে তিনি নবাবের পক্ষ হইয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিবেন। পরে মীরজাফর হইতেও এই পত্র পাইছিল যে আমার বিষয়ে নবাব সাহেবের সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং নবাব সাহেব আমাকে কোরাণশ্রীপূর্বক শপথ করাইয়াছেন যে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না। অতএব যুদ্ধ দিবসের পূর্বে আমি তোমাদের সহিত মিলিতে পারিব না কিন্তু যুদ্ধান্ত হইলে তোমাদের সহিত

মিলিতে কিছু বাধা থাকিবে না । ইহাতে ইংলিশী সেনাপতির মনে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন জন্মিল যেহেতুক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতে কিছু অসম্ভব বোধ হইল না ।

এই উদ্বিগ্নে ক্লাইব সাহেব অন্য সেনাপতিরদিগকে একত্র করিলেন ও যুদ্ধসভা করিয়া সকলকে স্বয়ং পুকাশ করিতে কহিলেন তাহাতে সভাস্থ অধিক লোক যুদ্ধ অকরণে পরামর্শ দিলেন । অর্ম সাহেব কহেন যে এইরূপ যুদ্ধসভা পুঙ্খ কখন যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন না । পশ্চাৎ ক্লাইব সাহেব আপনি কহিলেন যে এই সভার পরামর্শ যদি আমি গৃহণ করিতাম তবে কোম্মানি নির্ণাম হইতেন । এই সভাবিষয়ে আশ্চর্য্য এই যে ক্লাইব সাহেব আপনি যুদ্ধ না করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে স্থিরকৃত পরামর্শ হেয় জান করিয়া আপনার উপর তাবৎ ভার লইয়া যুদ্ধেতে পুৰুষ হইলেন । স্কাফ্তান সাহেব কহেন যে এই সভা ভঙ্গ হইলে পর মীরজাফরের অন্যপত্র ক্লাইব সাহেবের নিকট পহঁছিল তাহা পাইয়া তিনি এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত বাগানে ভ্রমণ করত বিবেচনা করিয়া ছাউনিতে পুত্যাগমনপূর্ব্বক কাটোয়াহইতে সৈন্যেরদিগকে পার হইতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে পর দিবস প্রাতে কালে ইংলিশী সৈন্য পার হইয়া রাত্রিযোগে পলাসিতে উপস্থিত হইল ।

পলাসিতে নবাব সাহেবের পূর্ব্বকালাবধি কতক সৈন্য ছাউনি করিয়া রহিয়াছিল এবং ইংলিশীয়েরা যে রাত্রিতে সে স্থানে পহঁ হইলেন ঐ দিবস নবাব সাহেব স্বয়ং সেস্থানে উপস্থিত হইলেন । তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক ও অষ্টাদশ সহস্র অশ্বরাজ ও পঞ্চাশটা তোপ আসিয়াছিল । ইংলিশীয়েদের কেবল নয় শত গোরা তাহার মধ্যেও এক শত গোলেন্দাজ ও পঞ্চাশ জন মল্ল ভদ্র এক শত জন টোপস ও দুই হাজার এক শত মিপাহী সর্ব্বসুদ্ধা তিন সহস্র এক শত সৈন্য ছিল । তাবৎ দিবস ব্যাপিয়া সংগ্রাম হইল এবং যুদ্ধ প্রায় গোলাক্রেপেতে নিষ্পন্ন হইল তাহাতে সুবাদার অত্যন্ত ভীত হইয়া অনিষ্টচেষ্টকের দের পরামর্শেতে বেলাবসানে আপন সৈন্যেরদিগকে পশ্চাৎ হ্টি

তে আজ্ঞা দিলেন ইহা দেখিয়া মীরজাফর আপন সৈন্য প্রথক করিলেন তাহাতে ক্লাইব সাহেবের মনে নিশ্চয় হইল যে মীরজাফর আমারদের পক্ষে হইবেক অতএব তিনি ইংল্লণ্ডীয় সৈন্যের দিগকে অগ্নিদর হইয়া রণভূমিস্থ নবাব সাহেবের অবশিষ্ট সৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই দুই দুর্ঘটনাতে অর্থাৎ মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতে ও ইংল্লণ্ডীয় সৈন্যের অগ্নিদর দেখিয়া নবাব সাহেবের মনে যে কিঞ্চিৎ দোলায়মান ছিল সে স্থির হইল এবং তিনি দুই সহস্র লোক লইয়া অতিকোণামি উয়্যারোহণপূর্বক পলায়ন করিলেন। নবাব সাহেবের পলায়ন দেখিয়া সকলেই যুদ্ধেতে অমনোযোগী হইল অতএব ইংল্লণ্ডীয় সৈন্য বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময় বিপক্ষেরদের ছাউনিতে পুবেশ করিল। এইরূপে কুড়ি জন গোরা হত ও আঘাতী হওয়াতে এবং ষোল জন সিপাহী হত ও ছত্রিশ জন আঘাতী হওয়াতে অতিবৃহদ্রাজ্যের ও ছয় কোটি লোকের অধিপতির পরিবর্তন হইল।

অপর ইংল্যান্ডীয়েরদের সৈন্য সাড়ে চারি কোশ অগুসর হইয়া সেই রাত্রিতে দাদপুরেতে ছাউনি করিল। বিপক্ষেরদের পশ্চাৎ দাবনের কোন পুয়োজন হইল না যেহেতুক তাহারা আপনারাই ছিবতিব হইয়াছিল। দাদপুরেতে মীরজাফর ক্লাইব সাহেবের নিকটে এই সঙ্বাদ পাঠাইলেন যে আমি ও অন্য সেনাপতিরা এক্ষণে তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায় আছি। তৎপরদিবস পুাতঃকালে ক্লাইব সাহেব সিপাহী পাঠাইয়া অতিসমারোহ পূর্বক তাঁহাকে আপনার শিবিরে আনাইলেন। মীরজাফর আপনার পূর্ব দিবসের কার্য্য স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া ক্লাইব সাহেবের নিকট আগমন করিলেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব ভাবিলেন যে এ অনুযোগ করিবার উপযুক্ত সময় নয় অতএব শীঘ্র তাঁহার উদ্বেগ শান্তি করিলেন। পরে উভয়ে এই নিয়ম হইল যে মীরজাফর শীঘ্র মুরশেদাবাদে যাইবেন যে সিরাজদ্দৌলা আপনাকে ও আপনার ধনাদি স্থানান্তর করিতে না পারেন।

ঐ দুর্ভাগ্য নবাব যুদ্ধের পর রাত্রিতে আপন রাজগৃহে উপস্থিত
[২ অধ্যায়।] সে . [১৭৫৭ শাল।]

সে •

[१९८९ शान ।]

হইয়া অবগত হইলেন যে তখাতে আর কোন ষিত্র নাই অতএব ভবিষ্যৎবিষয়ে ভাবিত হইয়া সমস্ত দিবস রাজগৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলে সিরাজদ্দৌলার উপায়ান্তর চেষ্টা করণের আবশ্যকতা হইল অতঃপর তিনি কদর্যা পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া এক পিয়তমা সৈনিক লিনীকে ও এক খোজাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দশ দণ্ডের সময় রাজগৃহের এক ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া নীচে নামিলেন এবং সুবাহেহারে গিয়া লা সাহেবের সহিত মিলনাশাতে ও সেখানকার অপর ফের সহায়তা পাপণাশাতে নৌকাযোগে বেহারের অভিমুখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি দাঁড় ফ্রেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল অতএব সিরাজদ্দৌলা অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন। তিনি পূর্বে এক ব্যক্তি সামান্য লোকের অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেন তাহাতে সে ব্যক্তি পূর্ব্বরাগ স্বরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমহলের অধ্যক্ষকে সমাচার দিল এবং ঐ অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাহাকে বদ্ধ করিয়া মুরশেদাবাদে মীরজাফরের নিকট পৌরণ করিল এবং মীরজাফর তাহাকে আপন পুত্রের জিম্মা তে রাখিলেন। ঐ অতিশয় নির্দয় ও কঠিনস্বভাবক পুত্র রাত্রি যোগে তাহাকে সৎহার করিল। ইহার পূর্বে নবাব সাহেব ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধসম্ভাবনা দেখিয়া বেহারহইতে লা সাহেবকে আপন নিকট আসিতে পত্র পৌরণ করিয়াছিলেন। লা সাহেব পত্র পাঠমাত্র সৈন্য মুরশেদাবাদের পুতি যাত্রা করিয়া তেরিয়্যাগলিতে আসিয়া পলাসির যুদ্ধের সমাচার পাইয়া সেই স্থানে স্থকিত হইলেন। যদি তিনি আর দশ ক্রোশ অগ্গ সর হইয়া রাজমহলপর্যন্ত আসিতেন তবে অনুমান হয় যে সিরাজদ্দৌলার রক্ষা হইত।

২৩ জুন তারিখে পলাসিতে যুদ্ধ হইল এবং ২৫ তারিখে কর্নেল ক্লাইব সাহেব সৈন্য মুরশেদাবাদে আগমন করিলেন এবং নবাবের অমাত্য লোকেরদের সহিত পূর্বে অর্থের বিষয়ে যে নি

কীরণ হইয়াছিল তদ্বশ্যক কথোপকথন করিবার কারণ তৎপর দিবসে তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ইংল্যান্ডীয়ের দেব অপচয়ের নিমিত্তে বাইশ লক্ষ টাকার দাওয়া ছিল কিন্তু ততুল্য মুদ্রা কোষে ছিল না । পরে যখন তাহারা নিশ্চয় জ্ঞাত হইল যে কোষেতে পুচুর ধন নাই তখন এই নিয়ম হইল যে দাতব্য মুদ্রার অর্দ্ধেক এক্ষণে দেওয়া যাউক ও অবশিষ্ট মুদ্রা তিন বৎসর পরে দেওয়া যাইবে ।

সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া না সাহেব বেহারের রাজধানী পাটনা নগরে গমনপূর্বক ঐ নগরাধ্যক্ষের সহিত মিলিলেন । সিরাজদ্দৌলার পিতার মৃত্যুর পর আলীবর্দি তাহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু আপনার অতিবিশ্বাসপাত্র রাজা রামনারায়ণকে তাহার নায়েবসুবাদারী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । আলীবর্দির জীবদবস্থাতে রামনারায়ণ সেই যুবব্যক্তির তাবৎ কর্ম চালাইয়াছিলেন এবং তাহার সিংহাসনোপবিস্ত হওনের পরও তিনি তৎকর্মে নিযুক্ত থাকিলেন । তাহাই হইতে মীরজাফর কিছু সহায়তা অপেক্ষা করিলেন না এবং সেখানে আশ্রিত ফ্রান্সীয়দিগকে ধরিতে অতিশয় ব্যগুচিত হইলেন কিন্তু স্বসৈন্য পুরণ করিতে তাহার ভরসা হইল না অতএব মেজর কুট সাহেবের কর্তৃত্বাধীন কতক ইংল্যান্ডীয় সৈন্য পুরিত হইল । তাহারদের পুস্তত হওনেতে অনেক কাল গত হইল এবং পথেষ্টে তাহারদের এমত পরিশুম হইল যে তাহারা প্রায় আত্মবর্তী থাকিতে অসম্মত হইল । তাহারদের পাটনায় আগমনের পূর্বে ফ্রান্সীয়েরা সেখানে পহুঁছিল এবং রাজা রামনারায়ণ তাহারদের রক্ষার কাঙ্গন তাহারদিগকে অযোধ্যাতে পুরণ করিলেন । মেজর কুট সাহেব ছলদ্বারা বা বলদ্বারা ঐ সুবা রামনারায়ণের হাতহইতে গৃহণ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহার পর সদরের পত্র পাইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন এবং ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলে তাহার সন্ধি সৈন্য কাশীমবাজারে ছাউনি করিল ও অবশিষ্ট ইংল্যান্ডীয়েরদের সৈন্য চন্দন নগরেতে থাকিল । মেজর কুট

সাহেব যে দিন মুরশেদাবাদে পহঁছিলেন তাহার পর দিবসে ক্লাইব সাহেব কলিকাতায় পুস্থান করিলেন।

দশম অধ্যায়।

মীরজাফরের পুথম নবাবী। দক্ষিণদেশস্থিত উত্তরসরকার নামে পুসিক দেশের পুতি আক্রমণ। বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র ও অযোধ্যার ও এলাহাবাদের নবাবেরদের বঙ্গভূমির পুতিকূলে আগমন। ক্লাইব সাহেবের রাজকর্ম্যতাগ ও বানসিটার্ট সাহেবের তৎপদপুষ্টি। মীরজাফরের পদচ্যুতি ও মীরকাশীমের তৎপদপুষ্টি। কোম্পানির ভূত্যেরদের নিজবাণিজ্যবিষয়ে বিঘ্ন। মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধ। তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি ও মীরজাফরের সিংহাসন পুনঃপুষ্টি। অযোধ্যার নবাবের সহিত যুদ্ধ। মীরজাফরের মরণ। তৎপুত্রের নবাবীপদ পুষ্টি। বঙ্গভূমির কর্তৃত্বার্থে ক্লাইব সাহেবের পুনরাগমন।

ভারতবর্ষীয় রাজবর্গের বিপত্তির মূল কোষের শূন্যতা সমুত্তি মীরজাফর তদুন্নবস্থাপন্ন হইলেন। পলাসির যুদ্ধের পূর্বে তাহার নিজ ধন অত্যল্প ছিল। আলীবর্দির দানেতে ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত যুদ্ধের ব্যয়েতে ও তাহারদের পুনঃ আক্রমণেতে কোষে ধনের অল্পতা হইয়াছিল তাহাতে সিরাজদ্দৌলা আপন পূর্বপদস্থ ব্যক্তিহইতে অত্যল্প ধনপুস্ত হইয়াছিলেন এবং তিনিও এমত অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন যে যদি এক বৎসরের অধিক কাল তাঁহার কর্তৃত্ব থাকিত তথাপি রাজকোষ পূর্ণ হইত না। ইংল্যান্ডীয়েরদের সহায়তা ক্রয় করিবার কারণ মীরজাফর এতদেশের দানশীল পুতিজ্ঞানুসারে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থপুদানে পুতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং আলীবর্দির যে সকল অমাত্যের দিগকে তিনি অর্থদানাক্রীকার করিয়া স্থপন্ন করিয়াছিলেন তা

হারিও এই সময় স্বয়ং অংশ গৃহণে বাগু হইল এবং সৈন্যের বেতনও বিস্তর বাকী ছিল এতাদৃশ নানা দুর্দশাতে পুায় কোন মনুষ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না বিশেষতঃ মীরজাফর তাহা যথেষ্ট সকল হইতে অধিক অপটু ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় রাজারদের পুায় এই রীতি আছে যে তাহারি কোন বাঞ্ছনীয় বস্তুর নিমিত্তে যে অঙ্গীকার করে সে অঙ্গীকারের মধ্যে কেবল যাহা না করিলে নয় তাহাই পূর্ণ করিতে উদ্যোগ করে এবং আরো এই রূপ অনুমান করে 'যে ছলছারা অঙ্গীকৃত বিষয়ের অনেক পণ্ডিত হইবেক। কিন্তু যখন মীরজাফর দেখিলেন যে ইংল্যান্ডীয়েরা দৃঢ়পুতিজ্ঞ তখন তিনি কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইয়া শেষে রাগাপন্ন হইলেন এবং ভরসা করিতে লাগিলেন যে কোন সৌভাগ্যক্রমে এতদ্রূপ স্থিরপুতিজ্ঞ বৈরজ্ঞ্য জনক সহায় হইতে মুক্তি পান।

কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরদের পুতি তাঁহার পুথম ঘোষ পুকাশ হইল না। আলীবির্দিখাঁ আপন রাজত্বকালে সকল রাজকর্ম্য মুসলমানেরদিগকে না দিয়া কতক হিন্দুরদিগকেও সমর্পণ করিয়াছিলেন অতএব রামনারায়ণকে তিনি সুবা বেহারের অধ্যক্ষতা দিয়াছিলেন এবং দুর্লভরামকে দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বাণিজ্য ব্যবসায় ও কুচির কর্ম্মের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল যেমুরশেদাবাদের অতিশয় খ্যাতিাপন্ন শেঠেরা তাহারিও আপন সময়ে তাহার সহায়তা করণের নিমিত্ত আলীবির্দির পরামর্শেতে রাজকর্ম্মের অংশী হইল। আলীবির্দি এই পথ সিরাজদৌলাকে শিক্ষাইয়াছিলেন এবং তিনিও তদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন অর্থাৎ হিন্দুরদিগকে কর্ম্মভার অর্পণ করিলেন।

দুর্লভরাম মীরজাফরের অতিশয় উপকার করিয়াছিলেন ইহার পূর্বে মীরজাফর স্বপদে অত্যাচার করিয়া আপন পুত্রের ক্রোধপাত্র হইয়াছিলেন তখন দুর্লভরাম মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার ক্রোধশান্তি করিয়াছিলেন। আরো গত উপপুবেতে দুর্লভরাম মীরজাফরের পক্ষ হইয়াছিলেন তৎকালে দুর্লভরামের রাজ্যের মধ্যে এমন বসতি ছিলওধনের এত পুচুর্য্য ছিল যে তৎকালে যদি তিনি ইচ্ছা

করিতেন তবে অন্য ব্যক্তিকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু মীরজাফর যখন সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তখন রাজকর্মসংক্রান্ত হিন্দুরদের পরাক্রমের ভয়েতে বা তাহারদের ধনগৃহগেক্ষুর্ক হইয়া তাহারদিগকে সংহার করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তাহারদের মধ্যে সকলহইতে পরাক্রান্ত যে দুর্লভরাম পুথুমতঃ তাহার প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন অতএব মুরশেদাবাদহইতে ক্লাইব সাহেবের পুত্ৰানের পূর্বে মেদিনীপুরের অধ্যক্ষ এবং গোএন্দাদপুরের অধ্যক্ষ যে রামরাম সিংহ তাহার বকেয়া খাজনার নিমিত্ত তাহাকে হজুরে তলপ করিলেম। কিন্তু সে অতিশয় ভীত হইয়া ছল করিতে লাগিল ও আপন দুইজন কুইষকে পোষণ করিল। মীরজাফর তৎক্ষণাৎ তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া ক্লাইব সাহেবকে কহিলেন যে রামরাম সিংহ ইংলণ্ডীয়েরদের শত্রু এবং তাহার দ্বারা সিরাজদ্দৌলা ফ্রান্সীয়েরদের অধ্যক্ষ বুসির সহিত ঐক্য করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। রামরাম সিংহ ও দুর্লভরামের পরস্পর বহুকালাবধি ঐক্য ছিল এবং দুর্লভরাম যখন রামরাম সিংহের দূরবন্দা দেখিলেন তখন তিনি ভাবিলেন যে আমাকে নষ্ট করিবার কারণে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহার পুথুমাকুর এই।

ইতোমধ্যে পুদেশের নানান্ধানে উৎপাত ঘটিতে লাগিল মেদিনীপুরের রাজা আপন কুটুম্বেরদের বন্দি হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধোদ্যোগ করিলেন এবং যে সরফরাজ খাঁকে আলীবর্দি পদচ্যুত করিয়াছিলেন তাহার এক পুত্রকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিবার মানসে ঢাকা নগরে লোকেরা উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং পুরণীয়ার মৃত অধ্যক্ষের দেওয়ান আপনার এক ব্যাপ্য লোককে পুথানপদে নিযুক্ত করিলেন এবং মীরজাফর আপনি বেহারের অধ্যক্ষতাহইতে রামনারায়ণকে দূর করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব নবাবের সহিত রাজা রামরাম সিংহের ঐক্য করাইলেন এবং ইংলণ্ডীয়েরদের সহায়তাতে ঢাকাতে যে উপপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার শান্তি হইল। কিন্তু যখন নবাবের নৈন্য পূরণীয়া যাইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল তখন তাহার

কহিল যে আমারদের বাকি বেতন না পাইলে আমরা যাত্রা করিব না। অতএব ক্লাইব সাহেব নবাবের সহিত যোগ করিতে আপনি শীঘ্র পুস্তত হইলেন কিন্তু পলাসির যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডীয় সৈন্যেরা যে ধন পুণ্ড হইয়াছিল তদ্ব্যতীত কেহ ২ পীড়িত ও কেহ ২ পঞ্চতপুপুস্ত হইয়াছিল অতএব সৈন্যেরা নবেম্বর মাসের ১৭ তারিখের পূর্বে যাত্রা করিতে পারিল না ।

নবাবের সৈন্য পুনর্বার ৬ আক্টোবর তারিখে যাত্রা করিতে আজ্ঞাপুস্ত হইল এবং তাহারদের বাকি টাকার কতক দেওয়াতে ও নানাপ্রকার পুৰোধবাক্যেতে তাহারা যাত্রা করিতে স্বীকৃত হইল । অপর ৭ তারিখে নবাব সাহেব ছাউনিতে পঁহুছিলেন এবং মুরশেদাবাদ নগরের মধ্যে মীরজাফর আপন পুতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া পুস্তান করিলেন । পরে মীরজাফর কৌশলক্রমে নগরে পুকাশ করিলেন যে দিল্লীর বাদশাহের আনুকূল্যে অযোধ্যার নবাব রাম নারায়ণের সহিত দুর্লভরামের এমন এক হইয়াছে যে তাহারা সিরাজদৌলার কনিষ্ঠভ্রাতৃপুত্রকে তৎপদাভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহা কহিয়া রাজকালে রাজগৃহে কতক দস্যু পুরণ করিলেন সেই গৃহে সিরাজদৌলার মাতা ও মাতামহী থাকিতেন, ঐ দুই লোকেরা সেখানে গিয়া সেই বালককে হত করিয়া ঐ দুই স্ত্রীকে ঢাকাতে লইয়া গেল ।

ক্লাইব সাহেব ২৫ নবেম্বর তারিখে মুরশেদাবাদে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে দুর্লভরাম পীড়াচ্ছল করিয়া মীরজাফরের সঙ্গে না গিয়া সেই স্থানে সসৈন্য রহিয়াছেন পরে তিনি ৩ দিসেম্বর তারিখে রাজমহলে গিয়া নবাবের সহিত মিলিলেন । মীরজাফর আপন আত্মীয় কদমহোসেনকে পুরণীয়র অধ্যাক্রতাতে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি নদীপার হইয়া অতিশীঘ্র সসৈন্য তৎস্থানে গমন করিলেন । ঐতদ্বিষয়ে নবাব সাহেবের মন কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে পর বেহারের পুতি বিশেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন । এই সময় পাইয়া ক্লাইব সাহেব মীরজাফরকে কহিলেন যে ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে যত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা না পাইলে আমরা যাত্রা করিতে পারিব না তখন দুর্লভরামব্যতিরেকে

কাহারও টাকার সম্ভ্রতি ছিল না সুতরাং দুর্লভরামের সহিত ঐক্য করিতে নবাব সাহেবের আবশ্যকতা হইল। এবং ক্লাইব সাহেব মধ্যস্থ হইয়া নবাবের সহিত দুর্লভরামের দশ হাজার টৈন্য সমেত মিল করাইয়া দিলেন এতৎসময়ে ইংল্লণ্ডীয়েরদের ২৩০০০০০ তেইশ লক্ষ টাকা বাকি ছিল তাহার মধ্যে নবাব সাহেব অর্দ্ধেক টাকা দিতে আপন খাজাঞ্চিকে আজ্ঞা দিলেন অবশিষ্ট অর্দ্ধেক পুদেশের রাজকরের উপর বরাত দিলেন।

১৩ মে তারিখে ক্লাইব সাহেব মুরশেদাবাদে পুনরাগমন করিয়া তদ্বিবসেই সম্বাদ পাইলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজসমূহ করমণ্ডলতটে আসিয়া ইংল্লণ্ডীয় জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। তদ্বাদ্ধে ফলসিদ্ধি না হইলেও ক্লাইব সাহেব পুকাশ করিলেন যে ইংল্লণ্ডীয়েরা জয়ী হইয়া ফ্রান্সীয়েরদের দুই জাহাজ হস্তগত করিয়াছেন।

ইতোমধ্যে মুরশেদাবাদে বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত হইল। ক্লাইব সাহেব ও দুর্লভরাম নগরসমীপবর্তী হইলে মীরণ ভাবি বিরূপসম্মতনাশঙ্কিতে ব্যাকুলতা দর্শাইয়া নগর পরিত্যাগ করণেতে এবং আপন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করণানুরোধে তাবৎ টৈন্য ও গোলেন্দাজেরদিগকে একত্র করণেতে নগরের মধ্যে উদ্বিগ্ন জমাইলেন। ইহাতে ক্লাইব সাহেব অতিশয় ক্রোধপূর্বক নবাব সাহেবকে পত্র লিখিলেন * তাহাতে মীরণ কোমলতাপূর্বক আশ্বদোষ স্বীকার করিলেন।

* মীরজাফরের দাব্যারে ক্লাইব সাহেবের কিপর্যন্ত পরাক্রম ছিল তাহা ইহাতে দেখা যায়। মীরজাফরের সৈন্যের সেনাপতিরদের মধ্যে এক ব্যক্তি অতিরসিক ছিল। মীরজাফর আপন পদপুষ্টির পূর্বে ঐ সেনাপতিকর্তৃক অনেক উপকারপুষ্ট হইয়া ছিলেন। যখন নবাব সাহেবের সৈন্য ও ক্লাইব সাহেবের সৈন্য একত্র পাটনাতে ছিল তখন একজন আসিয়া মীরজাফরকে কহিল যে অমুক সেনাপতি আপনকার সৈন্যের ও ক্লাইব সাহেবের সৈন্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জমাইয়াছে। ইতোমধ্যে দৈবাৎ ঐ

আলীবির্দিখাঁর অনুগৃহে ও স্বয়ং জ্ঞানেতে যেহু হিন্দুরা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে দেওয়ান নন্দকুমার এক জন ছিলেন। যে সময় সিরাজদ্দৌলা কলিকাতার পুতিকাঁলে গমন করিলেন তখন তিনি হুগলির অধ্যক্ষ ছিলেন পরে মীরজাফরের সহিত পাটনাতে গমন করিলেন। তাহার রাজকর আদায়ের কর্ম্মে নিপুণতাপুযুক্ত দুর্ভভরামের নায়েবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ইংলণ্ডীয়েরদের অবশিষ্ট দেনা পরিশোধার্থে পুদুচের রাজস্বের বরাত হইয়াছিল কিন্তু তাহা যখন আদায়ের ব্যাঘাত জন্মিল তখন নন্দকুমার তদ্বিষয়ে আপন সহায়তা পুন্দ্র করিয়া কহিলেন যে যদি নবাব সাহেব আমার পক্ষে কিছু আনুকূল্য করেন তবে আমি তোমারদিগকে তাবৎ অর্থ আদায় করিয়া দিতে পারিব অতএব তিনি তৎকর্ম্মসাধনোপযুক্ত পরাক্রমপুণ হইলেন। কিন্তু এই কর্ম্মেতে আপন নিমিত্তে অধিক ধনসঞ্চয় করিতে তাঁহার অভিপায় ছিল এবং এই বিষয় অবগত হইয়া দুর্ভভরাম যে ভ্রুত হইবেন ইহা তিনি নিশ্চয় জানিয়া ঐ সতর্ক দেওয়ানের পুতি মীরজাফরের মনোভঙ্গ করণের উদ্যোগ করিলেন। এবং আরো দুর্ভভরামের পুতি শেটেরদের যে আনুকূল্য ছিল তাহাতে তিনি ইহা কহিয়া বৈরন্ত্য জন্মাইলেন যে যদি দুর্ভভরাম রাজ্যের কর বাকি রাখে কিম্বা রাজব্যয়োপযুক্ত মুদ্রা পুস্ততানা রাখে তবে সে সকল

সেনাপতি সেখানে সমাগত হইলে নবাব সাহেব ঘূর্ণিতলোচনে তাহারপুতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন হে মহাশয় তুমি কি কুইব সাহেবের লোকের সহিত আমার লোকের বিরোধ জন্মাইয়াছ। তুমি কি অদ্যাপি জ্ঞাত নহ যে কুইব সাহেব কেও ঈশ্বর তাহাকে কোন পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেনাপতি তৎকরণে দণ্ডায়মান হইয়া নবাবকে সম্বোধন করিয়া কহিল নবাব সাহেব আমি কি কর্ণল সাহেবের সহিত বিরোধ করিতে যাইব। এমন দিন নাই যে তাহাতে পুতঃকালে আমি গাজোখান করিয়া পুথমে কুইব সাহেবের গদভকে তিনবার নমস্কার না করি কি পুনঃ তাহার পুতুর সহিত বিরোধ করিতে যাইব।

ভীর তোমাদের উপর পড়িবে। তন্নিম্ন মীরণকে ও মীরজাফরকে কহিলেন যে ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে কিস্তিবন্দি করিয়া টাকা দিলে তাঁহারা রাজব্যাপারে হাত দিবেন না। দুর্লভরাম এই সকল মন্তব্যে ভীত হইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে নবাব সাহেবের নিকট পুৰ্ণার্থনা করিলেন কিন্তু নবাব সাহেব কহিলেন যে তাবৎ সৈন্যের ব্যয়োপযুক্ত মুদ্রা না দিলে যাইতে পারিবা না। অপর নবাব সাহেব কলিকাতায় ক্লাইব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করণস্থল করিয়া মুরশেদাবাদ ত্যাগ করিলেন কিন্তু কলিকাতায় না আসিয়া মৃগয়াশূলে তন্নিবন্ধিত পুদুশে কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার যাত্রার দ্বিতীয় দিবসের পর মীরণ সৈন্যেরদের অবশিষ্ট বেতনের কারণ দুর্লভরামের দ্বারে গিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কতক সৈন্যের পুৰ্ব্বত্ব জম্মাইলেন কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরদের উকীল দুর্লভরামের পক্ষ হইলেন। মীরণ কোনপুকারে তাহাকে আয়ত্ত করিতে সৈন্যেরদিগকে কহিয়াছিলেন এইহেতুক অনেক যত্নে ইংল্যান্ডীয় উকীল তাঁহার পুণরক্ষা করিলেন। অপর ক্লাইব সাহেব নবাবসাহেবের নিকট পুৰ্ণার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি দুর্লভরামকে সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে দেন এবং নবাব অনেক বিবেচনানন্তর তাহা স্বীকার করিলেন।

কলিকাতাহইতে নবাব সাহেবের পুত্যাগমনের কিয়ৎকালানন্তর কতক সৈন্য নবাবকে সওয়ার করিবার কারণ একপরামর্শ হইল পরে তাহারা ক্লাইব সাহেবকে দুর্লভরামের স্বাক্ষরিত এক পত্র দশাইল তাহাতে তিনি ঐ কুমন্ত্রণাকারি সৈন্যের সেনাপতি কে লিখিয়াছিলেন যে তুমি এই কর্মে পুৰ্ব্বত্ব হও যেহেতুক ইংল্যান্ডীয়েরা ইহাতে সম্মত আছেন। তাহাতে ক্লাইব সাহেব নিশ্চয় জানিলেন যে দুর্লভরামের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের বিরোধ জম্মাইবার কারণ এই পত্র মীরজাফর ও মীরনকর্তৃক কৃত্রিম হইয়াছে যেহেতুক দুর্লভরাম একেবারে ইংল্যান্ডীয়েরদের আশ্রয়চ্যুত হইলে তাহার তাবৎ ধন সম্ভ্রান্তি মীরজাফরের হস্তগত হইত। ক্লাইব সাহেব কহিলেন যে এই পত্র যে সেনাপতির পুতি লিখিত তাহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সত্যমিথ্যা ব্যক্ত হইবেক

কিন্তু মীরজাফর ঐ সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করিলেন এবং সে কর্মচ্যুত হইয়া গৃহে পুত্যাগমন কালে পথেতে তৎকর্তৃক হত হইল।

ইতোমধ্যে মন্দ্ৰাজ্জহইতে কলিকাতায় সমাচার আইল যে সেন্ত দাউদ দুর্গ ফ্রান্সীয়েরদের অধিকার হইয়াছে এবং উভয়দেশীয় জাহাজে পুনরুদ্ধার হইয়াছে ও ফ্রান্সীয় সৈন্য তৎক্ষণাৎ বেস্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ফ্রান্সীয় সেনাপতি বুসি লালী সাহেবের সহিত মিলনহেতুক পুস্থান করিয়াছেন অতএব মন্দ্ৰাজ্জহইতে এই আবশ্যক পত্র আইল যে তোমরা যত সৈন্য পুরণ করিতে পার তাহা অবিলম্বে পুরণ করিবা যে কর্ণাট দেশে ইংল্যান্ডীয়েরদের তাবৎ অপচয় না হয়। বাঙ্গালায় ক্লাইব সাহেবের পুতিযোগী কেহ না থাকাতে তিনি ব্যাপক ছিলেন মন্দ্ৰাজ্জে গেলে ব্যাপ্য হইতে হইবেক এবং মন্দ্ৰাজ্জে সৈন্য পুরণ করিলে সেখানকার বড় সাহেব যে তাহারদিগকে কলিকাতায় পুনঃ পুরণ করিবেন না ইহাও অনুমান করিয়া ক্লাইব সাহেব সৈন্য বাঙ্গালায় থাকিতে নিশ্চয় করিলেন।

• অতএব মন্দ্ৰাজ্জে আপনি না গিয়া তত্রস্থ ইংল্যান্ডীয় সৈন্যের সহায়তার এই উপায় নিশ্চয় করিলেন। উত্তরসরকার নামে খ্যাত দেশের এক পালেগার অর্থাৎ জমীদার তৎপুদ্রেশে নূতন অধিপতি হুাপনে আপন লাভজ্ঞান করিয়া বাঙ্গালায় ইংল্যান্ডীয়েরদের নিকট পত্র পেরুণপূর্বক এই পরামর্শ দিলেন যে সম্মতি সুবাদারের ভ্রাতারদের যুদ্ধেতে বুসি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে অতএব যদি পি তোমরা এতৎসময়ে আনুকূল্য কর তবে আমরা ফ্রান্সীয়েরদিগকে দেশহইতে দূর করিতে সমর্থ হই। এই পুসঙ্গে কলিকাতাস্থ ইংল্যান্ডীয় কৌন্সল সাহেব লোকেরা একবাক্য হইয়া তাহা হয়জ্ঞান করিলেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া পাঁচ শত গোরা ও দুই সহস্র সিপাহী ও এক শত লস্কর ও চৌদ্দটা বৃহত্তোপ তদ্রূপে পুরণ করিলেন। তাবদ্যুদ্ধাযোজন কর্ণল ফোর্ড সাহেবের কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং তিনি জলপথে যাত্রা করিলেন কিন্তু কৌন্সলের বাদানুবাদে ও জাহাজ পুস্তত করণের

এমন ব্যাকুল হইলেন যে তিনি কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া নগর তাহারদের হস্তে অর্পণ করিলেন। অনন্তর সুবাদার সৈন্য সেস্থানে উপস্থিত হইয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করণে আপনাকে অসমর্থ দেখিয়া এবং ফ্রান্সীয়েরদের সহায়তাহীন হওনেতে তৎক্ষণাৎ ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত মিত্রালাপকরণেচ্ছুক হইলেন। অতএব তিনি কর্নেল ফোর্দ সাহেবের ছাউনিতে আগমন করিলেন এবং অতিসম্মাদরপূর্বক গৃহীত হইয়া সন্ধিপূর্বক মসলিপাটামের চতুর্দিকস্থ দেশ ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দান করিলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন যে উত্তরকালে ফ্রান্সীয়েরদিগকে আপন অধিকারে বসতি করিতে দিবেন না।

এতদ্রূপে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য দক্ষিণদেশে যুদ্ধ করিতে অন্য দিগে মহাদাওয়াকারি এক পুবল শত্রুপস্থিত হইল। যখন বাদ সাহেরদের রাজ্যাবসানকালে দ্বিতীয় আলমগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র উজীর উমদতুলমুল্কের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাহার বিপক্ষ অথচ রাজবংশের মিত্র নজীবদৌলা নামে রোহেলখণ্ডের অধ্যক্ষের অধিকারে আশ্রয় লইলেন ঐ উজীর বাদশাহকে অতিদীনহীনের ন্যায় আপন বশীভূত রাখিয়াছিলেন। এতৎসময়ে বাঙ্গালাতে ইংল্যান্ডীয়েরদের কর্তৃক রাজপারীবর্তনহেতুক শাসনের শৈথিল্যেতে ও পুজারদের দৌর্বল্যেতে চতুর্দিকস্থ রাজারা ভরসা করিলেন যে এক্ষণে বঙ্গভূমির উপর আক্রমণ করিলে আপনারদের কিছু লাভ জন্মিতে পারিবে। ইংল্যান্ডীয়কর্তৃক নিযুক্ত নবাবের সম্মতি লুচবিষয়ে এলাহাবাদের সুবাদার অহম্মদকুলীখাঁর অধিক পুত্যাশা জন্মিয়াছিল তাহাতে দুই অতিশয় পরাক্রান্ত জমীদার বিশেষতঃ সুন্দরসিংহ ও বলবন্তসিংহ আহুতি দিতে লাগিল। এবং অহম্মদকুলীখাঁর নিজ কুটুম্ব যে অযোধ্যার নবাব তিনিও এই পুত্যাশাতে পুবেশ করিলেন। ঐ নবাবের দুই দিগে দৃষ্টি ছিল পুথমতঃ তিনি ভরসা করিলেন যে আমি বেহার ও বাঙ্গালার লুচতে অংশী হইব দ্বিতীয়তঃ তিনি ভরসা করিলেন যে আমার কুটুম্ব ও মিত্র যে সময় যুদ্ধেতে ব্যস্ত হইবেক সে সময় ছিল বা বলদ্বারা এলাহাবাদের দুর্গ লুচ করিব অতএব ইহারা

সকলেই আয়োজন করিতে লাগিল । এবৎ দিল্লীর শাহজাদা বাজালা ও বেহার ও উড়িস্যার সুবাদারিতে নিযুক্ত হইয়া ১৭৫৮ শালের অন্তে বেহারের সীমাবর্ত্তিনী কৰ্মনাশা নদী পার হইলেন । মীরজাফরের পদপ্রাপ্তিসময়ে রাজকোষের শূন্যতাতে ও ইংলণ্ডীয়েরদিগকে অধিক অর্থদানাদ্রীকারকরণেতে ও পুজারদেরহইতে সম্যকপুকারে রাজস্ব আদায় করণের শৈথিল্যেতে এবৎ আপনার অপরিমিত ব্যয়েতে ও আপন পুত্র মীরণের কটিনশাসনেতে তিনি 'আত্মপুতিকূলে আগমনকারি এই মহাসৈন্য নিবারণ করিতে অসমর্থ ছিলেন অতএব ইহার পূর্বে যে ইংলণ্ডীয়েরদিগকে তিনি স্বদেশহইতে বন্ধিত করণার্থে নানা কল্পনা করিতেছিলেন অগত্যা তাহারদের শরণাপন্ন হইতে হইল ।

সসৈন্য শাহজাদা পাটনার নিকট উপস্থিত হইলে সেখানকার অধ্যক্ষ রামনারায়ণ উভয় অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইলেন অর্থাৎ একপক্ষে মীরজাফরের সহিত তাহার তাদৃক একা ছিল না অন্যপক্ষে শাহজাদার সহিতও মিলিতে ভীত হইলেন যেহেতুক শাহজাদার সহিত মিলিলে যদি মীরজাফর জয়ী হন তবে সর্বনাশ কিম্বা যদি মীরজাফরের সহিত সতাপালন করেন এবৎ শাহজাদা জয়ী হন তথাপি সর্বনাশ অতএব তাহার ছল করণের ও পুৰোধ দেওনের উপযুক্ত সময় এই বুঝিয়া পুথমতঃ তিনি ইংলণ্ডীয় কুটিপতি আম্মাট সাহেবের নিকট গেলেন । আম্মাট সাহেব কহিলেন যে যদি ইংলণ্ডীয়েরদের সৈন্য পাটনায় আইসে তবে আমরা পাটনাতে স্থিতি করিব ও যদি না আইসে তবে আমরা এই সঙ্কট হইতে স্থানান্তর যাইব অতএব তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে যতক্ষণ পার ঐ শাহজাদাকে পুৰোধ দেওত নিরস্ত রাখ । পরে যদি নিতান্ত ইংলণ্ডীয় সৈন্য না আইসে তবে তখন যাহাতে সুপুতুল হয় তাহাই করিও । অতএব রামনারায়ণ যাহাতে অনায়াসে জয়ী ব্যক্তির সহিত নিঃসন্দেহে মিলিতে পারেন এতদ্রূপ দোলায়মান থাকিয়া সহকারি সৈন্যের কারণ বাজালায় অত্যাৱশ্যক পত্র পুরণ করিলেন এবৎ অন্যপক্ষে গুপ্তরূপে শাহজাদার নিকটেও এক দূত পুরণ করিলেন ।

পূর্বক নৌকারোহণ করিলেন তখন তিনি স্বয়ং শাহজাদার ছাউনিতে গমন করিলেন কিন্তু তাহার ছাউনির ভাব দেখিয়া ও তাহার সৈন্যের অনৈক্য দেখিয়া পাটনায় পুত্যাগমনপূর্বক শাহজাদার বিরুদ্ধে পাটনার দ্বার রুদ্ধ করিলেন ।

তৎকালে ইংলণ্ডীয়েরদের সৈন্য অল্প ছিল তাহার মুরশোদা বাদে গিয়া মীরণের কর্তৃত্বাধীন মীরজাফরের উত্তম সৈন্যেরদের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাটনার অভিমুখে শীঘ্র যাত্রা করিল । ক্লাইব সাহেব ও মীরণের পাটনায় আগমনের পূর্বে শত্রুরা পুত্যান্ধ কারিয়াছিল এবং ঐ অভাগা শাহজাদা এমন সুখ্যাত বংশজাত ও পূর্বে পৃথিবীর মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াও এমন দৈন্যদশাপন্ন হইলেন যে তিনি আপন নিত্যব্যয়ের কারণ ক্লাইব সাহেবের নিকট পত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ যাচা করিয়া পাঠাইলেন । এবং আরো কহিয়া পাঠাইলেন যে এই অল্প মুদ্রা পুরণ করিলে আমি পুত্যাগ করিব । এতদ্রূপে ক্লাইব সাহেব এই সঙ্কটাবস্থাহইতে বিনাযত্নে মুক্ত হইলেন । অপর রামনারায়ণ আত্ম বিশ্বস্ততা ব্যক্ত করণে ভ্রুটি করিলেন না তাহাতে ক্লাইব সাহেবও সুতরাং বিশ্বাস করিলেন । তখন মীরজাফরের বিরুদ্ধে ঐক্য করিয়াছিল যে ভূম্যধিপতির তাহারও অবিলম্বে আসিয়া ক্লাইব সাহেবের শরণাগত হইল । পরে তিনি জুন মাসে কলিকাতায় পুত্যাগমন করিলেন ।

এতদ্রূপে কর্মসিদ্ধি হওয়াতে মীরজাফর এমন সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি বাদশাহ ও ওমরারদের অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ওমরা নামে খ্যাত করাইলেন এবং ইংলণ্ডীয়েরা কলিকাতার চতুর্দিক্‌ হু ভূমির বার্ষিক রাজস্ব যে তিন লক্ষ টাকা দিতেন তাহা তিনি ক্লাইব সাহেবকে দান করিলেন তদবধি তাহা ক্লাইব সাহেবের জায়গীর নামে খ্যাত হইল । ভাগ্যক্রমে এতদ্রূপে শাহজাদা পরাজিত হইলে ও দক্ষিণ দেশহইতে কর্ণেল ফোর্ড সাহেব সৈন্য পত্যাগমন করিলে ইংলণ্ডীয়েরা শুনিলেন যে হলণ্ডীয়েরা বাঙ্গালা আক্রমণার্থে বাতাবি উপদ্বীপহইতে বহু সৈন্য পুরণ করিতেছে । তৎকালে হলণ্ডীয়েরদের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদের কোন যুদ্ধ

সম্মুখ ছিল না কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা যে বাঙ্গালার সমুদ্র ফসল সমুদ্র
গুহ করিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা লোভেতে তদংশী
হইতে ব্যগৃহীত হইয়াছিল অতএব আগস্ত মাসেতে সৈন্যপূর্ণ
হলণ্ডীয় এক জাহাজ পুথুম গঙ্গাতে আগমন করিল এবং তাহার
পরক্ষণেই আর ছয় জাহাজ সাত শত গোরা ও আট শত মা
লাই লোক লইয়া উপস্থিত হইল। ক্লাইব সাহেব বিবেচনা ক
রিলেন যে হলণ্ডীয়েরদের সহিত আমারদের মিত্রতা থাকিতে
বিনা পুরোচনাতে তাহারদের জাহাজ কিম্বা সৈন্যের উপর চ
ড়াউ করা অবিরেচিত কর্ম্যকিন্তু অন্যপক্ষে বঙ্গদেশে অপূতিযোগি
রূপে থাকনের পরামর্শ অধিক গুহ্য হইল অতএব তিনি সুদা
রের নিকট হইতে এই আজ্ঞা অনাইলেন যে হলণ্ডীয়েরা গঙ্গা
নদী পারিত্যাগ করিয়া পুতান করিবে এবং নবাবের সহায়তার
নিমিত্তে তাহার অনুমতানুসারে যে হলণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ
করিতেছেন এইরূপ দর্শাইয়া তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে
নিশ্চয় করিলেন। হলণ্ডীয়েরা কলিকাতার কএক ক্রোশ দক্ষিণে
সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া চুঁচড়ার অভিমুখে যাত্রা করিল এবং ক্লাইব
সাহেব তিন শত গোরা সৈন্য ও আট শত সিপাহী ও মীরজাক
রের দেড় শত গোটিকারুত সৈন্য কর্নল ফোর্দ সাহেবের কর্তৃত্বা
ধীন করিয়া পুরণ করিলেন এবং তৎসময়ে কোম্পানির তিন
শান জাহাজে তোপ তুলিয়া হলণ্ডীয় জাহাজের পুতিকূলে পু
রণ করিলেন। কর্নল ফোর্দ সাহেব যুদ্ধেতে এমন নিপুণতা ও বীর্য
প্রকাশ করিলেন যে হলণ্ডীয়েরদের সাত শত গোরা মধ্যে কে
বল চৌদ্দ জন চুঁচড়াতে পঁহছিল অবশিষ্ট সকলেই পুায় হত বা
বন্দি হইল। এবং জাহাজে দুই ঘণ্টাপর্যন্ত যুদ্ধ হইয়া শেষে তা
হারদের যথাসম্বন্ধ সাত জাহাজ ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল।
তদনন্তর হলণ্ডীয়েরা ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধিপূর্বক আপনা
রদের তান জাহাজ ও ধন ফিরিয়া পাইল। অপর ১৭৬০ শা
লের ফেব্রুআরি মাসে ক্লাইব সাহেব কলিকাতার বড়সাহেবী
কর্ম্য উপেক্ষা করিয়া স্বদেশে পুতান করিলেন।

কিন্তু তাহার গমনকালে দেশে শান্তি ব্যবহার ছিল না যেহেতুক

তৎপূর্ব বৎসরে মীরণ পাটনাহইতে পুত্যাগমন কালে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন বিশেষতঃ তিনি অত্যন্ত খ্যাত অথচ বশীভূত অধ্যক্ষেরদের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্লাইব সাহেব দেশত্যাগ করিবামাত্র তাহার চতুর্দিক্ জমীদারেরদের সহিত ঐক্য করিয়া শাহজাদাকে পুনরাহ্বান করিল এবং মীরণ পুরণীয়ার যেনবাবকে ছলদ্বারা উদ্বৃত্ত করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন তিনিও রণভূমিতে শাহজাদার সহিত মিলিতে পুস্তত ছিলেন।

ক্লাইব সাহেব ও ফোর্ড সাহেবের ইংলণ্ডে গমনের পূর্বে কর্নেল কালিয়াদ সাহেব বঙ্গভূমিস্থ তাবৎ সৈন্যের অধিপতি হইবার নিমিত্তে কর্ণাটদেশহইতে কতক নূতন সৈন্য সমভিব্যাহারে পেরিত হইয়া নবেম্বর মাসের শেষে বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ নূতন মন্ত্রণাকারিদের উদ্যোগভঙ্গ করিবার কারণ অবিলম্বে তাহার পাটনায় গমনাবশ্যক হইল অতএব তিনি তিন শত গোরা ও এক সহস্র সিপাহী ও পঞ্চাশ জন গোলেন্দাজ ও ছয়টা বৃহৎ তোপ লইয়া ২৬ দিসেম্বর তারিখে মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব সাহেব ৬ জানুআরি তারিখে সে স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নবাবের সহিত সকল বিষয় সুসঙ্কত করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। অপর কালিয়াদ সাহেব মীরণের কর্তৃত্বাধীন নবাব সাহেবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বাচ্ছাদিত ও পদাতিক সৈন্য এবং পঁচিশটা তোপ লইয়া ১৮ জানুআরি তারিখে যাত্রা করিলেন।

ইতোমধ্যে অযোধ্যা ও রোহেলখণ্ড আক্রমণার্থে যে মহারাষ্ট্রীয়েরা উমদতুলমুল্ক উজীরকর্তৃক আহূত হইয়াছিল তাহার প্ররাজিত হইয়া পলায়ন করিল। অপর আবদালীরদের অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা পুনর্বার হিন্দুস্থান জয় করণাশাতে আগমন করিলেন। উজীর উমদতুলমুল্ক এই অপার সঙ্কট দেখিয়া রাগাপন্ন ও ভরসাहीন হইয়া ঐ দুর্ভাগ্য আলমগীরের শিরশ্চূদন করিল। শাহজাদা কামনাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সুবাবেহারে প্রবেশকালে এই নির্দয় কর্মের সমাচার পাইলেন এবং তাহার

অমাত্যেরা তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল যে আপনি এক্ষণে বাদশাহী পরাক্রম ও আখ্যা গৃহণ করুন এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে ওজারতি কর্ষে নিযুক্ত করুন ও নজীবুদ্দৌলাকে আমিরুলওমরা পদ অর্পণ করুন ।

মুরশেদাবাদ ও পাটনার মধ্যবর্ত্তি স্থানে নদীর বামপার্শ্বে পুরণীয়ার নবাব ছাউনি করিয়া ছিলেন তিনি কহিলেন যে ইংল্লণ্ডীয়েরা যদি পুতিভূ হন তবে আমি মীরজাফরের সহিত পুনরৈক্য করি এই কথোপকথনেতে এক সপ্তাহ গত হইল ইতোমধ্যে অভিনব বাদশাহ পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলেন । বেহারের অধ্যক্ষ রামনারায়ণ রাজকরের কর্ষেতে অতিনিপুণ ছিলেন বটে কিন্তু যুদ্ধেতে অনভিজ্ঞ ছিলেন । মীরজাফরের রাজত্বকালে তিনি স্বপদের অস্থৈর্যানুমান করিয়া দেশরক্ষার্থে স্বধন ব্যয় করিতে তাদৃক ইচ্ছুক হইলেন না তথাপি তিনি আপন অল্প সৈন্য ও সত্তরি জন গোঁরা ও লিপ্তেনন্তু কক্ৰেণ সাহেবের কর্তৃত্বাধীন এক দল সিপাহী লইয়া নগররক্ষার্থে নগরবহিঃপর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং সেখানে সৎগুম হইল তাহাতে বাদশাহের সৈন্য বলপূর্ব্বক তাহার উপর আক্রমণ করিল । তখন রামনারায়ণের কএক সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করাতে তাহার সৈন্য চতুর্দিকে ভঙ্গ দিতে লাগিল ইতোমধ্যে তিনি সহায়তার কারণ ইংল্লণ্ডীয় সেনাপতির নিকট পত্র পেরুণ করিলেন । লিপ্তেনন্তু সাহেব যুদ্ধারম্ভের সময় আশ্রয়রক্ষার্থে ইংল্লণ্ডীয় সিপাহীর নিকট থাকিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত জ্ঞান করিয়া গৃহ্য করেন নাই । অপর ঐ লিপ্তেনন্তু সাহেব রামনারায়ণের পত্রপাঠমাত্র তাহার সহায়তার কারণ যাত্রা করিলেন কিন্তু তিনি অবিবেচনাপূর্ব্বক আপন সৈন্যের দুই দল করিলেন ইহাতে শত্রুর আক্রমণেতে তাহারা তিষ্ঠিতে পারিল না । সিপাহী রদের তাবৎ গোঁরা সেনাপতিরা হত হইলে তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু যে অল্প গোঁরা সৈন্য অবশিষ্ট রহিল তাহারা অস্ত্রদ্বারা বিপক্ষেরদের মধ্য দিয়া পথ করিয়া নগর প্রবেশ করিতে নিশ্চয় করিল পরে বিপক্ষপক্ষীয়েরা তাহার

দেয় যুদ্ধনৈপুণ্য ও সাহস দেখিয়া আপনারাই স্বেচ্ছাপূর্বক নগর পুরেশ পথ দিল।

তৎকালে বাদশাহী সৈন্য যদি অত্যন্ত মনোযোগপূর্বক অগ্নি নর ইহিত তবে তাহারা অনায়াসে পাটনা অধিকার করিতে পারিত যেহেতুক রামনারায়ণ স্বয়ং অতিশয় আঘাতী ছিলেন এবং তাহার সৈন্য সকল শক্তিত ও ছিহ্নতিব হওয়াতে নগর রক্ষকহীন ছিল কিন্তু তাহারদের ১১ ফেব্রুয়ারিপর্য্যন্ত পাটনার চতুর্দিকস্থ গ্রামাদি লুণ্ঠ করণেতে ও রামনারায়ণের নিকট দূতের গমনাগমনেতে তাবৎ কাল গত হইল। ঐ দিবস তাহারা শুনিল যে মীরণ ও ইংল্যাণ্ডীয়েরা চব্বিশ কোশ অন্তরে উপস্থিত হইয়াছেন অতএব বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাহারদের পুতিকূলে গমন করিয়া যুদ্ধ করিতে পণ করিলেন এবং তৎপর দিবস উভয় সৈন্য অগ্নিসরণপূর্বক পরস্পর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কর্ণল কালিয়াদ সাহেব তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু গণকেরদেরকর্তৃক ২২ তারিখে যুদ্ধের স্তবক্রম নিকৃপিত হওয়াতে তাহার পূর্বে মীরণ যুদ্ধে পুরুত্ব হইতে সম্মত হইলেন না অতএব সেই দিবস পুতুষে কর্ণল কালিয়াদ সাহেব আপন সৈন্য পুস্তত করিলেন কিন্তু মীরণে সৈন্য এমন মৃদুগমন করিল যে বিপক্ষেরদের সম্মুখে পঁছাছিতে বেলাবসান হইল। কর্ণল কালিয়াদ সাহেব আপন সৈন্যেরদিগকে কক্ষিকাল বিশ্রাম দিতে বাসনা করিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিপক্ষেরা সমাগত হওয়াতে তিনি দুই গ্রামের মধ্যে আপন সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিলেন এবং মীরণকেও তদ্রূপে সৈন্যসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু মীরণ তাহা না করিয়া ইংল্যাণ্ডীয় সৈন্যের দক্ষিণ দিগে আপন পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য চিবির ন্যায় একত্র করিল। শত্রুরা পুথমতঃ মীরণের উপরে আক্রমণ করিল কিন্তু কালিয়াদ সাহেব এক সহস্র সৈন্য লইয়া তাহার সাঁহায্যার্থে গেলেন এবং তাহাতে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের স্তবদ্রুত হইল।

সিপাহীরা বিপক্ষেরদের পশ্চাৎ আশী হাত অন্তর গিয়া আপনারদিগকে ব্যাহস্থ করিল এবং দুই বার বন্দুকের দেওড় করিয়া শেষে সজিন্দ্বারা তাহারদের উপর চড়াউ করিল তাহাতে

বিপক্ষেরা পাছে হটিতে নিবৃত্ত হইলে মীরণের অশ্বারুঢ় সৈন্য তাহারদের উপর আক্রমণ করিল তাহাতে তাহারা পলায়ন করিতে বিলম্ব করিল না। অপর কালিয়াদ সাহেব তাহারদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে ব্যগ্ন হইলেন কিন্তু মীরণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়াছিলেন তদ্ব্যতীত তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন যে আমি পাটনাতে গিয়া কিছু দিন বিশ্রাম করিব। কালিয়াদ সাহেব পুনশ্চ কহিলেন যে আপনি কেবল কতকগুলি অশ্বারুঢ় সৈন্য দিউন যে আমি তাহারদের সহিত আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া শত্রুরদের পশ্চাদ্ধাবন করি তাহাতে মীরণ কহিলেন যে আমার গমনব্যতিরেকে আমার সৈন্য যাইবে না এবং আমিও কদাচ যাইব না।

বাদশাহ সেই রাত্রিতে বঙ্গভূমিহইতে পাঁচ কোশ অন্তর বেহা রনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামাশ্রয় করিয়া রহিলেন এই স্থানে তাহার মনে অপেক্ষিতা এক নূতন যুদ্ধকল্পনা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে যদি এই আমি স্থানে মীরণকে ও ইংলণ্ডীয়েরদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া বেগগমনে বাঙ্গালায় গিয়া মুরশেদাবাদ আক্রমণ করিতে পারি তবে সহজে নবাব আমার হস্তগত হয়। মী রণ ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্বে পাটনার সুখভোগে বিরত হইতে অ নিচ্ছক ছিলেন কিন্তু যখন তিনি ও কালিয়াদ সাহেব সসৈন্য বে হারনামক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া স্তনিলেন যে বাদশাহ তাহারদিগকে পুতারণা করিয়া বঙ্গভূমির পুতি যাত্রা করিয়াছেন তখন তা হারা চমকিত হইলেন এবং অবিলম্বে আপনারদের অশ্বারুঢ় ও পদাতিক সৈন্যেরদিগকে নৌকাযোগে তাহার পশ্চাৎ পুরণ করি লেন এবং তাহারা অবিশ্রামে দিবারাত্রি দাঁড় ফ্রেপ করত তিন দিবসের মধ্যে আসিয়া বাদশাহি সৈন্যের সঙ্গ পাইল। বাদ শাহ তৎক্ষণাৎ সন্ধিবেচনাপূর্বক পর্বতমধ্য দিয়া গমন করিতে নি শ্চয় করিলেন এবং কালিয়াদ সাহেবও সসৈন্য তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। বাদশাহি অগ্রেও কালিয়াদ সাহেব পশ্চাৎ এত দ্রুপে এক মাস গত হইল। মার্চ মাসের শেষে বাদশাহ পর্বত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুরশেদাবাদহইতে পোনের কোশ পশ্চিমে

১৫২ বাদশাহের বঙ্গভূমিহইতে পুত্ৰান ও পাটনায় পরাজয়।

বঙ্গভূমিতে পুথুম পদার্পণ করিলেন। ইত্যবকাশে মীরজাফরের নিকট বাদশাহের আগমন সমাচার আগত হওয়াতে তিনি আপন সৈন্য পুস্তত করিলেন এবং কলিকাতাহইতে দুই শত গোরা সৈন্য আনাইলেন কিন্তু মহারাক্ষীরেরা লুণ্ঠের পুত্যাশাতে ঐ স্থানে আসিয়া বাদশাহের সহিত মিলিল। এই স্থানে কর্ণল কালিয়াদ সাহেব কহেন যে বাদশাহ যদি সত্ত্বর হইয়া অবিলম্বে মুরশেদাবাদে নবাবের উপর চড়াউ করিতেন তবে তাঁহার সফল তাবিষয়ে ভরসা থাকিত কিন্তু তাঁহার উদ্যোগের শৈথিল্যে মীরজাফর ও কালিয়াদ সাহেবের সৈন্য আসিয়া মীরজাফরের সহিত মিলিল এবং ৭ এপ্রিল তারিখে ঐ সম্মিলিত সৈন্য বাদশাহের পুতিকূলে যাত্রা করিলে তিনি যুদ্ধপুসঙ্গ না করিয়া আপন শিবিরে অগ্নি দিয়া পুত্ৰান করিলেন।

এতৎসময়ে পূর্ণীয়ার নবাব বাগুতাপূর্বক আপনি বাদশাহের পক্ষ ইহা পুকাশ করিলেন যদি তিনি তৎকালে অবিলম্বে পাটনার পুতি যাত্রা করিতেন তবে অবশ্য সেস্থান তাঁহার আয়ত্ত্ব হইত কিন্তু তাঁহার গমনের বিলম্ব হওয়াতে তদন্ত ইংলণ্ডীয় কুঠিপতিরা তাহারদের পুথমাক্রমণ নিবারণোপযুক্ত সৈন্য সংগৃহীত করিলেন এবং কর্ণল কালিয়াদ সাহেব এই ভাবি দুর্ঘটনা অনুমান করিয়া দুই শত মনোনীত গোরা সৈন্য ও এক সহস্র এতদে শীয় সৈন্য কাপ্তান নক্ক সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে বেগমমেন পাটনাতে পুরণ করিলেন। বাদশাহ নগরোপান্তে আগমনপূর্বক নগর বেষ্টিত করিলেন তৎকালে ঐ নগরমধ্যে ফ্লার্টননামক এক জন ইংলণ্ডীয় চিকিৎসক ও রাজা সেতাব রায় ছিলেন এবং তাঁহারা অতিসফলতাপূর্বক যুদ্ধ করিলেন। বাদশাহের সহিত ফ্লার্টনীয় তৎকালিক সেনাপতি ল। সাহেব কতক সৈন্য লইয়া মিলিয়াছিলেন তাহারা পুথমাক্রমণে পরাজিত হইল বটে তথাপি তাহার দুই দিবস পরে পুনরাগমনপূর্বক নগরপাচীরের এক স্থান ভেদ করিয়া তৎপথে নগরপবেশ করিল কিন্তু সে স্থানে পুনর্যুদ্ধ হইতে তাহারদিগকে পুনর্বার নগরত্যাগ করিতে হইল।

[১০ অধ্যায়।]

[১৭৬০ শাল।]

স্থাপি নগরস্থ লোকেরা আগামি রাজিতে শত্রুদের পুনরাগ
মনাশঙ্কা করিল এবং তন্নিবারণোপায় না দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হ
ইল এতদ্রূপে তাহারা নিরাশ হইলে কাপ্তান নক্কু সাহেবের
সৈন্য দর্শন দিল । কাপ্তান নক্কু সাহেব অতিনিদ্রা সময়ে পদ
বুজে মুরশেদাবাদহইতে ত্রয়োদশ দিবসের মধ্যে পাটনাতে গ
মন করিলেন এবং সৈন্যের সাহসবৃদ্ধির কারণ তিনি অস্থারো
হণে না গিয়া সমস্তপথ সৈন্যের সহিত পদবুজে গমন করিলেন ।
নক্কু সাহেব সেই রাজিতে স্বয়ং শত্রুশিবিরে গমনপূর্বক অনুস
ন্ধান লইলেন এবং তৎপর দিবস মধ্যাহ্নকালে যখন শত্রুসৈন্য
বিশ্রাম করিতেছিল তৎকালে তিনি অকস্মাৎ তাহারদের উপর
আক্রমণ করিলেন তাহাতে তাহারা পলায়ন করিতে একরূপে
বিলম্ব করিল মা । অপর বাদশাহ আপন দুর্লভ জানিয়া টি
কারিনামক স্থানে গমনপূর্বক দিল্লীনগরাজ্যমক আবদালিরদের
সহায়তার অপেক্ষায় রহিলেন ইত্যবকাশে পুরণীয়ার নাব
আহসৈন্য সমভিব্যাহারে বাদশাহের সহিত মিলিতে গেলেন ।
তাহার এই উদ্যোগ ভঙ্গের কারণ কর্ণল কালিয়াদ সাহেব ও মী
রশেখ সৈন্য ২৩ মে তারিখে রাজমহলের নিকট উপস্থিত হইল
এবং সে স্থানহইতে তাহারা গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া ও পূর
ণীয়ার নাবের সৈন্য পূর্বপার দিয়া গমন করিতে লাগিল । ইতো
মধ্যে কর্ণল কালিয়াদ সাহেব পাটনাতে কাপ্তান নক্কু সাহেবের
নিকট এই সমাচার পৌরণ করিলেন যে যাবৎ আমরা না পঁছছি-
তাবৎ তুমি গঙ্গাপার হইয়া কোনরূপে পুরণীয়ার নাবকে স্থ
কিত রাখিবা । কাপ্তান নক্কু সাহেব এই পত্র পাইয়া পাটনার
লোকেরদিগকে কহিলেন যে বিপাকেরা গঙ্গার ওপারে দর্শন দি
বামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ আপন অল্প সৈন্য লইয়া গঙ্গাপার হই
য়া তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিব ! পাটনার তাবৎ লোক এই
কথা উন্নতপুলাপের ন্যায় জ্ঞান করিল । রামনারায়ণ কতক
নিজ সৈন্য তাহার সঙ্গে দিলেন বটে কিন্তু তাহারা এই যুদ্ধযাত্রা
নিতান্ত উন্নততা জ্ঞান করিয়া তাহাতে উৎসুক হইল না কিন্তু
রাজা সেতাব রায়ের দুই তিন শত বেতনগুাহি সৈন্য এই যুদ্ধের

পূর্বে অতিশয় আত্মীয়তা পুত্রাশ করিয়াছিল এবং সেতাব রায় তাহারদিগকে লইয়া কাপ্তান নক্কু সাহেবের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিলেন অতএব দুই শত গোরা ও একসহস্র সিপাহী ও তিন শত অশ্বারুঢ় ও পাঁচটা তোপ লইয়া কাপ্তান নক্কু সাহেব ত্রিশ তোপেতে পারিবৃত্ত দ্বাদশ সহস্র বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্নিসর হইলেন। বিপক্ষেরদেরহইতে কেবল দুইতিন ক্রোশ অন্তর উপস্থিত হইয়া কাপ্তান নক্কু সাহেব অস্বকার রাত্রিতে আপনি সেতাব রায়ের নিকট গিয়া ঐ রাত্রিতেই শত্রুরদের উপর আক্রমণ করণের পুসঙ্ক করিয়া দেখিলেন যে অতিবীর্যবান ও নিভয় সেতাব রায় তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে পুঙ্খনত আছেন অতএব তাবৎ সৈন্যকে কিস্তিৎকান বিশ্রাম দিয়া মধ্যরাত্রে যাত্রা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারদের পশ্চিদর্শকের পথ বিস্মৃত হইল সুতরাং ইতস্ততো ভ্রমণ করত অকস্মাৎ আক্রমণকাল রজনী পুত্তা হইয়া দিবাকর উদয়াচলাবলম্বী হইলেন। অতএব নক্কু সাহেবের সৈন্য সকল স্বংবন্দুক ভূমুপরি রাখিয়া বিশ্রাম করণোপক্রম করি বামাত্র বিপক্ষপক্ষীয়েরা আগমন করিল তাহাতে কাপ্তান নক্কু সাহেব অবিলম্বে আপন সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। অপর শত্রুরা তাহার চতুর্দিকে ঘেঁষন করিল তথাপি তিনি তাহারদিগকে পুতোক শ্রেণ্যপান্তে ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ করত রণভূমিহইতে তাহারদিগকে নিরাকরণ করিয়া রাত্রিপর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন * ।

* শিরমুতাখারেণনামক পুস্তকলেখক এই যুদ্ধসময়ে পাটনার নগরপাচীরাপরি থাকিয়া তাবদ্ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন তিনি আপন গুণ্ঠে এই ব্যাপার অতিবিস্তার করিয়া এতদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে দূতরা যেমন বারিম্বার রণভূমিহইতে পাটনায় আগমন করিতে লাগিল তেমন পাটনানিবাসি লোকেরা ভরসান্বিত কিম্বা নিরাশ হইতে লাগিল। শেষে তিনি লিখেন যে বেলাবসান হইলে আমাট সাহেবের নিকট কাপ্তান নক্কু সাহেবের এই পত্র আইল যে বিপক্ষেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। আ

ঐ নাএব এতজ্ঞপে পরাজিত হইয়া বাদশাহের সহিত পুন্ম
মিলনেচ্ছা ত্যাগপূর্বক উত্তর দিগে পুস্থান করিলেন এবং কালি
য়াদ সাহেব ও মীরণ তাহার পশ্চাদ্ভাবন করত অল্প দিবসের
মধ্যে গজাপার হইলেন। এবং ঐ নাএবের অনেক লওয়া
জিমা দুব্য ও তোপাদি থাকাতে কালিয়াদ সাহেব ও মীরণ অতি
শীঘ্র তাহার সঙ্গ পাইলেন এবং নাএব তৎক্ষণাৎ স্বসৈন্য শ্রেণী
বদ্ধ করিয়া যুদ্ধলক্ষণ দর্শাইলেন কিন্তু ধন ও বহুমূল্যক দ্রব্যাদি
উক্কু ও হস্তিতে বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডীয়েরদের নিকটাগমন
পর্যন্ত লণ্ড যুদ্ধ করিয়া শেষে আপন ভারি দুব্য ও তোপাদি পরি
ত্যাগপূর্বক পলায়ন করিলেন। যদ্যপি তৎকালে অতিপুৰলরূপে
বর্ষা উপস্থিতা হইল তথাপি কালিয়াদ সাহেব ঐ নাএবের অধিক
ধনের জনশ্রুতিতে তাহার পরিতারোহণের পূর্ব তাহার উপর
আক্রমণ করিতে অতিশয় যত্ন করিলেন এবং চারি দিনপর্যন্ত

ম্যাট সাহেব তৎক্ষণাৎ নগরহু তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট এই
সুসম্বাদ পৌরণ করিলেন তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তিনি আ
শোলিখেন যে তদনন্তর আঁম সাহেব লোকেরদিগকে সেলাম করি
তে গেলাম ইতোমধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে কাপ্তান নক্ক সাহেব ও সে
তা ব রায় ঘষ্মেতে ও ধূলিতে কদমাক্তকলেবর হইয়া আগমন করি
লেন এবং কাপ্তান নক্ক সাহেব তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের বিশেষ বিস্তার করি
য়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ সেতা ব রায়ের অনেক পু
শসা করিয়া তিন চারিবার কহিলেন যে ইনিই পুকৃত নবাব
ইহার তুল্য কোন নবাবকে আমি দেখি নাই। অপর এঁহারদের
আগমনবার্তা শুবণ করিয়া রাজা রামনারায়ণ ও মুন্তফাকুনীখাঁ
এবং সহরকোতবাল ও অন্য ভাগ্যবান লোকেরা অতিশীঘ্র কুঠি
তে আগমম করিল কিন্তু কাপ্তান নক্ক সাহেবকে ও সেতা ব রায়কে
শ্রান্ত ও সৈন্যহীন দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল যে ইঁহারা
রণভূমিহইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন যেহেতুক এত অল্প
সৈন্য যে এরূপ মহাসৈন্য জয় করিতে পারে ইহাতে প্রায় কেহ
বিশ্বাস করিল না।

তাহার পশ্চাদ্ধাবন করত ২ জুলাই তারিখে রাজিযোগে মহাঋতু হইয়া মীরণের তাহ্মতে বজ্রপাত হইয়া মীরণ ও তাহার অমাত্য হত হইল। এতদেশীয় সৈন্যের সেনাপতির মৃত্যু হইবামাত্র সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয় অতএব মীরণের সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে বেহারের পুদেশ যে বাদশাহের হস্তগত হইবে এতদ্বিষয়ে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া অতিবেগে পাটনার পুতি গমন করিলেন এবং পাটনায় আগমনপর্যন্ত তাবৎ সৈন্য একত্র রাখিতে অনেক যত্ন করিলেন এবং ২৯ জুলাই তারিখে আপন তাবৎ সৈন্যকে বার্ষিক বিশ্রাম দিলেন ।

কিন্তু এই সময় সূর্য্যতে নানা উদ্বেগ জন্মিতে লাগিল যেহেতুক মীরজাফরের কর্তৃত্ব লুপ্তপায় ও ইংলণ্ডীয়েরদের কোষশূন্য হইয়াছিল। মীরজাফরের রাজ্যপ্ৰাপ্তির সময়ে তাহাহইতে যে অর্থ ইংলণ্ডীয়েরা প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাবৎ ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে দুই বৎসরের পর ইংলণ্ডীয় কুটিলতারদের স্থানে কর্জস্বরূপ কোল্লানিকে কতক টাকা লইতে হইল। এতৎকালে মীরজাফরের দশা অতিশয় বিবর্ণ ছিল বিশেষতঃ শূন্যকোষ ও শূন্যদেশ ও দাওয়ার বাহুল্যে ভারাক্রান্ত হইয়া শেষে কোনরূপে লোকেরদের স্থানে অর্থ লইতেই হইল এবং মীরজাফরের আত্মসুখেতে ও পারিসদেরদের নিমিত্ত অপরিমিত ব্যয়েতে তাহার পুতি পুজারদের ঘৃণার অল্পতা না হইয়া বরং দিনে২ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এতদ্বিন্ন মীরণ ও মীরজাফর যেরূপ নির্দয় কর্ম্ম করিতেন তদ্বারাও তাহারা অধিক ঘৃণান্বিত হইলেন। এবং শাসনের অসাবধানতাতে ও অবৈজ্ঞান্যেতে ও বিশৃঙ্খলতাতে সকলেই তাহারদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল এবং সৈন্যের অধিক বেতন বাকী পড়াতে তাহারা রাজদ্রোহ করিতে নিত্য পুস্তত ছিল। অতএব মুরশেদাবাদে মীরণের মৃত্যু সমাচার আগতমাত্র সিপাহীরা রাজবাটীর প্ৰাচীরোন্নতপূর্ব্বক নবাব সাহেবকে বধ করিতে উদ্যোগ করিল তখন নবাবের জামাতা মীরকাশীমআলী খাঁ যদ্যপি মধ্যস্থ হইয়া তাহারদিগকে নিরস্ত না করিতেন তবে অবশ্য তাহারা তাহাকে মর্দন করিত। ঐ মীরকাশীমআলী খাঁ মীরণের পদপ্ৰাপ্তি পুত্যা

শাতে আত্মকোষহইতে তাহারদিগকে কতক অর্থ দিলেন এবং মীরজাফর কিছু দিনপরে যে তাহারদের বেতনের কতক টাকা দিতেএ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারদিগকে সম্মত করাইলেন ।

ক্লাইব সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করণকালে স্বপদে অভিষিক্ত করণার্থে মন্দ্ৰাজহইতে বেনসিটার্ট সাহেবকে আহ্বান করিয়া ছিলেন । এই নূতন আগত বড় সাহেব স্বপদগৃহণকালে দেখিলেন যে কলিকাতার কোষ শূন্য এবং বেতনাভাবে নবাবী সৈন্য রাজদৌহ করিতে পুস্তত হইয়াছে এবং কেহং কর্মও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত আছে এবং মন্দ্ৰাজ ও বোম্বেয়র রাজ্য বাঙ্গালার সৎ জ্ঞানের উপর পুত্যাশা রাখিতেছে এবং কোম্পানির বার্ষিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে এবং কোম্পানির যে আয় তাহাতে কলিকাতার নিত্যব্যয় চলাই ভার ও নবাব সাহেব ইংলণ্ডীয়েরদের সৈন্য ব্যয়ের কারণ যে অর্থ দিতেন তাহাও অধিক বাকী আছে এবং সন্ধিপত্র অঙ্গীকৃত বহুধন পাইবার পুত্যাশাও নাই অতএব যাহাতে কোম্পানির আয় ব্যয় সমান হয় এমত উপায়ান্তর করণব্যয়ক হইল ।

মীরজাফর অযোগ্য পারিসদেরদের বশীভূত এবং বৃদ্ধ ও অলস ও সুখোন্মত্ত অথচ ইংলণ্ডীয়েরদের বিপক্ষ এবং পরাক্রমহীন ছিলেন অতএব তাহার শাসনেতে যে উপদ্রব ঘটিয়াছিল এতদ্রপ ঘটনাবিনা আর কিছু অপেক্ষা করা গেল না । বেনসিটার্ট সাহেবের কলিকাতায় আগমনপূর্বে হলবেল সাহেব বড়সাহেব পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি মীরজাফরের ও তাহার গোত্রের অপুতীকা র্যাদোষ দেখিয়া বাদশাহের সহিত মিলন করিতে কৌশলকে পরামর্শ দিয়া কহিয়াছিলেন যে বাদশাহ তোমারদের সহায় তাপ্পাণ্ডার্থে যেং পুসঙ্গ করিতেছেন তাহা গৃহ্য কর । কিন্তু কৌশলীসাহেবেরা ইহা বিশ্বাসঘাতকতা জ্ঞান করিয়া মধ্যপথাব লম্বী হইয়া মীরজাফরের পরিবারের মধ্যে তাহার জামাতা মীর কাশীমকে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান এবং এতৎসময়ে আপদহইতে রাজ্যরক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া পরামর্শপূর্বক রাজ

শাসনের তাবৎ পরাক্রম তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া মীরজাফর কে নামমাত্র নবাব রাখিতে নিশ্চয় করিলেন অতএব ১৭৬০ শালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মীরকাশীম আলীখাঁর সহিত এক সন্ধিপত্র হইল। মীরকাশীমআলীখাঁকে যে সকল পরাক্রম দেওয়া গেল তাহার পুতিদান তিনি মেদিনীপুর বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দিলেন এবং মীরজাফরের অঙ্গীকৃত অবশিষ্ট ধন দিতে স্বীকার করিয়া কর্ণাট দেশের যুদ্ধবায়ের কারণ পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। অন্যন্তর কর্ণেল কালিয়াদ সাহেব ও বেনসিটার্ট সাহেব এই বন্দোবস্ত নবাব সাহেবকে স্বীকার করাইবার কারণ ২ আক্টোবর তারিখে মুরশেদাবাদে মেদিনীপুর গমন করিলেন কিন্তু মীরজাফর কোনপুকারে ইহা স্বীকার করিলেন না তাহাতে বেনসিটার্ট সাহেবের মন ক্রিষ্ণ দেলায়মান হইল। ইত্যবকাশে মীরজাফরের অধীন থাকিতে মীরকাশীমআলীখাঁ অবচ্ছন্দ জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে আমার সহিত এতদ্রূপে সন্ধিপত্র করিয়া অন্যথা করিলে নিত্য বিশ্বাসঘাতকতা হয় অতএব আমি আপন তাবৎ সৈন্য ও ধন লইয়া বাদশাহের সহিত মিলিব। তাহাতে বেনসিটার্ট সাহেব সুস্থির হইয়া উপযুক্ত সময়ে সসৈন্য মীরজাফরের রাজগৃহে গমনপূর্বক তাহাকে কহিলেন যে তোমার পরাক্রম বা সম্মানের কিছু হানি করিব না কেবল তোমার জামতাকে তোমার নাএবরূপে রাখিয়া রাজ্যেতে ঘটিত উৎপাতশান্তি করিতে বাসনা করিয়াছি। তিনি ইহা শুনিয়া ক্রোধাকুল হইয়া কহিলেন ইহার তাৎপর্য্য আমি জ্ঞাত আছি এবং মনুষ্যের স্বভাব বিশেষত মীরকাশীমের স্বভাব জানিয়া ইহার ভাবি ফল আমি জ্ঞাত আছি এক্ষণে যদি রাজ্যের পরাক্রম আমার হস্তে না থাকে তবে রাজ্যের ছায়া হইব না বরং কলিকাতায় গিয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের আশ্রয়ে বাস করিব।

রাজ্যের মূলস্তম্ভ ধন যেহেতুক তদভাবে রাজ্য স্থির থাকিতে পারে না ইহা সূজাত হইয়া মীরকাশীমআলীখাঁ মীরজাফরের কোষ শূন্য হইলেও মহোদ্যোগপূর্বক আপনি পাটনায় ইংল্যান্ডীয়ের সৈন্যের অবশিষ্ট বেতন দিলেন এবং পাটনা ও মুরশে

লাবাদ নগরস্থ সৈন্যেরদিগকে এমন সম্ভুক্ত করিলেন যে তাহারা আজ্ঞাধীন হইয়া বীরভূমিতে গমনে সম্মত হইল। এবং মীরজা ফরের দাতব্য মুদ্রার মধ্যে ছয় লক্ষ মুদ্রা ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দিলেন তাহাতে বড়সাহেব আড়াই লক্ষ মুদ্রা মন্দ্রাজে পুরণ করিলেন।

জানুয়ারি মাসে মেজর কার্ণাক সাহেব পাটনায় উপস্থিত হইয়া সৈন্যের অধিপতিত্ব ভার গৃহণ করিলেন। বাদশাহের পুনঃ আক্রমণেতে সুবাবেহার এমন দীনদশাপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বাদশাহের পুত্রিকুল্যেতে কোম্পানির ও নবাবের এত ব্যয় হইয়াছিল যে শেষে তাহাকে একেবারে দেশহইতে নিরাকরণ করণাবশ্যক হইল। ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি রামনারায়ণের সৈন্য ও মীরণের যে সৈন্য ছিল তাহারদিগকে লইয়া বর্ষোপরমে গায়ামানপুরস্থিত বাদশাহের পুত্রিকুলে যাত্রা করিলেন। ঐ দুর্ভাগ্য বাদশাহ সাধ্যপর্যন্ত আপন দুর্বল সৈন্যবৃদ্ধি করিতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু কার্ণাক সাহেব তিন দিবস গমন করিয়া তাহার ছাউনিতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার অনিচ্ছাতে তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া আপনি জয়ী হইলেন। এই যুদ্ধে আর কোন স্মরণীয় কর্ম হইল না কেবল লা সাহেব ইংল্যান্ডীয়েরদের হস্তগত হইলেন এবং ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি অতি সম্মুখ ও সমাদরপূর্বক তাহাকে গৃহণ করত এতদেশীয় লোক কর্তৃক প্রশংসিত হইলেন।

এই সময় বীরভূমি ও বর্দ্ধমানে জমিদারেরা অস্ত্রগুহণ করিল। কথিত আছে যে তাহারা বাদশাহের পরামর্শে এই কর্মে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহারা সকলেই এই কল্পনা করিল যে বর্ষা গতা হইলে কতক মহারাক্ষীয় সৈন্য বঙ্গভূমিতে পুবেশ করিবে এবং শাহজাদা স্বয়ং বেহারে আগমনপূর্বক ইংল্যান্ডীয় ও নবাব সাহেবের সৈন্যেরদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া স্বকিত রাখিবেন এবং যাবৎ বাদশাহ বঙ্গভূমিতে না আইসেন তাবৎ জমিদারেরা নবাব সাহেবকে পুতারণা করিয়া সৈন্য পুস্তত থাকিবে। অপর বাদশাহ ও মহারাক্ষীরে ও জমিদারেরা একত্র হইয়া

একবারে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন। দুর্বল বাদশাহ ও তাঁহার দুর্বল মন্ত্রিরদের মনে যে এমন কার্যসম্মাদিকা স্থিরকল্পনা উপস্থিত হইবে ইহাতে পায় বিশ্বাস হয় না। সে যে ইউক মেজর কর্তৃক সাহেবের কর্তৃত্বাধীন কতক সৈন্য বীরভূমিতে গমনপূর্বক বাদশাহের সৈন্যের সহিত লড়াই করিয়া দুই জিলা হস্তগত করিল এবং বঙ্গদেশোক্তমণ্ডলকে মহারাজ্যীয়েরদিগকে দক্ষিণ দেশে নিবারণ করিল।

বাদশাহের সহিত যুদ্ধ সমাপ্তির পর মেজর কর্ণাক সাহেব সন্ধিসূচক পত্রের সহিত রাজা সেতাবরায়কে বাদশাহের নিকট পৌরণ করিলেন এবং আরো পুর্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে যদি আপনকার সম্মতি হয় তবে আমি আপনকার শিবিরে গিয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহাতে বাদশাহ পুথমত আপন কতক অস্ত্রিচিহ্ন জমীদারেরদের পরামর্শে মেজর কর্ণাক সাহেবের বাক্য তুচ্ছজ্ঞান করিলেন কিন্তু ক্রিয়াকালানন্তর অন্যতম অন্য লোকেরদের পরামর্শে মেজর কর্ণাক সাহেবের সহিত সন্ধিকরণেচ্ছুক হইলেন। তিনি এই কালপর্যন্ত যে অসভ্য অথচ গরিব অধ্যাক্ষের অধীন ছিলেন সেই অধীনতাতে ভার বোধ করিয়া ভরসা করিলেন যে দিল্লীর শেষ উপপূবে আমার অবশ্য কোন উপকার দর্শিবে। আবদালীশাহ মহারাজ্যীয়েরদের উপর জয় করিয়া তিনি এই বাদশাহকে তাবৎ হিন্দুস্থানের বাদশাহ করিবার স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রকে দিল্লীতে তাহার নাএবরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবং বাদশাহের বিষয়ে আফগানেরদের সেনাপতিকে এবং অযোধ্যার নবাবকে আনুকূল্য করিতে কহিয়াছিলেন। মেজর কর্ণাক সাহেব তাহার ছাউনিতে গিয়া তাহার সহিত বাদশাহের মত শিষ্টাচার করণপূর্বক তাহাকে পাটনাতে আনিলেন।

ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত বাদশাহের যে ঐক্য হয় ইহাতে মীর কাসিম আলীখাঁর অধিক তুষ্টি ছিল না অতএব বর্তমান কয়ের তৎক্ষণাৎ তিনি পাটনাতে গেলেন। সেখানে পৌঁছিলে তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার শিবিরে গেলেন না।

তাহার কারণ নিশ্চয় নাই হইতে পারে যে তিনি বাদশাহের ছল করণবিষয়ে ভীত ছিলেন কিম্বা তিনি মুতেরবংশের হীনতা দেখিয়া আপনাকে বাদশাহের তুল্য দর্শাইতে চাহিলেন ।

অনেক কথোপকথনান্তর ইংল্যান্ডীয়েরা এই মধ্যপথ সৃষ্টি করিলেন । তাহারা আপনারদের বাণিজ্য কৃষ্টির প্রধান কুঠরিতে দুইখান খানার মেজর উপর বস্তু বিস্তার করিয়া মসলন্দার ন্যায় করিলেন এবং সেইস্থানে বাদশাহের সহিত মীরকাশীমআলী খাঁর সাক্ষাৎ করাইলেন । অপর রীত্যানুসারে যথাযোগ্য ইকালাপ হইলে মীরকাশীমআলীখাঁ বাদশাহকর্তৃক বাজালা বেহার ও উড়িস্যা এই তিন সুবার সুবাদারিতে নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ তিন সুবার রাজস্ব বলিয়া বাদশাহকে চরিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক দিতে স্বীকার করিলেন । অযোধ্যার সুবাদার ও নজীব দৌলা এবং অন্য আফগান সেনাপতিরদের নিকট আবদালী শাহ বাদশাহের বিষয়ে আনুকূল্য যাচা করিয়াছিল অতএব শাহআলম বাদশাহ পাটনায় কিছু দিন স্থিতির পর ঐ ব্যক্তিদের পুনরুৎসাহ করিয়া তাহারদের সাহায্যে স্বরাজধানীর পুতি গমন করিলেন । মেজর কর্নাক সাহেব সুবা বেহারের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিলেন ও সেই স্থানে বাদশাহ তাহাকে সুবা বেহার ও বাজালা ও উড়িস্যা এই তিন সুবার দেওয়ানি ও তৎপদক্রমতঃ পুসঙ্গ করিলেন এবং কহিলেন যে তোমরা এবিষয়ে দরখাস্ত করিবামাত্র আমি ফরমানদ্বারা এই দান নুত করিব ।

অনন্তর রাজকর্মদ্বারা ধনবান হইয়াছে এমনত সন্দেহ তাহারদের বিষয়ে ছিল তাহারদের স্থানে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ছল করিয়া ভয়পুদর্শন কিম্বা নির্দয়তা দ্বারা যত টাকা লওয়া যাইতে পারিত তাহা নিঃশেষরূপে গৃহণ করিয়া আপন পুথম পুয়োজনীয় অর্থপ্ৰাপ্ত হইয়া মীরকাশীম রামনারায়ণের কল্লিত ধন ও তাহার রাজ্যের রাজস্বের উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে আয়ত্ত করিতে উদ্যোগের জুটি না করিতে পণ করিলেন । কিন্তু রামনারায়ণ ইংল্যান্ডীয়েরদের কর্তৃক অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইহেতুক অতিসাবধানতাপূর্বক তাহার সহি

ত মীরকাশীমের ছল করণে আবশ্যকতা হওয়াতে তিনি বাকী রাজস্বের দাওয়া করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যাহাতে রামনারায়ণ তাহার অগ্রান্ত না হয় এমন কোন বন্দোবস্তেতে যে তিনি সম্মত হইবেন না ইহা নিশ্চয় করিলেন। অন্য পক্ষে রামনারায়ণ এই পণ করিলেন যে কোন পুকারে আপন যথার্থ হিসাব দিব না। এতদ্রূপে ছল করত শেষে উভয়ে নষ্ট হইল।

মীরকাশীমআলীখাঁর স্থানে ইংলণ্ডীয়েরদের যে অবশিষ্ট পাওনা ছিল তাহার কারণ ইংলণ্ডীয়েরা তাগাদা করিতে লাগিলেন তাহাতে মীরকাশীম কহিলেন যে রামনারায়ণের স্থান আমার যে পাওনা আছে তাহা না পাইলে আমি কোথা হইতে ভোম্বারদের টাকা পরিশোধ করিব। ইহাতে ইংলণ্ডীয় কৌশলসাহেব লোকেরদের মধ্যে কতক রামনারায়ণের পক্ষ ও কতক নবাবের পক্ষ হইলেন এবং অনেককালপর্যন্ত এতদ্বিসয়ক বাদানুবাদ হইল সে সকল লিখনের পয়োজনাভাব। অবশেষে বেনসি টার্ট সাহেব নবাবের পক্ষ হইয়া রামনারায়ণকে তাগাদা করিতে নিশ্চয় করিলেন। এতদ্রূপে রামনারায়ণ ইংলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়চ্যুত হইবামাত্র মীরকাশীমআলীখাঁ তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধ করিয়া তাহার গৃহ লুণ্ঠ করিলেন এবং গুপ্ত ধনের তত্ত্ব লইবার কারণ তাহার মিত্রেরদিগকে নানাপুকারে যত্না দিলেন কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা পাছে ক্রুদ্ধ হন এই আশঙ্কাতে তাহার পানদণ্ড করিলেন না। কিন্তু তাহার গৃহানুসন্ধান ও মিত্রেরদিগকে যত্না দেওত যে ধন পাওয়া গেল সে কেবল তাহার রাজ্যের বার্ষিক ব্যয়োপযুক্ত অত্যল্পসংখ্যকমাত্র।

এতৎকালপর্যন্ত মীরকাশীমআলীখাঁ আপন তাবৎ রাজকর্ম সাবধানতা ও সফলতাপূর্বক নির্বাহ করিলেন এবং রাজদৌহিত্রী জমিদারেরদিগকে বশীভূত করিলেন এতদ্বিন্ন তিনি ইংলণ্ডীয়েরদিগকে যে অর্থ দানাজীকার করিয়াছিলেন তাহা এবং আপন পূর্বপদস্থ ব্যক্তিগণও যে দাতব্য সৈন্যের বেতন বাকী ছিল তাহাও পরিশোধ করিলেন। জমিদারেরদেরহইতে এবং অন্য রাজ

কর্মসংক্রান্ত লোকেরদের হইতে তিনি নিঃশেষরূপে অর্থ গৃহণ করিলেন। তিনি রাজস্বের অ ব্যবয়ের বিষয়ে অতিশয় দূরদর্শী ও সতর্ক ও কঠিন ছিলেন কিন্তু ন্যায্য ব্যয়ে কার্পণ্য ছিল না সর্বাবশ্যে পরিমিতব্যয়ী ছিলেন। তাহার সৈন্যের নূতন নিয়মে সুশিক্ষা পায় সম্মুখ হইয়াছিল ইত্যবকাশে কোম্পানির ভূত্যদের দাওয়াতে তাহার শাসনের তাবৎ রীতির বিশৃঙ্খলতা হইল।

অন্য অসভ্য রাজার ন্যায় ভারতবর্ষেও এক নগর হইতে অন্য নগরে দুর্বাদি প্রেরণ করিতে হইলে হাসিল লাগিত এবং তজ্জন্য তাবৎ নদীতে ও স্থলপথে চৌকি নিরূপিত হইয়াছিল এবং এই চৌকিদারেরা যে পর্যন্ত হাসিল না পাইত সেপর্যন্ত দুব্য আটক করিতে পারিত। এতদ্রূপ দেশের কঠিন শাসনেতে ও এই সকল চৌকি নিরূপিত হওয়াতে এবং দূর গমনে নানা স্থানে আটক হওয়াতে ও নানা স্থানে হাসিল দেওয়াতে বাণিজ্যবিষয়ে অনেক ব্যাঘাত জন্মিত। রাজার অন্য দপ্তরের ন্যায় এই দপ্তরেও কোন নিয়ম বা রীতি স্থায়ী ছিল না স্থানবিশেষে ও সময় বিশেষে হাসিলের ইতরবিশেষ ছিল এতদ্রূপ দেশীয় বাণিজ্যেতে নানা উৎপাত ও পুতিবন্ধক জন্মিত।

ইহার কিঞ্চিৎ কালপূর্বে ইংলণ্ডীয়েরা উপযুক্ত সময় পাইয়া এই সকল উৎপাত ও পুতিবন্ধক হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া অনুমতি পাইয়াছিলেন এবং দেশের কর্তারা ইংলণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যের ক্রমেতে আপন রাজকরের বৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা এমত এক ফা মাল দিলেন যে তদ্বারা কোম্পানির আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য দুব্যসকল অবাধিত ও নিষ্কর হইত অতএব তাহারা বাহিঃ হইতে যে দুব্য আনিতেন তাহার কিম্বা দেশ হইতে যাহা নইয়া যাইতেন তাহা কোন স্থানে আটক হইত না কোম্পানির কুটিপতি এই সকল আমদানি রপ্তানি জিনিসের জন্যে যে দস্তখত দিতেন তাহা দর্শাইলে কোন স্থানে আটক হইত না কিন্তু কোম্পানি বিদেশীয় বাণিজ্য স্বাধীন রাখিয়া নিজ ভূত্যেরদিগকে কেবল অত্যল্প দেশীয় বাণিজ্যমাত্র করিতে অনুমতি দিলেন অত

এব নিম্নর বাণিজ্যে যে উপকার সে কেবল কোম্পানির সরকারির দৃষ্ট হইল। কোম্পানির ভূত্বোরা এই দস্তখতদ্বারা আপনারদের নিজ বাণিজ্যও বারম্বার নিম্নর করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু নিতা ইহা কহত সুবাদারের নিবারণ করিয়াছিল যে ইহাতে রাজ্যের ও দেশীয় মহাজনেরদের তুল্য ক্ষতি হয়। যখন সিরাজদৌলাকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তৎপদে নিয়োগ করণে বঙ্গভূমির মধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরদের প্রাবল্য হইল তখন পূর্ব সুবাদারকর্তৃক বাণিজ্যবিষয়ে কোম্পানির ভূত্বোরা যে নিবারণিত ছিলেন তাহাই হইতে একেবারে মুক্ত হইলেন এবং দেশীয় বাণিজ্যে পুৰুষ হইলেন। নবাবের অন্য পুজারা যেরূপ মাসুল দিতেন পুথ মতঃ তাহারা সেইরূপ দিলেন এবং ক্লাইব সাহেবের কর্তৃত্বকালে তাহারা গুপ্ততাব্যতিরেকে যে বাণিজ্য করিলেন এমত বোধও হয় না।

কিন্তু যখন তাহারা আপনারদিগকে বর্দ্ধিষু দেখিলেন বিশেষ যতঃ মীরকাশীমকে পদার্পিত করণানন্তর কোম্পানির যে দস্তখত দ্বারা কেবল কোম্পানির বাণিজ্য দুব্য নিম্নর হইত সেই দস্তখতদ্বারা কোম্পানির ভূত্বোরা স্বস্ব নিজ বাণিজ্যও নিম্নর করিতে লাগিলেন এবং ইংল্যান্ডীয়েরদের নাম শুনিয়া নানা চৌকিদারেরা তদ্বিষয়ে বড় একটা অনুসন্ধান করিতেও ভীত হইল। মীরকাশীম মসলন্দে বসিবামাত্র তাহার নিকট নানা স্থান হইতে এতদ্বিষয়ে নালিশ জ্ঞাসিতে লাগিল তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বড় সাহেব ও কোন্স লিরদের নিকট এই বিষয়ে অতিশক্তরূপে পত্র লিখিলেন।

পুথমতো বড় সাহেব কোমলরূপে এই সকল অপকর্ম নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন বিশেষতো নবাবের উগুতা শীতল করিতে চেষ্টা করিয়া কোম্পানির ভূত্বোরদের নিম্নর বাণিজ্য নিবারণার্থে আপন পরাক্রম নবাব সাহেবের দারোগাপুভৃতিকে অর্পণ করিলেন কিন্তু ইহাতে উৎপাত শান্তি না হইয়া বরং দিনে বৃদ্ধি হইতে লাগিল যেহেতুক উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও কখনঃ অস্ত্রযুদ্ধাদি হইতে লাগিল। এবং বেনসিটার্ট সাহেব উভয় পার্শ্বের স্থিরপুতিভ্রতা দেখিয়া ভয় করিলেন যে যুদ্ধব্যতিরেকে

ইহার নিষ্পত্তি হইবেক না। কিন্তু কোনপুকারে যে পুনরুদ্ধার না হয় এই কারণ তিনি স্বয়ং গিয়া মীরকাশীমের সহিত শাক্ষাৎ করিতে নিশ্চয় করিলেন ও ভরসা করিলেন যে তৎকালের কথোপকথনেতে ও উভয়ের কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করণেতে কোম্পানির ভৃত্যেরদের দাঁওয়া এবং মীরকাশীমের ন্যায়া বিষয়ের কোন সুগম পথ স্থির হইবেক অতএব ৩০ নবেম্বর তারিখে তিনি ও হেষ্টিংস সাহেব মুল্লের উপস্থিত হইয়া নবাবকর্তৃক অতিশয় মমত্ব ও মিত্রতাপূর্বক গৃহীত হইলেন। পুথমতে নবাব সাহেব এতদ্বিষয়ে বিস্তর তিরস্কার করিলেন কিন্তু শেষে স্বীকার করিলেন যে এই ইষ্টালাপেতে পূর্বকৃত তাবৎ অপকর্ম অস্বরণীয় হউক এবং পুনর্বার এই বিষয়ে বিরোধ বিসম্বাদ যে আর না হয় তজ্জন্যে এইরূপ নিয়ম করা যাউক। অপর মীরকাশীমআলীখাঁ অনুমান করিলেন যে দেশীয় বাণিজ্য অর্থাৎ দেশমধ্যে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে দ্রব্য লইয়া গিয়া বিক্রয় করা কোম্পানির ভৃত্যেরা একেবারে ত্যাগ করুন যেহেতুক এই বাণিজ্যেতে কোম্পানির ভৃত্যেরদের কিছু অধিকার নাই এবং মীরজাফরের কর্তৃত্বের পূর্বে কোন সুবাদার এতদ্রূপ বাণিজ্য করিতে দেন নাই। তিনি আরো কহিলেন যে এই বাণিজ্যদ্বারা আমার রাজ্যের মধ্যে অশেষ উৎপাত জন্মে এবং ইহাতে কেবল কোম্পানির ভৃত্যেরদের লাভব্যতিরেকে কোম্পানির কিঞ্চিৎ লাভ নাই। বেনসি টার্ট সাহেব কহিলেন যে কোম্পানির ভৃত্যেরা যদি দেশীয় বাণিজ্য করণেকরুক হন তবে করুন কিন্তু অন্য মহাজনেরা যেরূপ হাসিল দেয় এতদ্রূপ তাঁহারাও হাসিল দিবেন এবং উত্তরকালে যে বিবাদ না হয় এইহেতুক হাসিলের বিষয় একটা নিয়ম করা যাউক। মীরকাশীম বিবেচনা করিলেন যে কোম্পানির ভৃত্যেরা এই হাসিল দিতে অসম্মত হইবার আটক নাই এবং যদি না দেন তবে পূর্বে আমরা যে সকল আপদে বিব্রত হইয়াছিলাম পুনর্বার সেই আপদ সাগরে পড়িব। যে হউক অবশেষে তিনি অগত্যা ইহাই স্বীকার করিলেন কিন্তু কহিলেন যে ইহাতে যদি সকল বিষয় সুস্থির না হয় তবে আমি দেশহইতে একেবারে তাবৎ হাসিল

কিটাইয়া দিব এবং আমার পুজারদিগকে ও কোম্পানির ভৃত্যেরদিগকে সমভাবে রাখিব অতএব নানাস্থানে ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির ভৃত্যদের দ্রব্যাদি যে আটক না হয় এই কারণ দ্রব্যক্রয় স্থানে শত করা নয় টাকা হা সিল নিরূপিত হইল কিন্তু অন্য মহাজনে রদের হাসিন অপেক্ষা এ অনেক ন্যূন ছিল। অতঃপরে ১৭৩৩ শালের ১৬ জানুআরি তারিখে বেনাসিটার্চ সাহেব কলিকাতায় পুত্যাগমন করিলেন।

এই সকল বন্দোবস্ত করিবার কারণ বড় সাহেব যখন কলিকাতাইতে পুস্থান করিলেন তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে নবাব সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করণের তাবৎ ক্ষমতা আমার উপরে আছে এবং আমি যাহা করিব তাহাতে কৌন্সলী সাহেবেরা অসম্মত হইবেন না কিন্তু তিনি কলিকাতায় পুত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে হেফ্টিংস সাহেব ব্যতিরেকে কৌন্সলের তাবৎ লোক তাহা অস্বীকার করিলেন এবং এতদ্বিষয়ে নবাব সাহেবের অধৈর্য্যেতে ততোধিক উৎপাত জন্মিল বিশেষতঃ বড়সাহেব এই সকল বন্দোবস্তের পুকরণ নিখিয়া নবাব সাহেবের সহির কারণ তাহার নিকটে পুরণ করিলেন। বেনসিটার্চ সাহেবের এই কল্পনা ছিল যে এই সকল বন্দোবস্তের পুকরণ কৌন্সলীরদের কর্তৃক গৃহ্য হইয়া ইংল্যান্ডীয় কুচিপতিদের নিকট যে সময় পুরিত হয় সেই সময় নবাব সাহেবও এই সকল পুকরণ পত্রদ্বারা আপন চৌকিদারেরদের নিকটে পুরণ করেন এবং এই রীত্যানুসারে কর্ম্য চালাইতে তাহারদিগকে আজ্ঞা দেন। কিন্তু নবাব সাহেব কৌন্সলীরদের সম্মতিপত্র পাইবার পূর্বে এই সকল পুকরণ আপন চৌকির দারোগাপুহতির নিকট পুরণ করিয়াছিলেন তাহাতে দারোগাপুহতির তদ্বিত্যানুসারে কর্ম্য করিতে পুবৃত্ত হইল কিন্তু ইংল্যান্ডীয় কুচিপতির তদ্বিষয় আজ্ঞাতপুযুক্ত চৌকিদারেরদের কর্ম্মেতে অসম্মত হইলেন সুতরাং উৎপাতবৃদ্ধি হইবার অল্পতা হইল না। অপর ১ মার্চ তারিখে কৌন্সলে এতদ্বিষয়ক পুস্তাব হইলে বেনসিটার্চ সাহেব ও হেফ্টিংস সাহেবের অনভিমতে অন্য কৌন্সলীরা এই স্থির করিলেন যে বাদশাহের যে ফরমানদ্বারা কোম্পানির

[১০ অধ্যায় ।] [১৭৬৩ শাল ।]

বাণিজ্য নিষ্করে হইতেছে সেই ফরমানদ্বারা কোম্পানির ভৃত্যের দেশীয় বাণিজ্যও নিষ্কর হইবেক এবং যদি কোম্পানির ভৃত্যরা কন্দিম কালে এই বাণিজ্যের কাণে বিচ্ছ দিয়া থাকেন তবে সে ন্যায়ে্যর উপর দেন নাই কিন্তু উপঢৌকনস্বরূপ দিয়াছেন। এতদ্রূপ অনেক কথোপকথনানন্তর তাহারদের মধ্যে এই স্থির হইল যে নবাবের তুষ্টির কারণ ও আপনারদের মৌজেনের নিমিত্ত এই ভৃত্যরা স্বেচ্ছাপূর্বক কেবল নবাবের উপর শতকরা আড়াই টাকা করিয়া মাসুল দিবেন এবং যদি ইংল্যান্ডীয় কুঠিপতিরা তাহারদের ভৃত্যদের সহিত নবাব সাহেবের চৌকিদার ও দারোগাপুত্ৰতির কোন বিরোধ জন্মে তবে ইংল্যান্ডীয় কুঠিপতিরা তাহার নিষ্কাণ্ডি করিবেন।

যখন বেনসিটার্ট সাহেব নবাব সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইলেন তখন নবাব সাহেব নেপালের পুতিকুলে যুদ্ধযাত্রা করণোচ্চত ছিলেন। নেপালদেশ কাশ্মীরদেশের পুয় চতুর্দিক পর্বতবেষ্টিত এবং মুসলমানেরা কখন এই দেশ জয় করেন নাই। এমন জনরব হইয়াছিল যে সেখানে স্বর্গের আকর আছে অতএব সকলেই তাহাকে ধনের ভাণ্ডার তুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং নবাব সাহেবও তাহাতে বিশ্বাস করিয়া এই দেশ জয় করিতে অমিবার্য ইচ্ছা পুকাশ করিলেন। যে পর্বতশ্রেণীদ্বারা এই দেশ বঙ্গভূমিহইতে বিভক্ত সেই পর্বতোত্তীর্ণ হইয়া অতিশয় দুর্গম এক পর্বতীয় পথে নেপালদেশীয়েরদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়াতে অবিলম্বে যুদ্ধ হইল তাহাতে মীরকাশীমআলীখাঁ ভীত হইয়া আপন ভাবদ্যুত্বায়োজন পরিত্যাগপূর্বক স্বরাজধানীর পুতি যাত্রা করিলেন। পুত্যাগমন কালে তিনি শুনিলেন যে বেনসিটার্ট সাহেবের পরামর্শ কৌশলীরদেরকর্তৃক বাধিত হওয়াতে দারোগাপুত্ৰতিরা তাহার আজ্ঞা পালনে অক্ষম হইয়াছে এবং স্থানে তন্নিমিত্ত কেহ বন্ধও হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের নিকট এই লিখিয়া পাঠাইলেন যে সুবদারি ভারহইতে আমাকে মুক্ত কর। এতদ্রূপে তাহার সহিষ্ণুতা সকল গত হইলে দেশীয় বাণিজ্যের

জাবৎ হাসিল একবারে উঠাইতে যে তিনি পূর্বে পণ করিয়াছিলেন তাহা সন্তোষজনক করিলেন।

অপর এই বার্তা কলিকাতায় আগতা হইলে কৌন্সলী সাহেব লোকেরা নবাব সাহেবের নিকট তদ্বিষয়ে উকীলত্বপূরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন তাহাতে আগাট সাহেব ও হে সাহেব মনোনীত হইলেন এবং ৪ এপ্রিল তারিখে তাহারা কর্তব্য ব্যাপার টুকিয়া লইয়া পুছান করিলেন। ইতোমধ্যে তাবদেখ ব্যাপিয়া নবাব সাহেবের দারোগালোকের সহিত কোম্পানির ভৃত্যেরদের বিরোধের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক পক্ষে কলিকাতায় এইরূপ নালিশ পাইছিল যে ইংল্যান্ডেরদের গোমস্তারা আপন মনিবের কৰ্ম চালাইতে কোন স্থানে বাধিত কোথাও বা পুহারিত হইতে ছেন। অন্য পক্ষে নবাবের নিকট সমাচার পাইছিল যে আপনকার আজ্ঞা পালনে দারোগাপুত্ৰ ইংল্যান্ডীয় সিপাহী ও অধ্যাবসগকর্তৃক পুহারিত হইয়াছে। ১৪ এপ্রিল তারিখের পূর্বে নবাব সাহেব ও কোম্পানির মধ্যে বিরোধ এমন পুৰল হইল যে উদ্ভবের কৌন্সলের পরামর্শেতে যুদ্ধ করণ স্থির হইল। নবাব সাহেব আত্মদুর্বলতা জানিয়া এবং কৌন্সলী সাহেব লোকে রাখে তাহাকে পদচ্যুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন ইহা অবগত হইয়া দিল্লীর বাদশাহ ও অযোধ্যার সুবাদারের নিকট সহায়তা প্রার্থনাপূর্বক অনিবার্য যুদ্ধের কারণ আপনি পুস্তত হইলেন। ইংল্যান্ডেরা যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছেন কিনা এতদ্বিষয়ে নবাব সাহেবের যে সন্দেহ ছিল তাহা ২৫ মে তারিখে পাটনার সৈন্যের নিমিত্ত কতক অস্ত্রপূর্ণা নৌকা মুন্সেরে আগতা হইলে নবাব সাহেবের তৎসন্দেহোপনোদন হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সকল অস্ত্র স্থকিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহার পূর্বে কৌন্সল হইতে পেরিত সাহেবদ্বয় মুন্সেরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু মীরকাশিম তাহারদের নতুন পুস্ক অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া আপন ভৃত্যের উপর ঘটিত অত্যাচার ও আপন রাজ্যের মধ্যে জনিত উৎপাত সকল অরণ করিয়া কহিলেন যে যদি কোম্পানি এতদ্রূপ অন্যায্য কৰ্ম করেন তবে আমি স্থির আনিব যে তাহারা আমাকে

সরাক্রমহীন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। তিনি আরো কহিলেন যে আমাট সাহেব কিম্বা মাইগুয়র সাহেব অথবা হেষ্টিংস সাহেব যদি পাটনার কুচিপতি পদে নিযুক্ত হন তবে আমি তাবৎ অস্ত্র ছাড়িয়া দিব কিন্তু আমার শত্রু ইলিস সাহেব সেখানে থাকিতে আমি কদাচ এ সকল অস্ত্র সেখানে পৌরণ করিতে দিব না।

এই অস্ত্র স্ক্রিকিত করণেতে তাবৎ কৌন্সলী সাহেবেরা নবাব সাহেবের অতিশয় গুরু অপরাধ জ্ঞান করিয়া আপনাদের উকীলেরদের নিকট লিখিলেন যে নবাব সাহেব যদি নৌকা ছাড়িয়া না দেন তবে তোমরা অবিলম্বে সেস্থানহইতে পুত্যাগমন করিয়া ইহাতে নবাব সাহেব কিঞ্চিৎ অনামনস্ক হইলেন। অপর ১১ জুন তারিখে ঐ উকীলেরা কলিকাতার কৌন্সলে লিখিয়া পাঠাইলেন যে নবাব সাহেব তাবন্মৌকা ছাড়িয়া দিয়াছেন। নবাব সাহেবের এই শেষ কর্ম্মদ্বারা কৌন্সলের যে সাহেবলোকেরদের মনে শান্তিপুত্যাশা জন্মিয়াছিল সে পুত্যাশা পাটনার কুচিপতি ইলিস সাহেবের ব্যবহার ও অন্যায়দ্বারা লুপ্ত হইল। অপর নবাব সাহেবের নিকট জনরব হইল যে ইলিস সাহেব যুদ্ধের নিমিত্তে নানা যুদ্ধদ্রব্য পুস্তত করিতেছেন। এবৎ ২০ ও ২১ তারিখে তিনি পাটনার অধ্যাক্ষ হইতে এই পত্রপাণ্ড হইলেন যে ইলিস সাহেবের যুদ্ধায়োজন পুস্তত হইয়া তিনি দুর্গাক্রমণার্থে সিঁড়ি পুস্তত করিতেছেন। যদিপি ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত শান্তিপূর্বক বাস করিতে নবাব সাহেবের ইচ্ছা ছিল তথাপি এই সমাচার পুস্তত হইয়া তাহার মনে বৈরক্তি জন্মিল এবৎ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপূর্ণ নৌকাসকল আটক করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি আমাট সাহেবকে কলিকাতায় যাইতে অনুমতি দিলেন কিন্তু তাহার অমিল যে ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তে ছিল তাহার জামিনস্বরূপ হে সাহেবকে আপন নিকটে রাখিলেন। ২৪ তারিখে আমাট সাহেবের পুস্তানের সমাচার পাটনায় পঁহুছিলে ইলিস সাহেব সেই রাত্রিতেই অকস্মাৎ পাটনা নগর হস্তগত করিলেন। নবাব সাহেব এই আক্রমণের সম্বাদ পাইয়া রাগেতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্বত্র

এই আজ্ঞা পাঠাইলেন যে যেখানে যত ইংলাজকে ধরিতে পারা
সেখানেইহাতে তাহারদিগকে আমার নিকট পুরণ কর বিশেষতঃ
আম্মাট সাহেবকে ও তাহার সঙ্গি তাবলোককে ধরিয়া মুক্ত
রে আনিতে লোক পুরণ করিলেন । তাহাতে আম্মাট সাহেব
আপন নৌকা স্বকিত করিতে অসম্মত হইয়া নবাব সাহেবের
লোকের পুতি গোলাক্রেপ করিলেন ইহাতে নবাবের লোকেরা
তাহার নৌকার উপর চড়াউ করাতে তৎস্থলে সঙ্গাম হইয়া
আম্মাট সাহেব ও তাহার সঙ্গিলোকেরা সেই স্থানে ইত হইল ।

অপর উভয়েই যুদ্ধে সমৃদ্ধ হইলেন । পাটনাইহাতে নবাব সা
হেবের নিকট যে সমাচার পহঁছিল তাহাতে তিনি ভরসায়ুক্ত
হইলেন বিশেষতঃ তদন্ত ইংলণ্ডীয় সৈন্যের সেনাপতি কাপ্তা
ন কার্কেস সাহেব ২৫ তারিখে পাটনার তৈনাতি সৈন্যেরদিগ
কে অসাবধান পাইয়া অনায়াসে নগর দখল করিলেন এবং পাট
নার অধ্যক্ষ অল্প যুদ্ধের পর নগর পরিত্যাগপূর্বক মুক্তরে পলা
য়ন করিলে ইংলণ্ডীয়েরা নগর হস্তগত করিলেন । কিন্তু নগ
রের দুর্গ ও অন্য এক দৃঢ় স্থানে নবাব সাহেবের এক সেনাপতি
সৈন্য আশ্রয় করিল । অপর ইংলণ্ডীয়েরদের সৈন্য ছিন্নভিন্ন
হইয়াও সর্বত্র লুঠ করিতেছে ইত্যবকাশে যে অধ্যক্ষ মুক্তরের
পুতি পলায়ন করিয়াছিলেন তিনি মুক্তরহইতে পাটনার পুতি
পেরিত সৈন্যকর্তৃক পশ্চিমধ্যে দৃষ্ট হইলেন এবং দুর্গের ঐ দৃঢ়
স্থানে আশ্রিত নবাব পক্ষীয়েরদের সমাচার শুনিয়া ফিরিয়া
আইলেন । তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইংলণ্ডীয়েরা পুষ্পত
ছিলেন না অতএব তাহারা অল্পযুদ্ধের পর আপনারদের তোপ
নষ্ট করিয়া তদন্ত আপনারদের কুঠিতে আশ্রয় লইলেন পরে
ঐ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ কুঠি বেটন করিলে ইংলণ্ডীয়েরা উপা
যান্তর না দেখিয়া রজনীকালে স্থান পরিত্যাগপূর্বক নৌকাযো
গে নদ্যন্তীর্ণ হইয়া ছাপরাতে গেলেন । পরে অযোধ্যার সীমাপ
র্যাস্ত যাইতে সরকার শরণের ফৌজদার তাহারদের উপর আক্র
মণ করাতে তাহারা আপনারদের অল্প পরিত্যাগ করিলেন ।

ঐকালে মীরকাশীমের ভৃত্যরা কাশীমবাজারের কুঠি লুঠ
[১০ অধ্যায় ।] [১৭৬৩ শাল ।]

করিয়া তত্রস্থ ইংলণ্ডীয়েরদিগকে এবং যে ইংলণ্ডীয়েরা পাট নাহিহেতে পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকেও মুক্তরে পুরণ করিল ।

ইহার পূর্ব্বে কোম্পানী স্থির হইয়াছিল যে যদি মীরকাশীমের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটে তবে তাহাকে রাজ্যভুক্ত করা ও অন্যকে তৎপদাভিষিক্ত করা ও তদ্বার মীরকাশীমের পুতি শাস্তির দ্বার একেবারে রুদ্ধ করা উচিত কিন্তু বেমসিটার্ট সাহেব ও হেষ্টিংস সাহেব ইহাতে সম্মত হন নাই পরে যখন আম্বাট সাহেবের মৃত্যু সমাচার কলিকাতায় পহঁছিল তখন ইংলণ্ডীয়েরা মীরজাফরের সহিত সন্ধিকরণোপক্রম করিলেন । মীরজাফর আত্মরাজদণ্ড পুনঃপুষ্টার্থে এমত ব্যগু ছিলেন যে ইংলণ্ডীয়েরা তখন যাহা কহিলেন সে সকলই তিনি স্বীকার করিলেন অতএব তাহার সহিত এই বন্দোবস্ত হইল যে রাজ্যরক্ষার্থে নিযুক্ত ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বেতনের কারণ মীরকাশীম বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজকর যে ইংলণ্ডীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহা তিনি স্বীকার করিলেন । এবং আরো কোম্পানির ভূত্যেরা যে আপনাদেরদের কারণ কেবল লবণের উপর শতকরা আড়াই টাকা মাসুল নিরূপণ করিয়া অন্যতাবদ্ধ্য নিষ্কর করিয়াছিলেন সে বিষয়ও স্বীকার করিলেন । এবং মীরকাশীম যে তাবৎ হাসিল একেবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিয়া ইংলণ্ডীয়ব্যতিরেকে অন্যতম মহাজনেরদের স্থানে যে কর গৃহণ নিরূপিত ছিল তাহা লইতে স্বীকৃত হইলেন । এতদ্ভিন্ন দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও দ্বাদশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সতত পুষ্কৃত রাখিতে এবং কোম্পানির ক্ষতিপূরণার্থে ও যুদ্ধের ব্যয়ের কারণ ত্রিশ শতক মুদ্রাদিতে স্বীকার করিলেন । এবং কোম্পানির ভূত্যেরদের নিজ ক্ষতি পূরণ করিতে এবং ইংলণ্ডীয়ব্যতিরেকে আর কোন ইউরোপীয়জাতীয়েরদিগকে ভারতবর্ষে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিতে না দিতে অস্বীকার করিলেন ।

অপর ২ জুলাই তারিখে ইংলণ্ডীয় সৈন্য গৌরহাটীহইতে যাত্রা করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল তাহার মধ্যে ৬৫০গোরা ও ১২০০

সিপাহী ও মেজর আদম সাহেবের কর্তৃত্বাধীন কতক এতদেশীয় অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল। অপর মেদিনীপুর হইতে এক শত গোরা সিপাহী এবং এক সহস্র এতদেশীয় সিপাহী আসিয়া তাহারদের সহিত মিলিয়া যাত্রা করিল। ১১ তারিখে মীরজাফর পূর্ব লিখিত সন্ধিপত্র স্বির করিয়া ১৭ তারিখে অগুদীপে গিয়া ইংল্যান্ডীয় সৈন্যের সহিত মিলিলেন।

মীরকাশীম এই যুদ্ধের নিশ্চয় জানিয়া মুরশেদাবাদ রক্ষার্থে ঐ নগর ও ইংল্যান্ডীয় সৈন্যের মধ্যবর্ত্তি স্থানে পুশ্চমতঃ আপন তিন জন সেনাপতিকে সসৈন্য পেরণ করিলেন। ১২ জুলাই তারিখে ঐ সৈন্যেরদের সহিত ইংল্যান্ডীয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইয়া তদ্বিষয়েই সেখানে যুদ্ধ হইল তাহাতে নবাবী সৈন্য পরাজিত হইয়া সূতির মোহনার নিকটবর্ত্তি গেরিয়াপর্য্যন্ত পশ্চাৎ পলায়ন করিয়া সেই স্থানে তাহারা স্বকিত হইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল পরে মীরকাশীমের সৈন্যের পুধান ভাগ বিশেষত ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধরীত্যানুসারে সুশিক্ষিত সৈন্যেরা সমরু নামে সেনাপতির কর্তৃত্বাধীনে তথ্যে আগমনপূর্ব্বক তাহারদের সহিত মিলিল। ২৩ তারিখে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য চুনাগলিতে উপস্থিত হইল এবং ২৪ তারিখে পুতুশ্বে প্রতিফিলিস্ নবাব সাহেবের সৈন্যের উপর চড়াউ করিয়া মুরশেদাবাদ হস্তগত করিল এবং ২ আগস্ট তারিখে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য সূতির নিকট গেরিয়াতে উপস্থিত হইলে তথ্যে তাহারদের আগমনাপেক্ষাকারি মীরকাশীমের তাবৎ সৈন্যের সহিত যেরূপ সঙ্গ্রাম হইল তদ্রূপ ঘোরতর সঙ্গ্রাম বঙ্গদেশে তৎপূর্ব্ব ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত কদাপি হয় নাই। মীরকাশীম ইউরোপীয় রীত্যানুসারে আপন সৈন্য চালাইতে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং ইহার পূর্ব্ব এতদেশীয় কোন সেনাপতি এইরূপে সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত সৈন্য লইয়া কখন যুদ্ধ করেন নাই। চারি ঘণ্টা ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইল ইতোমধ্যে মীরকাশীমের কতক সৈন্য এক সময় ইংল্যান্ডীয় সৈন্যের এক শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দুইটা তোপ হস্তগত করিল তাহাতে ৮৪ রিজিমেন্টের অগুপশ্চাৎ হইতে একই সময়ে যুদ্ধ করিতে

হইল কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা এমন গাভীয়ারূপে যুদ্ধ করিলেন যে শে-
ষে বিপক্ষেরা ক্লান্ত হইল ও ইংলণ্ডীয়েরা সংপূর্ণরূপে জয়ী
হইলেন। বিপক্ষেরা আপনারদের তাবৎ তোপ ও আহারীয়
মুদ্রাপূর্ণ দেড় শত নৌকা পরিত্যাগ করিয়া উদুয়া নানার পুতি
পলায়ন করিল সেই স্থানে ইহার পূর্বে মীরকাশীম অতিদৃঢ় এক
দুর্গ পুস্তত করিয়াছিলেন। এই দুর্ভাগ্য নবাবের দিনে যেমন
পরাক্রম ও সৈন্যহানি হইতে লাগিল তেমন ভয় ও রাগবৃদ্ধি
পাইতে লাগিল অতএব তিনি রাগাক্রান্তাপূর্বক পূর্বাধি কএক
রামনারায়ণ ও অন্য কতক অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট লোকেরদের শির
শ্ছেদন করাইলেন এবং আপনার ধন ও পরিজন তাবৎ ঝোঁট
গড়ে পেরণ করিয়া আপনি মুন্সের ত্যাগপূর্বক উদুয়ার অভিমুখে
যাত্রা করিলেন কিন্তু আপনি পথের মধ্যে থাকিয়া কেবল কতক
সৈন্য উদুয়াতে পেরণ করিলেন।

১ আগস্তু তারিখে উদুয়ার দুর্গের সম্মুখে ইংলণ্ডীয়েরা উপস্থিত
হইলেন এই দুর্গ নদী ও ক্ষুদ্র পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত এবং
সে অল্প পুষ্টি কিন্তু অধিক দীর্ঘ ও তাহার চতুর্দিকে জনপূর্ণ জমি
শয় গভীর একটা পরিখা ছিল। এবং তাহার সম্মুখের ভূমি
এমন দলদলি যে নদীর দিগে কেবল দুই শত হাতমাত্র জল
স্থানব্যতিরেকে আর কোন দিগে গমনাগমনোপযুক্ত শক্তি মূল্য
ছিল না। এই দুর্গের সম্মুখে ইংলণ্ডীয়েরা মীরকাশীমের অশ্বারূঢ়
সৈন্যকর্তৃক অবিরত বহুকটপাশ্ত হইলেও একমানপর্যন্ত তথায়
অবস্থিতি করিল। অপর ৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ইংলণ্ডীয়েরা
নদীতীরে অল্পযুদ্ধ করত শত্রুদিগকে বিভাগ দিয়া অন্য দিগে
পর্বতারোহণপূর্বক দুর্গপ্ৰবেশ করিলেন এবং ক্রিয়াকালপর্যন্ত
সংগ্ৰাম করণানন্তর দুর্গাধিকার করিলেন। এই দুঃসমস্যা
পূর্ণ হইয়া মীরকাশীম গুপ্তরূপে আশ্রয়বির পরিত্যাগপূর্বক
রাজিয়োগে মুন্সেরে পলায়ন করিলেন তাহাতে তাহার তাবৎ
সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া তৎপশ্চাৎ পুত্ৰান করিল। তিনি সেই
স্থানে আপন তাবদ্ভব্য সামগ্ৰী সুনস্কৃত করিয়া ও সৈন্যবৃন্দের
কিঞ্চিৎ বিশ্রামার্থে অল্প দিন অবস্থিতি করিয়া শেষে বন্দি ইংলণ্ড

১৭৪ মুজের ও পাটনা ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত হয় ।

গ্ৰীষ্মেরদিগকে আত্মসমভিষাহারে পাটনায় লইয়া গেলেন এবং অতিশয় খ্যাতিাপন্ন সেটবংশীয় যে দুই ব্যক্তিকে তিনি মুরশে দাবাদহইতে বদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারদিগকে পথি মধ্যে বধ করিলেন ।

ইতোমধ্যে ইংগ্ৰাণ্ডীয় সৈন্য মুজেরের নিকটাগত হইয়া নগর বেটনপূর্বক আক্কেবর মাসের পুথমে গোলাক্রেপ করত নগর পুচীরের এক ভ্রামে এমন ছিদ্র করিল যে তদ্বারা নগরপুবেশের কোন বাধা রহিল না । ইহা দেখিয়া মীরকাশীমের তদন্ত দুই সহস্র সৈন্য দুর্গসমেত ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের হস্তে আপনারদিগকে সমর্পণ করিল । মীরকাশীম আপন রাজধানীর এই সমাচার প্ৰাপ্ত হইবামাত্র রাগোন্মত্ত হইয়া স্বাধীন তাবৎ বন্দি ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং এমন জনশ্রুতি আছে যে তাহার ভৃত্যরা এই আজ্ঞাপ্ৰাপ্ত হইয়া ভয়পূযুক্ত কেহই তাহারদের উপর হাত তুলিতে পারিল না শেষে মীরকাশীমের কন্মকারি সমস্ত স্বহস্তে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদিগকে হত করিল । এই ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের মধ্যে ফ্লার্টননামক এক জন চিকিৎসক সাহেব যে আপন ব্যবসায়দ্বারা মীরকাশীমের অতিপ্ৰিয় পাত্র হইয়াছিলেন কেবল তিনিমাত্র রক্ষা পাইলেন । অপর ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা পাটনার নিকটাগমন করিলে মীরকাশীম সেহানহইতে কিঞ্চিদূরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন । পাটনার তৈনাতি সৈন্যেরা অতিসফলতাপূর্বক ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করত এক সময়ে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের একটা ক্ষুদ্র দুর্গ আয়ত্ত করিয়া তাহার মেগাজিনে অগ্নি দিল কিন্তু পাটনার চতুর্দিকস্থ প্ৰাচীর এমন পুচীম ও জীর্ণ ছিল যে তাহারা তাহা অত্যন্ত কালও রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না । অতএব ৬ নবেম্বর তারিখে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা তাহারদের উপর আক্রমণ করিয়া ঐ নগর হস্তগত করিলেন । পাটনা ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইলে মীরকাশীম ভরসাহীন হইয়া তাহারদের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগও না করিয়া আত্মরক্ষার্থে অযোধ্যার নবাব উজীরের রাজ্যের পুতি অতিশীঘ্র যাত্রা করিলেন । ইংগ্ৰাণ্ডীয় সৈন্য তাহার পশ্চাৎ - [১০ অধ্যায় ।]

[১৭৬৩ শাল ।]

বাদশাহ ও উজীরের সহিত মীরকাশীমের মিলন। ১৭৩

ছাব্বন করত দিসেম্বর মাসের পুথমে কয়নাশা নদীপর্যন্ত গমন করিল।

মীরকাশীমের স্বরাজ্যসীমাবহির্ভূত হওনপূর্বে অযোধ্যার নবাব তাহার সাহায্য করণবিষয়ে কোরাণন্বশপূর্বক শপথ করিয়াছিলেন। তৎসময়ে বন্দেলখণ্ডের পূর্ব পুজারা রাজকর দিতে অসম্মত হওয়াতে বাদশাহ ও সুজাওন্দৌল তাহারদের দমনার্থে এলাহাবাদে আগমনপূর্বক ছাউনি করিয়াছিলেন। তাঁহারা মীরকাশীমকে মোগলরাজ্যের পুধান সুবাদার জ্ঞান করিয়া অতিশয় সমাদরপূর্বক গৃহণ করিলেন। তাঁহারা যদি শীঘ্র বন্দেলখণ্ডের পুতি যাত্রা করিতেন তবে এত শীঘ্র মীরকাশীমের সহায়তা করিতে পারিতেন না। সে যে ইউক মীরকাশীম তাহারদের কর্তৃক উপকৃত হইয়া আপন সৈন্যদ্বারা ঐ পুজারদিগকে দমন করিতে পণ করিলেন অতএব তিনি যমুনা নদী পার হইয়া তাহারদের এক দুর্গ আয়ত্ত করিলেন এবং আপনার গোলে নাজ ও ইংলুণ্ডীয় সৈন্যের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত সৈন্য দ্বারা তাহারদিগকে এমন চমৎকৃত করিলেন যে তাহারা অতি শীঘ্র বাদশাহের আজ্ঞাধীন হইল এবং সুজাওন্দৌল আপনার সৈন্য ও আপন রাজমিত্রেরদের সঙ্গে কাশীতে পুস্থান করিলেন। মীরকাশীমের অতিশয় ধনাঢ্য তিন সুবা স্বহস্তগত করিতে সুজাওন্দৌলার অভিপায় ছিল অতএব এই স্থানেতে তিনি মীরকাশীমের কক্ষিৎ সহায়তা করিলেন।

ইতোমধ্যে ইংলুণ্ডীয়েরা তাহার কল্পনা জ্ঞাত না হইয়া ভরসা করিলেন যে তিনি মীরকাশীমকে তাহারদের হাতে সমর্পণ করিয়া আপনি তাহার সকল ধন লইবেন অতএব সুজাওন্দৌল আপন রাজ্যের সীমাতে আত্ম অভিপায়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করণার্থে আপন সৈন্য রাখিলেন। ইতোমধ্যে ইংলুণ্ডীয়েরদের ছাউনিতেও এক মহোৎপাত ঘটিল বিশেষতঃ মীরকাশীম কে বাঙ্গলাহইতে নিরাকরণ করা অতিভারি ও দুঃসাধ্যকর্ম জ্ঞান করিয়া ইংলুণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে সিপাহীরা তাদৃশ পারিতোষিকের অপেক্ষা রাখিল এবং বিপক্লপঙ্কীয় গোএন্দারাত্ত

এতদ্বিষয়ে প্রস্তুতরূপে তাহারদের পুৰ্ব্বজ্ঞ জন্মাইয়াছিল। ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংল্যান্ডীয় সৈন্যেরা অল্পগুহণপূর্বক বন্দুকে গুলি পুরিয়া ও সাজ্জিন চড়াইয়া এবং আপনাদের ছাউনির তাবদূহভোগ লইয়া কৰ্মনাশা নদীর অভিমুখে যাত্রা করিল। সিপাহীরাও চলিষু ছিল কিন্তু তাহারদের সেনাপতির উদ্যোগেতে তাহারদের অধিক ভাগ ছাউনিতে পুত্যাগমন করিল। ইউরোপীয় সৈন্যের মধ্যহইতে পুয় তাবৎ ইংল্যান্ডীয় লোক ফিরিয়া আইল কেবল অবশিষ্ট তিন শত জৰ্মণী ও ফান্সীয় লোকেরা কাশীর পুতি যাত্রা করিল। এপিল মাসের আরম্ভে অযোধ্যার নবাব সুজাওন্দোলা গজোত্তীর্ণ হইয়া অগুনর হইতে লাগিলেন এবং ইংল্যান্ডীয়েরা আহারাভারে ক্লিষ্ট হইয়া এবং পাছে সুজাওন্দোলা পুরিয়া পাটনা ও তাহারদের ছাউনির মধ্যবর্ত্তি স্থানে আগমন করে এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা হটিয়া পাটনায় পুত্যাগমন করিল। ৩ মে তারিখের অতিপাতুষে বিপক্ষেরা যুদ্ধাৰম্ভ করিয়া অধিক গোলাবর্ষি করিতে লাগিল এবং মধ্যাহ্নকালে চতুর্দিগহইতে ইংল্যান্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করিল। অপর সমরু কতক মনোনিত অশ্বারুঢ় ও পদাতিক সৈন্য লইয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের সম্মুখে আগমন করিল ইত্যবকাশে উজীরের অবশিষ্ট সৈন্য পশ্চাৎহইতে আক্রমণোদ্যত হইল। ইংল্যান্ডীয়েরদের সৈন্য বিশেষতঃ সিপাহীরা অতিসাহসপূর্বক যুদ্ধ করত সাংকালে জয়ী হইল কিন্তু ঐ যুদ্ধেতে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য এমন পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে তাহারা বিপক্ষেরদের পশ্চাৎকাদন করিতে সমর্থ হইল না। ইংল্যান্ডীয়েরদের পক্ষে অত্যল্প সৈন্য হত হইল বটে কিন্তু শত্রুরদের অনেক লোক মারা পড়িল। এই দিবসাবধি ত্রিশদিন পর্যন্ত বিপক্ষেরা পাটনার পুতি লক্ষ করিয়া থাকিল ইতোমধ্যে সুজাওন্দোলা নূতন নাবব মীরজাফরের সঙ্গে পত্রদ্বারা আনুগত্য করিতে লাগিলেন। এক পক্ষে ইংল্যান্ডীয়েরা মীরকাশী পক্ষে ও সমরুকে ও অন্য পলায়িত লোকেরদিগকে সমর্পণ করণ পুসঙ্গব্যতিরেকে অন্য পুসঙ্গ অশ্রাব্য জ্ঞান করিলেন এবং

অন্য পক্ষে সুজাওদৌলা সুবাবেহার আপনার নিমিত্তে চাহিলেন সুতরাং এইরূপ কথোপকথনেতে কোনবিষয় নির্ধার্য হইল না । ইতোমধ্যে বর্ষা উপস্থিত হইতে লাগিল এবং রণভূমিতে বাদশাহের উজীরের সৈন্যের ব্যয়োপযুক্ত মুদুর অল্পতা হওয়াতে তিনি সসৈন্য স্বস্থানে পুঙ্খান করিলেন । এতৎসময়েও বামশাহ উজীরের অন্যান্য ও আত্মস্তুরিত্বের বিরুদ্ধ হইয়া আপন উজীর দ্বারা ইংল্যান্ডীয়েরদের নিকট নূতন সন্ধি নিয়মসূচক পত্র পেরণ করিলেন কিন্তু কর্ণল সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন না ।

ইতোমধ্যে সর হেক্তর মনরো সাহেব বঙ্গভূমির তাবৎ সৈন্যের অধিপতি হইয়া বোম্বেহইতে আগমন করিলেন এবং বর্ষোপরমে ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে তিনি তাবৎ সৈন্য একত্র করিতে দিন স্থির করিলেন । অপর সৈন্য সমভিব্যাহারে সোম নদীপর্য্যন্ত অগুসর হইলেন যেহেতুক সে স্থানে শত্রুর কতক অশ্বারুঢ় সৈন্য একত্র করিয়া নদীর ওপারে এক দুর্গ করিয়াছিল যে ইংল্যান্ডীয়েরা নদ্যন্তীর্ণ হইতে না পারেন । অপর তিনি যুদ্ধস্থল করিয়া নদী পার হইয়া বগসরপর্য্যন্ত গমন করিলেন । সেখানে উভয় সৈন্য সন্দর্শন হইলে পশ্চিমধ্যে মনরো সাহেবের উপর বারম্বার শত্রুরদের অশ্বারুঢ় সৈন্যেরা অল্প আক্রমণ করিল কিন্তু তিনি তাহা না মানিয়া ২৬ আক্টোবর তারিখে বিপক্ষেরদের শি বিরসমীপে উপস্থিত হইয়া ঐ রাজিতে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাহার গোএন্দার অরুণোদয়ের পূর্বে পহুঁছিতে না পারাতে তিনি সেই রাজিতে যুদ্ধ করিতে পারিলেন না । অন্তর রজনী পুভাতা হইলে শত্রুরা অগুসর হইয়া অল্পকালের মধ্যে শৌণ্ড হইয়া সুবাবস্থিত হইল । এবং নয় ঘণ্টার সময়ে যুদ্ধ রম্ভ হইয়া দুই পুহরপর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম হইল তাহাতে শত্রুরা পরাস্ত হইয়া আপনারদের যুদ্ধদুব্যাগারে অধি দিয়া পাছে হটিল । মেজর মনরো সাহেব আপন সৈন্যেরদিগকে ক্ষুদ্র দল বদ্ধ করিয়া শত্রুরদের পশ্চাৎদাবন করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু শত্রুরা সে স্থানহইতে এক ক্রোশ অন্তর এক ক্ষুদ্র নদীর উপর যে সেতু করিয়াছিল তাহা দিয়া আপনারা পার হইয়া ঐ

১৭৮ সুজাওন্দোলার সহিত ইংগ্ৰাণীয়েরদের সন্ধির উপক্রম ।

সেতু ভাঙ করিল তাহাতে নদী পার হইবার উপায়ান্তর না
থাকাতে সুতরাং ইংগ্ৰাণীয় সৈন্যেরদিগকে কিরিয়া আনিতে
হইল। ভারতবর্ষে ইংগ্ৰাণীয়েরদের আগমনাবধি ঐ সময়পর্য্যন্ত
এতদ্রূপ ঘোরতর কলজনক যুদ্ধ তৎকালপূর্বে হয় নাই যেহেতু
তুক তাহাতে উজীরের গর্ব্ব ধ্বংস হইল এবং বাদশাহ ইংগ্ৰাণী
য়েরদের বশীভূত হইলেন ও ভারতবর্ষে ইংগ্ৰাণীয়েরদের পরা
ক্রম অধিতীয় হইল।

এই যুদ্ধের পরদিবস বাদশাহ ইংগ্ৰাণীয় সেনাপতি মনরো
সাহেবের নিকট সন্ধিসূচক এক পত্রপেয়ন করিলেন তাহাতে
মনরো সাহেব তাহার কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করণার্থে তৎক্ষণাৎ ঐ
পত্র কলিকাতায় পাঠাইলেন। কলিকাতায় সাহেব লোকেরা পত্র
খবর অবগত হইয়া বাদশাহের সহিত নিয়ম করিতে অনুমতি পত্র
পেয়ন করিলেন কিন্তু কলিকাতাইতে এই পুত্ৰান্তর পত্র না পঁহু
ছিতে বাদশাহ মনরো সাহেবকে কহিলেন যে আমি বহুদিব
সাবধি সুজাওন্দোলার নিকট বন্দিরূপে থাকিতে ব্যাকুল হই
য়াছি অতএব আমি তোমাদের সঙ্গে যাত্রা করি ইহা কহিয়া
বাদশাহ ইংগ্ৰাণীয়েরদের সহিত যাত্রা করিলেন এবং পুন্দি
রাজিতে ইংগ্ৰাণীয় সৈন্যের ছাউনির নিকট আশ্রয়স্থির স্থাপন
করিলেন। এতদ্রূপে ইংগ্ৰাণীয় সৈন্য কাশীতে আগত হইলে
সুজাওন্দোলা সন্ধিপত্র করিবার কারণ আপন উকীলকে তাহার
দের নিকট পেয়ন করিলেন এবং কোম্পানিকে যুদ্ধের ব্যয় বলি
য়া পঁচিশ লক্ষ টাকা ও সৈন্যেরদের পারিতোষিক পঁচিশ লক্ষ
টাকা ও সেনাপতিকে আট লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।
কিন্তু মনরো সাহেব কহিলেন যে পুথমতো মীরকাশীমকে ও সম
স্তকে আমারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক। ইহার পূর্বে ঐ
বিখ্যাসম্পাতক উজীর মীরকাশীমের বিষয়ে শরণাগতপালন ধর্ম্ম
বলি করিয়াছিলেন যেহেতুক মীরকাশীমকে পুনর্বার তাহার পদে
অভিষিক্ত করিবার কারণ ঐ উজীর যে সৈন্য পুস্তত করিয়াছি
লেন তাহারদের মাসিক মীরকাশীম দিতেন শেষে তিনি তাহা
দিতে অসমর্থ হইলে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে উজীর

তাহাকে তাহুইতে ধরিলেন ও তাহার যথাসর্বস্বাপহরণ করিলেন। সে যে ইউক ঐ উজীর শরণাগতকে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিতে লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে তোমরা যদি সম্মত হও তবে বরং আমি তাহাকে পলায়ন করিতে অনুমতি দিই। এবং সমরুর বিষয়ে উজীর এই পুসঙ্গ করিলেন যে যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে বরং আমি কোন এক দিন সমরুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া দুই জন ইংগ্ৰাণ্ডীয় লোকের সম্মুখে তাহাকে বধ করি তাহাতে ইংগ্ৰাণ্ডীয় সেনাপতি কহিলেন যে শত্রুরদের বিষয়ে আমারদের এরূপ ব্যবহার নয় অতএব সেই পুসঙ্গ অগ্ৰাহ্য হইল। কিন্তু মীরকাশীম ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা করিয়া সপরিবারে রোহেলখণ্ডে পুস্থান করিলেন ইহার পূর্বে ঐ স্থানে তিনি আপনার কতক অলঙ্কার পুরণ করিয়াছি লেন।

কিন্তু বাদশাহের সহিত ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের সন্ধিপত্রের বিষয়ে তাদৃক বাদানুবাদ না হওয়াতে তাহার শীঘ্র নিষ্কান্তি হইল। বাদশাহের সহিত বন্দোবস্তের কিছু লেখা পড়া হইল না কিন্তু কথাতে এই স্থির হইল যে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের অধিকার যে গাজীপুর ও অন্য স্থান তাহা ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা পাইবেন এবং বাদশাহ ও সূজাওন্দোলার অধিকারের মধ্যে এলাহাবাদ ও অন্য কতক স্থান পাইবেন এবং বাদশাহ ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের নিকট অস্ত্রীকার করিলেন যে এই কর্ম নিষ্পন্ন করণেতে তোমাদের যত ব্যয় হইবেক তাহা আমি রাজকোষ হইতে ফিরিয়া দিব।

ইতোমধ্যে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের কোষ শূন্য হইয়াছিল অতএব মীরজাফর আপন পদ পুনঃপ্ৰাপ্তিকালে যে অস্ত্রীকার করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা কোষ পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা হইল। মীরজাফরের সহিত শেষ যে নিয়ম হইয়াছিল তন্মিত্ত তিনি ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের যুদ্ধব্যয়ার্থে পাঁচ লক্ষ টাকা ফিরিয়া মাসে দিতে স্বীকৃতি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পূর্বের অস্ত্রীকৃত মুদ্রা যে বাকী ছিল তাহা তৎকালপর্যন্ত তিনি দিতে পারেন নাই অতএব অন্য মূল্য অস্ত্রীকার জন্যে তাহাকে ব্যস্ত করা মিথ্যা। এই সকল টাকা

দিবার ভাবনাতে ও বাহ্যকোতে ও নুখি শরীরে রোগের পুষ্কল হওয়াতে তিনি শীঘ্র পরলোকগত হইলেন বিশেষতঃ তিনি কলি কাতার কতক দিবস বাস করিয়া মুরশেদাবাদে পুত্যাগমন করিলেন এবং সেখানে পীড়াতে অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া ১৭৬৭ খালের জানুয়ারি মাসে পরলোকগত হইলেন । এতদ্রূপে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপরে অভিষিক্ত হইবার কারণ দুই জন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইল বিশেষতঃ বিংশতি বৎসরবয়স্ক নজীবুদ্দৌলা নায়ে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র এবং মীরনের ছয় বৎসরবয়স্ক এক পুত্র । দেশব্যবহারানুসারে তৎপরে উভয়েরই সমান অধিকার ছিল কিন্তু যথার্থ বিবেচনায় ঐ পদ কাহাকেও অর্শে না যেহেতুক মোগল রাজ্যের সুবাদারি পদসমূহ উত্তরাধিকারিক্রমে নিয়মিত ছিল না কিন্তু কোন সুবাদার মরিলে দিল্লীর বাদশাহ কোন লোককে মনোনীত করিয়া তৎপরে নিয়োগ করিতেন । মোগলরাজ্যের পুাবল্য কালে কোন সুবাদার অধিককাল ব্যাপিয়া তৎপরে থাকিতে পারিতেন না পুায় সকলেই আপন আয়ুর মধ্যে পরীবর্তন হইতেন কিন্তু মোগলবংশের রাজ্যাবসানকালে সুবাদারেরা এমন পরাক্রান্ত হইয়াছিল যে বাদশাহ তাহঁরদিগকে পরীবর্তনে অক্ষম ছিলেন অতএব তাহার আয়ুর মধ্যে অন্য সুবাদার নিযুক্ত করিতে না পারিয়া তাহার মরণপর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন এবং সেই সুবাদার লোকান্তরগত হইবামাত্র বাদশাহ স্বীয় পরাক্রম পুকাশ পূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্য এক নূতন সুবাদারকে পুরণ করিতেন কিন্তু কোন সময় মৃত সুবাদারের পুত্র কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোন কুটুম্ব তৎক্ষণাৎ মৃত ব্যক্তির পদাভিষিক্ত হইয়া এমনতর বহুমূল হইত যে বাদশাহ তাহাকে পরীবর্তন করিতে পারিতেন না । পরে যখন বাদশাহ দেখিতেন যে আপন পরাক্রম রাখিতে সক্ষম হইলেন না তখন কেবল নামেতে পরাক্রম বজায় রাখিয়া স্বয়ং সিদ্ধ ব্যক্তির নামে এক পরবান দিয়া কহিতেন যে আমি তোমাকে ঐ পদ দিলাম । এতদ্রূপে তিন চারি পুরুষপর্যন্ত পুত্র-পুত্রপুত্রের সুবাদারি কর্ম চলিল ।

অপর কোন ব্যক্তি তৎপরে অভিষিক্ত হইবে ইহা স্থির করা
[১০ অধ্যায় ।] [১৭৬৪ খাল ।]

অবশ্য বাবশাহের অধিকার বটে কিন্তু যে কালে তাঁহার নামে
তে অতিবৃহৎ রাজ্যের শাসন হইত তৎসময়ে ঐ অকাণ্ড অশ্রুত
বশীভূত পুরুষ আপন তাবৎ রাজ্যে অনধিকারী ছিলেন।
তিনি ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে এই তিন সুবার দেওয়ানী অর্থাৎ কর্তৃত্ব
দিতে বারম্বার পুসঙ্গ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে তাদৃক
মনোযোগ করিলেন না অতএব তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধিতে নজী
বুদ্ধীলোকে সিংহাসনে বসাইলেন।

অপর ১৭৬৫ শালে নূতন নবাবের সহিত এইরূপে নূতন সন্ধি
পত্র হইল যে দেশের যুদ্ধবিষয়ক উদ্ভাভদের ভার ইংল্লণ্ডীয়ের
দের উপর থাকিবেক এবং নবাব আপনার জাঁকের কারণ
এবং ফৌজদারি কর্মের কারণ ও কোষাধ্যক্ষের কর্মের কারণ
যত সৈন্য পুয়োজন হইবেক তদতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারি
বেন না। ইহাতে ইংল্লণ্ডীয়েরদের দুই অভিপায় ছিল পুথ্য
তো নবাবের পরাক্রমদ্বারা তাহারদের কোন হানি না হয় দ্বিতীয়
তো দেশ সুরক্ষিত হয় যেহেতুক মীরজাফরের কর্তৃত্বকালে ইংল্ল
ণ্ডীয়েরা দেখিয়াছিলেন যে ঐ কক্ষ স্বাধীন না রাখিলে দেশ
কদম্ভ সুরক্ষিত হইবে না। • এবং এমন কথা যাইতে পারে যে
এই সময়ও নাগর্য্যরাজকার্য্যও তাবৎ ইংল্লণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত
ছিল যেহেতুক ইংল্লণ্ডীয়েরা কহিলেন যে নবাব সাহেব আপন
তাবৎ রাজ্যের নাগর্য্যরাজকার্য্য নিব্বাহার্থে কলিকাতা হু বড় সা
হেবের ও কোম্পলির অনুমতানুসারে এক নাএব সুবাদার নিযুক্ত
করিবেন এবং তাঁহারদের আজাব্যতিরেকে তাহাকে পদচ্যুত
করিতে পারিবেন না। এই বিষয়ে নবাব সাহেব পুথ্যমতো অস
ম্মত হইলেন কিন্তু পরে কোন ব্যক্তি এই মহাপদে নিযুক্ত হইবেক
ইহা আলোচনা করিতে লাগিলেন ইতোমধ্যে গবর্নর ও কোম্পল
কর্তৃক মহম্মদরেজাখাঁ তৎপক্ষে নিযুক্ত হইলেন এবং অনুমান
হয় যে তৎকালের লোকেরদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত
ছিলেন। নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে নবাবের ইচ্ছা
ছিল কিন্তু তৎকালের লোকেরদের মধ্যে তিনি সুকলহইতে
অনুপযুক্ত ছিলেন। যখন সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আয়ত্ত করি

রাহিলেন তখন রামনারায়ণ হুগলির অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত ছিলেন এবং আপন অতিশয় চাকলাদ্বারা ও অসীম ধনাকাঙ্ক্ষাদ্বারা দেশের সর্বত্র কুখ্যাত হইয়াছিলেন। পুথমত ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা তাহাকে পুতারক ও বিপদজনক জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিলেন পরে মীরকাশিমের নবাবী সময়ে যখন মীরজাফর কলিকাতায় ছিলেন তখন ঐ নন্দকুমার ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের বিপক্ষেরদের সহিত আলাপ করণদণ্ডে কলিকাতায় বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ বন্দী দ্বাবস্থাতেও তিনি পদভুক্ত নবাবের অত্যন্ত খোসামোদ করিয়া তাহাকে এমনতর বশীভূত করিয়াছিলেন যে নবাব আপন পদ পুনঃ পুষ্ট হইবামাত্র নন্দকুমার যে তাহার মন্ত্রী হয় পুথম এই যাত্রা করিলেন। মীরজাফরের মন্ত্রী হইয়াও তিনি ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের মনস্তুষ্ট করিলেন না বরং মীরজাফরের রাজ্যে যত বিঘ্ন ঘটিল সে সকলের মূলভূত তিনি ছিলেন। অতএব ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা তাহার কুব্যবহার ও রীতি জানিয়া নবাব নজীবুদ্দৌলা যখন নন্দকুমারকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে পুর্খনা করিলেন তখন ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। মীরজাফরের সহিত ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের যেরূপ সন্ধিপত্র হইয়াছিল; নজীবুদ্দৌলার সহিতও তৎরূপ হইল অধিকন্তু বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর ও বর্তমান এই দেশের রাজস্ব ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের পুণ্য হইল এবং যত দিন যুদ্ধ থাকিবেক কিম্বা যুদ্ধ সম্ভাবনা থাকিবেক ততকাল তাহার পাঁচ লক্ষ টাকা করিয়া মাসিক পাইবেন। এতৎ বাণিজ্যবিষয়ে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা যে নিয়ম করিয়াছিলেন অর্থাৎ কেবল লবণের উপর শতকর আড়াই টাকা মাস্-ব্যতিরেকে তাবৎ বাণিজ্য নিষ্করে হইবেক তাহাও বজায় থাকিল। এই সময় রাজশাসন ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের এমন আয়ত্ত ছিল যে রাজকরের মুহুরিরপর্যন্ত কোন লোক তাহারদের অনুমতিব্যতিরেকে নিযুক্ত হইতে পারিত না।

তৎকালে ইংগ্ৰাণ্ডে কোম্পানি ভাবিলেন যে বঙ্গদেশে যে সকল বিভাগে বিভক্ত আছে ক্লাইব সাহেবব্যতিরেকে তাহার নিষ্কাশিত হইবেক না অতএব ক্লাইব সাহেবকে কলিকাতার বড় সাহেবি কর্ত্তে নিযুক্ত করিয়া পুনরায় কলিকাতায় পুরণ করিতে নিশ্চয় করি

লেন। কিন্তু তাহার অপরিমিত পারিতোষিক লাভের বিষয় অবগত হইয়া ইংলণ্ডে কোম্পানি বহাদর ১৭৬৪ শালের মে মাসে এই নিয়ম করিলেন যে বঙ্গদেশে রাজকৰ্ম্মে কিম্বা যুদ্ধকৰ্ম্মে নিযুক্ত সাহেবেরা যত পারিতোষিক পাইবেন তদ্বারা কোম্পানির কোষ পূর্ণ হইলেক এবং কেহ কোম্পানির ও বড় সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে এক সহস্র মুদ্রাপৰ্যন্ত পারিতোষিক লইতে পারিবেন না।

ক্লাইব সাহেব ইংলণ্ডে থাকিয়া বাদশাহকর্তৃক লর্ড ক্লাইব আখ্যাপাণ্ড হইয়া কোম্পানিকর্তৃক এই নূতন পদে বিভূষিত হইয়া ১৭৬৪ শালের ৪ জুন তারিখে ইংলণ্ড ছাড়িয়া ১৭৬৫ শালের ১০ এপ্রিল তারিখে মন্দ্রাজে পৌঁছলেন। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে যে সঙ্কট নিবারণার্থে তিনি পুরিত হইয়াছেন তাহা নিশ্চয় হইয়া সৈন্য সকল বশীভূত হইয়াছে এবং মীরকাশিম আপন পরামর্শীদের সহিত দমন ও বাদশাহ ইংলণ্ডীয়েরদের বশীভূত হইয়াছেন এবং মীরজাফর পরলোকগত হইয়াছেন।

১১ একাদশ অধ্যায়।

বঙ্গভূমিতে ক্লাইব সাহেবের পুনরাগমন। অযোধ্যার নবাব উজীরের সহিত বন্দোবস্ত। দিল্লীর বাদশাহের সহিত বন্দোবস্ত। ইংলণ্ডীয়েরা বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীপ্ৰাপ্ত হন। সৈন্যের বেতনের নুনতা ও তৎফল। ক্লাইব সাহেব স্বপদ ত্যাগ পূর্বক ইংলণ্ডে গমন করেন এবং বেরেন্স সাহেব বড় সাহেব হন। কার্টিয়র সাহেব বড় সাহেব হন।

অপর কোম্পানি নিশ্চয় করিলেন যে পূর্বে যেরূপে রাজকৰ্ম্ম নিৰ্বাহ হইত তদ্রূপে আর না হইয়া কেবল বড় সাহেব ও তৎসহকারি চারিজন কোম্পানির পরামর্শে তাবৎ কৰ্ম্ম নিৰ্বাহ হইবে।

বেক । অতএব ১৭৬৫ শালের ৩ মে তারিখে লর্ড ক্লাইব সাহেব ও সমনর সাহেব এবং সৈক্স সাহেব কলিকাতায় আগমন করিলেন । অবশিষ্ট যে দুই জন কৌশলী সাহেব নিযুক্ত হইয়া ছিলেন তাহারা তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন না বিশেষতঃ জেনারেল কার্ণাক সাহেব সৈন্য বেছারে ছিলেন এবং বেরেলুক্ট সাহেব চট্টগ্রামে ছিলেন । ৭ মে তারিখে ক্লাইব সাহেব এবং সমনর সাহেব ও সৈক্স সাহেব একত্র হইয়া অন্য দুই জন সাহেবের অপেক্ষা না করিয়া পুরুশ করিলেন যে এক্ষণে কৌশল নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাবৎ রাজকর্মের ভার আপনারা গৃহণ করিয়া পরস্পর শপথ লইয়া কোম্পানির ভূত্যদিগকে নূতন শপথ দিলেন ।

লর্ড ক্লাইব সাহেবের আগমনবার্তা শুবণমাত্র নজীবুদৌলা অতি শীঘ্র কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং পূর্ব কৌশলীরা তাহার উপর যে কঠিনব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া ক্লাইব সাহেবকে এক দরখাস্ত দিলেন বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয়েরা যে তাহার অসম্মতিতে মহম্মদরেজাকে নাএব সুবাদারিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আরও সকল বিষয়াপেক্ষা অধিক বিরক্ত ছিলেন । অতএব তিনি কহিলেন যে ঐ নাএব আপন পদপাশ্চিকালে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়া পদাভিষিক্ত হইয়াছেন । যদ্যপি দেশব্যবহারানুসারে একর্ম অতি গর্হিত নয় তথাপি কোন পুরাতন তাহার দোষানুসন্ধান করিয়া লর্ড ক্লাইব সাহেবকে কহিলেন যে নাএব এই বিংশতি লক্ষ মুদ্রা আমার কোষের ক্ষতি করিয়াছে ।

২৫ জন তারিখে লর্ড ক্লাইব সাহেব নবাবের সহিত তাবৎ রাজ্যের বন্দোবস্ত করণার্থে এবং নূজাওদৌলার সহিত সন্ধিপত্র করণার্থে কলিকাতাইহতে যাত্রা করিলেন ।

অপর নজীবুদৌলার সহিত অতিসহজরূপে বন্দোবস্ত হইল যেহেতুক লর্ড ক্লাইব সাহেব যাহা আজ্ঞা করিতে ইচ্ছুক হইলেন সে সকলই নবাব সাহেবকে সূতরাৎ স্বীকার করিতে হইল । ক্লাইব সাহেব কহিলেন যে নবাব সাহেবের অবশিষ্ট পরাক্রম

যে নাএব সুবাদারের দ্বারা পুকাশিত হইতেছে তাহা এক ব্যক্তির সাধ্যাতিরিক্ত অতএব নবাবের তাবৎ কর্ম নিরূপিতার্থে নাএব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর সহিত রাজা দুর্লভরামকে ও জগৎসিংকে তৎসহকারিরূপে নিযুক্ত করা যাউক। এবং এই পরাক্রম ভাগিরদের মধ্যে শান্তিব্যবহার রক্ষার্থে তিনি তাহারদিগকে এক জন কোম্পানি ইংলণ্ডীয় ভৃত্যের বশীভূত করিলেন। এবং নবাবের তাবদ্রেশের রাজকর ও সুবাদারের রাজশাসন ও তক্ষাশন জাত ফল কেবল কোম্পানির হস্তে রাখিবার কারণ কুাইব সাহেব নবাব সাহেবের অনুমতিপাঠনা করিলেন এবং কহিলেন যে কোম্পানি আপনকার নিত্যব্যয়ের কারণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বার্ষিক দিবেন। এই সকল বিষয় নির্ধার্য্য করিয়া কুাইব সাহেব মুর শোদাবাদহইতে পশ্চিম দেশে যাত্রা করিলেন।

বগসরের যুদ্ধের পর নবাব উজীর আপনার অধিকারের ঠিক্য বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া বাঁশবরেলিতে এক জন রোহেলা অধিপতির অতিদৃঢ় দুর্গেতে আপন স্ত্রী পুত্রাদি ও তাবৎ ধন পুরণ করিয়া ছিলেন। এবং ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধিপত্র করণেতে সম্মত হইয়া গাজীউদ্দীন খাঁ ও রোহেলা অধিপতিরদেরহইতে এবং তৎসময়ে গড় গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তি স্থানস্থিত মলহার রাও হোলকরের যে কতক মহারাক্ষীয় সৈন্য ছিল তাহারদেরহইতে তিনি সাহায্য পাঠনা করিলেন তাহাতে মহারাক্ষীয়ে রা এবং গাজীউদ্দীন খাঁ আপন পূর্ব মহাসৈন্যের যে অবশিষ্ট ছিল তাহারদিগকে লইয়া তাহার সহিত মিলিলেন কিন্তু রোহেলা রা কেবল ছলপূর্বক তাঁহাকে ভোগা দিতে লাগিল এবং সম্ভ্রুও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

অপর ইংলণ্ডীয়েরা দুই সহস্র সিপাহী পুরণ করিয়া অযোধ্যার সুবার, রাজধানী লক্ষ্মণৌ হস্তগত করণপূর্বক চণ্ডালগড়ের পুতি চড়াউ করিলেন কিন্তু ঐ দুর্গ এমত দুর্ভ্রাক্ষ্ম ছিল যে তদুর্গস্থেরা সফলতাপূর্বক ইংলণ্ডীয়েরদিগকে নিবারণ করিল। ইতোমধ্যে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি সর রাবট ফ্লোর সাহেব সুজাও দৌলার যুদ্ধাযোজনের বাতী শ্রবণ করিয়া এলাহাবাদের দুর্গের

কোরার নিকট উজীরের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ।

পুতি তাহার আগমনের পূর্বে আক্রমণোদ্যোগ করিলেন। বাদ সাহের সহকারি নজীফখাঁ বন্দেলখণ্ডহইতে সৈন্য আনিয়া ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত মিলিয়াছিলেন এবং তিনি এলাহাবাদে দুর্গের তত্ত্ব জানিয়া তাহার সর্বাপেক্ষা সুগম্যেদ্য স্থান দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা গোলাক্রেপ করত শীঘ্র সেই স্থান ভেদ করিলেন এবং তদাধ্যক্ষ সৈন্যেরা ইংলণ্ডীয়েরদের আক্রমণ অপেক্ষা না করিয়া স্বেক্ষাপূর্বক দুর্গ সমর্পণ করিল। এই কর্ম সাক্ষ্য হইলে কর্ণল কার্ণাক সাহেব সেখানে গাঁহছিয়া তাবৎ সৈন্যের অধ্যাক্ষতা গৃহণ করিলেন। বিপক্ষেরদের গমনা গমন দেখিয়া এবং তাহারদের কল্পনা অজ্ঞাতপুযুক্ত জেনেরাল সাহেব কিঞ্চিৎ উদ্ভিগ্ন হইলেন যেহেতুক তাহারদের সৈন্যসংখ্যা যাহা ছিল তদপেক্ষা তিনি কিছু অধিক অনুমান করিলেন কিন্তু ইহার পর তিনি তথ্য সমাচার পাইলেন যে শত্রুরা কোরার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে অতএব তত্রস্থ ইংলণ্ডীয় সেনাপতি সর রাবট ফ্লেচার সাহেবের উপর যে তাহারা আক্রমণ করিবে এমনত আশঙ্কা করিয়া তাহার সাহায্যার্থে অতিবেগগমনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পরে উভয় সৈন্য সম্মিলিত হইলে তাহারা বিপক্ষেরদের পুতিকূলে গমন করিল এবং ৩ মে তারিখে কোরার নিকটে যুদ্ধ হইল কিন্তু সে যুদ্ধ পায় গণ্য নয় যেহেতুক রোহেলারদের অবর্তমানতা এবং গাজীউদ্দীন খাঁর সৈন্যের দুর্বলতাহেতুক উজীর যুদ্ধেতে অক্রম ছিলেন এবং তাহার মনহইতে বগসরের যুদ্ধের পরাজয় লুপ্ত হয় নাই এবং যে মহারান্ধী স্বৈরদের উপর তিনি বিশেষ পুতাশা করিয়াছিলেন তাহারাও ইংলণ্ডীয়েরদের ভোপেতে অতিশীঘ্র ছিন্নভিন্ন হইয়া বেগগমনে যমুনা নদীর পুতি পলায়ন করিল। কিন্তু কেবল উজীরের পুতি ইংলণ্ডীয়েরদের বিশেষ মনোযোগ দেখিয়া তাহারা পুত্যাগ মনপূর্বক পুনর্বার কোরার উপর চড়াউ করিতে উদ্যোগ করিল তাহাতে জেনেরাল কার্ণাক সাহেব ২২ মে তারিখে যমুনা নদী পার হইয়া আপনারদের দৃঢ়কৃত স্থানহইতে তাহারদিগকে নিরাকরণ করিলেন এবং তাহারা পর্বতোপরি পলায়ন করিল।

অপর নবাব উজীর আপন কন্ঠের বিষয়ে ভগ্নমনা হইয়া ইংলণ্ডীয়েরদের কোমল ব্যবহারের উপর ভরসা রাখিয়া তাহা রদের আশ্রিত হইতে নিশ্চয় করিলেন । অতএব ১১ মে তারিখে নবাব সাহেবের স্বাক্ষরিত এক পত্র জেনেরাল কার্ণার সাহেবের নিকট আইল । ঐ পত্রেতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে আমি স্বয়ং আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছি । অপর নবাব সাহেবের আগমন হইলে জেনেরাল সাহেব অতিসম্মদরপূর্ব্বসর তাঁহাকে গৃহণ করিলেন কিন্তু আপনি কোন বন্দোবস্ত না করিয়া ক্লাইব সাহেবের অপেক্ষায় রাখিলেন । ক্লাইব সাহেব ও কৌন্সলীরা বিবেচনা করিলেন যে নবাব উজীরের দেশে যাহা উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা তদংশ সুরক্ষণ করিতে অধিক ব্যয় হইবেক এবং বাদশাহ কিম্বা অন্য কোন অধ্যক্ষ অপেক্ষা নবাব উজীর ঐ দেশ সুরক্ষণ করিতে পারিবেন এবং তাহার হস্তে ঐ দেশ থাকিলে মহারাজি ও আফগানেরদের আক্রমণবিষয়ে সে দেশ গণ্ডিস্বরূপ হইবেক অতএব এতদধিকারের মধ্যে কেবল এলাহাবাদ ও কোরা এই দুই পুদশ বাদশাহের নিমিত্তে রাখিয়া তাবদেশ তাহাকে দিতে স্বীকার করিলেন ।

২ আগস্ত তারিখে যখন নবাব উজীরের সহিত এতদ্বিষয়ে পুথম কথোপকথন হইল তখন ইংলণ্ডীয়েরা যে এত রাজ্য তাহাকে দিলেন এতজ্ঞন্যে তিনি ইংলণ্ডীয়েরদের নিকট উপকার স্বীকার করিলেন এবং স্বচ্ছন্দমনে যুদ্ধব্যয়ের কারণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন । কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা তাহার রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করণবিষয়ক কথা পুসঙ্গ করিলে তিনি এমন অসম্মতি পুকাশ করিলেন যে ক্লাইব সাহেব এই সন্ধিতে তাহার নামও করিলেন না ।

রাজা বলবন্ত সিংহ অযোধ্যার সুবাদারের অধীনতাতে গাজীপুর ও বানারসের জমিদারী ভোগ করিতেন বটে কিন্তু নবাব উজীরের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদের গত যুদ্ধেতে তিনি ইংলণ্ডীয়েরদের পরূপাতী হইয়া তাহারদের অতিশয় আনুকূল্য করিয়াছিলেন অতএব ইংলণ্ডীয়েরা তাহাকে উজীরের ক্রোধহইতে রক্ষাকরণ

১১৮ ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের বাঙ্গালার দেওয়ানি পুষ্টি ।

নবাবের অনুরোধ করিলেন তাহাতে নবাব উজীর ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের অনুরোধেতে তাহার অধিকারের মধ্যে কোন অত্যাচার না করিতে শপথ করিলেন এবং এই রাজাও পূর্ববৎ আপন রাজ্যের রাজস্ব নবাব উজীরকে দিতে স্বীকার করিলেন । নবাব উজীর ও ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা আরো এই নিয়ম করিলেন যে রাজ্যের মধ্যে যদি কখন উৎপাত ঘটে তবে পরস্পর সাহায্য করিবেন । এ ৩০ উজীর মীরকাশীমকে অথবা সমরুকে আপন অধিকারের মধ্যে পুনর্বার আশুয় না দিতে পণ করিলেন ।

অপর বাদশাহের সহিত বন্দোবস্তেতে কুইব সাহেব মনোযোগ করিতে লাগিলেন । বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার রাজ হইতে মীরজাফর ও মীরকাশীম ও নজীবুদ্দৌলা বাদশাহকে যাহা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার ত্রিশ লক্ষ টাকা বাকি ছিল তদ্বিষয়ে স্পষ্টরূপে বাদশাহের নিকট বিজ্ঞাপিত হইল যে তিনি তাহার এক কড়াও পাইবেন না । ইহার পূর্বে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের অনুমত্যানুসারেতে এই তিন সুবার রাজকরহইতে বাদশাহের ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক ও সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার এক জায়গীর নিরূপিত হইয়াছিল এই সময় তাহাকে জানান গেল যে এই জায়গীর আপনাকে পরিত্যাগ করিতে হইবেক । ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি রাগাপন্ন হইলেন কিন্তু এই সময়ে তিনি দুর্দশাপন্ন হইয়া নিরূপায়হেতুক এই ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ও কোরা ও এলাহা বাদশাহ পুণ্যপণেতে এই জায়গীর পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি আপন পক্ষে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিলেন । দেওয়ানির ফরমানের পুষ্টি কোম্পানির বিবরণের মধ্যে অতিশয় গণনীয় পুঙ্করণ যেহেতুক তদ্বারা তাহার পরাক্রমেতে ও নামে এক অতিশয় খ্যাত রাজ্যের অধিকারী হইলেন অতএব সে ফরমানের তারিখও অরণীয় সে ১৭৬৫ খালের ১২ আগষ্ট ।

এই সময়েতে কুইব সাহেব ইংগ্ৰাণ্ডীয় কোম্পানির পুনঃ অন যোগেতে ভারতবর্ষে কোম্পানির সৈন্যব্যয় বৃদ্ধি করিতে নিশ্চয় করিলেন যেহেতুক তাহার এমন বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাতে তা

ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা আপনাদের সৈন্যের বেতন ন্যূন করেন । ১১৩

৮৭ রাজকর শোষণ হইত । ভারতবর্ষে সৎগ্ৰামভূমিতে পুৰিষ্ট হইলে কোম্পানির সেনাপতিরদের অধিক ব্যয় হওয়াতে পূর্বাধি কোম্পানি যুদ্ধ সময়েতে আপনার সেনাপতিরদিগকে তাহারদের মাসিক বেতন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দিতেন তাহার নাম বাটা ছিল ।

পলাসির যুদ্ধের পর যখন মীরজাফরের সঙ্গে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের সৈন্য যুদ্ধে পুৰ্ব্ব হইল তখন ঐ নবাব তাহারদের তুষ্টির কারণ দ্বিগুণ বাটা দিয়াছিলেন । তদবধি যাবৎকালপর্য্যন্ত মীরকাশীম ইংগ্ৰাণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে দ্বিগুণ বাটা দিলেন তাবৎকালপর্য্যন্ত কোম্পানির উপর কোন ভার পড়ে নাই সুতরাং তাঁহারা তখি ব্যয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন না কিন্তু পরে যখন ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদিগকে দেশের রাজকরহইতে সৈন্যের বাটা দিতে হইল তখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাহা রাজকরহইতে দেওয়া অতিভার অতএব তাহাতে অসম্মত হইলেন ।

অপর সুজাওন্দোলার সহিত যুদ্ধ সমাপ্তির পর ক্লাইব সাহেব কোম্পানির অনুমতানুসারে তাবৎ সৈন্য নূতন ধারাতে সুব্যবস্থিত করিলেন । বিশেষতঃ তাহৎ সৈন্যকে তিন দলে বিভক্ত করিলেন তাহার পুতোক দলেতে এক সহস্র গোরা পদাতিক সৈন্য ও এক কোম্পানি গোলন্দাজ ও ছয় সহস্র সিপাহী এবং কতক এতদেশীয় অশ্বারুঢ় । এতদ্রূপে দলবদ্ধ হইলে এক দল মুক্কেরেও এক দল পাটনার নিকটবর্তি বাঁকিপুরে এবং এক দল এলাহাবাদে অবস্থিতি করিল । অপর কলিকাতা গবর্নর ও কৌন্সল তাবৎ সৈন্যের দ্বিগুণ বাটা উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন । এবং কহিলেন যে অতিশয় দূর অথবা ব্যয়নীয় স্থানে স্থিতিবি্যতিরেকে অন্যত্র স্থানস্থ সৈন্যসকল মন্দ্ৰাজের সৈন্যের তল্য বেতন পাইবেক অর্থাৎ রণভূমিতে থাকিলে বাটা পাইবেক এবং যখন ছাউনিতে সুস্থির থাকিবেক তখন কিছুমাত্র বাটা পাইবেক না । এই নূতন বন্দোবস্তুতে সেনাপতিরদের সম্মতির পূর্বে ইচ্ছা এই আজ্ঞা প্রকাশিত হইল এবং এপিুল মাসের শেষপর্য্যন্ত লর্ড ক্লাইব সাহেব এতদ্বিষয়ে অতি নিকৃৎসেণে থাকিলেন । ঐ মাসে

তিনি পত্রদ্বারা পুথম অবগত হইলেন যে তাবৎ সৈন্যের সেনা পত্রিরা এতদ্বিষয়ে বিরক্ত হইয়া আজ্ঞার বহির্ভূত হইতে পুঙ্খভূত হইয়াছে ।

দিসেম্বর মাসের পুথমে মুজেরহু সেনাপতিরদের মধ্যে পুথম এতদ্বিষয়ে আশ্রয় লাগিল এবং অতিশীঘ্র অন্য দুই দলস্কেরাও উত্তপ্ত হইয়া মন্তনা করিয়া এই নিশ্চয় করিল যে এককালে সৈন্যের তাবৎ সেনাপতি স্বয়ং পদ ত্যাগ করিবেন এবং যেপর্য্যন্ত কোম্পানি ডিষ্ট্রিক্ট বাটা দিতে স্বীকার না করেন সে পর্য্যন্ত তাবৎ সৈন্যকে সেনাপতিহীন রাখিবে । সেনাপতিরদের এই বিষয় অনুসূচনা কালে এলাহাবাদ হইতে পঁচাত্তর কোশ অন্তরে পঞ্চাশ বা ষষ্টি সহস্র মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল তাহাতে তাহারদের তত্ত্ব লইবার কারণ এলাহাবাদে স্থিত সৈন্যেরদিগকে সিরাজপুরে যাত্রা করিতে আজ্ঞা হইল । এপিুল মাসে লর্ড ক্লাইব সাহেব ও জেনেরাল কার্ণার সাহেব আগামি বৎসরের রাজকরের নিরূপণের নিমিত্ত এবং সূজাওন্দোলা হইতে বাকী টাকা প্রাপণের নিমিত্ত এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের দমনার্থে তাবৎ এতদেশীয় জমীদার ও অধিপতিরদিগকে একপরামর্শ করণার্থে মুরশেদাবাদে গমন করিলেন । ১১ এপিুল তারিখে কলিকাতা হইতে লর্ড ক্লাইব সাহেব এলাহাবাদের দলস্থ সৈন্যেরদের হইতে এক অনুযোগ পত্র পাইলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করিলেন না । পুরে ২৮ এপিুল তারিখে রাত্রিতে তিনি মুজেরের সৈন্যের সেনাপতি সর রাবট ফ্লেচার সাহেবের পত্রদ্বারা অবগত হইলেন যে তাবৎ সেনাপতিরদের মধ্যে রাজপুতিকুল মন্তনা কতক মাসাবধি হইতেছে ।

ক্লাইব সাহেব ইহা শুনিয়া পুথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে এত লোক ব্যাপিয়া মন্তনা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তিরা কেবল কোম্পানির কন্ঠে আপনাদের জীবনাশ রাখে তাহারা যে এই রূপেতে কোম্পানির কন্ঠভুষ্ট হইবে ও প্রাণদণ্ড যোগ্য কন্ঠের উপক্রম করিবে ইহাতেও প্রায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ।

কিন্তু এই মহাসঙ্কট সময়ে ক্লাইব সাহেব পুতুংপন্নমতি উক্ত মরুপে দর্শাইলেন তিনি স্থিরপুতিজ্ঞ ও সাহসিক হইয়া তৎক্ষণাৎ থিয়া আপন কল্পনা কদাপি ত্যাগ করিতেন না এবং অতিশয় সঙ্কট ঘটিলেও ভয়েতে কখন তাঁহার মনোবিকার বা চাঞ্চল্য হইত না। তিনি ভাবিলেন যে শত্রুসজ্জিত লোকেরদের অন্যায় আজ্ঞা স্বীকার করা এবং আপন পদ পরিত্যাগ করা তুল্য কথা। তাহার সঙ্গে কএক জন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিল তাহারদের দ্বারা এবং কলিকাতাইহিতে ও ইংল্যান্ডীয়েরদের নানাকুণীহইতে অন্য কতক সেনাপতিদ্বারা কর্মচালাইতে পুতুংপন্ন করিলেন এবং ভরসা করিলেন যে স্বাধীন ইংল্যান্ডীয় মহাজনেরদের মধ্যেও কেহই এই সময় সেনাপতি পদ গৃহণ করিবে। এবং যেপর্য্যন্ত মন্দ্রাজ ও বোম্বেহইতে অন্য সেনাপতি না আইসে সেপর্য্যন্ত সিপাহীরদিগকে বশীভূত রাখিতে তাহার অধিক চেষ্টা ছিল।

অপর তাঁহার নিকট সমাচার পাইছিল যে এই মন্ত্রণাতে তাবৎ সেনাপতিরা একত্রে হইয়াছে অতএব তিনি পুতুংপন্ন সেনাপতির নিকট পত্রদ্বারা এই সমাচার পাঠাইলেন যে কোনপুকারে এই কুমন্ত্রণাকারিদের মূলীভূত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া বন্দিরূপে রাখ। এবং সিপাহী ও তাহারদের নাএক এবং জমাদারপুতুংপন্নকে আজ্ঞাধীন রাখিতে সর্বাপেক্ষা অধিক যত্নবান হও। কলিকাতায় ও মন্দ্রাজে কৌশলীরদের নিকট তিনি অবিলম্বে এই পত্র পৌরণ করিলেন যে অতিশীঘ্র তোমরা নূতন সেনাপতির চেষ্টা করিয়া আমার নিকট পৌরণ কর অনন্তর তিনি স্বয়ং মুন্সেরের পুতি পুতুংপন্ন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি এলাহাবাদের সেনাপতি কর্ণেল মিথ্ সাহেবের এই পত্র পাইলেন যে বালাজিরাও বর্ষি সহস্র মহারাজীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কালপিতে আগমন করিয়াছে এবং নৌকাদি পুতুংপন্ন করিতেছে। ক্লাইব সাহেব তাহার পুতুংপন্ন পত্র এই লিখিলেন যে মহারাজীয়েরদেরহইতে যদি অনিবার্য্য অশেষ ক্লেশ সম্ভাবনা হয় তবে সেনাপতিরা যাহা যাচু করিবে তাহাই দিতে স্বীকার করিবা।

এই আপদকালে সিপাহীরা উত্তমরূপে স্বধর্ম্য পুতিপালন

করিল কেবল মুন্সেরেতে কতক ইউরোপীয় সৈন্যের মধ্যে দিখা। সম্ভাষকতার পুণ্যমাকুর দুষ্ট হইল কিন্তু সিংহাসীরদের স্থিরপুতি জ্ঞাতে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হইল। পরে মুন্সেরের সেনাপতি রা অব্যাহিতরূপে কলিকাতায় পেরিত হইল। যদ্যপি সেনাপতি রা অধিক দূরদর্শী হইত কিহা ক্লাইব সাহেবের তুল্য স্থিরপুতিজ লোক তৎসময়ে বড় সাহেব না হইতেন তবে এইরূপ অসম্ভব ঐক্যেতে দেশের মধ্যে অবশ্য উপপ্লব হইত কিন্তু তাহা সম্ভব পো নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর তাহারদের মধ্যে কোন সেনাপতি ২২ দোষ স্বীকারপূর্বক পুনর্বার কর্মপাণ্ড হইল এবং কেহ ২ অপরাধী হইয়া কর্মচ্যুত হইল।

এই সঙ্কটবিশিষ্ট মন্ত্রণা এতদ্রূপে নিষ্পত্তা হইলে পর ক্লাইব সাহেব ছাপরাতে গমন করিলেন এবং সেখানে সুজাওন্দোলা ও বাদশাহের উকীল ও মহারাজ্যীয় অধ্যক্ষেরা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সুজাওন্দোলা কহিলেন যে আপনি কোম্পানির সহিত আমার যে শেষ সন্ধি করাইয়াছেন তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট আছি এবং কোম্পানির যে টাকা বাকী আছে তাহা এক্ষণে দিতেছি।

বাদশাহ আপন পৈতৃক রাজধানী ও দিল্লীর সিংহাসন পুনঃ পুণ্ডার্থে অতিশয় অতীলাষী ছিলেন। এবং এতদ্বিষয়ে তিনি ইংলণ্ডীয়েরদের সহকারিতা যাচা করিয়াছিলেন। অপর ইংলণ্ডীয়েরদিগকে কিছু না বলিয়া তিনি তদর্থে মহারাজ্যীয়েরদের সহিত যোগ করিলেন ও তাহারদিগকে কহিলেন যে ইংলণ্ডীয়েরা ইহাতে পুতিকুল না হইয়া বরং তোমাদের আনুকূল্য করিবেন। কিন্তু তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরদের অসন্তুষ্টি জন্মিল যেহেতুক ইংলণ্ডীয়েরদের কোনপুকারে এমন ইচ্ছা ছিল না যে তিনি মহারাজ্যীয়েরদের সহিত যোগ করিয়া তাহারদিগকে হিন্দুস্থানে আনয়ন করেন। অপর মহারাজ্যীয়েরদের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার কারণ ইংলণ্ডীয় ও রোহেলা ও জাট অধ্যক্ষ ও বাদশাহ ও সুজাওন্দোলা ইহারদের মধ্যে পরস্পর রক্ষা করিবার ভার ক্লাইব সাহেব সুজাওন্দোলার উপর রাখিলেন।

বেরেলফ্ট সাহেব ও কার্টিয়ার সাহেব বড় সাহেব হন। ১১৩

অপর ক্লাইব সাহেবের মুরশেদাবাদ ভাগের কএক দিবসানন্তর বাঙ্গালার নবাব নজীবুদৌলা লোকান্তরগত হইলেন। তিনি অতি শয় লম্বট ও স্থলকায অথচ রোগগুস্ত ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুতে কিছু আশ্চর্য্য ছিল না তথাপি তাহার ইচ্ছা মৃত্যুহেতুক লোকেরা কিছু কুতর্ক করিল। অপর ষোড়শবৎসরবয়স্ক সৈয়ফুদৌলা নামে তাহার এক ভ্রাতা তৎপদাভিষিক্ত হইল কিন্তু তৎকালে ঐ পদ কেবল নামমাত্র ছিল এবং এক জন সামান্য বাণিজ্য কুটিপতিকে পরিবর্তন করাইতে ভারি বিষয় ছিল না।

১৭১৭ শালের ১৬ জানুআরি তারিখে লর্ড ক্লাইব সাহেব কোন্সলোরদিগকে কহিলেন যে আপনার স্বাস্থ্যের কারণ তিনি ইংলণ্ডে যাইবেন। ইংলণ্ডেইতে শেষ পত্রিতে কোন্সলানি বহাদুর তাহাকে লিখিয়াছিলেন যে তোমার সহকারি কমিটী আপন বিবেচনানুসারে বজায় রাখা যদি উপযুক্ত হয় তবে রাখিবা অতএব তিনি তাহারদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিতে নিশ্চয় করিয়া বেরেলফ্ট সাহেবকে বড় সাহেবের পদে এবং কার্টিয়ার সাহেব ও কর্নল স্মিথ সাহেব ও সৈক্স সাহেব ও বুয়ার সাহেবকে তাহার সহকারী কমিটিতে ব্হির করিয়া আপান ইংলণ্ডে পুস্থান করিলেন। বেরেলফ্ট সাহেবের রাজত্ব কালে পুায় কোন ভারি কর্ম্য হয় নাই এবং ১৭৭০ শালের ২৬ দিসেম্বর তারিখে তিনি কার্টিয়ার সাহেবকে আপন পদে নিযুক্ত করিলেন এবং সুজাওদৌলার সঙ্গে এক নতুন সন্ধিচারী সকল সঙ্কট নিষ্পন্ন করিয়া বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা সমাপ্তিতে রাখিয়া আপানি ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

কর্ণটিদেশে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত পুনর্যুদ্ধ। ফ্রান্সদেশইতে লালির আগমন। ইংলণ্ডীয়েরদের অপেক্ষা ফ্রান্সীয়েরদের পরাক্রমের পাবল্য। ফ্রান্সীয়েরদের অপেক্ষা ইংলণ্ডীয়েরদের [১২ অধ্যায়।] ম [১৭৫৬ শাল।]

পরাক্রমপাবনা। কুদচেরি ইংল্যান্ডীয়েরদের আয়ত্ত্ব হইল। ইংল্যান্ডীয়েরা কর্ণাটদেশহইতে ফ্রান্সীয়েরদিগকে নিরাকরণ করেন।

যখন ইংল্যান্ডীয়েরদের সৈন্য কলিকাতা পুনরাক্রমণার্থে এবং ফ্রান্সীয় সৈন্য বুসির উদ্ধারের নিমিত্ত কর্ণাটদেশ ত্যাগ করিল তখন উভয় পক্ষীয়েরা এমন দুর্বল ছিল যে তাহারা নূতন সৈন্য আগমনের অপেক্ষাতে কতককাল নিষ্কৃষ্ণ থাকিতে বাসনা করিল তথাপি ১৭১৬ শালের শেষে কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব মধুরা ও ত্রিবিবলী আক্রমণার্থে মন্ডুজহইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন অতঃপর তিনি তঞ্জাবুর দেশ দিয়া মারোয়াড় নদ্যন্তরণপূর্বক ত্রিবিবলীতে উপস্থিত হইলেন। এই নূতন আগত সৈন্য এবং পূর্বাধিকৃত দেশস্থিত অন্য ইংল্যান্ডীয় সৈন্য সকল ইংল্যান্ডীয়েরদের পক্ষপাতি পালেগারেরদের সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইলে মহা সৈন্য দৃষ্ট হইল। কিন্তু অর্থের অপূতুল হইলেও তিনি ১০ এপিল তারিখে ত্রিবিবলী ত্যাগ করিয়া এক শত আশী জন গোরা ও দুই শত পঞ্চাশ জন সিপাহী ও ছয়টা বৃহত্তোপ ও পাঁচ শত অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া মধুরার পুতিকূলে গমন করিলেন কিন্তু নগরসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ঐ নগর অনুমানাপেক্ষা দূরত্বক্রমে এবং ভিত্তিভেদের ভোপব্যতিরেকে তাহা আয়ত্ত্ব করা অসাধ্য। তথাপি অকস্মাৎ ঐ নগর আয়ত্ত্ব করিতে কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব নিশ্চয় করিয়া পুচীরের উপর সিঁড়ি দিয়া তিনি স্বয়ং বিংশতি জন লোকের সহিত উল্লম্বনদ্বারা দুর্গমধ্যে প্রবেশিত হইলেন কিন্তু নগরস্থ লোকেরা তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় সন্ধান পাইলে কাপ্তান সাহেবকে সূতরাং পুত্যাগমন করিতে হইল। অপর তিনি ভিত্তিভেদকারি ত্রিচিনাপল্লীহইতে ভোপ আনয়নার্থে দুই শত সিপাহীকে পুরণ করিলেন ইত্যবকাশে তিনি শুনিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে আগত হইয়াছে।

ফ্রান্সীয়েরা নূতন সৈন্যের আগমনপর্যন্ত শান্তিব্যবহারেতে থাকিতে স্বদেশহইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেও যখন তাহারা দেখিল যে ইংল্যান্ডীয়েরা রণভূমিতে আছে এবং তাহাদের সৈন্য সকল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। তখন তাহারা অতিসুসময় জাম

করিয়া আপনারা ৬ এপ্রিল তারিখে রণভূমিতে উপস্থিত হইল । কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরা যে তাহারদের অভিপায় জানিতে না পারেন এইহেতুক অত্যন্ত সৈন্য লইয়া অপূরোজনক কন্সে পুৰুষ হইল বিশেষতঃ এলাবানাসোরের দুর্গাধ্যক্ষ যে এতৎকালপর্যন্ত ইংল্যান্ডীয়েরদের কিম্বা ফ্রান্সীজেরদের পক্ষে আপনাকে স্বীকার করে নাই তাহার দুর্গসমীপে অতিবেগগমনপূর্বক তাহারা ১০ এপ্রিল তারিখে উপস্থিত হইল । ঐ দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গহইতে বহির্গত হইয়া ফ্রান্সীয় সৈন্যের মধ্যে ভয় জন্মাইল কিন্তু তদুদ্ধেতে দুর্গাধ্যক্ষ কিঞ্চিৎ আঘাত হইয়া দুর্গমধ্যে পুবেশানন্তর অল্প দিবস পরে পরলোকগত হইল । তাহার মৃত্যু পুকাশ হইবামাত্র তাহার তাবৎ সৈন্য রাত্রিযোগে দুর্গহইতে পলায়ন করিল এবং ফ্রান্সীজেরা তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তগত করিয়া বিরোধকারি পালেগারেরদের পুতিকূলে যাত্রা করিল ।

ইতোমধ্যে মন্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা কাপ্তান কালিয়াদ সাহেবের নিকট পত্রদ্বারা এই সম্বাদ পুরণ করিলেন যে ফ্রান্সীজেরদের গতিবিধিতে বোধ হইতেছে যে তাহারা ত্রিচিনাপল্লীর পুতিকূলে গমন করিবেন না । এতৎসময়ে বাঙ্গালাহইতে সৈন্যাগমনের কালাবশেষ হইয়াছিল যেহেতুক ঋতুর পরীবর্তনেতে বিপরীত বায়ুপুযুক্ত সেপ্তম্বর মাসের পূর্বে বাঙ্গালাহইতে নূতন সৈন্যাগমন অসাধ্য অতএব ফ্রান্সীজেরা এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আপনারদের দুর্গের তাবদ্ধার রুদ্ধ করিয়া ফুদচেরির মধ্যে কেবল অকর্মণ্য কতক সৈন্য রাখিয়া ও নগরনিবাসি কতক লোকেরদিগকে নগররক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া তাবৎ সৈন্য লইয়া ১৪ মে তারিখে ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে যাইয়া অকস্মাৎ অবস্থিতি করিল । মধুরার পুতি সসৈন্য কাপ্তান কালিয়াদ সাহেবের যাত্রা করাত তৎকালে ত্রিচিনাপল্লীতে তন্নগররক্ষোপযুক্ত সৈন্য ছিল না এবং তৎসময়ে সেখানে পাঁচ শত ফ্রান্সীয় লোক বদ্ধ থাকাতে ইংল্যান্ডীয়েরা উদ্বিগ্ন ছিলেন । কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব ২১ মে তারিখে দিবা তৃতীয় পুহরের সময় মধুরার সম্মুখ বর্তী হইয়া এই সমাচারপ্ৰাপ্ত হইলেন এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে

১১৬ ত্রিচিনাপল্লীহইতে ফ্রান্সীয়েরদের পুত্যাগমন ।

আপন সৈন্য পুস্তত করিয়া অতিবেগে যাত্রা করত ২৫ তারিখে ত্রিচিনাপল্লীহইতে সাড়ে নয় কোশ অন্তর এক স্থানে পঁহছি লেন । তৎকালে তাহার সৈন্যাপেক্ষা ফ্রান্সীয়েরদের পাঁচ গুণ অধিক সৈন্য ছিল এবং তাহারা ত্রিচিনাপল্লীর তাবৎ পুবেশ পাথে পুহুরী নিযুক্ত করিয়াছিল । ঐ নগরের এক পার্শ্বে সাড়ে তিন কোশ আয়ত এক মাঠ ছিল সে মাঠের তাবদ্ভূমি শস্যক্ষেত্র ও জলপূর্ণ তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা ঐ মাঠ অগম্য অনুমান করি য়া সে দিগে তাদৃক মনোযোগ করে নাই এবং কাপ্তান কালি স্বাদ সাহেব সসৈন্য আগমন করত যেরূপ দর্শন দিলেন তা হাতেও ফ্রান্সীয়েরা অনুমান করিল যে তিনি নগরের কোন এক সদর দ্বার দিয়াই নগরপুবেশ করণোদ্যোগ করিবেন । কিন্তু তিনি সন্ধ্যার পর আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া হঠাৎ ঐ অগম্য মাঠের দিগে গমন করিয়া রাত্রি আট ঘণ্টার সময় তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন । ইহার পূর্বেচারি দিবসপর্য্যন্ত সিপাহীরা পদযুজ্ঞ আগমন করত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া ছিল তথাপি তাহারা ঐ রাত্রিতে কদমপূর্ণ মাঠ দিয়া গমনপূর্বক অরুণোদয়ের পূর্বে ঐ দুর্গের মধ্যে ধ্রুবিষ্ট হইল এবং নগর মধ্যস্থ ভরসাহীন লোকেরদেরকর্তৃক অত্যাঙ্কপূর্বক গৃহীত হইল । পরে যখন ফ্রান্সীয় সেনাপতি তাহারদের নগরপুবেশ সমাচার অবগত হইল তখন নগরাক্রমণ পুত্যাশা-ত্যাগপূর্বক আপন সৈন্য লইয়া তৎপর দিবস ফুদচেরির পুতি পুস্থান ক রিল ।

অতঃপরে ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের নানা বি রোধ বিসম্বাদ এবং কতক লক্ষ্যযুদ্ধ ঘটিল কিন্তু সে সকল লিখনের পুরোজনাভাব যেহেতুক তাহার মধ্যে স্থল এই যে দেশের মধ্যে যখন ফ্রান্সীয়েরা দুর্বল হইল তখন ইংলণ্ডীয়েরা রাজস্ব গৃহণ করিলেন এবং ইংলণ্ডীয়েরা দুর্বল হইলে ফ্রান্সীয়েরা রাজস্ব লইলেন ।

ইতোমধ্যে কর্ণাটদেশে অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল বিশেষ ভাৱে তৎপূর্ব বৎসরে মহারাজ্জীয় সেনাপতি বালাজীরাও মহিসূর

দেশ লুট করণার্থে আগমন করিয়া পুত্যাগমনকালে আপন এক জন সেনাপতিকে তৎস্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন ঐ সেনাপতি দেশ মধ্যস্থ কতক দুর্গ স্বাধীন করিয়া আর্কটহইতে ত্রিশ ক্রোশ অন্তর কর্ণাট দেশে গমনীয় এক পর্বতীয় পথ হস্তগত করিল এবং নবাবের নিকট লোকদ্বারা কহিয়া পাঠাইল যে এক্ষণে তোমার তাবৎ রাজ্যের চৌধ আমাকে পুরণ কর। মহারাক্ষীরেরা পাছে তাহার নগরে পুবেশ করে ইত্যাদি কায় তিনি ইংলণ্ডীয়েরদের আশুয়ে আপন তাবৎ পরিজনেরদিগকে মন্দাজে পুরণ করিলেন । মহারাক্ষীরেরা কহিল যে নিজামুল্মুলক কর্ণাট দেশের চৌধচারি লক্ষ ও ত্রিচিনাপল্লীর চৌধ দুই লক্ষ এই ছয় লক্ষ বার্ষিক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা ছয় বৎসরপর্যন্ত তাহা পাই নাই অতএব আমারদের ছত্রিশ লক্ষ টাকা পাওনা আছে। নবাব আপন দুর্বলতা জানিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ পুসঙ্গ না করিয়া নগত দুই লক্ষ টাকা দিতে ও আড়াই লক্ষ টাকা দেশের জমিদারেরদের উপর বরাত দিতে স্বীকার করিলেন এতদ্রূপে নবাব তাহারদিগের সহিত নিয়ম করিয়া ইংলণ্ডীয়েরদের নিকট পত্র পুরণ করিলেন যে এক্ষণে এই টাকা দিতে আমার সঙ্গতি নাই অতএব তোমারদিগকে দিতে হইবে তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা সেই টাকা দিলেন ।

এই সময় মন্দাজের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেব লোকে রা দুই মনোযোগী ছিলেন বিশেষতঃ কর্ণাট দেশে ফ্রান্সীয়েরদের গমনাগমন এবং মধুরা ও ত্রিবিদ্রিম্বির আক্রমণ । যখন কালি হাদ সাহেবের ত্রিচিনাপল্লিতে গমনাবশ্যক হইল তখন মধুরার সম্মুখে তিনি ষাট জন গোরা ও এক সহস্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন কিন্তু তাহারাও সেখানে নিষ্ফল্লে থাকিল না । অপর যখন তিনি দেখিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদেরহইতে আশঙ্কা দূর হইয়াছে তখন তিনি ত্রিচিনাপল্লিহইতে মধুরার পুতি আরং সৈন্য পুরণ করিয়া শেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে ২৫ জুন তারিখে মধুরার পুতি যাত্রা করিয়া ৩ জুলাই তারিখে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ১০ তারিখে তোপদ্বারা ভিত্তি

ভেদ করিয়া নগরে পুবেশোদ্যোগ করিলেন কিন্তু শত্রুকর্তৃক বাধিত হইলেন। এতৎসময়ে কালিয়াদ সাহেব আপনি একদিন পীড়িত ছিলেন অপর স্বাস্থ্য পাইয়া নগর বেষ্টনপূর্বক শত্রুদের আহারীয় দ্রব্যের আগমন রোধ করিলেন তাহাতে শত্রুরা নিরুপায় হইয়া অগত্যা সন্ধিপত্র করণেকরুক হইল এবং এতদ্বিষয়ে নানা কথোপকথনান্তর কালিয়াদ সাহেব ১৭০০০০ মাদ্রাসিতে ঘোকার করিলে তাহারাই তাহাকে নগর সমর্পণ করিল। বহুদিবসাবধি ফ্রান্সীয়েরা আপনারদের দেশহইতে স্থলযোদ্ধা ও জলযোদ্ধার আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল পরে ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে বারখান জাহাজ ফুদচেরিতে আসিয়া নঙ্গর করিল কিন্তু এক সহস্রলোকমাত্র ফুদচেরিতে নামাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার মরিচ উপদ্বীপে পুত্যাগমন করিল ইহাতে ফ্রান্সীয়রা যদ্যপি হতাশ হইল তথাপি এই সহস্র সৈন্য তাহারদের পূর্ব্ব সৈন্যের সহিত মিলিত হইলে তাহারদের অনেক বলাবৃদ্ধি হইল। এ.১০.৬ নবেম্বর তারিখের পূর্ব্বে তাহারাই চিত্রবেট এবং ত্রিগুমালি নামে দুই দুর্গ এবং অন্য ছয় দুর্গ আয়ত্ত করিল ।

১৭৫৬ শালে যখন ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের পঞ্চম যুদ্ধ হইল তখন ফ্রান্সদেশের মজিরা ভারতবর্ষে আপনারদের পরাক্রম স্থাপনাথে অত্যন্ত যত্ববান হইয়া লালি নামে এক জন অতিনিপুণ সেনাপতির কর্তৃত্বাধীন এক সহস্র আশি জন গোরা সিপাহী এবং পঞ্চাশ জন গোলেন্দাজ ও অনেক নূতন সেনাপতিরদিগকে পুরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারাই ২৫ এপ্রিল তারিখে করমণ্ডলতটে উপস্থিত হইল ।

ফ্রান্সীয়েরা এই মহাযুদ্ধোজনেতে অধিক ফলাপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং লালিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে করমণ্ডল তটে উপস্থিত হইবামাত্র সেমুদাউদ দুর্গ পুখম আয়ত্ত করিবা অতএব তিনি সেখানে পহুছিবামাত্র ভূমিহু ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদের সহিত পরামর্শ না করিয়া আপন তাঁবৎ জাহাজ সেমুদাউদ দুর্গের সম্মুখেতে নঙ্গর করাইলেন। এবং আপনি দুই জাহাজ লইয়া খুদচেরিতে গমনপূর্ব্বক সেই রাত্রিতে এক সহস্র গোরা ও এক সহ

সু সিপাহী নইয়া সেতু দাউদ দুর্গ পুতিকাঁলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সৈন্যের কিছু আহাৰীয় দ্রব্য ছিল না এবং তাহার পথদর্শকেরা পথ ভুলিয়া পাতঃকালে সাত ঘণ্টার পূর্বে ঐ দুর্গসম্মুখে পঁহঁছিতে পারিল না। সে স্থানে পঁহঁছিলে তাহারা ক্ষুধাতে ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সকলেই চতুর্দিকে লুট করিতে আরম্ভ করিল।

এই সকল সৈন্য সেতুদাউদ দুর্গসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তদুর্গসম্মুখবর্তী ফ্রান্সীয় জাহাজস্বেৰা দক্ষিণহইতে আগম্যমান ইংগ্ৰাণ্ডীয় জাহাজ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদের জাহাজের নঙ্গর তুলিয়া ফুদচেরি পুতি যাত্রা করিল ইহা দেখিয়া ইংগ্ৰাণ্ডীয় জাহাজপতি তাহারদের পশ্চাৎ আপনাদের জাহাজ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। অপর ফ্রান্সীয়েরা সমুদ্রমধ্যে গিয়া যুদ্ধার্থে আপনাদের তাবৎ জাহাজ শ্রেণীবদ্ধ করিল তখন ফ্রান্সীয়েরদের নয় এবং ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের সাত জাহাজ ছিল। অনন্তর উভয়ে যুদ্ধ হইল কিন্তু কোন পক্ষে কিছু ফল দেখা গেল না কে বল উভয় দিগের কতক লোক হানি হইল ও জাহাজের অল্প ক্ষতি হইল। অনন্তর ফ্রান্সীয় জাহাজ সকল ফুদচেরিতে গিয়া আপনাদের তাবৎ সৈন্যেরদিগকে নামাইয়া দিল ও সে সকল সৈন্য ক্রমে সেতুদাউদ দুর্গ আক্রমণার্থে গমন করিল।

এই সকল বর্তা শুনিয়া মন্দ্ৰাজে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা উদ্ভিগ্ন হইতে লাগিলেন যেহেতুক এতৎ সময়ে লালির পঁহঁছনেতে ফ্রান্সীয়েরদের এমন বলবৃদ্ধি হইয়াছিল যে তৎকালে যদি ফ্রান্সীয়েরদের কন্মোঁতে দুপির কর্তৃত্ব থাকিত তবে অনুমান হয় যে তদ্রূপে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের বসতি থাকা ভার হইত। দক্ষিণদেশে ফুদচেরির নিকট এতক্রপে ফ্রান্সীয়েরদের বলবৃদ্ধি হইতে উক্তর সরকার দেশস্থ ফ্রান্সীয় সেনাপতি বুসিও পুৰল হইলেন। অতএব আমরা ঐ বীর্যবান অথচ কন্মশীল সেনাপতি বুসির কন্মোঁতে সৎপুতি দৃষ্টি পাত করিব।

১৭৩৬ শালে তিনি আপন অসমসাহস পুকাশপূর্বক সুবাদারের তাবৎ পরাক্রমহইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া এবং আপন বি

পাকেরদিগকে আজাদীন করিয়া রাজত্বের বাকি আদায়ের কারণে
এবং ইহার পর আর রাজত্ব বাকি না থাকে একপ নিয়ম কর
বার্থে ১৬ নবেম্বর তারিখে পাঁচ শত গোরা সৈন্য ও চারি সহস্র
সিপাহী লইয়া এবং সুবাদারের নিকট অত্যন্ত সৈন্য রাখিয়া
উত্তর সরকারের পুতি গমন করিলেন। বৃষি এই সকল বন্দোবস্ত
স্থির করিতে ২ বাঙ্গালাহইতে ১ এপ্রিল তারিখে সিরাজদৌলার
এক পত্র পাইলেন তাহাতে তিনি এই লিখিয়াছেন যে বঙ্গদেশ
হইতে ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দূর করিবার কারণ যদি তুমি আমার
সাহায্য কর তবে আমি অপরিমিত পারিতোষিক দিব। এই পত্র
পাইয়া বৃষি উত্তর সরকারের সোমাতে স্বসৈন্য স্ফুট করিয়া ক
ল্পনা করিলেন যে বাঙ্গালাহইতে পুনর্ব্বার পত্র পাইলে উড়িস্যা
দেশ দিয়া সসৈন্য তাহার সাহায্যার্থে যাত্রা করিব। কিন্তু
শেষে ইংল্যান্ডীয়েরদের কর্তৃক চন্দননগর আক্রান্ত হওন ও সুবা
দারের দুর্বলতার সমাচার পাইয়া বঙ্গদেশে আগমন সঙ্কল্প
ত্যাগপূর্ব্বক উত্তরসরকারদেশস্থ ইংল্যান্ডীয়েরদের বসতির উপর
আক্রমণ করিলেন।

এই সকল ঘটনা সময়ে সলাবজঙ্গ সুবাদারের দরবারে ও তাহা
র সৈন্যের মধ্যে এক উপপ্লব সম্ভবনা হইল ঐ নবাবের অন্য দুই
ভ্রাতা ছিলেন তাহারদের বিষয়ে বৃষি তাহাকে পূর্ব্ব এই পরামর্শ
দিয়াছিলেন যে তুমি আপন ভ্রাতারদিগকে ধন ও সম্মান দিতে
কুটি করিও না কিন্তু তাহারদের হস্তে কদাচ সৈন্য কিম্বা দুর্গ অ
র্পণ করিও না। সলাবজঙ্গ যতকাল বৃষির বশতাপন্ন ছিলেন
ততকাল বৃষির এই সুপারামর্শানুসারে চলিয়াছিলেন কিন্তু বৃষি
উত্তর সরকারদেশে গেলে কুমন্ত্রিরা বৃষির পুতি সলাবজঙ্গের মনো
ভঙ্গ করিলেন এবং বৃষির পরামর্শের বিরুদ্ধে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
বশালজঙ্গকে আদোনি দেশের দুরাক্রম দুর্গের অধ্যক্ষতা দেওয়া
ইল এবং দক্ষিণ দেশের অতিশয় বৃহৎ ও আয়ত বিরাটদে
শের অধ্যক্ষতা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজামালিকে দেওয়াইল।

১৭৩৭ শালের অন্তে সুবাদারের অওরঙ্গাবাদে বাস কালে যখন
মহারাক্ষীয়েরা ঐ নগরের পুতি লক্ষ করিয়াছিল তখন সুবাদারে

র সৈন্যের মধ্যে বাকি বেতনের ছলে রাজমোহর হইবার উপক্রম হইল এবং তাহার দেওয়ান তাঁহাকে অতিশয় ভয় পুষ্পন করাইয়া আপনি এক দুর্গেতে পলায়ন করিল ইহাতে সুবাদার নিরুপায় হইয়া ভরসাহীন হইলেন । ইত্যবকাশে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজামালীখাঁ সৈন্যের এক ভাগ স্ববশীভূত করিয়া কহিলেন যে যদি রাজ্যের পরাক্রম অর্থাৎ মহারামোহর আমার হস্তে অর্পিত হয় তবে আমি এই উপপূর্ব শান্তি করি । নবাব সলাবজঙ্গ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলে নিজামালীখাঁ তাঁহাকে নামমাত্র সুবাদার রাখিয়া আপনি রাজ্যের তাবৎ পরাক্রম গৃহণ করিলেন ।

জানুআরি মাসের পুণ্যমে বুসি এই সমাচার পুষ্প হইবামাত্র আপন তাবৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে আওরঙ্গাবাদের পুতি যাত্রা করিলেন এবং যে পথ দিয়া কদাপি কোন ইউরোপীয় লোক গমন করেন নাই এমন এক পথ দিয়া একুশ দিবসের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইলেন । তথ্যে পহুঁছিয়া তিনি দেখিলেন যে নগরের চতুর্দিকে চারি দল সৈন্য পৃথকঃ ছাউনি করিয়া রহিয়াছে পুথমতো বিরটিহইতে আগত নিজামালির সৈন্য দ্বিতীয়তঃ সুবাদারের নিজ সৈন্য তৃতীয়তঃ আদোনীহইতে আগত য় সালজঙ্গের সৈন্য চতুর্থতো বালাজিরাত্তর অধীন মহারামোহর সৈন্য । বুসি আপন মুক্তি পরিমিত গোরা সৈন্য লইয়া সৈন্যে উপস্থিত হইলে সকলেই ভীত হইয়া তাহার গতির পুতি দৃষ্টি পাত করিতে লাগিল ইহাতে বুসি বিবেচনা করিলেন যে পুথমতঃ সুবাদারের পরাক্রম পুনঃ স্থাপন করা এবং সুবাদারকর্তৃক দত্ত নিজামালির পরাক্রম তাহাহইতে পুনর্গৃহণ করা উচিত । সুবাদারের ভ্রাতৃত্ব যখন এই কথা শুনিলেন তখন অতিশয় গর্বপূর্বক আশ্রয়লাভ করিতে লাগিলেন কিন্তু বুসি যখন তাহারদের হাত হইতে রাজমোহর গৃহণ করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন যে তোমরা একুশে যে পরাক্রমপুষ্প হইয়াছ তাহা ত্যাগ করিলে তৎপুতিনিধি তোমারদিগকে যথেষ্ট বৃষ্টি দেওয়া যাইবেক তখন তাহারা রাগেতে পরিপূর্ণ হইয়া আপনাদের পরাক্রমপুষ্প সৈন্যের

দের মধ্যে রাজমোহই জম্মাইবার উপক্রম করিলেন অতএব বৃষি উপযুক্ত সময় প্ৰাপ্তিপৰ্য্যন্ত তাহারদিগকে স্তোত্র দিয়া রাখিবার নিমিত্ত রাজমোহর বসাবজ্জের হস্তে রাখিলেন কিন্তু তিনি তাহার হস্ত এমত বদ্ধ করিলেন যে রাজমোহর পুণ্ড্র হইয়াও তিনি কিছু করিতে সমর্থ হইবেন না।

কিন্তু সূর্য্যদারের রাজ্যের মধ্যে আপন পরাক্রম দৃঢ়ীভূত করণার্থে বৃষি দেখিলেন যে তাহার দূরদেশীয় জায়গীরব্যতিরেকে নিকটস্থ কোম এক দুর্গ স্বাধীন রাখা উচিত যে ইচ্ছা কোম বিপদ ঘটিলে সেখানে যাইয়া রক্ষা পাইতে পারেন অতএব দৌল তাবাদের অতিশয় খ্যাতি দুর্গের দুরাক্রমত্ব দেখিয়া ঐ দুর্গ উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন। তৎকালে ঐ দুর্গ বৃষির পুতিকুলমন্ত্রণাকারির দের মূলীভূত অথচ চিরশত্রু সলাবজ্জের দেওয়ানের হস্তে ছিল। পরে দৌলতাবাদস্থ তাহার নাএবকে স্ত্রীকোচপদানপূর্ব্বক স্ববশীভূত করিলেন তাহাতে সে এক রাজিতে গুপ্তরূপে ঐ দুর্গে বৃষির সৈন্যেরদিগকে পুবেশ করিতে দিল। অপর সলাবজ্জের দেওয়ান ও নিজামালিখাঁ একত্র করিয়া বৃষির দেওয়ান হযদরজ্জকে বধ করিতে নিশ্চয় করিল এবং এক সময় যখন সলাবজ্জ ইহা বারাদনার্থে মসজিদে গমন করিলেন তখন ঐ নিজামালি এক দরবার বসাইয়া হযদরজ্জকে আহ্বান করিল ইহাতে হযদরজ্জ সেখানে যাইবামাত্র তাহারদেরকর্তৃক হত হইল। ইহা শুনিয়া বৃষি পুণ্ড্রমত ঐ দেওয়ানকে হস্তগত করিতে নিশ্চয় করিয়া আপন অমাত্যেরদিগকে তাহার পুতিকুলে প্রেরণ করিলেন এবং তাহার যাত্রা করিয়া পশ্চিমধ্যে ঐ দেওয়ানের সাক্ষাৎ পাইল তাহাতে পরস্পর সেইখানে বিরোধ হওয়াতে দেওয়ান তাহারদের কর্তৃক হত হইল। নিজামালি ঐ দেওয়ানের মৃত্যুসংবাদ শুবধকরিয়া রাজিষোণে আত্মশিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্তৃক অশ্বারূঢ় হৈন্য লইয়া এমন বেগে পলায়ন করিলেন যে বৃষির অশ্বারূঢ় হৈন্য তাহার পশ্চাদ্ভাবন করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না। পরে তিনি যাইয়া বুরহানপুরে আশ্রয় লইলেন। অতঃপরে বৃষি আপন দুই পুত্ৰান শত্রু অর্থাৎ সলাবজ্জের দেওয়ান ও নি

জামানি ঠাঁহইতে মুক্তি পাইলে ঐ সুবার মধ্যে তাঁহার পরাক্রম অধিতীয়রূপে রহিল। ইতোমধ্যে ফ্রান্সীয় আধ্যাক্ষ লালি তাবৎ ফ্রান্সীয় সেনার অধিপতি হইয়া দক্ষিণদেশে আগমন করিলেন তাহাতে বৃসির যেরূপ উৎসাহভর হইল তাহা ইতিহাসক্রমে দেখা যাইবেক সৎপুতি লালির বিষয় পুনর্য্যখ্যা কর্তব্য।

১ মে তারিখে লালিসেন্ত দাউদ দুর্গসমীপে উপস্থিত হইয়া সেখানে সৈন্যসংখ্যা করিয়া দেখিলেন যে সেনাপতিভিন্ন দ্বিসহস্র পঞ্চাশত গোরা সৈন্য ও ততুল্য সিপাহী ছিল। তৎকালে ঐ দুর্গেতে বিপক্ষপক্ষীয় ষোড়শ শত সিপাহী ও ছয় শত উরু বিংশতি জন গোরা তাহার মধ্যে তিরিশী জন পীড়িত এতদ্ভিন্ন দুই শত পঞ্চাশ জন মল্ল। এই সৈন্য লইয়া ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা এক মাসপর্য্যন্ত লালিকে নিরস্ত রাখিলেন কিন্তু শেষে তাহারদের যুদ্ধব্যবহার অপূতুল হওয়াতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লালিকে দুর্গাৰ্ণণ করিলেন। ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা অনুমান করিয়াছিলেন যে ঐ দুর্গাধ্যাক্ষ অধিককাল পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষা করিতে পারিবেন অতএব যখন স্থানিলেন যে কেবল এক মাস যুদ্ধ করিয়া দুর্গ সমর্পণ করিয়াছেন তখন তাহার তাহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। লালি দুর্গাধিকার করণা নস্তর ফ্রান্সদেশ হইতে পুাপ্ত আজ্ঞানুসারে ঐ দুর্গের ভিত্তিপার্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন। পরে দেবিকোট্টা নামে দুর্গ আয়ত্ত করিয়া ৭ জুন তারিখে অতিসমারোহ ও জয়ধ্বনিপূর্ব্বক ফুদচেরিতে পুত্যা গমন করিলেন।

অপর ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা বিবেচনা করিলেন যে অতঃপরে লালি মদ্রাজে আসিয়া অবশ্য পুথমাক্রমণ করিবেন অতএব ত্রিচিনাপল্লি ব্যুতিরেকে আপনারদের অন্য সকল দুর্গহইতে তাবৎ সৈন্য মদ্রাজে আনাইয়া সমজ্ঞ রাখিলেন। কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের ধনের অল্পতুল্যপুতুল লালি কোন বৃহৎকন্ঠের উদ্যোগ করিতে পারিলেন না। পরে অন্য উপায়েতে অর্ধোপার্জনে অক্রম হইয়া শেষে যুদ্ধভার যুদ্ধের ব্যয় আদায় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তৎসময়ে তিনি বৃসিকে উত্তরসরকারহইতে ফুদচেরিতে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরা আপনারদের তাবৎ পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশ

হুইতে মধ্যাহ্নে সৈন্য আনাইয়াছিলেন তাহাতে তাবৎ পুনের
 বন্ধকহীন হইয়াছিল। তৎকালে লালি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে
 তত্ক্ষণাত্বেশের রাজকর আদায় করিতে পারিতেন, কিন্তু দেশহইতে
 রাজস্ব আদায় করা বিলম্বসাধ্য এবং তাঁহার মগন টাকার পুয়ের
 জন ছিল অতএব তিনি তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। ১৭৫১
 খালে যখন ফুলসীয়েরা ও চন্দ্রাসাহেব তুঙ্গাউরের রাজার উপর
 আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন তুঙ্গাউরের রাজা আত্মরক্ষার্থে উপা
 স্ফান্তর না দেখিয়া তাহারদিগকে ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা খত লিখি
 'য়া দিয়াছিলেন লালি সেই টাকা আদায় করিতে নিশ্চয় করিলেন
 এবং তিনি বুঝিলেন যে যদি কোনরূপে এক্ষণে আমি ঐ টাকা
 প্রাপ্ত হইতে পারি তবে সৎপুতি আমার সুসার হয়। আরো
 সেন্ত দাউদ দুর্গেতে তুঙ্গাউরের রাজার দায়াদ এক জন বন্দিকে
 পাইয়া লালি অনুমান করিলেন যে ইহারদ্বারা তুঙ্গাউরের রাজা
 কে ভয় পুদর্শন করিলে তিনি অতিশীঘ্র টাকা দিতে সম্মত হই
 বেন। অতএব লালি ১৮ জুন তারিখে ঐ ব্যক্তিকে লইয়া তুঙ্গাউ
 রের পুতি যাত্রা করিলেন।

কিন্তু তদদেশস্থ লোকেরদের ভয় এবং তদ্যাত্রাতে ফুলসীয়ের
 ঘের অসম্মতি এবং অর্থাভাবপূযুক্ত লালির সৈন্যের দুব্যাদির অপু
 তুল হইল এতদ্রূপে সৈন্যেরা অতিশয় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া
 এক সপ্তাহের পর কারিকোলেতে উপস্থিত হইল। সেখানে তুঙ্গা
 উরের রাজা সন্ধি করণার্থে উকীল পুরণ করিলেন কিন্তু লালি শুনি
 য়াছিলেন যে তুঙ্গাউরের রাজা সন্ধিকরণ চ্ছল করিয়া তাহার পূর্ব
 পক্ষেরদিগকে ভোগা দিয়া অনেক কাল হরণ করিয়াছে অত
 ঐব লালি কহিলেন যে আমি তাহারদের ন্যায় পুতারিত হুইব
 না। অপর তিনি উকীলের আগমনে স্বকিত না হইয়া এবং
 লক্ষ্যবিসয়ে উকীলের কোন কথা গৃহণ না করিয়া খন্দাচরণে বি
 শ্রান্ত নাগর নামে নগরের পুতি যাত্রা করিলেন কিন্তু তাহার
 গাঁহছনের পূর্বে তদস্থ মহাজনেরা আপনারদের তাবৎ ধন লই
 য়া স্থানান্তর হইয়াছিল অতএব তিনি সেখানে পুয় কিছু পাই
 লেন না। ২৮ জুন তারিখে তিনি কৈবলুরে উপস্থিত হইয়া শুনি

লেন যে তত্রস্থ এক পুসিদ্ধ দেবায়তনে অনেক বংশের ঔৎসুক্য বহু
 স্থান আছে অতএব লালি ঐ দেবায়তনে ও তত্রস্থ দীর্ঘস্থানে অনেক
 স্থানান্তর করত পুষ্করিণীপর্য্যন্ত সঁচিলেন কিন্তু কিছু লাভ হইল
 না পরে তাবৎ পুতিমা স্বর্ণময়ীজ্ঞানে লইয়া গেলেন কিন্তু শেষে
 দেখা গেল যে সে তাবৎ পুতিমা পিত্তলময়ী। ছয় জন মূর্ত্যা
 ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরের চতুর্দিকে চৌক করিয়া বেড়াইতেছিল তাহার
 দিগকে লালি বিপরীতক্রমে চর জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাপের
 মুখে বদ্ধ করিয়া উড়াইয়া দিলেন। অপর তত্ত্বাউরের রাজার
 সৈন্যেরা সমাজ হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ লক্ষণমাত্র দর্শাইয়া রাজধানী
 নীতে ফিরিয়া গেল পরে লালিও ১৮ জুলাই তারিখে রাজধানী
 সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেখানে পুনর্বার বন্দোবস্তের ঔ
 পক্রম হইল। কিন্তু লালি যত টাকার অপেক্ষা করিয়াছিলেন
 রাজা তদপেক্ষা অনেক নূন টাকা দিতে স্বীকার করিলেন তাহাতে
 লালি কহিলেন যে যদি আমাকে ছয় শত বলদ ও কতক বারুদ
 দেন তবে আমি টাকার দাওয়ার কিছু অল্পতা করিব। কিন্তু লালির
 উকীলেরা তাঁহাইতে জ্ঞানবান হইয়া বলিল যে রাজার নিকট
 বারুদের নামও করা অনুচিত যেহেতুক রাজা যদি জানিতে পা
 রেন যে তোমার বারুদের অল্পতা হইয়াছে তবে কিছুই দিবে না
 অতএব কেবল বলদের কথা কহা ভাল। কিন্তু তত্ত্বাউরের রাজা
 কহিলেন “যে তোমরা গোষু এইহেতুক আমি স্বধর্ম্ম রাখিয়া তো
 মারদিগকে বলদ দিতে পারি না অতএব লালি তাহাতে বিরক্ত হই
 য়া তত্ত্বাউরের পুতি গোলাক্রেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প
 দিবসের পর রাজা পুনর্বার সন্ধি করণোদ্যত হইলেন কিন্তু উকীলে
 রা এত ছল করিতে লাগিল যে তাহাতে লালি বিরক্ত হইয়া উকী
 লেরদিগকে কহিলেন যে তোমাদের রাজা যদি এত ছল করেন
 তবে আমি তাহাকে সপরিবারে বদ্ধ করিয়া মরিচ উপদ্রীপে
 লইয়া যাইব। এই অপমানের কথা শুনিয়া তত্ত্বাউরের রাজা
 ও তাহার মন্ত্রিগণ পাণপনপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন।
 তত্ত্বাউরের রাজা যখন লালির আগমনের বার্তা পুথ্যমিগত
 হইলেন তখন তিনি তদুপস্থিত হইতে রক্ষার্থে ইংগ্ৰাজীয়ে

দের সহায়তা পূর্ব্বনা করিলেন। আহুতে ইংলণ্ডীয়েরা ত্রিচিনাপল্লীস্থিত আপনারদের সেনাপতি কান্তান কালিয়াদ নাথকে কহিয়া পাঠাইলেন যে আপন ক্ষতি না করিয়া তজ্জাউরের রাজার যের্য্যন্ত উপকার করিতে পার তাকার কর তাহাতে কান্তান কালিয়াদ সাহেব অবিলম্বে তাহার নিকট পুথমতো অল্প সৈন্য পৌরুণ করিয়া অধিক সৈন্য পাঠাইবার ভরসা জমাইলেন কিন্তু শেষে সৈন্য পৌরুণ করিলেন না যেহেতুক তিনি ভয় করিলেন যে পাছে তজ্জাউরের রাজা অন্যমনস্ক হইয়া ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করিয়া আমার তাবৎ সৈন্য ফ্রান্সীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করেন। অপর লালিতজাউরের পুতি গোলাক্ষেপ করত ৭ আগস্তু তারিখে এক স্থানের ভিত্তি ভেদ করিলেন কিন্তু তৎসময়ে তাহার কামানের নিমিত্ত কেবল দেড় শত টোটা ও পুস্তোক সিপাহীর স্থানে কুড়িটার অধিক টোটা ছিল না। এবৎ তৎপর দিবস পুাতঃকালে তিনি সমাচার পাইলেন যে ইংলণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজ ফ্রান্সীয় যুদ্ধজাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া এক্ষণে কারিকোলের নীচে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে সেই কারিকোলেতে ফ্রান্সীয়েরা আপনারদের তাবৎ ক্ষুদ্রাব্য এবৎ যুদ্ধব্যবাস্ত করিয়াছিল অতএব লালিত তৎসময়ে কি কর্তব্য ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত যুদ্ধসভা করিলেন। তাহার মধ্যে দুই ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন যে এক্ষণে নগরভিত্তিভেদ হইয়াছে এবৎ ইংলণ্ডীয়েরদের আগমনের বিলম্ব আছে অতএব নগরপুবেশ করা উচিত কিন্তু অন্য একাদশ জন কহিলেন যে এক্ষণে এ স্থানহইতে ছাউনি উঠাইয়া পুস্থান করা কর্তব্য তাহাঁতে লালিত শেষ পরামর্শ গৃহণ করিলেন। এই পরামর্শ স্থির হইলে ফ্রান্সীয়েরদের সৈন্য ছাউনিতে কিঞ্চিৎ জামনোযোগী হইল এবৎ এই সমাচার তজ্জাউরে পহঁছিলে তজ্জাউরের রাজা সসৈন্য হঠাৎ আসিয়া তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেন তাহাতে লালিত সৈন্যের মধ্যে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল। অপর ফ্রান্সীয়েরা সেস্থানহইতে পুস্থান করিয়া পশ্চিম মধ্যে শত্রুকর্তৃক পুনরাক্রান্ত হইয়া এবৎ গবনের পরিপূর্ণে শুল্ল ও আহারাভারে ক্লিষ্ট হইয়া ২৮ আগস্তু তারিখে কারিকো

সেতে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে ইংল্যান্ডীয় জাহাজসমূহ সেখানে নব্বর করিয়া আছে। ইহার পূর্বে ২৫ জুলাই তারিখে ইংল্যান্ডীয় ফ্লোরদের যুদ্ধজাহাজসমূহ পালু উঠাইয়া ২৭ জুলাই তারিখে ফ্লোরেরির সম্মুখে পঁহুছিয়া দেখিল যে সেখানে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজসমূহ নব্বর করিয়া আছে। অপর উভয়পক্ষীয় জাহাজের বহর সমুদ্রের মধ্যে বাহিরে গেল এবং ২ আগস্ট তারিখে পরস্পর যুদ্ধ হইল তদুদ্দেশ্যে ফ্রান্সীয়েরদের আট ও ইংল্যান্ডীয়েরদের সাত জাহাজ ছিল। তাহাতে এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইলে পর ফ্রান্সীয়েরদের তিনখান জাহাজ শুলীচুত হইলে তাবৎ জাহাজ পাল উঠাইয়া পলায়ন করিল পরে ইংল্যান্ডীয়েরা তাহার পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইলেন কিন্তু অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে তাহারা ইংল্যান্ডীয়েরদের গোলার সীমাবহির্ভূত হইল তাহাতে ইংল্যান্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাদ্ধাবনে নিবৃত্ত হইয়া রাজিযোগে কারিকোলে আগমনপূর্বক জাহাজের নব্বর করিলেন। অপর ফ্রান্সীয় সেনাপতি কহিলেন যে আমার জাহাজ সকল জীর্ণ হইয়াছে এবং মন্দেরা পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়াছে অতএব আমাকে দেশে পুত্যাগমন করিতে হইবে ইহা শুনিয়া লালি তাহার গমন নিবারণার্থে অনেক যাচা করিলেন কিন্তু তিনি কিছু না মানিয়া ২ সেপ্টেম্বর তারিখে মরিচ উপদ্বীপে গেলেন।

অপর লালি কহিলেন যে এই জাহাজের পুত্যাগমনে মন্দ্রাজ আয়ত্ত করণপুত্যাশা একেবারে লুপ্ত হইল। লালি তৎক্ষণাৎ যে টাকার পুত্যাশা করিয়া গমন করিয়াছিলেন তাহা না পাওয়াতে সৈন্যব্যয়ের কারণ কোনরূপে টাকা আদায় করার আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি কর্ণাট দেশের রাজধানী আর্কাট নগরের পুতিকূলে যাত্রা করিলেন। ইংল্যান্ডীয়েরদের কর্তৃক স্থাপিত যে মহিম্মদআলী তাহার সেনাপতির কর্তৃত্বাধীনে তৎকালে আর্কাট নগর ছিল এবং তাহার সহিত কতক সিপাহী ও কতক এতদেশীয় অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল। চন্দা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব ফ্রান্সীয়েরদের পক্ষপাতী হইয়া তন্নগর ফ্রান্সীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার কারণ তদুর্গাধ্যক্ষের সহিত যোগ করিতে

আগিল। অপর তাহারদের মধ্যে সন্ত্রিপজ্জারা এই স্থির হইল যে ঐ বীর্গাধ্যক্ষ দশ সহস্র মুদ্রা পাইবেন এবং তাহার তাবৎ সৈন্য লালির সৈন্যের সহিত মিলিত হইবেক ও তাহারদের বেতন লালি দিবেন। এবং ৪ আক্টোবর তারিখে লালি অতিশয় সমারোহ পূর্বক তোপধ্বনি করত আর্কাট নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যদি ফ্রান্সীয়েরা মন্ড্রাজ বেক্টন করিত তবে তত্রস্থ ইংল্যান্ডীয়ের দিগকে আপমারদের পুয়োজনক তাবৎ খাদ্যাদ্যু চিলিপটাম দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত চতুর্দিকস্থ পুদেশ হইতে আনাইতে হইত। হইতে পারে যে লালি আপন অপুতুলপুয়ুক্ত কিম্বা তাহার আবেশ্যক তা অজ্ঞাতপুয়ুক্ত সেই দুর্গের পুতি না গিয়া পুথম আর্কাটের পুতি গমন করিয়াছিলেন। লালি যখন চিলিপটাম দিয়া আর্কাটে গেলেন তখন ইংল্যান্ডীয়েরা চিলিপটামের বিষয়ে তাদৃক মনোযোগী ছিলেন না কিন্তু লালি আর্কাটে পহঁছিলে হঠাৎ ইংল্যান্ডীয়েরদের বোধ হইল যে চিলিপটাম সুরক্ষার্থে অধিক লোক না রাখাতে ভাল হয় নাই অতএব শীঘ্র তথাতে অধিক লোক পুরণ পূর্বক তদুর্গ অতিশয় দুর্ভাঙ্গ করিলেন। সেপ্তম্বর মাসে ইংল্যান্ড হইতে এক জাহাজ আট শত পঞ্চাশ গোরা সৈন্য লইয়া মন্ড্রাজে পহঁছিল ঐ সৈন্যের সহিত কাপ্তান কালিয়াদ সাহেবের সৈন্য মিলিত হইয়া লালির আর্কাট নগর অধিকারকরণপূর্বে চিলিপটাম নগর সুরক্ষিত করিল।

ইতোমধ্যে বুসি উত্তরসরকার হইতে আসিয়া লালির সহিত মিলিলেন বুসি সুবাদারের রাজ্যের মধ্যে এমত নৈপুণ্যপূর্বক কর্মনির্বাহ করিয়াছিলেন যে তিনি কেবল এক মুষ্টি পরিমিত গোরা সৈন্য লইয়া তাবৎ উত্তরসরকার দেশে সর্বাপেক্ষা আপন পরাক্রম পুকাশ্যপূর্বক খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সুবাদারকে ত্যাগ করিয়া আগমন করিলেন তখন সুবাদার অস্থির সিংহাসনে কেবল বুসির পরাক্রমে সুস্থির ছিলেন। যখন ঐ সুবাদার বুসির গমন বার্তা শ্রবণ করিলেন তখন তিনি পুায় তাহাতে বিশ্বাস করিলেন না কিন্তু পরে যখন নিশ্চয় সমাচার পাইলেন তখন উদ্বেগ ও

ভয়েতে মগ্ন হইলেন। বুসি লালির নিকট পঁহুছিয়া দেখিলেন যে তিনি কেবল ইংল্যান্ডেরদিগকে ভারতবর্ষহইতে দূরকরণার্থে ব্যপ্ত হইয়াছেন এবং তাহারদের পরস্পর পঞ্চম সাক্ষাৎকালে লালি বুসিকে কহিলেন যে আমি পুথমতো মন্দুাজহইতে ইংল্যান্ডেরদিগকে দূর করিব পরে বঙ্গদেশে গিয়া তথাহইতেও তাহার দিগকে নিরাকরণ করিবযে ভারতবর্ষে তাহারদের নাম না থাকে। বুসি লালিকে কহিলেন যে সুবাদারের রাজ্যে আমি যে ফ্রান্সীয় পরাক্রমের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছি তাহা পুথম বহুমূল করা কর্তব্য পরে সুবাদার আপন রাজ্যে বুসির পুনরাগমনবিষয়ে যেরূপ ব্যগুতাপূর্বক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহাও তাহা কে দর্শাইলেন। কিন্তু লালি আপন অভিলষিত কয়েতে এমন নিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে বুসির এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে উন্নত জ্ঞান করিলেন এবং ফুদচেরিতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বুসির পত্রাদি যে পাঠ করিয়াছি সেই যথেষ্ট অনুগ্রহ।

কিন্তু লালি যে দিগে দৃষ্টি করিলেন সেই দিগে আপনাকে সঙ্কটেতে বেষ্টিত দেখিলেন। ফুদচেরির অধ্যক্ষেরা লিখিয়া পাঠাইলেন যে কোষ একেবারে শূন্য হইয়াছে অতএব তোমার সৈন্য ব্যয়ের কারণ আমরা কিছুই দিতে পারিব না। ইহাতে লালি নিজহইতে বর্ষি সহস্র মুদ্রা দিয়া এতদ্রূপে সরকারি ব্যয়ার্থে ফুদচেরির কৌশলীরদের নিজ অর্থ দেওয়াইবার পুর্ব্বতি জন্মাইলেন এবং তাঁহার চৌকিশ সহস্র মুদ্রা দিলেন এই দুয়েতে চৌরা নব্বই সহস্র মুদ্রা সঞ্চিত হইলে তিনি দুইসহস্র সাত শত গোরা সৈন্য ও চারি সহস্র এতদেশীয় সৈন্য লইয়া মন্দুাজ আক্রমণার্থে গমন করিলেন।

নবেম্বর মাসের আরম্ভে তাহার সকল আয়োজন পুস্তত হইল কিন্তু বর্ষার বিরতি না হওয়াতে তিনি ১২ দিসেম্বরের পূর্বে মন্দুাজের সম্মুখে পঁহুছিতে পারিলেন না। সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে তাহার সৈন্যের এক সপ্তাহের অধিক আহারীয় দুখ্য নাই। তৎকালে মন্দুাজের মধ্যে ১৭৫৮ গোরা সৈন্য ও ২২০০ এতদেশীয় সিপাহী ও ২০০ অশিক্ষিত এতদেশীয় ঘোটকাক্রত

সৈন্য ছিল। ১৩ তারিখে লালি মন্দ্ৰাজের নিকটে জাবাহরে শিবির সন্স্থাপন করিয়া মন্দ্ৰাজের চতুর্দিকের তত্ত্ব লইলেন। এবং ১৪ তারিখে অতিপূজ্যে মন্দ্ৰাজের কালা নগর অর্থাৎ তদে শীর্ষ লোকেরদের বসতিস্থান আয়ত্ত করিলেন। সেখানে হস্ত সেনাপতির অনৈপুণ্যেতে হস্ত তাহার শাসনের শৈথিল্যে সিপাহীরা লুণ্ঠেতে ও আপনাদের সুখাভিলাষেতে মগ্ন হইলে গোল যোগ হইল। মন্দ্ৰাজের দুর্গস্থ ইংল্যান্ডীয়েরা এই সমাচার অবগত হইবামাত্র বিপক্ষেরদের পুনঃ সাবধান হইবার পূর্বে সৈন্য কালানগরের পুতি চড়াউ করিলেন কিন্তু সেখানে তাহারা ফ্রান্সীয়েরদের কর্তৃক এমনত বাধিত হইলেন যে দুর্গপর্যন্ত পাছে হটিতে হইল। যদি সে সময় বৃসির সৈন্য তাহারদের পশ্চাদ্গমন করিত তবে ইংল্যান্ডীয়েরদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও কি রিয়া আসিতে পারিত না। ঐ কালানগর আক্রমণ করণোক্ত লালি সরকারি খরচের কারণ কেবল ৪৬০০০ সহস্র মুদ্রাপাশ হইলেন বিশেষত এক জন আরম্ভাণীয় মহাজনকে যে তিনি লুণ্ঠহইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাহইতে ৪০০০০ সহস্র ও এক জন এতদেশীয় মহাজনহইতে ৬০০০ সহস্র। এই অল্পসংখ্যক মুদ্রাপাশ হইয়া তিনি ভোপাদি সুসজ্জত করিতে সমাচার পাইলেন যে ৫০০০০০ নগদ টাকা সমেত ফ্রান্সীয় জাহাজ ফুডেরিতে গাঁহ ছিয়াছে।

লালির সঙ্গে কেবল দুই জন গোলেন্দাজের সেনাপতি ও দুই জন দুর্গাক্রমণ বিদ্যাজ্ঞ ছিল তাহারদের ব্যতিরেকে তাহার অন্য সেনাপতিরা এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ কিন্তু তাবৎ সেনাপতি অসম্মত ছিল অতএব তাহার তাবৎ ভরসা সিপাহীরদের উপর রাখিতে হইল। তথাপি তিনি নগরের উপর এমনত বিজ্ঞতা ও সাহসপূর্বক আক্রমণ করিলেন যে তত্রস্থ ইংল্যান্ডীয়েরাও তাহাকে শ্লাঘা করিয়া মানিলেন। ঐ দুর্গমধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরা বাজান্না হইতে এমনত যুদ্ধায়োজন অর্থাৎ বারুদ গোলা এবং খাদ্যদ্রব্য পুষ্টি পুরণ করিয়াছিলেন যে তাহারদের কোন বিষয়ের অপুতুল ছিল না। বিপক্ষেরা যেমন ইচ্ছা বিজ্ঞতাপূর্বক আক্রমণ

করুক না কেন দুর্গস্থ ইংলিশীয়েরা কোনরূপে তাহার বাধা জমাই
 তেন। লালি যখন যেখানে মুরচা করিতেন তৎক্ষণাৎ ইংলিশীয়ে
 রা আপনাদের অতিশয় ব্যগুতা ও নিপুণতাপূর্বক তাহা নষ্ট ক
 রিতেন। বিপাকের আক্রমণে যত বিজ্ঞতা পুকাশ করিল ইংল
 শীয়েরা তদ্বিবারে ততদূর নৈপুণ্য পুকাশ করিলেন। তথাপি
 লালি আপন গোলাঘারা ঐ দুর্গের এক স্থানের ভিত্তিভেদ করিয়া
 পুরুষপথ করিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন যে তাহার সেনাপতি
 রা তদ্বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াছে। তথাপি তিনি আপন পু
 তিজ্ঞাতন্য না করিয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে কৌশলক্রমে দুর্গপুরুষ
 করণাশাতে পূর্ণিমাপর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে
 পূর্ণিমার দিবস সৈন্যপূর্ণ ইংলিশীয়ে ছয় জাহাজ মন্দ্রাজের সম্মু
 খে উপস্থিত হইল। ঐ জাহাজের আগমন সমাচার পাইয়া
 লালির সেনাপতিরদের আর এক বিন্দুও যুদ্ধ করিবার পুত্রি হইল
 না এবং লালির আজ্ঞা পাইবার দুই ঘণ্টা পূর্বে তাহারা স্বয়ং কর্ম
 হইতে নিবৃত্ত হইয়া ছাউনিতে পুতাগমন করিল এবং ১৭ মার্চ
 তারিখে ফ্রান্সীয় তাবৎ সৈন্য মন্দ্রাজের সম্মুখস্থ হইতে পুতান করি
 ল। এতক্রমে মন্দ্রাজস্থ ইংলিশীয়েরা পাছে ইটিলে মন্দ্রাজস্থ
 ইংলিশীয়েরা আপনাদের হতমেশ পুনরাক্রমণ করণোদ্যোগ
 করিলেন কিন্তু তাহাদের অর্থের অপতুলেতে সকল উদ্যোগ ব্যর্থ
 হইল অতএব ৬ মার্চ তারিখের পূর্বে তাহারা যাত্রা করিতে পারি
 লেন না। অপর তাহারা ১১৫৬ গোরা সৈন্য ও ১৫৭০ সিপাহী
 ও ১১২০ অশিক্ষিত সৈন্য এবং ১২৫৬ অশিক্ষিত লইয়া মন্দ্রাজস্থ
 হইতে পুতান করিলেন। ফ্রান্সীয়েরা মন্দ্রাজস্থ হইতে পাছে ইটিয়া
 কঞ্জিবেরামের অভিমুখে গমন করিলেন এবং ইংলিশীয়েরাও
 তদ্বিধে গেলেন তাহাতে ২২ দিনপর্যন্ত উভয় সৈন্য সম্মুখসম্মুখি
 দ্বিধিল এবং ২২ দিন গত হইলে ইংলিশীয়েরা ইচ্ছা বন্দিবাস
 স্থানে গিয়া ভ্রমগরাধিকারপূর্বক দুর্গের পতি আক্রমণ করিলেন
 ইহাতে সুতরাং ফ্রান্সীয়েরা কঞ্জিবেরামস্থ হইতে শিবির উঠাইয়া
 বন্দিবাসে আগমন করিল। ইহা দেখিয়া ইংলিশীয়েরা রাত্রি
 যোগে সেস্থানস্থ হইতে আপনাদের ছাউনি উঠাইয়া অতিবেগে

২১২ ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের জলযুদ্ধ ।

দুই দিবসের মধ্যে কণ্ডিবেরামে আগমন করিয়া সেস্থান অধিকার করিলেন । অপর ১৮ মে তারিখে উভয় সৈন্য বার্ষিক বিশ্রামার্থে গেল ।

এতদ্রূপে স্থলপথে যুদ্ধ হইতে জলেতে যুদ্ধান্ত হইল বিশেষ বতঃ ১^০ সেপ্টেম্বর তারিখে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ ও ইংল্যান্ডীয়েরদের জাহাজ সম্মুখাসম্মুখি হইল । তখন ইংল্যান্ডীয়েরদের দশ জাহাজ এবং ফ্রান্সীয়েরদের চতুর্দশ জাহাজ ছিল । কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজসমূহাপেক্ষা ইংল্যান্ডীয় যুদ্ধজাহাজে ১৭৪ তোপ নূন ছিল । অপর যুদ্ধ দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া রহিল কিন্তু তাহাতে জয়াজয় নিশ্চয় হইল না যেহেতুক ফ্রান্সীয়েরা আপনাদের শ্রেণীভঙ্গ করিয়া পুস্থান করিল এবং ইংল্যান্ডীয়েরা তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিলেন না ।

অপর ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধদুবোর অপূতুল হইলে তাহাদের যেরূপ উৎসাহভঙ্গ হইল শেষে তাহাদের জাহাজ পহঁছিলে ততোধিক সাহসবৃদ্ধি হইল কিন্তু ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরা বিনা যুদ্ধে কোবরপাক নামে দুর্গ আয়ত্ত করিলেন । আগন্তু মাসে নালির কতক সৈন্য বাকি বেতনের নিমিত্তে অবশীভূত হইল এবং তদ্ব্যতীত আর ২ সৈন্য সকলও তৎপথাবলম্বন করিল ।

ঐ জাহাজসমূহ সরকারি ব্যয়ের নিমিত্ত নগদ ৬০০০০ মূদ্রা আনিয়াছিল তন্নিম্ন আগমনকালে পশ্চিমধ্যে তাহারা একখান ইংল্যান্ডীয় কোম্পানির জাহাজ ধরিয়া ১৭০০০ মূদ্রামূল্যক হীরক লুচ করিয়া লইয়াছিল । জাহাজপতি ঐ সকল মূদ্রা ও ১৮০ লোক নাশাইয়া দিয়া মরিচ উপদ্বীপে পুনর্গমন কল্পনা করিলেন এই মন্ত্রণা শুনিয়া ফুদচেরিস্থ কৌন্সলীরা ও অন্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়া ভয়েতে মগ্ন হইলেন । অপর রাজকর্মসম্বন্ধীয় কিম্বা যুদ্ধকর্ম সম্বন্ধীয় তাবৎ সাহেব লোক বড় সাহেবের ঘরে সূভাস্ত হইয়া জাহাজের গমন নিবারণের কারণ অতিব্যগুতাপূর্বক দরখাস্ত লিখিলেন কিন্তু জাহাজপতি আপন পুতিজা অন্যথা না করিয়া কেবল ৫০০ গোরা ও ৪০০ কাফরি সেখানে রাখিয়া আপন তাবৎ জাহাজ লইয়া পুস্থান করিলেন ।

[১২ অধ্যায় ।]

[১৭৫২ খ্রিঃ ।]

বুসি সলাবজ্জঙ্গকে ত্যাগ করিলে সেখানে এমন উৎপাত জন্মিল যে তদধিকারে ফ্রান্সীয়েরদের যে বশতা ছিল একেবারে তাহার লোপাপত্তি হইল বিশেষতঃ আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে ইংল্যান্ডীয়েরা বাঙ্গালাহইতে কতক সৈন্য পুরণ করিয়া উত্তরসরকারে সফলতাপূর্বক যুদ্ধ করিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে বুসি যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিল সে সকল ইংল্যান্ডীয়েরদের হস্তে পড়িল এবং সুবাদার স্বয়ং ইংল্যান্ডীয়েরদের আশ্রিত হইলেন এবং বুসির আগমনেতে যে নিজামালি পলায়ন করিয়া বুরহানপুরে গমন করিয়াছিল সে এই সময় পুত্যাগমন করিয়া আপন দুর্বল ভ্রাতা সলাবজ্জঙ্গের পরাক্রম স্বহস্তগত করিল । তাহার অন্য ভ্রাতা বসালজ্জঙ্গ বুঝিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা যদি আমার সহকারী হন তবে এই সকল ঘটনার মধ্যে আমার কিছু মঙ্গল হইতে পারিবেক । অতএব তিনি লালির নিকট পত্রদ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন যে আমি তোমার আশ্রিত হইতে আসিতেছি । বুসি লালিকে কহিলেন যে এক্ষণে বসালজ্জঙ্গকে কর্ণাটদেশের সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিলে অধিক উপকার দর্শিবে কিন্তু ইহার পূর্বে লালি চন্দ্রসাহেবের পুত্রকে অতিসমারোহপূর্বক তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তথাপি লালি বুসিকে কতক সৈন্য সমভিব্যাহারে বসালজ্জঙ্গের সহিত মিলিতে অনুমতি দিলেন । তৎসময়ে বসালজ্জঙ্গ কর্ণাটদেশের সীমান্তেতে ছাউনি করিয়া ছিলেন । তিনি আপন অধিকার আদোনি দেশের বন্দোবস্ত করিব বলিয়া আপন ভ্রাতার রাজ্য ইয়দরাবাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু যাত্রা করিলে অতিশীঘ্র দক্ষিণ পূর্বদিগে মুখ করিলেন এবং তিনি লুচদ্বারা আপন তাবদ্বায় নিষ্কাশন করত জুলাই মাসে নেলোরের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

যে দিবস ইংল্যান্ডীয়েরা বন্দিবাসহইতে তাড়িত হইয়াছিলেন সেই দিবসে বুসি সেখানে পহঁছিলেন এবং বুসি সেস্থান হইতে সৈন্য লইয়া বসালজ্জঙ্গের অন্বেষণে পুস্থান করিলেন । কিন্তু ইতোমধ্যে লালির তাবৎ সৈন্য একেবারে অবশীভূত হইল বিশেষতঃ তাহারদের এক বৎসরের বেতন বাকি হইয়াছিল এবং

তাহারা বহুহীন ও কোনও সময় ডকাহীনও হইয়াছিল উভয়
সিপাহীরদের মধ্যে জনরব হইল যে আমরা যাহা চানিয়াছি
তদধিক মুদ্রা এই জাহাজদ্বারা পাইছিয়াছে এবং লালি আমারদি
গকে বঞ্ছনা করিয়া সে সকল টাকা আপনার কারণ রাখিতেছে ।
অতএব ১৬ আক্টোবর তারিখে তাবৎ সৈন্য একেবারে অবশী
ভূত হইল তাহাতে সেনাপতিরা কিছুই করিতে পারিল না ।
বৃসি আর্কাটে পাইছিয়া এই সকল বার্তা শ্রবণমাত্র ফিরিয়া আই
লেন । অপর সিপাহীরদিগকে ছয় মাসের বেতন দিলে এবং
তাহারদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে তাহারা পুনর্বার আত্মা
ধীন হইল কিন্তু এই সকল বন্দোবস্ত করিতেই এত বিলম্ব হইল
যে বসালজঙ্গ কর্ণাটের সীমাবর্তী হইয়া যে ফ্রান্সীয়েরদের অপেক্ষা
কায় ছিলেন তিনি আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া ১৯ আক্টো
বর তারিখে পর্য্যতোত্তীর্ণ হইলেন এবং আপন ভ্রাতা নিজামালী
যে বৃসির আগমন বার্তা শ্রবণে ভীত হইয়া তাহাকে কহিয়াছিল
যে যদি তুমি আমার পক্ষপাতী হও তবে আমি তোমার অধি
কার কিছু অধিক করিয়া দিব তাহার অধিকার কর্পাণ্ডে গমন
করিলেন । এবং বৃসিও তাহার পক্ষাৎ গিয়া ১০ নবেম্বর তা
রিখে সেখানে উপস্থিত হইলেন । বৃসির সহিত বসালজঙ্গের
সাক্ষাৎ হইলে বসালজঙ্গ কহিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা যদি আমাকে
তবৎ কর্ণাটদেশের নবাবরূপে খ্যাত করেন ও ৪০০০০০ টাকা
দেন তবে আমি ফ্রান্সীয়েরদের সহিত গমন করিতে পুঙ্খত আ
ছি । তাহাকে নবাবরূপে খ্যাত করিতে ফ্রান্সীয়েরদের ইচ্ছা
ছিল না এবং চারি লক্ষ টাকা দিতেও বৃসির সঙ্গতি ছিল না অত
এব এ সকল কথোপকথন বিফল হইল সুতরাং বৃসিকে সেস্থান
হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল কিন্তু পুত্যাগমনকালে বৃসি বেতন
দ্বারা ৪০০ উত্তম অধ্যাক্ষসৈন্য সংগৃহপূর্বক আগমন করিলেন ।

অপর লালি আপন সৈন্য লইয়া দুই ভাগ করিলেন এবং ২০
নবেম্বর তারিখে তাহার এক দল সৈন্য শ্রীরঙ্গম নামে উর্বর অ
ঞ্চল ধনশালী উপদ্বীপ আয়ত্ত করিল । ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরা
যুদ্ধে সসজ্জ হইলেন এবং কর্নেল কুট সাহেব ২৭ আক্টোবর তা

রিখে তাবৎ সৈন্যের কর্তৃত্বভার গৃহণ করিলেন এবং বিপক্ষে যা যে তাঁহার অভিপ্ৰায় জানিতে না পারে এইহেতুক তিনি পুথুম আর্কাটে যুদ্ধের ছল দর্শাইয়া বন্দিবাসের পুতি অকস্মাৎ গমন করিয়া ১১ নবেম্বর তারিখে সে স্থান হস্তগত করিলেন। ইহা শুনিয়া লালি উদ্ভিগ্ন হইলেন যেহেতুক ইহার পর ইংল্লণ্ডীয়েরদের আর্কাট লইবার বাধা ছিল না এবং আর্কাট লইলে তদুত্তরদিকস্থ তাবৎ পুদেশ অনায়াসে ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইবেক অতএব তিনি যুদ্ধার্থে বিশেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন এবং ইতস্ততো ভ্রমণ করত ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে ভুলাইয়া হটাৎ কাঞ্জিবরাসের পুতি চড়াউ করিয়া তাহা হস্তগত করিলেন।

কিন্তু ঐ স্থান আয়ত্ত করণানন্তর তিনি অনুতাপী হইলেন যে হেতুক তিনি সেই স্থান ইংল্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধদ্রব্য ও ভক্ষ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার জ্ঞান করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে পুতাকুল দেখিলেন যে ইংল্লণ্ডীয়েরদের ভাণ্ডার নাই তাহারা পুতি দিন আনয়ন করিয়া ভক্ষণ করে। অনন্তর লালি বন্দিবাসের পুতিকূলে গমন করিলেন এবং সেস্থানে তাহার তোপাদি সুসজ্জত করিতে কতক দিবস গত হইল ইত্যবকাশে ইংল্লণ্ডীয়েরা সেস্থানে আগমন করিলেন।

এইরূপে লালির আশাতঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন যে রণভূমিতে ইংল্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করণব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই অতএব বন্দিবাসের সম্মুখে জেনেরাল কুট সাহেবের সহিত লালির ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইংল্লণ্ডীয়েরদের ১২০০ গোরা ছিল তাহার মধ্যে ৮০ অশ্বরুঢ় এবং ২১০০ সিপাহী ও ১২৫০ এতদেশীয় অশ্বরুঢ় ও ২৬ টা তোপ। ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ২২৫০ গোরা ও ১৩০০ সিপাহী ছিল। এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখিবার পুয়োজনাভাব যেহেতুক উভয়েই পুয় তুল্য যুদ্ধ করিল। অনেক কাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইলে পর শেষে বৃসি ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইলেন এবং ফ্রান্সীয় সৈন্য সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। লালি রণভূমিহইতে পুথুমতঃ চিত্তাপোটে গেলেন কিন্তু সেস্থানে বিলম্ব না করিয়া তৎপর দিবস গিজিতে গমন

করিলেন। ঐ হিন্দীবাসের যুদ্ধের পরদিবস কর্নল কুট সাহেব আর্কাটের পুতিকুল সৈন্য পুরণ করিলেন। পশ্চিমধ্যে তাহার শুনিল যে ফ্রান্সীয়েরা চিত্তাপেটেতেও কিছু সৈন্য রাখে নাই অতএব সেই নগর আয়ত্ত করিতে তাহারদের ভরসা জন্মিল এবং দুই দিবসপর্যন্ত যুদ্ধ করত ঐ স্থান হস্তগত করিল। ১ ফেব্রুআরি তারিখে কর্নল কুট সাহেব আর্কাটের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ৫ তারিখে তিনি তোপের তিন শ্রেণীহইতে গোলা ফেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ৬ তারিখে বৈকালে সৈন্যেরা অসরো অগুসর হইল এবং ৯ তারিখে ভিত্তির দুই স্থানে ছিদ্র হইল। তদ্বারা নগরপবেশ করিতে পারিতেন কিন্তু ইতোমধ্যে ইংলণ্ডীয়েরা সেই স্থানহইতে সন্ধিসূচিকা এক পতাকা নির্গত হইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে নগরস্থ লোকেরা সন্ধি পূর্বক সেই নগর ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিল এবং লালি ফুদচেরিতে গমন করিলেন।

এতৎসময়ে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি কর্নল কুট সাহেব তদদেশস্থ ফ্রান্সীয়েরদের তাবদূর্গ আক্রমণ করিতে ও ফুদচেরি বেষ্টিত করিতে এবং ইউরোপহইতে যদি নূতন ফ্রান্সীয় সৈন্য না আইসে তবে ফুদচেরি আয়ত্ত করিতে কল্পনা করিয়া আলমপারবা ও ফুদচেরির মধ্যবর্তি দেশ দখল লুচ দধ্ব করিলেন। ১ ফেব্রুআরি তারিখে তিমিরিস্ত দুর্গ আয়ত্ত করিলেন এবং সেই দিনে ফ্রান্সীয়েরা দেবিকোটা ত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল। অপর ঐ মাসের ১২ তারিখে ত্রিগমালী এবং ২ মার্চ তারিখে পরমাকোইল ও ১২ তারিখে আলমপারবা ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল। অপর ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণদেশে ফ্রান্সীয়েরদের তাবৎ জিত অধিকারের মধ্যে কেবল কারিকোল ও ফুদচেরি তাহারদের হস্তে থাকিল পরে ঐ কারিকোল নগরও ৫ এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হওয়াতে ফ্রান্সীয়েরা ফুদচেরিতে বদ্ধপায় রহিল। তখন ইংলণ্ডীয়েরা তাহার চতুর্দিকে ঘেঁষন করিলেন তাহাতে লালি দেখিলেন যে দক্ষিণদেশে ফ্রান্সীয়েরদের রাজ্যাবসান কাল উপস্থিত অতএব দশদিগ শূন্য দেখিয়া শেষে মহিসুর

রাজ্যের পুতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎসময়ে হযদর আলী মহিসুর রাজ্যের রাজ্যরূপে খ্যাত হন নাই বটে কিন্তু তা বদেশ ও মহাসৈন্য তাহার বশীভূত ছিল। অতএব লালি তাঁহার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে তিনি কএক শত বন্দ ও ৩০০০ অশ্বারুঢ় সৈন্য ও ৫০০০ সিপাহী লইয়া ফুদচেরিতে ফ্রান্সীয়েরদের সহকারিতা করিতে স্বীকার করিলেন। অন্য পক্ষে ফ্রান্সীয়েরা কর্ণাটদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পয়োজনীয় অথচ দুর্ভাগ্য থিয়াগড় নামে এক দুর্গ তাহাকে দিতে স্বীকার করিলেন। এবং এমন কথাও হইল যে তাহার সহকারিতাতে যদি ফ্রান্সীয়েরা জয়ী হন তবে তাহারা মাধুরা ও তিমিবল্লী এই দুই দেশ অধিকার করিয়া তাহাকে দিবেন। এই বন্দোবস্তেতে ফ্রান্সীয়েরদের কিছু উপকার দর্শিল না যেহেতুক হযদরআলীর সৈন্য তাহারদের সহিত আইল বটে কিন্তু যখন তাহারা বিপদ দেখিল এবং হযদরআলীর উপর ক্রোধ বিধ্ব সম্ভাবনা হইল তখন তাহারা স্বদেশে পুত্যাগমন করিল।

কিন্তু এই বিপত্তিকালে লালি যেরূপ নৈপুণ্য পুকাশ করিলেন তাহাতে তাহার পুশংস করা উচিত যেহেতুক আট মাসপর্যন্ত তিনি অন্ন বস্ত্র অর্থ হীন হইয়া এমন যুদ্ধ করিলেন যে ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে আপনার উপর আক্রমণ করিতে দিলেন না এবং সকল বিষয়ের অভাব হইলেও তিনি ফুদচেরিতে এতখাদ্যদ্রব্য সংগ্ৰহ করিয়াছিলেন যে তাহাতে কতক মাসপর্যন্ত তাহারদের অনায়াসে আহাৰাদি চলিল। অপর বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ইংল্যান্ডীয়েরা ফুদচেরিহইতে অল্প দূর অন্তর এক উচ্চস্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন ইতোমধ্যে কোন যুদ্ধাদি হইল না কেবল ফ্রান্সীয়েরা ফুদচেরিতে পুনঃ ভক্ষ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল এবং ইংল্যান্ডীয়েরা তন্নিবারণোদ্যোগ করিলেন এতদ্রূপে বর্ষা গত হইল। দিসেম্বর মাসে বর্ষা বিরতা হইলে ইংল্যান্ডীয়েরা ৮ দিসেম্বর তারিখে গোলা ফেলিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১২ জানুআরি তারিখে তাহারা আরো অগ্নিসংগ্রহ হইলে

কুম্ভচেরিতে বিপক্ষেরা একেবারে আশাহীন হইল । লালি উদ্বেগ ও পরিশ্রমে গীড়িত হইয়া স্বয়ং শয্যাগত হইলেন । দুর্গে তে সকল সেনাপতি ও কৌশলী সাহেব লোকেরদের মধ্যে এমনত বিরোধ হইল যে লালির কিছু পরাক্রম থাকিল না এবং যে সকল আহারীয় দ্রব্য লালি অনেক যত্নে সংগৃহ করিয়াছিলেন সে সকল অপরিমিতরূপে ব্যয় হওয়াতে শেষে তাহারদের আহারের অপুতুল হইল । তাহাতে ১৪ জানুআরি তারিখে লালি এং ফুদচেরির কৌশলীরদেরহইতে এক জন উকীল ইংল্যান্ডীয়েরদের ছাউনিতে পুরিত হইল এবং কতক কথোপকথনানন্তর ঐ ফুদচেরি ইংল্যান্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত হইল । থিয়াগড় ও গিঞ্জি নামে দুই দুর্গব্যতিরেকে ফ্রান্সীয়েরদের অন্য স্থান থাকিল না পরে ঐ দুর্গাধার যখন অন্য সহায়তা পূরণপুত্যাশাহীন হইলেন তখন ঐ দুই দুর্গও স্বেচ্ছাপূর্বক ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিলেন তাহাতে যে দক্ষিণদেশের মধ্যে ফ্রান্সীয়েরা মহারাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে দেশের মধ্যে তাহারদের এক গুমও থাকিল না ।

লালির ইহার পরের বিবরণ সঙ্ক্ষেপ অথচ দুঃখজনক । পূর্ব ইতিহাসেতে তাহার উদ্যোগ ও কর্মদক্ষতা ও পরিশ্রম সকল পুকাশ হইয়াছে এবং ঐ ইতিহাসদ্বারা দেখা যায় যে তিনি যে নিম্ন হইলেন সে অপরাধ তাঁহার নয় কিন্তু ফুদচেরির কৌশলীরদের যেরূপ তঁহার ভারতবর্ষে আগমনাবধি তাহারা সহায়তা না করিয়া বরং দিনে ২ তাঁহার বাধা জন্মাইলেন কিন্তু যখন ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের রাজ্যভঙ্গের সমাচার ফ্রান্স দেশে পৌঁছিল তখন তাবদৌষ লালির উপর পড়িল । পরে তিনি অতিক্রম্য এক কারাগারে বদ্ধ হইলেন এবং ইতোমধ্যে যে কৌশলীরা ফ্রান্সদেশে গিয়াছিলেন তাঁহারা তাহার পুতি কুলে সাক্ষ্য দিলেন তাহাতে একেবারে তাহার মস্তকচ্ছেদন হইল । ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের অতিশয় নিপুণ ও সাহসবান যে তিন জন সেনাপতি অর্থাৎ লাবোর্দোনে ও দুপ্লি এবং লালি সে তিন জনই ফ্রান্সদেশের বাদশাহইতে পারিতোষিক না পাই

হা বরং বাদশাহ ও তয়্যজী ও লোকেরদের কর্তৃক পুণ হারাই
লেন ।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

কর্ণাটদেশের বিবরণ । বেলুরের অধ্যক্ষ ও তঞ্জাউরের রাজা
ও মারবাড় স্থানের পুতি নবাব মহম্মদআলীর মন্ত্রণা । কোম্পানির
সহিত তঞ্জাউরের রাজার সন্ধিপত্র । মহম্মদ যুসুফের সহিত সন্ধি
পত্র । কাবেরী নদীর বান্ধ ।

ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যুদ্ধারম্ভকালে ইংলণ্ডীয়রা যাহা পু
ত্যাশা করিয়াছিলেন কর্ণাটদেশহইতে ফ্রান্সীয়েরা রাজ্যভুক্ত
হইলে তাঁহারা তদধিক ফলপুষ্ট হইলেন বিশেষতঃ তাঁহারা
দেখিলেন যে তাঁহারা যাহার সহায়তা করিয়াছিলেন তাবৎ
কর্ণাটদেশ এমত নবাবের অধীন হইল বাস্তবিক তারদেশ ইং
লণ্ডীয়েরদের করাদীন হইল । অতঃপর এই মহাবিষয় পুথুম
বিবেচনা হইতে লাগিল যে ঐ নবপুষ্ট পরাক্রম ও উপকার নাম
মাত্র নবাব এবং পুঙ্খ নবাব অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়েরদের মধ্যে কি
রূপে বিভক্ত হইবে । এক পক্ষে গত যুদ্ধের তাবৎ ভার যে ইংলণ্ডী
য়েরদের উপর পড়িয়াছিল এবং তাঁহারা যে আপনাই যুদ্ধে
তে দেশ জয় করিয়াছেন এবং মহম্মদআলী যে তাঁহাদের
কিঞ্চিৎাত্র উপকার করেন নাই ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই
এবং এই সময়েও যদি তাঁহারা তাঁহার আনুকূল্য না করেন
তবে তাঁহার এমন পরাক্রম নাই যে তিনি দেশ রক্ষা করিতে
পারেন । অন্য পক্ষে নবাব মহম্মদআলী আপনাকে নবাবির
তাবৎ পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যেতে ভূষিত এবং একাধিপতি জ্ঞান
করিলেন । গত তাবদুদ্বেষে ইংলণ্ডীয়েরা কহিয়াছিলেন যে
তাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন অতএব তিনি আপনা
কে পুতু এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগকে অভ্যুপকারক ভূত্যের ন্যায়
জ্ঞান করিতে লাগিলেন তাঁহাতে সুতরাং উভয়দিগে বিরোধের
বীজ উৎপ হইল ।

২২০ নবাব মহম্মদ আলীর সহিত ইংল্যান্ডেরদের সন্ধি।

ফুদচেরি আয়ত্ত হইবার পূর্বে নবাব সাহেব উভয়পক্ষের বন্দোবস্তের এক ফর্ম ইংল্যান্ডেরদিগকে দিয়াছিলেন এই ফর্মে নবাব এই স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইংল্যান্ডেরদের যুদ্ধেতে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ না হওয়াপর্যন্ত বৎসর ২৮০০০০০ লক্ষ মুদ্রা ইংল্যান্ডেরদিগকে দিবেন এবং ত্রিচিনা পল্লীর ভৈনাতি সৈন্যের কারণ তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক দিবেন। তন্নিম্ন যদি ফুদচেরি অধিকার হয় এবং তর্কতুর্দিক্ জমীদারেরদের স্থানে বকেয়া রাজস্ব আদায় করিতে ইংল্যান্ডেররা তাহার সহায় হন তবে এক বৎসরের মধ্যে তাবৎ ঋণ পরিশোধ করিবেন। কিন্তু যদি নেলোর ও ত্রিবিম্বী শত্রুকর্তৃক লুণ্ঠিত হয় তবে এই বার্ষিক ১৮০০০০০ হইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক। অন্যপক্ষে তিনি ইংল্যান্ডেরদিগকে স্বীকার করাইলেন যে তাহারা নবাবের অবশীভূত অন্য জমীদারেরদের সহায়তা করিবেন না। এবং ইংল্যান্ডীয় দুর্গাধ্যক্ষেরা পুজারদের বিরোধেতে ও দেশের কর্ম্মেতে হাত দিবেন না এবং তাবৎ দুর্গেতে কোম্পানির পতাকা উড়ীয়মানা না হইয়া নবাবের পতাকা উড়ায়মানা হইবেক এবং পুয়োজন হইলে কোম্পানি আপন সৈন্যদ্বারা নবাবের কালেক্টরেরদের অর্থাৎ করগুাহকেরদের সহায়তা করিবেন।

মন্ডুজের বড় সাহেব পুখ্রমতো বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একসকল বিষয় স্বীকার করিলেন কিন্তু তাহার অল্পকাল গতে যুদ্ধের ব্যয়েতে ভারাক্রান্ত হইয়া নবাবকে কহিলেন যে আমারদের পঞ্চাশ লক্ষ নগদ টাকার পুয়োজন আছে। নবাবের ভাণ্ডারে এত মুদ্রা না থাকাতে তিনি সাধ্যপর্যন্ত ওজর করিতে লাগিলেন কিন্তু ইংল্যান্ডেরদের অতিশয় স্থিরপুতিজ্ঞা দেখিয়া শেষে অধিক সুদ দিয়া সেই সকল টাকা কজ করিলেন। অপর উভয়ের মধ্যে এই স্থির হইল যে ফুদচেরির আক্রমণে যত ব্যয় হইবেক তাহা নবাব সাহেব দিবেন। নবাব ইহাও স্বীকার করিয়া কহিলেন যে ফুদচেরিতে যে যুদ্ধদুব্য হইবেক সে সকল আমার হইবেক। কিন্তু ফুদচেরি আয়ত্ত হইলে কোম্পানির ভৃত্যেরা সে সকল আপনারা সাত করিয়া কহিলেন যে আমরা ইহার মূল্য

ধরিয়া তোমার হিসাবে বাদ দিব কিন্তু যখন সেই হিসাব ইংল্যান্ডে কোম্পানির নিকট পহুছিল তখন কোম্পানি তাহা স্বীকার করিলেন না।

তৎকালে দেশের শাসনের বিশৃঙ্খলতাতে রাজস্ব আদায় করা অতি দুঃসাধ্য ছিল যেহেতুক দেশ নানাভাগে বিভক্ত ছিল এবং পুতোক জমীদারের দুর্গ ও সৈন্য ছিল এবং যখন জমীদারেরা বুঝিত যে রাজকর না দিলে কেহ তাহারদিগকে শাসন করিতে পারিবে না তখন তাহারা রাজকর বন্ধ করিত অতএব রাজশাসন ক্রিষ্টি দূর্বল হইবামাত্র রাজকর আদায় করা অতি দুঃসাধ্য হইত। অনেক বৎসরাবধি কর্ণাটদেশে কোন রাজশাসনের স্বেচছা না থাকাতে নানা যুদ্ধকারিরা যুদ্ধদ্বারা যিনি যে দেশ স্বহস্তগত করিতে পারিতেন তিনি তদদেশের রাজস্ব ও যুদ্ধ লব্ধ সংগৃহ করিতেন। এবং নানা পুদেশ ও নানা দুর্গের কর্তারাও রাজস্ব দিতে ওজর করিত। সৈন্যহীন মহম্মদআলীকে এইরূপে ক্ষয়িত দেশহইতে আপন রাজব্যয়োপযুক্ত ও আপন অভিনায পুরণোপযুক্ত এবং ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দাতব্য স্বর্থ সংগৃহ করিতে হইল।

নবাব দেশের দরিদ্রতা অবগত হইয়া বেলুরের অধিপতি মর্ভিজআলী এবং তঞ্জাবুর দেশের এবং মারোয়াড়ভূমির ধনের উপর ভরসা রাখিলেন। বেলুরের পুদেশ এবং দুর্গ কর্ণাটদেশের অন্তঃপাতিরূপে গণ্য ছিল কিন্তু তঞ্জাবুর ও মারোয়াড়ভূমি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল কেবল যখন চতুর্দিকস্থ দেশস্থেরদেরকর্তৃক ভারাক্রান্ত হইত তখন যেমন অনিচ্ছাপূর্বক মহারাজস্থীয়েরদিগকে চৌখ দিত তদ্রূপ কখনং অল্প কর দিত কিন্তু এই দুই দেশ কখন মোগল রাজ্যের মধ্যে গণিত হয় নাই কেবল কখনং কাম্যরূপে তদধীন তা স্বীকার করিত।

এমত পরাক্রান্ত অধ্যক্ষেরদিগকে স্ববশীভূত করণোপযুক্ত পরাক্রম মহম্মদআলী ছিল না অতএব সেই কর্মসম্মত করণার্থে তিনি ইংল্যান্ডীয়েরদের সহায়তা পুর্থনা করিলেন।

কিন্তু দীর্ঘস্থায়ি অথচ ব্যয়সাধ্য যে শেষ যুদ্ধ তাহাতে মন্দ্রাজের

কোষ এমত গুন্য হইয়াছিল যে ইংল্যান্ডের নতুন যুদ্ধের মধ্যে পুরেশ করিতে অতি অনিচ্ছুক হইলেন। যে ইউক অনেক ছেতু বাদের পর ১৭৬১ সালের গীষুকালে তাহার বেল্লর অধিকা রাখে আপনারদের সৈন্য দিতে স্বীকার করিলেন এবং তিন মাস পরিশুমের পর সেস্থান হস্তগত হইল কিন্তু সেখানে পুায় কিছুই খনলাভ হইল না।

তঞ্জাবীরের বিষয়ে অধিক ভরসা ছিল যেহেতুক বিপক্ষপক্ষী য় সৈন্যকর্তৃক অনেক বৎসরাবধি সেস্থান লুণ্ঠিত হয় নাই অত এব সকল লোকের মনে তাহার ধনবস্তার বিষয়ে পুত্যাশা জন্মিয়াছিল। সে দেশ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু অতিশয় উর্বর এবং তাহার ধনের বিষয়ে যে ভ্রান্তি ইংল্যান্ডীয় এবং ফ্রান্সীয়েরদের মনে জন্মিয়াছিল সেই ভ্রান্তি এক্ষণে মহম্মদআলীর মনেও পুবেশ করিল। অধিকন্তু তিনি আপনাকে তাবৎ কর্ণাট দেশের পুভু জ্ঞান করিয়া এমত উত্তম দেশ আপন অধিকারের সহিত সম্মিলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বিপদকালে যে অতিভয় জনক শত্রু হইতে পারে এমত তঞ্জাবীরের রাজাকে দেশ বহির্ভূত করিতে তাহার বাসনা হইল।

কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরা তঞ্জাবীর আয়ত্ত করণবিষয়ে হাত দিতে কোন মতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং মন্ডাজের বড় সাহেব নবাব কে কহিলেন যে যদি তোমরা পরস্পর ইহা নিষ্পত্তি কর তবে বরং আমি তোমাদের সন্ধিপত্রের মধ্যবর্তী হই কিন্তু নবাব বন্দোবস্ত করিতে কোনপকারে ইচ্ছুক না হইয়া বরং ইহাহইতে আপন দাওয়া মূলতুবি রাশা ভদ্রজ্ঞান করিলেন এবং ডাবিলেন যে ইহার পর কোন এমন দৈব ঘটনা হইবে যে তঞ্জাবীরের রাজাকে আমি স্বচ্ছন্দপূর্বক বশীভূত করিতে পারিব। কিন্তু মন্ডাজের সাহেব লোকেরা আপনারদের পরাক্রম জানিয়া উভয় পক্ষের দাওয়া শুনিতে এবং বন্দোবস্তের পুরণ স্থির করিতে তঞ্জাবীরেতে উকিল পুরণ করিলেন। এইরূপে বন্দোবস্ত করিতে কোয়ানির ইচ্ছা ছিল যে বাইশ লক্ষ টাকাতে বকেয়া রফা হইয়া পাঁচ কিস্তিতে তঞ্জাবীরের রাজা তাহা পরিশোধ করিবেন এবং চারি লক্ষ টাকার উপঢৌকন ও চারি লক্ষ টাকা করিয়া বার্ষিক

কর দিবেন। এবং মহম্মদআলী কএলাদী ও ইলাজাদ পুদেশ তঞ্জাবের রাজাকে দিবেন এবং আরণীর দুর্গ সাবেক দুর্গাধিপতির হস্তে সমর্পিত হইবেক। মহম্মদআলীর দাওয়া বিস্তর অধিক ছিল অতএব এই বন্দোবস্তে তিনি কোন মতে সম্মত ছিলেন না এবং কথিত আছে যে মন্দ্রাজের বড় সাহেব পিগট সাহেব আপনি মহম্মদআলীর হাতে ধরিয়া এই সন্ধিপত্রে তাহাকে সহী করাইলেন।

ইংলণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে যে যুদ্ধ ছিল সে যুদ্ধ ১৭৬৩ শালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখের পারিস নগরের সন্ধিপত্রেতে নিষ্পন্ন হইল। সে সন্ধিপত্রেতে ভারতবর্ষের বিষয়ে এই স্থিরকৃত হইয়াছিল যে করমণ্ডলতট ও উড়িস্যা ও মলয়া বর তটেতে ১৭৪৯ শালে ফ্রান্সীয়েরদের যে বসতি থাকিয়া পরে ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে সে সকল অধিকার ইংলণ্ডীয়েরা ফিরিয়া দিবেন এবং ফ্রান্সীয় বাদশাহ গত যুদ্ধেতে ইংলণ্ডীয়েরদের যাহা আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি ফিরিয়া দিবেন। এবং ফ্রান্সীয় বাদশাহ ঐ সন্ধিতে আরো অঙ্গীকার করিলেন যে সুবা রাজ্যার মধ্যে তিনি কোন দুর্গও নিষ্কাণ করিবেন না এবং দক্ষিণ দেশ যে ইহার পর অতিশয় শশান্তিতে থাকে এইহেতুক ইংলণ্ডীয়েরা ও ফ্রান্সীয়েরা মহম্মদআলী খাঁকে কর্ণাট রাজ্যের নবাব এবং সলাবজ্জকে দক্ষিণদেশের সুবারূপে স্বীকার করেন।

মহম্মদআলীর বিষয়ে এই সময় কোম্পানি কিছু উপাতিগন্ত হইলেন বিশেষতঃ মন্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা দেখিলেন যে নবাবের মনঃপীড়া এরং দেশের দৌর্বল্য হেতুক কর্ণাটদেশে রক্ষার তাবন্ডার তাহারদের উপর পড়িবে এবং তাৎকালিককালেরদের নিবারণোপযুক্ত সৈন্য তাহারদিগকে নিত্য বেতন দিয়া রাখিতে হইবেক। তন্নিম্ন তাঁহারা আরো দেখিলেন যে দেশের রাজকর যদি তাঁহারদের করগত না হয় তবে তাঁহারা কদাচ এ ভার সহিতে পারিবেন না। অন্যপক্ষে স্বাধীন এক রাজাকে রাজ্যভূত করিতে তাঁহারা অসম্মতিয়া জান

করিলেন কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে তাহারা এমত বন্দোবস্ত করিলেন যে তাহাতে ক্রমে কৰ্ণাট দেশের তাবৎ রাজ্য তাহারদের হস্তগত হইল ।

অপর ১৭১৩ শালে নবাব এবৎ মস্দ্দাজের বড় সাহেব ও কৌশলী সাহেব লোকেরা মধুরা ও তিরিবেল্লীর পুতি বিশেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন । ফুদচেরি ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হওয়াপর্য্যন্ত মহম্মদ যুসফ বিপক্ষ পালেগার ও অন্য ইজারদারের দিগকে স্ববশীভূত করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সম্যক পুকারে সফলহইতে পারেন নাই । অপর তিনি মহম্মদআলীর নিকট এই পুসঙ্গ করিলেন যে যদি তুমি আমাকে এই দেশের জমীদারি দেও তবে আমি তোমাকে অল্প রাজস্ব দিব । মহম্মদ আলী ভাবিয়াছিলেন যে ঐ দেশহইতে আমি কখন রাজস্ব পাই নাই বরং তাহা রক্ষা করিতে যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে অতএব তিনি ঐ অল্প রাজস্বেতেই সে দেশের জমীদারি তাহাকে দিলেন । ভারতবর্ষের অন্য জমীদারের ন্যায় মহম্মদ যুসফ যে রাজকর বাকী রাখিতে চেষ্টিত ছিল ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার বিষয় ইহাও কথ্যিতব্য যে দেশের উপপূর্ব হেতুক জমীদারিপদপ্ৰাপ্তি অবধি ১৭১৩ শালপর্য্যন্ত তিনি কিছু রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই কিন্তু নবাব ও কোম্পানি এই বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া ১৭১৩ শালের আগস্ত মাসে সৈন্য মধুরাপ্রতিকূলে গমন করিলেন । তাহাতে মহম্মদযুসফ পুথমতঃ সন্ধিদ্বারা তাহারদের ক্রোধ শান্তি করিতে অতিশয় চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি যখন আপনার সকল উদ্যোগ ব্যর্থ দেখিলেন তখন আত্মরক্ষার্থে পুনঃপুনঃপৰ্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন । তিনি এমন লোক ছিলেন না যে অত্যল্প যুদ্ধেতে দমন হন অতএব ১৭১৩ শালে আগস্ত মাস অরধি ১৭১৪ শালের আক্টোবর মাসপর্য্যন্ত তিনি বিপক্ষপক্ষীয়েরদের এক কোটি টাকা ব্যয় করাইলেন । এবৎ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে কিপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেন তাহা অনুভব হয় না কিন্তু তঞ্জাবুরের রাজাহইতে তিনি যে ফ্রান্সীয় সৈন্যপ্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে

মারমান নামে এক ব্যক্তি অতিশয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁ হাকে বিপ্লবেরদের হস্তে সমর্পণ করিল ।

অপর মহম্মদআলী ও তঞ্জাউরের রাজার মধ্যে পরস্পর দৈর্ঘ্য ও হৃণাপ্রযুক্ত বিরোধের নানা কারণ জন্মিতে লাগিল । তাহারদের মধ্যে ইংল্যান্ডীয়েরা যে সন্ধিপত্র করাইয়াছিলেন তাহাষ্টে টাকার বিষয় স্থিরীভূত হইয়াছিল কিন্তু অন্য২ বিষয় সকল অস্থির ও বিরোধজনক রহিয়াছিল । ত্রিচিনাপল্লীর উত্তরপশ্চিম তিন ক্রোশ অন্তর কাবেরী নদী দ্বিধারা হয় তাহার উত্তর ধারা কোলেক্কণ নামে খ্যাতা হইয়া দেবীকোটের নিকট দিয়া বহিয়া সমুদ্রের সহিত মিলে এবং দক্ষিণধারা কাবেরী নামে পুসিদ্ধা হইয়া তঞ্জাউরের মাঠস্থ ভূমি দিয়া সমুদ্রে পুবেশের পূর্বে শতমুখী হইয়া তদদেশকে আদ্র ও উর্বর রাখে । কিন্তু এই মহানদীর এই দুই ধারা পৃথক হইয়া দশ ক্রোশ বহিয়া পুনরার নিকটবর্তিনী হয় এবং সেই ব্যবধান ভূমির নাম শ্রীরঙ্গম উপদ্বীপ । শ্রীরঙ্গমের ভাটিতে এই দুই ধারা যেখানে অতিনিকটবর্তিনী হয় সেখানে কেবল অত্যল্প ভূমিমাত্র ব্যবধান থাকে । সেই ভূমি অথবা বাক্কের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে তাবৎ জল কোলেক্কণ দিয়া সমুদ্রে পুবেশ করে অতএব তঞ্জাউরের রাজা এই বাক্ক সর্বদা যত্নপূর্বক রক্ষা করিতেন যেহেতুক বাক্ক ভগ্ন হইলে তঞ্জাউরদেশ জলহীন হইয়া তাহার উর্বরতার লোপাপত্তি হয় ।

নবাব মহম্মদআলী আপনাকে ত্রিচিনাপল্লীর পুডু জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে কাবেরী নদীর এই বাক্ক আমার কর্তৃত্বাধীন অতএব এই বিষয়ে রাজা ও নবাবের মধ্যে অতিশয় বিরোধ জন্মিতে লাগিল । অপর রাজা কহিলেন যে নবাব যদি যত্নপূর্বক সর্বদা বাক্কের রক্ষা না করেন তবে আমি যে টাকা দিতে অঙ্গীকার করি নাই তাহা কদাচ দিব না এবং মাদ্রাজের বড় সাহেব নবাব সাহেবের নিকট এই বিষয় বাঁরস্বারপত্র লিখনান্তর পশ্চাৎ সেই বিষয় অনুসন্ধান কল্পিবার কারণ এক জন উকীল পুরণ করিলেন । অপর অনেক বাদানুবাদের পর সে বাক্কের সুরক্ষণ করা তাহার ন্যায্য কেবল এই বিষয় স্থির হইবার অপেক্ষা থাকিল । নবাব

হইলেন যে আমি তাবদেশের পুতু অভএব তাহা আমার ন্যায্য । তঞ্জাউরের রাজা বলিলেন যে কাবেরীর তাবৎ জলের অধিকার আমার অভএব সে আমার ন্যায্য । যদি সে ন্যায্য নবাবের পক্ষে বর্ত্তিত তবে অবশ্য নবাব সে বান্ধের সুরক্ষণ না করিয়া আপন বিপক্ষ তঞ্জাউরের রাজার দেশ জলহীন করণপূর্ব্বক একবারে নষ্ট করিতেন । তঞ্জাউরের রাজা এ বিষয়ে অতিশয় ভীত হইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বহনমুতাঙ্গীকার ও পুৰ্ণনা করণানন্তর নবাব ঐ বান্ধ বজায় রাখিতে অঙ্গীকার করিলেন । কিন্তু অল্প দিবসের পর তিনি আপন অঙ্গীকারের অন্যথা করিলে তঞ্জাউরের রাজা মন্দ্রাজে পত্র পেরণ করিলেন যে ইংল্লণ্ডীয়েরা ঐ বান্ধের সুরক্ষণার্থে নবাব মহম্মদআলীকে আজ্ঞা দেন । তাহাতে নবাব ঐ বান্ধ লুপ্ত করণবিষয়ে আপন দৃষ্টতা গুপ্ত রাখিলেন না । ইহাতে ইংল্লণ্ডীয়েরা এমত বিরক্ত হইলেন যে শেষে এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিলেন এবং ১৭৬৫ খালের জানুয়ারি মাসে নবাবকে স্বীকার করাইলেন যে বান্ধের সুরক্ষণ করণ তঞ্জাউরের রাজার ন্যায্য ।

১৪ চতুর্দশ অধ্যায় ॥

দক্ষিণদেশের সুবাদার আপন ভ্রাতাকর্তৃক পদভুক্ত হন । ইংল্লণ্ডীয়েরা উত্তরসরকার হস্তগত করেন । দক্ষিণদেশে নূতন সুবাদারের সঙ্গে সন্ধিপত্র হয় । তাহাতে হযদরআলীর সহিত বিরোধ । হযদরআলীর সহিত সন্ধি । হযদরআলীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত । ইংল্লণ্ডীয়েরদের সহিত হযদরআলীর পথম যুদ্ধ । সুবাদারের সহিত নূতন সন্ধিপত্র ।

কর্ণাটদেশে এমত বন্দোবস্ত হইলেও তক্ততুর্দিকস্থ বিপক্ষেরদের আক্রমণহইতে বহুকাল ঐ দেশ মুক্ত থাকিল না । দক্ষিণ দেশে বুসির বশতাহানি হইলে সলাবজঙ্গের ভ্রাতা নিজামালী আপন পূর্ব্বপরাক্রম পুনর্গৃহণ করিতে বিন্দ্ব করিল না এবং তা

হার তৎপরাক্রম পুনঃপুষ্টি হইলে ১৭৬১ শালের ১৮ জুলাই তারিখে তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এক কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহার পরাক্রমের সকল চিহ্নেতে আপনাকে ভষিত করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে বুসি ও ক্রাস্কীয়েরা ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন এবং তাহারদের বিষয়ে আর আশা নাই তখন তিনি ১৭৬৩ শালের সেপ্টেম্বর মাসে আপন ভ্রাতাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই ব্যক্তির নাম নিজামালী ছিল কালক্রমে তৎপদও তন্নামে বিখ্যাত হইল এবং ঐ দেশ অদ্যাপি নিজামের দেশরূপে খ্যাত আছে।

১৭৬৫ শালের আরম্ভে নিজামালী কর্ণাটদেশে চড়াউ করিলে ইংগ্ৰাণ্ডীয়ে ও মহম্মদআলী তন্নিবারণার্থে রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন। নিজামালীর সহিত মহাসৈন্য ছিল এবং তিনি পূর্বে আক্রামকেরদের অপেক্ষা অধিক নির্দয়তাপ্রকাশপূর্বক তাবৎ কর্ণাটদেশ লুণ্ঠ ও দগ্ধ করিলেন। ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের এবং নবাবের সৈন্যেরা আর্কাটহইতে কর্নল কেঙ্কল সাহেবের কর্তৃত্বাধীন হইয়া যাত্রা করত ত্রিপেটির মন্দিরের নিকট নিজামের সৈন্য দেখিতে পাইল কিন্তু নিজাম যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাহার সৈন্য সকলও অন্ন ও জলাভাবে ক্লিষ্ট ছিল অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ আপন শিবির উঠাইয়া এক দিবসের মধ্যে বিশ্রান্তি ক্রোশ গর্মন করিয়া কোলাহিয়া ও নেলোর দিয়া কর্ণাটদেশ হইতে বহির্ভূত হইলেন।

এতৎসময়ে লর্ড ক্লাইব সাহেব বঙ্গদেশের বড় সাহেবি পদে নিযুক্ত হইয়া ইংগ্ৰাণ্ডহইতে মন্দ্ৰাজে উপস্থিত হইলেন এবং সকল বিষয় অবগত হইয়া ভাবিলেন যে মোগল রাজ্যের অভাগা বাদশাহ শাহআলমের উপর ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের এমন কর্তৃত্ব আছে যে কর্ণাটদেশেতে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের নিজাধিকারস্বরূপ কতক পুদেশ প্রাপণের ফরমান পাইবার বাধা নাই অতএব তিনি উত্তর সরকার নামে খ্যাত দেশের ফরমান প্রার্থনা করিয়া পাইলেন। এই উত্তরসরকারপুদেশ সমুদ্রতীরে মন্দ্ৰাজ অবধি বাঙ্গালাপর্যন্ত ব্যাপে। এই পুদেশের দক্ষিণ ভাগ সুবাদারের অধিকারভুক্ত

ছিল এবং তিনি এক জন নাএবদ্বারা সেখানকার কৰ্ম্মনির্বাহ করি-
তেন। কিন্তু যখন ইংল্লণ্ডীয়েরা সে পুদেশ হইতে ফ্রান্সীয়ের
দিগকে নিরাকরণ করিলেন তখন তদ্রূপে সুবাদারের নামমাত্র
কর্তৃত্ব রহিল। দুৰ্গ এবং বাণিজ্য কুঠি ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তে
ছিল বটে কিন্তু তৎপুদেশের রাজা ও পলিগারেরা রাজস্ববিষয়ে
পুায় স্বাধীন ছিল। লর্ড ক্লাইব সাহেব দেখিলেন যে মাদ্রাজের
ভাবে ও বাঙ্গালার ভাবে ইংল্লণ্ডীয়েরদের যে অধিকার আছে
সে দুই অধিকার উত্তর সরকারদ্বারা যোগ করিলে অতিশয় উপ-
কার দর্শিতব্য অতএব তাহা স্থির করিতে চেষ্টান্বিত হইয়া তিনি
বাদশাহ হইতে এমত এক ফরমান আনাইলেন যে উত্তরসরকার
দেশ দক্ষিণদেশের সুবাদারের কর্তৃত্বাধীন না হইয়া ইংল্লণ্ডী-
য়দের অধিকাররূপে গণ্য হইবেক। ইহার পর ঐ দক্ষিণ
দেশের সুবাদারের অধিকার আরো নূন হইল যেহেতুক ক্লাইব
সাহেব বাদশাহের নিকট হইতে এইরূপে অন্য এক ফরমান আ-
নাইলেন যে তাবৎ কর্ণাটদেশ আর দক্ষিণ সুবার অধীন না হইয়া
কেবল বাদশাহের খাসে থাকিবেক এবং মহম্মদআলী বলাউ
জাউওয়ার ও লহিন্দ নামে খ্যাত হইয়া কর্ণাটদেশের নবাব হই-
বেন।

উত্তরসরকার এতরূপে ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে দত্ত হইলে তাঁহারা
তদ্রূপে হস্তগত করণার্থে কর্ণল কালিয়াদ সাহেবকে সেখানে পুর-
ণ করিলেন এবং তিনি তৎপ্রকার রাজা ও জমিদারেরদের কর্তৃক
কিছু বাধিত হইলেন না কিন্তু নিজামালী যখন ইংল্লণ্ডীয়েরদের
যাত্রার সম্বাদ পাইলেন তখন বারাদে যে যুদ্ধ হইতেছিল সে যুদ্ধ
অকিত রাখিয়া আপন রাজধানী হযদরাবাদে আগমন করিলেন
এবং ইংল্লণ্ডীয়েরদের এই কন্ঠের পুতিফল দিবার নিমিত্ত তাবৎ
কর্ণাটদেশ আক্রমণ করণার্থে যুযুৎসু হইলেন। মাদ্রাজের বড়
সাহেব কোনপুকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন
না অতএব হযদরাবাদে গিয়া সন্ধিপত্র স্থির করিতে জেনারেল
কালিয়াদ সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন। তিনি ১৭৬৬ শালের
১২ নবেম্বর তারিখে হযদরাবাদে গমনপূর্বক এইরূপে সন্ধি করি

লেন যে রাজমহেন্দ্র ও এলোর ও মন্তুকানগর এই তিন সরকারের নিমিত্ত ইংল্‌ণ্ডীয়েরা পাঁচ লক্ষ টাকা বার্ষিক নিজামকে দিবেন এতদ্বিধা সিকাকোল ও মোর্ত্তিজানগর অর্থাৎ গন্তুর সরকার ইংল্‌ণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পিত হইলে তাঁহারা তন্নিমিত্তে চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক দিবেন। এই গন্তুর সরকার বসালজ্জঙ্গের জায়গীর ছিল অতএব ইংল্‌ণ্ডীয়েরা কহিলেন যে বসালজ্জঙ্গ যত দিন জীবৎ থাকিবেন এবং যত কাল নিজামালীর রাজ্যের উপর দৌরাওয়া না করিবেন ততকালপর্য্যন্ত আমরা সেই গন্তুর সরকার হস্তগত করিব না। আরো তাঁহারা আপনাদেরব সৈন্যদ্বারা নিজামালীর সহকারিতা করিতে এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

এইরূপে নিজামালী ইংল্‌ণ্ডীয়েরদের সহায়তার অঙ্গীকার পূর্ণ হইলে পুথুমতো হয়দরআলীর অধিকার বঙ্গলুর দুর্গ আক্রমণ করিবার কারণ তাঁহাদের সহায়তা পূর্ণনা করিলেন। কিন্তু নিজামালী বঙ্গলুরে গমনকালে ইংল্‌ণ্ডীয় সৈন্যের সহায়তাতে আপন অবশীভূত পলিগারেরদেবহইতে বাকী রাজস্ব আদায় করত যখন বঙ্গলুরেতে পহঁছিলেন তখন হয়দরআলীর সন্ধি পুসঙ্গ শুরূণ করিতে লাগিলেন। এবং শেষে হয়দরআলীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া উভয় সৈন্য বঙ্গলুরেতে সম্মিলিত করিয়া ১৭৬৭ শালে কর্ণাটদেশোৎপাতি ইংল্‌ণ্ডীয়েরদের অধিকারের উপর আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন।

ইহার পূর্বে হয়দরআলীর যুদ্ধের বিষয়ে অনেক কথা গিয়াছে অতএব এক্ষণে তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত কহা উচিত। মহিসূরের রাজ্য অতিশয় আয়ত। মুসলমানেরদের রাজ্যস্থাপনকালে বিজয়নগর নামে খ্যাত তব্দ্দ মহাপাটীন হিন্দুরাজ্য যে ভুট্ট হইল সে রাজ্যের অন্তঃপাতি মহিসূরদেশ ছিল। বিজয়নগরের অবসান কালে তাঁহার দুর্বলতা দেখিয়া মহিসূরাধ্যক্ষেরা তদধীনতা ত্যাগ করিল। এই মহিসূরদেশ বিজয়নগরহইতে এত অন্তর ছিল যে সে মুসলমানেরদের রাজ্যের মধ্যেও গণিত হইল না অতএব এই হয়দরআলীর সময়েপর্য্যন্ত পুাটীন হিন্দু রাজার অধীন রহিল।

কিন্তু হয়দরআলীর পুত্রবল্যের পূর্বে তাবৎ হিন্দু রাজ্যের কালক্রমে যে দশা হয় মহিসুররাজ্য তদংশ। পাত্র হইল অর্থাৎ সেখানকার রাজা পরাক্রমভূক্ত হইল এবং তাহার এক পুত্রান মন্ত্রী তাহাকে বন্দিরূপ রাখিয়া সমস্ত পরাক্রম স্বহস্তগত করিল। কণ্টদেশে যে সময় ইংলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধারম্ভ হইল তখন দেবরাজ এবং নন্দরাজ নামে ভ্রাতৃত্বের হস্তে মহিসুর রাজ্যের তাবৎ পরাক্রম ছিল। ঐ নন্দরাজের সৈন্যের মধ্যে হয়দর সামান্য পদে পুথুম নিযুক্ত হইল।

হয়দরআলীর পুতিতামহ মহম্মদ বেলেনী পঞ্জাবদেশে জন্মিয়া ফকীর বেশে দক্ষিণদেশে আনিয়া হয়দরাবাদের উত্তর পশ্চিমে পঞ্চান্ন কোশ অন্তর কালবরণা পুদুশে আপন ধার্মিক ভাষায়া অনেক অর্থোপার্জন করিল। মহম্মদআলী ও মহম্মদ বেলী নামে মহম্মদবেলেনীর দুই পুত্র ছিল ঐ পুত্রদ্বয় আপন পিতৃগৃহত্যাগপূর্বক দক্ষিণদেশে গমন করিয়া সিরাতে পাইকের কর্মে নিযুক্ত হইল। মহম্মদআলী কোলারেতে মরিলেন এবং তাহার ভ্রাতা মহম্মদবেলী তাহার ধনাদি গুাস করিয়া তাহার বিধবাকে ও পুত্রকে বাটাইতে দূর করিয়া দিলেন ঐ পুত্রের নাম কতেমহম্মদ তিনি হয়দরআলীর পিতা। ঐ কতেমহম্মদ পেয়াদার এক নাএকের আশ্রয় পাইয়া সেখানে পুতিপালিত হইল পরে আপন পুতিপালকহইতে পাইকের কর্মপাপ্ত হইল। পুথুমতঃ সেখানে তিনি অল্প খ্যাত হইলেন পরে সেরার নবাবের কন্ঠে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে পাইকের নাএক হইলেন এবং পশ্চাৎ তৎপুদুশের ফৌজদার হইলেন। অপর তাহার মনিবের অতিশয় দুর্দগা হইল বিশেষতঃ তিনি পদভুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার পরিজনেরা লুণ্ঠিত হইল এবং তাহারদের রক্ষা করিতে কতেমহম্মদ হত হইলেন। তিনি সাবাস ও হয়দর নামে দুই পুত্র ও এক বিধবাকে রাখিয়া গেলেন সেই বিধবার এক ভ্রাতা বঙ্গ নুরের দুর্গাধ্যক্ষের পাইকের নাএকের কর্মে নিযুক্ত ছিল। হয়দরের মাতা আপন পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাহার আশ্রয় লইলেন। অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাবাস বয়ঃপুষ্ট হইয়া মহিসুরের

রাজার এক সেনাপতির নিকট কর্ম পাইলেন এবং তৎকর্ত্তে অতিশীঘ্র খ্যাত্যাপন্ন হইয়া শেষে দুই শত অশ্বারূঢ় ও এক সহস্র পদাতি সৈন্যের কর্তৃত্বপদ পাইলেন। হয়দর সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কর্মে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না কেবল মৃগয়াতে ও লম্বটীতে ও আলস্যেতে কালক্ষেপণ করিলেন কিন্তু ১৭৪১ শালে যখন নন্দরাজ বঙ্গনুরের উত্তরপূর্ব্ব বার ক্রোশ অন্তর দেওনহলি নামে এক পলিগারের দুর্গ আক্রমণ করিতে গেলেন তখন হয়দর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গেলেন। এবং তাহাতে তিনি এমত সাহস ও মতকর্ত্তা দর্শাইলেন যে তৎক্রমাৎ নন্দরাজের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িল এবং দুর্গাধিকার হইলে পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ় ও দুই শত পদাতি কর পুত্ত্ব এবং তদুর্গের এক ঘারের কর্তৃত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

অপর নন্দরাজের নিকট ক্রমে তাঁহার এমত সুখ্যাতিবৃদ্ধি হইল যে ১৭৫৩ শালে যখন ইংল্লণ্ডীয়েরা মাধুরা ও ত্রিবিবল্লীতে আপনাদিগকে স্থাপনোদ্যোগ করাতে দিম্দিগড়ের বিষয়েতে নন্দরাজের ভয় জন্মিল তখন নন্দরাজ তদুর্গ সুরক্ষিত করণার্থে অন্য সকল লোকাপেক্ষা হয়দরআলীকে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাকে সেই দুর্গে পুরণ করিলেন। সে দুর্গ মাধুরা ও ত্রিচিনা পল্লীর মধ্যবর্ত্তী উভয় স্থানহইতে পঁচিশ ক্রোশ অন্তর ত্রাবান্তরস্থ এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি গুপ্তিত ছিল। ইহার দশ বৎসর পূর্ব্ব কর্ণাটদেশের নানা উপপুবেতে ঐ দুর্গ মহিসুরস্বেরদের হস্তগত হইয়াছিল। এই উচ্চপদপুষ্টিতে হয়দরআলী অত্রো উচ্চাভিনাশী হইলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় পুর লুণ্ঠদ্বারা নির্বাহ হইত কিন্তু সে লুণ্ঠ ব্যবসায়ের কিছু নিয়ম ছিল না কিন্তু হয়দরআলী নিয়মপূর্ব্বক লুণ্ঠ করিতে লাগিলেন। দক্ষিণদেশে চৌর্য্যবৃত্তি ও লুণ্ঠোপজীবী একপুকার সিপাহী আছে তাহারা সৈন্যের মধ্যে গৃহীত হইলে কখন কিছু বেতন পায় না কিন্তু যুদ্ধেতে যে লুণ্ঠ করে তদ্বারা আপনাদের দিনপাত করে। হয়দরআলী এইমত কতক লোককে চাকর রাখিলেন এবং লুণ্ঠ ব্যবসায়ে তাহারদিগ

কে সুশিক্ষিত করিলেন। ঐ হয়দর কখনও লেখাপড়া করেন নাই কিন্তু আপন মনে মূহুরিরদের অপেক্ষা শীঘ্র হিসাব করিতে পারিতেন। তিনি ঐ সৈন্যদের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন যে লুচি দুব্বোর অর্ধেক তাঁহার হইবেক এবং তিনি এমনতর ছিলেন যে সৈন্যেরা লুচের বিষয়ে তাহাকে পুতারণা করিতে পারিত না। এতদ্রূপে নিয়ম হইলে শত্রু হউক কিম্বা মিত্র হউক লুচিতে সর্বত্র সমান ফল এবং তাহার লুচি বস্তুর বিষয়ে বড় একটা বিবেচনা করিত না তাহারদের জালে যাহা পড়িত তাহাই মৎস্য। তণ্ডুলাদির বহর অথবা গোমেষাদি অথবা বজ্রালঙ্কারপুষ্কতি পাথক হয় কিম্বা গুম্বা হয় পুরুষ হয় কিম্বা স্ত্রী হয় কিম্বা বালক হয় কোন জনের নিকট হইতে লুচ করিতে ভুটি করিত না। এতদ্রূপে হয়দর যুদ্ধের শিখা পুষ্ট করিলেন এবং নন্দরাজকর্তৃক ত্যক্ত সর্বাপেক্ষা উত্তম সিপাহীরদিগকে আপন সৈন্যের মধ্যে গৃহণ করিয়া তিনি ২৫০০ আশ্বারুঢ় ও ৫০০০ পদাতিক ও ২০০০ পেয়াদা ও ৬টা তোপ লইয়া দিন্দিগড়ের পুতিকূলে যাত্রা করিলেন। এবং তরুতুর্দিকস্থ জমিদারদের উপর বনেতে ও ছলেতে তুল্য সফল হইলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে লুচের কোন উপায় তাঁহার নিকট গুপ্ত ছিল না এবং আপন মনিবের নিকট মিথ্যা হিসাব দিতে নিপুণতারও অল্পতা ছিল না। ১৭৩৭ শালে মাদুরা দেশের উপপূর্ব দেখিয়া তদেশ আক্রমণোদ্যোগ করিলেন কিন্তু মহম্মদ যুসফ ইংলণ্ডীয় সিপাহী লইয়া তাঁহার পুতিকূলে গেলেন এবং নাটাম নামে এক পর্বতীয় ক্ষুদ্র পথে তাঁহাকে জয় করিলেন।

অপর মহিসুরের রাজশাসনের দৌর্বল্য ও অবৈর্য্য হওয়াতে হয়দরআলীর অন্য উচ্চপদপুষ্ট হইবার ও অন্য পরাক্রম পুষ্ট হইবার নানা উপায় জমিল। তদেশের রাজা আপন রাজ্যের মধ্যে আপনাকে অতিশয় অমান্য দেখিয়া আপনার মন্ত্রিরদের মধ্যে নিত্য নানা কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং তাহার মন্ত্রিরদের দুই ভ্রাতার মধ্যে পরস্পর এমনতর অপ্রীতি ছিল যে তাহারদের জ্যেষ্ঠ দেবরাজ বয়সেতে এবং বুদ্ধিতে বড় হইয়াও কথ্যেতে বৈরক্যপূর্বক তাবৎ পরাক্রম নন্দরাজের হস্তে অর্পণ করিয়া

আপনি কৰ্ম্যতাগ করিলেন । মহারাক্ষীরদের বারবার আক্রমণেতে রাজকোষ শূন্য ছিল এবং ১৭৫৮ শালে নন্দরাজের সৈন্যরা বাকি বেতনের নিমিত্তে অবশীভূত হইল ।

ইয়দরআলী বুঝিলেন যে এই সময় আমি অতিসফলতাপূর্বক আপন পরাক্রম পুকাশ করিতে পারিব অতএব দিন্দিগড়হইতে আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া পুস্থান করিলেন এবং অতিশয় মনোযোগপূর্বক উভয় ভ্রাতার মধ্যে এবং ভ্রাতারদের সহিত রাজার পুনর্মেল করাইলেন । এবং অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সৈন্যেরদের সকল মিথ্যা হিসাব বিবেচনা করিয়া অনেক বাদ দিতে লাগিলেন । পরে তাহারদের বেতনের বাকী কতক দিয়া পুনর্বার তাহারদিগকে বশীভূত করিলেন । এই সকল ক্রিয়াতে তিনি আপনাকে সকলের মিত্রস্বরূপ দর্শাইলেন কিন্তু আপনার লাভ বিস্মৃত হইলেন না । তিনি আপন মনোযোগের ফল বলিয়া এক পুদেশের রাজস্বের উপর বরাত পাইলেন এবং বঙ্গনুরের দুর্গ ও তক্তদুর্দিকস্থ পুদেশ নিজ জায়গীরের ন্যায় পুষ্ট হইলেন কিন্তু ইহাইহইতে তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে তিনি এই উপযুক্ত সময় বুঝিলেন । বিশেষতঃ তাহার চিরশত্রু হীরাসিংহ নামে এক জন অতিশয় পরাক্রান্ত অধিপতি ছিল এবং ইয়দরআলী দিন্দিগড়েতে সৈন্য পুরণের ছলেতে হঠাৎ হীরাসিংহের ছাউনির পুতি আক্রমণ করিলেন । তিনি অকুতোভয়ে সেখানে অবস্থিতি করত রাজিযোগে ইয়দর কর্তৃক বহু সৈন্যসমেত হত হইলেন ।

১৭৫৯ শালে মহারাক্ষীর পুনরাক্রমণার্থে যাত্রা করিলে ইয়দরআলীর আরো পরাক্রমবৃদ্ধি হইল । ইয়দরকে অত্যন্ত দিবস পূর্বে পেশাদা পদে দেখিয়াছিল যে মহিসুরের সেনাপতি রাজা তাহার তাহার কর্তৃত্বাধীনে কৰ্ম্য করিতে অসম্মত ছিল তথাপি নন্দরাজ মহারাক্ষীরদের পুতিকূলে যুদ্ধ করিতে তাবৎ সৈন্যের কর্তৃত্ব ভার তাহারে অর্পণ করিলেন । সেই পদপুষ্ট হইলে তিনি এমত ব্যগুতা ও সফলতাপূর্বক যুদ্ধ করিলেন যে বৎসর পূর্ণ না হইতে তিনি তাহারদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া আপনার মানি

যের লাভ রাখিয়া তাহারদের সহিত সন্ধি করিলেন। অপর হয়দরআলী তাবৎ মহিসুর রাজ্যের সেনাপতিত্ব পুণ্ড হইলেন। এতৎসময়ে দেবরাজ লোকান্তরগত হইলেন অতএব হয়দরের তাবদেশের কর্তৃত্ব স্বহস্তগত করিতে কেবল আপন পূর্ব পুতিপালক নন্দরাজমাজ ব্যবধান থাকিলেন। হয়দর তাহার মরণের বিলম্ব সহিতে পারিলেন না। নন্দরাজ মহিসুরের রাজার তাবদ্বিষয় স্বহস্তগত করিয়া তাঁহাকে বন্দিরূপে রাখিয়া ছিলেন অতএব রাজার সহিত তাঁহার ঈর্ষ্যা জন্মাইতে হয়দরের কিছু আয়াস ছিল না। নন্দরাজের কর্তৃত্বাধীন সৈন্যেরদের অল্প বেতন বাকি ছিল তাহাতে হয়দরআলী তাহারদিগকে গুপ্তরূপে এমত লওয়াইলেন যে তাহারা নন্দরাজের পুতিকূলে উঠিয়া হয়দরআলীকে যে বলপূর্বক আপনারদের সেনাপতিরূপে মনোনীত করিল এমত দর্শাইলেন। ইহাতে মহিসুরের রাজা মধ্যবর্তী হইয়া কহিলেন যে যদি হয়দরআলী নন্দরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আমার বশীভূত হইতে শপথ করেন তবে আমি সৈন্যেরদের বেতন দিব। পুথমতো হয়দর ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন কিন্তু শেষে তদ্বিষয়ে আপনাকে লওয়াইতে দিলেন এবং নন্দরাজ ঐ রাজার ও হয়দরআলীর মন্ত্রণার বিশেষ জানিয়া এবং অতি সাহসিক না হইয়া উপযুক্ত বৃত্তি পাওয়াতে সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন। হয়দরআলী রাজাকে মুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন কিন্তু আপনার লাভ না ভুলিয়া আপনার সৈন্যের বাকি বেতন এবং তৎপরে বার্ষিক বেতন দেওনার্থে তিনি এত ভূমির রাজস্ব স্বাধীন করিলেন যে তাহাতে মহিসুরের অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁহার হইল।

১৭৩২ শালের মার্চ মাসে ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়দরআলী লালিকর্তৃক আহূত হইলেন এবং তদ্যুদ্ধে আপনার লাভ করিয়া লালির সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কর্গাটদেশের বিষয়ে তাহার তৎকল্পনা যে সফল হয় এইহেতুক মহিসুর ও কর্গাটদেশের মধ্যবর্তি দেশ পুথমতঃ স্বাধীন করিতে নিশ্চয় করিলেন। সে দেশ এই পুথমতঃ সাবেন্দি দুর্গ এবং

কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তি পর্বতের পূর্বপার্শ্বস্থ আনিকুলদেশ দ্বিতীয়তো দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ বড়মহল নামে দেশ। নন্দরাজকে জয় করিবামাত্র হয়দরআলী ঐ বড়মহল দেশ অধিকারার্থে আপনার এক অতিশয় বিশ্বস্ত সেনাপতির সহিত এক দল সৈন্য পুরণ করিলেন। ঐ সেনাপতি তথাতে যাইয়া অচিরে ঐ দুই দেশ আয়ত্ত করিল তাহাতে আর্কাটদেশের মধ্যে পুবেশ করিতে তাহার আর কিছু বাধা রহিল না। এই কর্ম সম্বন্ধ করণানন্তর দয়দরআলীর ঐ সেনাপতি ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত ফুদচেরিতে গমন করিল। সেখানে অতিশীঘ্র সন্ধি হইল এবং ১৭৬০ শালের ৪ জুন তারিখে ঐ নূতন সন্ধিপত্রানুসারে হয়দর আলীর সেনাপতি থিয়াগড় অধিকার করিল তাহাতে হয়দর আলী আপনার কএক দল সৈন্য বড়মহলে একত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। এমত অনুভব হয় যে যদি অন্য পক্ষে এমত আপদ তাহার উপর না ঘটিত যে যাহাই হইতে উদ্ধার হইতে আপন তা বৎ জ্ঞান ও নিপুণতা পুকাশ করিতে হইল তবে হয়দর কর্ণাট দেশে নানা সঙ্কট জন্মাইতেন।

বিশেষতো হয়দরআলীর সৈন্যেরা তাঁহাই হইতে অধিক দূরে কর্মে পেরিত হওয়াতে তাহার সহিত অভ্যন্তর লোক ছিল এবং তাঁহার নিজ ছাউনি রাজগৃহের তোপের সম্মুখে ছিল এবং তাঁহার চতুর্দিকে এমত জলপূর্ণা নদী ছিল যে ইচ্ছা পার হইতে পারিতেন না। ইহা দেখিয়া মহিসূরের রাজমাতা ভাবিলেন যে হয়দরকে নিপাত করিতে এবং তাহার বন্দিত্ব হইতে আমার পুত্রকে মুক্ত করিতে উপযুক্ত সময় এই। অতএব তাহার নিকটে সৈন্য শিবিরকারি এক জন মহারাজীয় সেনাপতিকে রাজমাতা স্বপক্ষ করিয়া হয়দরের উপর গোলাক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হয়দর তৎক্ষণাৎ দেখিলেন যে এ স্থানে আমার ভিষ্ঠান অসাধ্য কিন্তু রানী মহারাজীয়েরদের অপেক্ষায় সর্বস্বরূপে আক্রমণ করিলেন না অতএব হয়দরআলী কতক লোক সংগ্ৰহ পূর্বক আপন পরিজনকে এপারে রাখিয়া কতক অস্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্ষুদ্র নৌকাঘারা নদী পার হইলেন এবং কুর্টি

হাট্টার মধ্যে ঊনপঞ্চাশ কোশ গমন করিয়া বজ্রনুরে উপস্থিত হইলেন। তাহার মধ্যে তিনি এক অশ্বের উপর সাড়ে নাইত্রিশ কোশ গমন করিলেন। তিনি সেখানে পঁহছিলে কএক পনের পর তাঁহার পুতিকুলে বজ্রনুরের দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিবার কারণ রাজাজ্ঞাপত্র সেখানে আইল যদি তিনি আর অল্প কাল পরে আসিতেন তবে তৎক্ষণাৎ চতুর্দিগহইতে আপনাদ্বয় সৈন্যেরদিগকে একত্র করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হয়দরের দশা বিবর্ণা হইতে লাগিল কর্ণাটদেশে এবৎ বড়মহলহইতে হয়দরের যে সৈন্য তাঁহার নিকটে আগমন করিতেছিল তাহার। মহিসুররাজ্যের পক্ষপাতি মহারাক্ষুয়ের দের কর্তৃক পথেতে ধৃত হইল এবৎ হয়দরআলী কোন মতে তাহারদের উপকার করিতে পারিলেন না। এবৎ তাহার হস্তস্থ পরাক্রমদণ্ড অস্থির হইতে লাগিল এবৎ তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া মহারাক্ষুয়েরদিগকে বড়মহলদেশে ও নগত তিন লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে তাহার। ফিরিয়া গেল।

হয়দরআলী তৎক্ষণাৎ আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া রাজার বিপক্ষে গমন করিলেন কিন্তু রাজাকে সবেল দেখিয়া তিনি এমত এক কল্পনা করিলেন যে লোকেরা তাহা শুনিয়া পায় বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি আপন ছাউনি পরিত্যাগপূর্বক অস্ত্রহীন এবৎ গললধীকৃতবাসা হইয়া করপটে নন্দরাজের দ্বারে গিয়া দাণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন এবৎ নন্দরাজের দর্শন পাইবামাত্র তাঁহার চর ধোপান্তে পতিত হইয়া কহিলেন যে আমার পরমসুহৃৎ ও সর্বা পেক্ষা পিয়তম মিত্র যে আপনি আপনকার সহিত বিচ্ছেদ জন্য ঐদেতে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। এবৎ তিনি স্বীকার করিলেন যে আমি আপনার পুতিকুলে কৃতাপরাধমোচনার্থে জাবজ্জীবন উদ্যুক্ত থাকিব। আরো হয়দর নন্দরাজকে কহিলেন যে আমারদের মধ্যে ঐক্য হউক এবৎ আমি আপনকার পূর্বপদে আপনকারে অভিষিক্ত করিব। নন্দরাজ তাহাতে বিশ্বাস করিয়া হয়দরআলীকে আপদহইতে রক্ষা করণার্থে অপর সৈন্য ও কায়

মনোবাধ্যদ্বারা চেষ্টিত হইলেন। হয়দর আপন অল্প সৈন্য লইয়া বিপক্ষেরদের মধ্যবর্ত্তি আপন ছাউনিতে পঁহুছিয়া যে স্থা বস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন না ইহা দেখিয়া নন্দরাজের নামে রাজার ক্ষুদ্র সেনাপতিরদের নিকট এইরূপ কৃত্রিম পত্র লিখিলেন যে রাজার পুতিকুলে আমরা যে মন্ত্রণা করিয়াছি তাহা পুায় সকল হইল অতএব আমি অতিশীঘ্র তোমারদের নিকট আসি তেছি। হয়দরের দূত এই পত্র লইয়া রাজার পুধান সেনাপতির হাতে দিল তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে রাজার পুতিকুলে ক্ষুদ্র সেনাপতিরা মন্ত্রণা করিয়া যোগ করিয়াছে অতএব তিনি হয়দরের ইক্টিসন্ধি করিয়া অবিলম্বে ছাউনি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ইহাতে হয়দর তৎক্ষণাৎ ঐ সেনাপতিহীন সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার সৈন্য সকল ছাউনিহইতে আসিয়া অন্য দিগে আক্রমণ করিল তাহাতে অনায়াসে তিনি সম্মুর্ণরূপে জয়ী হইলেন। পরে তিনি আপনার সৈন্যবৃদ্ধি করিয়া তাবৎ মাঠস্থ ভূমি অধিকার করিলেন এবং পর্ব্বতোত্তীর্ণ হইয়া ১৭৬১ শালে মে মাসেতে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট এই সম্বাদ পাঠাইলেন যে সরকারি তহবিলহইতে হয়দরআলীর অনেক পাওনা আছে এবং তাহা অবশ্য দাতব্য অতএব তাহা দিয়া যদি রাজর তক্ষি হয় তবে হয়দরকে পুনর্বার আপনার কর্ম্মেতে নিযুক্ত রাখুন নতুবা হয়দর গিয়া অন্যত্র উপায়ান্তর চেষ্টা করিবেন। এই পুস্কের অর্থ বোধ করিতে রাজার বিলম্ব হইল না অতএব তিনি অবিলম্বে হয়দরের সহিত এই নিয়ম করিলেন যে রাজা নিজব্যয়ের কারণ তিন লক্ষ টাকা ও নন্দরাজ এক লক্ষ টাকা বার্ষিক পাইবেন এবং তাবদ্দেশের শাসনকর্ত্ত্ব ও আয়ব্যয় হয়দরআলীর হস্তে থাকিবেক। এই সময় অবধি মহিসুর রাজ্যের মধ্যে হয়দরআলী একাধিপতিরূপে থাকিলেন।

ভারতবর্ষের রাজ্যেতে কালক্রমে পুায় এমন দশা ঘটে যে পুাচীন শাসনের কল ক্ষয়িত হইয়া বিকৃত হইলে সামান্য কোন ব্যক্তি সাহস ও শঠতাতে নিপুণ হইয়া সে পুাচীন সিংহাসন

নারোহণ করেন তদশ। সৎপুতি দক্ষিণদেশে ঘটিল। রাজার দুর্দশাতে এবং দেবরাজ ও নন্দরাজ উভয় মন্ত্রিরদের দুর্বল অথচ কুশাসনপুযুক্ত ইয়দরআলীর সম্মুখে পরাক্রমের দ্বার মুক্ত রহিল এবং তাহাতে পুবেশ করিতেও ইয়দরআলী অতুপযুক্ত লোক ছিলেন। দক্ষিণদেশের সুবাদারির শাসনের দৌর্বল্যেতে এবং গাত পানিপতের যুদ্ধে মহারাক্ষীরদের পরাক্রম ভুট হওয়াতে এবং কৰ্ণাটদেশে নানা যুদ্ধের বৈপ্লব্যেতে ইয়দরআলীর চতুর্দিকস্থ দেশ এমত শূন্য দৃষ্ট হইল যে তাহাতে তিনি সম্মুখ রূপে ফসল সংগৃহ করিতে পারিতেন এবং যদি এমন না হইত যে তৎসময়েও আপনাইতে জ্ঞান ও বিদ্যাতে বিজ্ঞ এক জাতি অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক বাধিত না হইতেন তবে অনুমান হয় যে তিনি ও তাঁহার পুত্র তাবৎ ভারতবর্ষে আপনার রাজ্য বিস্তৃত করিতেন।

বসালজ্জঙ্গ আপন ভ্রাতা নিজামালীর অধীন থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া ১৭৬১ শালের জুন মাসে সিরানগর আক্রমণার্থে পুস্থান করিলেন। ইহার পূর্বে দক্ষিণদেশের সুবাদার এই পুদেশে এক জন নাএবপেরণ করিয়া তদ্বারা শাসন চালাইতেন। এতৎসময়ে সেই পুদেশ মহারাক্ষীরদের হস্তে পতিত হইয়াছিল কিন্তু গাত পানিপতের যুদ্ধে মহারাক্ষীরদের এমত পরাক্রমহানি হইয়াছিল যে তিনি অনায়াসে সিরা অধিকার করিতে ভরসান্বিত হইলেন। পশ্চিমধ্যে ইয়দরআলীর অধিকারের নিকট দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইল এবং সে সতর্ক অধিপতি অবিলম্বে সৈন্য তাহার তত্ত্ব লইতে আগমন করিল। পরে বসালজ্জঙ্গ দেখিলেন যে আপন পরাক্রমদ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি করা অসাধ্য এবং ইতোমধ্যে ১৮ জুলাই তারিখে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সলাবজ্জঙ্গ নিজামালীকর্তৃক বদ্ধ হইলে তাঁহার রাজধানীতে পুত্যাগমন করিতে আবশ্যকতা হইল কিন্তু তাঁহার এই যাত্রা যে মিথ্যা না দেখা যায় এই নিমিত্ত তিনি ইয়দরআলীকে কহিলেন যে সিরার পুদেশ জয় হয় নাই বটে কিন্তু তুমি যদি আমাকে তিন লক্ষ টাকা দেও তবে আমি সে দেশ তোমাকে দিব। ইয়দরআলী

তাহা স্বীকার করিলেন এবং বসালজ্জঙ্গ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিরার নবাবীপদ এবং হুয়দরআলী বহাদর খ্যাতি দিলেন এবং তদবধি হুয়দরআলী চিরকাল কেবল এই নামে খ্যাত ছিলেন। অপর হুয়দরআলী ও বসালজ্জঙ্গ আপনাদের সৈন্য সম্মিলিত করিয়া সিরার পুদেশ জয় করিলেন এবং ১৭৬২ শালে বসালজ্জঙ্গ তিন লক্ষ টাকা লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অপর হুয়দর ক্রমে বালীপুরদ্বয় এবং মুরারিরাও নামে মহারাষ্ট্রীয় অধিপতির পুত্র নামে দেশ অধিকার করিলেন এবং রায়দুর্গ ও হারপুনলী ও চিতলদুর্গের পলিগারেরদের নমুতা গ্রহণ করিলেন। এবং ১৭৬৩ শালে বেদনুর রাজ্যের এক জন কল্পিত দায়াদের আত্মানেতে তদেব অধিকার করিতে গমন করিলেন। বেদনুর দক্ষিণদেশের পশ্চিমদিক্ পর্বতশ্রেণীমধ্যস্থিত। তাহার অধিক ভাগ নমুদের জলহইতে অর্দ্ধ কোশ উচ্চ হওয়াতে নমু মাসপর্যন্ত জল ও সরদিতে মগ্ন থাকে তাহাতে বাহুল্যরূপে বৃহৎ বৃক্ষ ও নানাপ্রকার তৃণাদি জন্মে। কর্ণাটদেশের নানায়ুদ্ধেতে সে দেশ প্রায় অশূন্য ছিল এবং এমত উক্তি আছে যে সে রাজধানী চত্বরসুচারি কোশ এবং ধনেতে পূর্ণ। হুয়দর অন্যায়সে তাহা আয়ত্ত করিলেন এবং পরে তিনি স্বীকার করিলেন যে সেখানে তিনি যে ধন প্রাপ্ত হইলেন সে ধন তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রাবল্যের মূল। এমত কথা যায় যে তিনি নুনসংখ্যা চল্লিশ কোটি টাকা বেদনুরেতে পাইলেন।

অপর হুয়দর এই জিত দেশের মধ্যে অতিশয় সবল ও যথার্থ শাসন স্থাপনে অত্যন্ত মনোযোগ করিলেন কিন্তু তিনি আপন রাজ্য বাড়াইতে কিছু ভ্রুটি করিলেন না। বেদনুরের উত্তর দিগে সুন্দানামে এক দেশ এবং সাবানুরের নবাবের দেশ অধিকার করিলেন। উত্তরপার্শ্বে বরদা ও মালপর্বা ও গতপর্বা নদীমা তুর্কদেশ অধিকার করিয়া প্রায় কৃষ্ণা নদীপর্যন্ত আপন দেশ বর্ধিত করিলেন।

কিন্তু এতদ্রূপে আপন রাজ্য বাড়াইতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সীমা লঙ্ঘন করিলেন। পানিপতের যুদ্ধ অবধি ভারতবর্ষের এই খণ্ডে

নিজামালী তাহারদের উপর অতিকট্টরূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭১২ শালে অতিশয় খ্যাত দৌলতাবাদের দুর্গ তাহারদের হাতহইতে লইলেন। এবং ১৭৬৩ শালে তিনি তাহারদের রাজধানী পুণাতে গিয়া তাহা আয়ত্ত ও দখল করিলেন। কিন্তু ইহার পর তাহারদের সহিত পুনর্মিত্রতা হইলে এবং তাহার ভ্রাতা বসালজ্জকের সহিত যুদ্ধ করিতে নিজামালীর আবশ্যকতা হইলে তাহারা তাহাকে দণ্ড দিতে আপনারদিগকে পুস্তত করিল। এতৎ সময়ে মধুরাও মাহারাক্ষীরদের মধ্যে পুধান পদ অর্থাৎ পে সোয়া পদপুষ্প হইলে ১৭৬৪ শালের মে মাসে তিনি হয়দরআলীর সৈন্যসংখ্যাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া কৃষ্ণানদী পার হইলেন। ১৭৬৫ শালপর্যন্ত হয়দরআলী অতিদুর্বলরূপে তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহাতে তাহার ক্ষতি হইল এবং তাহার সৈন্যের মন ভরসাহীন হইল। অপর তিনি ব্রিটিশ লক্ষ টাকা দিতে এবং মুরারিরাওর দেশ পুত্য়র্পণ করিতে এবং সাবানুর দেশের দাওয়া পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলে মাহারাক্ষীরে পুধান করিল।

অপর এই যুদ্ধেতে আপনার নিজ অধিকারের মধ্যে যে উৎপন্ন সম্ভাবনা হইয়াছিল সে সকল শান্তি করিয়া আপন দেশের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি পুনর্বার নূতন আক্রমণার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আপন রাজ্য স্থির করণেতে এবং আপন ক্ষতিপূরণেতে ১৭৬৫ শাল ক্লেপণ করিয়া ১৭৬৬ শালে তিনি কর্ণাট দেশে গমনপূর্বক তাবৎ মলয়াদর দেশ স্বাধীন করিতে আপন কল্পনাপ্রকাশ করিলেন এবং কতক মাসপর্যন্ত অনিয়মে যুদ্ধ করণান্তর তত্তাবদেশ স্বহস্তগত করিলেন। এই কর্ম সমাপ্ত হইবামাত্র তাহার নিকট অতি অন্তঃসমাচার পৌঁছিলে তিনি অতি শীঘ্র আপন রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনেতে পুত্য়গমন করিলেন। সে অন্তঃসমাচার এই যে মধুরাও পুনর্বার স্বস্থানহইতে বহির্গত হইয়াছে এবং নিজামালী ইংল্যান্ডীয়দের সহিত যোগ করিয়া তাহার পুতিকূলে হয়দরবাদহইতে আগমন করিতেছে এবং ইংল্যান্ডীয়েরা কর্ণাটদেশনিকটবর্তি তদধিকারের পুতি আক্র

গুণ করণোদ্যোগ করিতেছে এবং এই সকল লোকেরা মহিসুর রাজ্য জয় করণাশাতে পরস্পর ঐক্য করিয়াছে। তিনি মহারাজ্যী য়েরদিগকে বড় সঙ্কটজনক জ্ঞান না করিয়া ইংগ্ৰাণ্ডীয় ও নিজামের পুতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন তাহাতে ১৭৬৭ শালে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের সহিত তাঁহার পৃথক যুদ্ধারম্ভ হইল।

মহম্মদআলীর ভ্রাতা মাফজখাঁদ্বারা হয়দরআলী নিজামকে ইংগ্ৰাণ্ডীয়েরদের পক্ষহইতে আকর্ষণ করিয়া স্বপক্ষ করিলেন। অতএব ইংগ্ৰাণ্ডীয়সেনাপতি কর্নল স্মিথ সাহেব যিনি নিজামের সঙ্গে আপন সৈন্য লইয়া হয়দরের অধিকারে গমন করিয়াছিলেন তিনি নিজামের এই বিশ্বাসঘাতকতার সমাচার অবগত হইবা মাত্র তাঁহার সৈন্যহইতে আপন সৈন্য পৃথক করিলেন। মহম্মদ আলী এই কল্পনা জ্ঞাত হইয়া হয়দরআলীর সহিত নিজামের যোগ করিবার পূর্বে তাহার উপর আক্রমণ করিতে মন্দ্রাজস্থ কোন্সলী সাহেব লোকেরদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তৎপরামর্শে তাদৃক মনোযোগ করেন নাই অতএব সেপ্তম্বর মাসেতে হয়দরআলী ও নিজাম আপনারদের সৈন্য একত্র করিয়া চাক্রামহল স্থানেতে কর্নল স্মিথ সাহেবের উপর চড়াউ করিলেন। কর্নল সাহেব এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত তাঁহারদের সহিত অতিসফলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে তাহারা পলায়ন করিল বটে কিন্তু যুদ্ধসমাপ্ত হইলে কর্নল সাহেবের পাছে হটিবার আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি অনাহারে ৩৬ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক সৈন্য ত্রিগমালিতে উপস্থিত হইয়া আপনি দুর্গমধ্যে পুবেশ করিলেন কিন্তু অতি শীঘ্র দেখিলেন যে দুর্গের চতুর্দিকস্থ দেশ বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যকর্তৃক লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইতেছে।

ইহা দেখিয়া তিনি দীর্ঘকাল নিরুদ্যোগে থাকিলেন না কিন্তু আপন দুর্বলতাপুযুক্ত তাঁহাকে অতিসাবধানতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইল। অতএব কৃতক দিবসপর্য্যন্ত ত্রিগমালির প্লাচীরের নীচে অবস্থিতি করণান্তর আপন সৈন্যেরদিগকে পাঁচ ক্রোশ অন্তর কালেশ্ব বাকম স্থানে লইয়া গেলেন। তথাতে সৈন্যের অবস্থিতি কালে হয়দরআলী এক অত্যন্তম কল্পনা করিলেন এবং তাহা

পায় সফল হইল। তিনি ইঠাৎ পাঁচ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য ক
র্গাটদেশে পুরণ করিলেন এবং তাহার অনিবার্যরূপে মন্দ্রাজের
সমীপপর্যন্ত গমন করিল। তৎকালে ইংল্লণ্ডীয়েরা সেখানে অপু
স্কৃত ছিলেন বিশেষতঃ বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা বাগানে
ছিলেন অতএব যদি শত্রুরা মনোযোগ করিত তবে অনিষ্ট করি
তে পারিত কিন্তু তাহার লুঠেতে মত্ত হওয়াতে ইংল্লণ্ডীয়েরদের
ক্ষতি হইল না।

অপর বর্ষা উপস্থিত হইল এবং ইংল্লণ্ডীয়েরা বার্ষিক বিশু
মার্থে বন্দিবাসে গমন করিলেন। তাহার পূর্বে কর্ণল স্মিথ সাহেব
ত্রিগমানির সম্মুখে সফলতাপূর্বক শত্রুরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া
ছিলেন। ইতোমধ্যে নিজামালী যুদ্ধের ব্যয় দিতে অশক্ত হইলে
এবং তাঁহার নিজ অধিকারের শাসনের দুর্বলতাপ্রযুক্ত তাঁহার নি
জাধিকারে পুত্যাগমনাবশ্যকতা হইলে তিনি যুদ্ধেতে ক্লান্ত হই
লেন এবং ঐ বিশুমকালেতে ইংল্লণ্ডীয়েরদের সহিত পুনঃসন্ধি
করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কর্ণল স্মিথ সাহেব তাহাতে কহি
লেন যে পৃথমতঃ হয়দরআলীহইতে আপনাকে পৃথক করিতে
হইবেক। ইতোমধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধের কাল উপস্থিত হইল এবং
ইংল্লণ্ডীয়সেনাপতির সৈন্যবৃদ্ধি হইলে তিনি বিপক্ষেরদের পুতি
কূলে গমন করিলেন। তৎকালে দিসেম্বর মাসে বিপক্ষেরা বেলুরের
নিকট ছাউনি করিয়াছিল তাহাতে উভয় সৈন্য অর্থাৎ ইংল্লণ্ডীয়
সৈন্য এবং নিজামালী ও হদরআলীর সৈন্যের সহিত আশুর ও
বানস্কা দির মধ্যস্থানে যুদ্ধ করিল তাহাতে নিজামালী ও হয়দর
সম্মুখরূপে পরাজিত হইয়া কাবেরীপাটমেতে পলায়ন করিলেন।
তাহার এইরূপে পরাজিত হইলে নিজাম হয়দরআলীহইতে
আপনাকে পৃথক করিতে বিলম্ব করিলেন না এবং ১৭৬৮ শালের
ফেব্রুয়ারি মাসে নিজাম ও মহম্মদআলী এবং ইংল্লণ্ডীয়েরদের
সঙ্গে এইরূপ সন্ধিপত্র স্থিরাভূত হইল যে নবাব যে আখ্যা ও যে
দেশ পাণ্ড হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার থাকিবেক এবং উত্তরসর
কারের উপর সর্বদা ইংল্লণ্ডীয়েরদের কর্তৃত্ব থাকিবেক এবং তৎ
কালে হয়দরআলীর হাতে কর্গাটবালাঘাটা নামে যে পুদেশ ছিল

তাহার পুত্র ইংগুণ্ডিয়েরা পাইবেন কিন্তু তাহার রাজস্বইতে নিজাম সাত লক্ষ টাকা বার্ষিক পাইবেন এবং মহারাজ্যেরা চৌথ পাইবেক। এবং যখন নিজামের পুয়োজন হইবেক তখন ইংগুণ্ডিয়েরা দুই সহস্র সিপাহী ও ছয়টা তোপ লইয়া তাহার সাহায্য করিবেন। এবং উত্তরসরকারের রাজস্বতে নিজামের যে স্বত্ব ছিল তাহা তিনি ছয় বৎসরপর্যন্ত সাত লক্ষ টাকা করিয়া বার্ষিক পাইবেন।

যুদ্ধের তাবদ্ব্যাপার যে মন্দ্ৰাজের কৌন্সলী সাহেবেরদের পুত্র হয় এই নিমিত্ত তাহার আপনাদের কৌন্সলহইতে দুই জন সাহেবকে সেনার মধ্যে পুরণ করিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে তাহারদের অনুমতিব্যতিরেকে কোন কর্ম্যারম্ভ হইবেক না। না গর্যাকার্য্যসম্মকীয় লোকেরা যখন যুদ্ধকর্ম্মে হাত দেন তখন অবশ্য কোন দুর্দশা ঘটে অতএব এই দুই কৌন্সলী সাহেব সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া সেনাপতির পরামর্শের বিরুদ্ধে তাহাকে মহি সুরদেশাক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু ঐ বৃহৎকর্ম্ম সাধনোপ যুক্ত ইংগুণ্ডিয়েরদের সৈন্য ছিল না অতএব ১৭৬৮ শাল মিথ্যা ফ্রুপণ হইল।

হয়দরআলীর নবপুত্র অধিকারের শাসনবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইলে তিনি ইংগুণ্ডিয়েরদের সহিত যুদ্ধে ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু মন্দ্ৰাজের কৌন্সলী সাহেবেরা তাহার তৎপুসঙ্গে তাদৃক মনোযোগ করিলেন না ইহাতে হয়দর যুদ্ধে অধিক মনোযোগ করিয়া মলবাগল নামে এক খ্যাত দুর্গঅধিকার করিলেন। দুই জন কৌন্সলী সাহেব সৈন্যের সহিত থাকিয়া যুদ্ধকর্ম্মে হাত দিলে সেনাপতি কর্নল স্মিথ সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন তাহাতে মন্দ্ৰাজের কৌন্সলী সাহেবেরা ঐ সেনাপতিকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। পরে পীড়াতে এবং সিপাহীরদের পলায়নেতে ইংগুণ্ডিয়েরদের সৈন্য দুর্বল ও ভরসাহীন হইল কিন্তু হয়দরআলী অধিক ঔৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কর্নল উড সাহেবের উপর চড়াউ করিয়া তাহার লওয়াজিয়া দুব্য তাবৎ লুচিয়া লইলেন এবং পূর্বে যে দেশ হৃত হইয়াছিল

সে সমস্ত দেশ বৎসর পূর্ণ না হইতে পুনঃ পুষ্ট হইলেন এবং ১৭৬১ শালের জানুআরি মাসে তিনি কর্ণাটদেশের মধ্যে পুবেশ পূর্ব ক আপন রীতানুসারে লুট করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ত্রিচি নাপল্লী পুদেশের মধ্যে পুবেশ করিয়া ত্রিবিম্বী ও মধুরার পুতি কুলে আপনার এক সেনাপতিকে সৈন্য পুরণ করিলেন এবং তিনি ঐ দুই পুদেশ লুট ও নষ্ট করিলেন। ইংল্লণ্ডীয়েরা অশ্বারূঢ় সৈন্যের অভাবেতে ত্রিবিবারণ করিতে কিম্বা তাহারদের পশ্চাৎ দ্ধাবন করিতে সমর্থ ছিলেন না। তৎকালে উরাজা বিনা দক্ষিণদেশে কোন স্থান তাহার অঙ্গুষ্ট থাকিল না কিন্তু তৎকালের রাজা অনেক অর্থ ব্যয়পূর্বক হয়দরআলীকে সন্তুষ্ট করিয়া লুটহইতে আদেশ রক্ষা করিলেন। অপর মন্দ্ৰাজের কৌন্সলী সাহেবেরা কর্নল স্মিথ সাহেবকে পুনর্ব্বার সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি অচিরে হয়দরকে কুশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু হয়দর এক অত্যাশ্চর্য কল্পনা করিয়া তাহা অতিশুভ ও সফলতাপূর্বক সিদ্ধ করিলেন। বিশেষতঃ ফুদচেরিহইতে আপন তাবৎ যুদ্ধলব্ধ ও ভারি লওয়াজিমা স্বদেশে পুরণ করিয়া নানাচ্ছল করত ইংল্লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে মন্দ্ৰাজহইতে ক্রমে দূরে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। পরে ছয় সহস্র অশ্বারূঢ়সৈন্য লইয়া তিন দিবসের মধ্যে ষাট ক্রোশ গমনপূর্বক মন্দ্ৰাজহইতে দুইতিন ক্রোশ অন্তরে ইচ্ছা উপস্থিত হইলেন এবং মন্দ্ৰাজের বড় সাহেবকে লিখিলেন যে আমি সন্ধিপত্র করিতে আগমন করিয়াছি অতএব তোমার সৈন্যেরদিগকে মন্দ্ৰাজের পুতি আগমন করিতে নিষেধ কর। কৌন্সলী সাহেব লোকেরা তাহার ইচ্ছা আগমনেতে উদ্বিগ্ন হইলেন তথাপি তাঁহারা যদি ইচ্ছা করিতেন তবে কর্নল স্মিথ সাহেবের আগমনপর্যন্ত আপনাদিগকে দূর্গেতে থাকিয়া হয়দরআলীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহার পক্ষ ছনের পূর্বে হয়দর মন্দ্ৰাজ নগর ও তৎপার্শ্ববর্তী দেশ লুট করিত অতএব তাঁহারা সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন এবং ১৭৬১ শালের ৪ মে তারিখে হয়দরআলীর সহিত ইংল্লণ্ডীয়েরদের এইরূপে সন্ধি হইল যে হয়দরআলী ইংল্লণ্ডীয়েরদের যাহা লইয়া

ছেন তাহা পুত্ৰাৰ্পণ করিবেন এবং ইংগ্লেণ্ডীয়েরা হয়দরআলীর যাহা লইয়াছেন তাহাও পুত্ৰাৰ্পণ করিবেন। এবং হয়দরের বিপৎকালে ইংগ্লেণ্ডীয়েরা তাহার সহকারিতা করিবেন ও ইংগ্লেণ্ডীয়েদের বিপৎকালে হয়দর সহকারিতা করিবেন।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

ইংগ্লেণ্ডদেশে ভারতবর্ষের কৰ্মবিবেচনা। কোম্পানির অর্থের অপুতুল। ভারতবর্ষের শাসনার্থে নূতন বন্দোবস্ত।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা যে যুদ্ধ এবং সন্ধিপুত্ৰিত বৃহৎ কৰ্মের বিষয় লিখিয়াছি সে সকল সমাচার ইংগ্লেণ্ডে পঁহছিলে লোকের দের মনেতে নানাপ্রকার বিপরীতকল্পনা উপস্থিত হইতে লাগিল এবং তদ্বারা মহাসঙ্কট ঘটিল। অপর নানা বিবেচনা ও পরামর্শের পর ইংগ্লেণ্ডের মহাসভা এই আজ্ঞা দিলেন যে কোম্পানি বাদশাহের সরকারি ব্যয়ের কারণ বৎসর চম্পিশ লক্ষ টাকা দিয়া আর পাঁচ বৎসরপর্যন্ত ভারতবর্ষের ভূম্যুপন্ন রাজস্বভোগ করিবেন।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে কোম্পানির অপেক্ষিত ফলাশা বিফলা হওয়াতে ইংগ্লেণ্ডদেশে তাবলোকের মনে এতদেশশাসকেরদের প্রতি বৈরভ্য জন্মিল যেহেতুক তাঁহারা ভাবিলেন যে ইহারদের অমনোযোগেতে আমারদের আশাভঙ্গ হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ইহার নির্যাস জানিতে ও অনুসন্ধান করিতে স্থির করিয়া ভারতবর্ষের তাবদ্বিষয়জ্ঞ ও জ্ঞানবান ও পরিশুমী অথচ নিম্নহ তিন ব্যক্তিকে সুপরিবাইজর অর্থাৎ তাবতের উপর কর্তা করিয়া পুরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। এ১০ এই বিষয়ে বাক্সালার গভ বড় সাহেব বেনসিটার্ট সাহেব ও ক্লফটন সাহেব ও কর্নল ফোর্ড সাহেব মনোনীত হইলেন। এবং তাঁহারদিগকে এই পরাক্রম আর্পিত হইল যে তাঁহারা কলিকাতার বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহে

বেরদের মতবিরুদ্ধ কর্ম করিতে পারিবেন এবং কোম্পানির তাবৎ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারিবেন এবং যাহা তাঁহাদের ভাল বোধ হইবেক সে সকল কর্ম স্বেচ্ছাপূর্বক স্থির করিতে পারিবেন। অধিক কি কহিব ইংল্যান্ডে কোম্পানির যেরূপ পরাক্রম তদুণ্য পরাক্রম তাঁহাদেরিগকে অপিত হইল। কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে এই আশ্চর্য্য যে তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিলেন সেই জাহাজের বিষয়ে কিম্বা তাহার চড়নদারেরদের বিষয়ে অদ্যাপি কিছু উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই অতএব অনুমান হয় যে সে জাহাজ পথেতে মারা পড়িয়াছে।

১৭৭০ শালে কার্টিয়র সাহেব বঙ্গদেশে বড় সাহেবিপদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যের পুখুম বৎসরে বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি লোকেরা বিন্মত হয় নাই এবং তৎকালে অনুমান করা গিয়াছিল যে ঐ দুর্ভিক্ষেতে বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক মৃত হইয়াছে। ১৭৭০ শালের ১০ মার্চ তারিখে নবাব সৈয়ফুদ্দৌলা বসন্তরোগে পরলোকগত হইলেন এবং অশান্তব্যবহার তাহার ভ্রাতা মবারকউলদৌলা তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। বড়সাহেব ও কোম্পানী সাহেবেরা তাহার পূর্বপদ স্বেচ্ছা সঙ্গ্রে যে নিয়ম করিয়াছিলেন এবং তাহার পরিবারপালনার্থে যে বার্ষিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছিলেন সেই সকল নিয়ম ও সেই বৃত্তি তাঁহার সঙ্গ্রে স্থির থাকিল কিন্তু ইংল্যান্ডে কোম্পানি ইহাতে অসম্মত হইয়া তাহার বার্ষিক কেবল ১৬০০০০০ টাকার অধিক দিতে সম্মত হইলেন না।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে এবং ইংল্যান্ডে কোম্পানির অর্থের অত্যন্ত অপতুল হইল বিশেষত ইংল্যান্ডে ৮ জুলাই তারিখে যখন তাহারা আপনারদের স্বীকৃত হণ্ডির সহিত সংস্থিত ধনের একত্র করিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে ১৩০০০০০০ টাকা অকূলান হইল। অতএব তাঁহারা পুখুমত ইংল্যান্ডের পুখান বান্ধহইতে কিছু টাকা কর্জ লইয়া শেষে আরো অপতুল দেখিয়া বাদশাহের উজারের নিকট কহিলেন যে সরকারি তহবিলহইতে আমার দিগকে ১০০০০০০০ টাকা কর্জ দিতে হইবেক। অপর কোম্পানির

এই বিষয়ে এবং অন্য দুইটিনার বিষয়ে ইংল্যান্ডের মহাসভার উভয় ঘরে কথোপকথন হইতে লাগিল তাহাতে সকলেই কোম্পানির ভৃত্যদের উপর দোষ দিয়া তাহারদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং তৎসময়ে লর্ড ক্লাইব সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া আপন রাজ্যের তাবদ্বৃত্তান্ত কহিয়া মহাসভাতে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাসভাস্থেরা সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপনারদের মধ্য হইতে কতক লোককে কমিটিরূপে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে উত্তমরূপে কোম্পানির তাবদ্বিষয় বিবেচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই কমিটি হ্রি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বপুত্রিত তিন জন সাহেবের অনাগমন সমাচার পাইয়া কোম্পানি তৎকর্ত্তে আর তিন জনকে ভারতবর্ষে পুরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু মহাসভাস্থেরা তাহা শুনিয়া কহিলেন যে এ কি আমরা তাবদ্বিষয় অবধারিত না করিতে তঁা মরা কি অন্য লোককে পুরণ করিবা অতএব তঁাহারা কহিলেন যে আমারদের আজ্ঞাব্যতিরেকে তাহারা যাত্রা করিবে না।

মহাসভার কমিটি এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া মহাসভায় সন্ধ্যা দ দিলে উজীর সভ্যদের নিকট কোম্পানির বিষয়ে এই পুসঙ্গ করিলেন যে ভবিষ্যৎকালে কোম্পানির কর্ম এইরূপে নিষ্ঠারিত হউক বিশেষতঃ পূর্বের রীত্যানুসারে কোর্ট আফ ডাইরেক্টর অর্থাৎ কোম্পানির নিয়ামক সভ্যদের বৎসর চব্বিশ জনের পরী বর্ত্তন না হইয়া কেবল ছয় জন করিয়া পরী বর্ত্তিত হন। তিনি আরো পুসঙ্গ করিলেন যে সুবা বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার শাসনকর্ত্তপদে এক জন গবর্নর জেনেরাল আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক বেতনে এবং তৎসহকারি কৌন্সলী চারি জন পুতাকে বৎসর আশী সহস্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত হন এবং মন্দ্ৰাজ ও বোম্বে শাসন বাঙ্গালার অধীন হয়। এবং কলিকাতায় এক বাদ শাহী অদালত সংস্থাপিত হয় এবং আশী সহস্র মুদ্রা বেতনে তাহার চিফ জুষ্টিস অর্থাৎ পুমান বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং তৎসহকারি তিন জন পুতাকে যষ্টি সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে নিযুক্ত হন।

১৪৮ ইংল্যান্ডে কোম্পানির কর্মের নূতন বন্দোবস্ত ।

তিনি আরো এই পুসঙ্গ করিলেন যে পুখ্রম গবর্নর জেনেরাল ও তাঁহার সহকারিরা মহাসভাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তৎকর্ত্তে থাকিবেন তৎপরে কোম্পানিকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন কিন্তু তাহাতে বাদশাহের সহির অপেক্ষা থাকিবে । এবং তাহার কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্যব্যতিরেকে অন্য তাবদ্বিষয়ের কাগজপত্র উজীরকে দেখাইবেন এবং বাদশাহের ও কোম্পানির কোম লুতা পারিতোষিক লইতে পারিবেন না এবং গবর্নর জেনেরাল সাহেব ও কৌন্সলীরা ও বিচারকর্ত্তারা কোন মতে কোন বাণিজ্যকার্য্যে হাত দিবেন না ।

কিন্তু ইহাতে কোম্পানি সম্মত না হইয়া বরং বিরক্ত হইলেন যেহেতুক এই বন্দোবস্তে ভারতবর্ষের কর্ত্ত্ব তাঁহারদের হাত হইতে বাদশাহের হাতে পড়িবে বিশেষতঃ তাঁহার ইহাতে বিরক্ত হইলেন যে ভারতবর্ষের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা মহাসভাকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার পর কোম্পানিকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন কিন্তু তাহাতে বাদশাহের সম্মতির অপেক্ষা থাকিবেক । এই সকল বিষয়ে কোম্পানির উকীল এবং তৎসভাস্থ কোম্পানির পক্ষীয় লোকেরাও মহাসভায় অনেক বাদানুবাদ করিলেন কিন্তু শেষে বাদশাহের উজীর জয়ী হইলেন এবং এই বন্দোবস্ত উভয়সভার ও বাদশাহের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল এবং আজ্ঞা হইল যে এই বন্দোবস্ত ১৭৭৩ শালে ইংল্যান্ডে চলিবে ও ১৭৭৪ শালের ১ আগস্তু অবধি ভারতবর্ষে চলিবেক ।

ইংল্যান্ডের মহাসভার এই নিয়মেতে হেক্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরালপদে নিযুক্ত হইলেন এবং শ্যুয়ুত জেনেরাল কাবরিং সাহেব ও কর্ণল মানসন সাহেব ও বার্বল সাহেব ও ফ্রান্সিস সাহেব কৌন্সলীপদে নিযুক্ত হইলেন । ঐ হেক্টিংস সাহেব পুখ্রমতঃ কোম্পানির নাগর্য্যকার্য্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ক্রমে উন্নত হইলেন এবং বেনসিটার্ট সাহেবের রাজ্য কালে তিনি কৌন্সলীপদপর্য্যন্ত উঠিলেন অপর তিনি স্বদেশে পুত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকালানন্তর মান্দুজের কৌন্সলের দ্বিতীয় পদে নিযুক্ত হইলেন । তৎপরে ১৭৭২ শালের আরম্ভে কার্টিয়র

[১৫ অধ্যায়।]

[১৭৭২ শাল।]

সাহেবের ইংল্যান্ড গমনেতে তিনি বাজালায় কোম্পানির পুধানকর্ম অর্থাৎ বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইলেন ও মহাসভার নিয়মামুসারে তিনি ভারতবর্ষে পুথম গবর্নর জেনেরাল পদপাশ্চ হইলেন । তৎকালে রাজবাহারে অর্থাৎ নামে নবাব বাস্তবিক কোম্পানির শাসনে সে সকল উৎপাতের বৃদ্ধি হইল কিন্তু তাহা ক্লাইব সাহেব কর্তৃক স্থাপিত ও পুশংসিত অতএব এরূপ শাসনে পুচীন কুরীতি সকল বজায় রহিল এবং বিভক্ত পরাক্রমে যত উৎপাত জন্মে সে সকল উৎপাত বাজালায় জন্মিল বিশেষতঃ কতক ডুম্রি কালেক্তরের অমাত্যদের হস্তে ছিল ও কতক বৎসর ইজারা দেওয়া যাইত এবং কতক জমীদার ও তালুকদারেরদের হস্তে ছিল এবং তাহারা নিরুপিত কর দিতে স্বীকৃত ছিল । বিচারকর্তৃপদ ও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল বিশেষতঃ নাজীমের হাতে কৌজদারি ও দেওয়ানের হাতে দেওয়ানি এবং সেই শাসন পরাক্রমহীন নবাবের কর্তৃত্বাধীন থাকাতে তিনি কোন গুকারে উত্তমরূপে চালাইতে পারিলেন না ।

দেওয়ানি কর্ম কোম্পানির আয়ত্ত হওয়া অবধি রাজকর আদায়ের বিশৃংখলতাতে কোম্পানি বিরক্ত ছিলেন অতএব ১৭৬২ শালের আগস্ত মাসে তদ্বিষয়ে এই নূতন নিয়ম হইল যে নানা জিলাতে এতদেশীয় রাজকর্মিরদের নিত্য তৈনাত করণার্থে কোম্পানির এক জন ইউরোপীয় ভৃত্য নিযুক্ত হইবেক এবং রাজকর আদায়ে যত বিরোধ বিসম্বাদ জন্মিবেক সে সকল তাঁহারদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবেক । এই কর্মকারি সাহেবেরা সুপারবাইজর নামে খ্যাত হইলেন এবং তৎপর বৎসরেতে এই সুপারবাইজর সাহেবলোকেরদের উপর কর্তৃত্ব করণার্থে মুরশেদাবাদে ও পাটনায় দুই কৌন্সল নিরুপিত হইল ।

অপর নূতন কৌন্সলরা কোম্পানির আয়ব্যয়ের ভার আপনাদের হস্তে রাখিতে বাসনা করিয়া ১৭৭২ শালের ১৩ এপ্রিল তারিখে হেষ্টিংস সাহেব বড় সাহেবি পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা ১৬ তারিখে এই স্থির করিলেন যে তাঁহারা আপনাদিগের ডুম্রি ইজারা দিবেন এবং সেই ইজারা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবেক ।

তাহারা আরো কহিলেন যে এই পঞ্চ সর্বাংগে সূগম যেহেতুক অল্পে রাজস্ব আদায় করা কোম্পানির অসাধ্য। অপর ১৫ মে তারিখে তত্তাবৎ পুর্করণ পুর্কাশ হইল এবং তাহার মূল পুর্করণ এই। পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে তাবদ্ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবেক এবং বড় সাহেব ও তৎসঙ্গি চারি জন কৌন্সলী সাহেব সরকিটর কমিটী নামে দেশের মধ্যে ভ্রমণ করত তৎকর্ত্তের উপর দৃষ্টিপাত করিবেন। এতদ্ভিন্ন পুতোক জিলাতে এক জন কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া কর্ম্য চালাইবেন এবং কোন ইংলণ্ডীয় বণিক কিম্বা গোমাস্তা কিম্বা ভৃত্য কেহ ইজারা লইবেন না। যেহেতুক তাহারা ভাবিলেন যে ইহার ইজারা লইলে কেহ তাহারদের পুতিযোগী হইয়া মিলামে ডাকিতে আসিবেক না। এবং পুতোক জিলাতে এক জন এতদেশীয় লোক দেওয়ান রূপে নিযুক্ত হইবেক।

সরকিটর কমিটী পুথুমতঃ কৃষ্ণনগরে গিয়া ভূমির ইজারার বিষয়ে লোকেরদের দরখাস্ত লইতে লাগিলেন কিন্তু সে দরখাস্তে তাহারা এত অল্পপণ ও এমন অল্পকি লিখিয়াছিল যে এ কমিটী তাহা গ্রহণ না করিয়া কহিলেন যে আমরা সমস্ত ভূমি একেবারে নীলাম করিয়া ইজারা দিব। এই কল্পনা পূর্ণা করণার্থে পুথুমতঃ তাবদ্ভূমির একবাল ও জমাবন্দি দেখিবার আবশ্যকতা হওয়াতে তাবৎ রাজস্বের নূতন হস্তবুদ হইল এবং সে হস্তবুদ রাজস্ব দুই ভাগে লিখিত হইল পুথুমতঃ আসল নামে ভূম্যুৎপন্ন রাজস্ব দ্বিতীয়তঃ আবাব নামে ঔপাধিক করাদি। এই হস্তবুদেতে শেষ লিখিত আবাবের মধ্যে যাহা অতিশয় অন্যায বোধ হইতে লাগিল তাহা একেবারে রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া গেল। অপর যেপর্যন্ত জমিদারেরা কিম্বা পুচোন ইজারদারেরা আপনা স্বদের পুচোন জমীর ইজারার বিষয়ে গুাহ্যানুষ্ঠান করিল সেপর্যন্ত তাহারদের জমী তাহারদের হাতে থাকিল কিন্তু পরে যখন তাহারা গুাহ্যানুষ্ঠান করিল তখন কোম্পানি তাহারদিগকে বৃত্তি দিয়া তাহারদের ভূমি মিলামে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বে রাজস্বের বিষয় নির্ধারিত করিতে নাএবদেওয়ান নামে এক

জন মুরশেদাবাদে ছিলেন কিন্তু এই নূতন বন্দোবস্তেতে সেই ম
হাদপুর সেখান হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইল এবং তাবৎ
কৌশলী সাহেবলোকেরা রিভিণুবোর্ড অর্থাৎ রাজস্ববিবেচক সমু
দায় নামে খ্যাত হইলেন ।

অপর এই নিয়ম হইল যে তাঁহার। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস
তাবৎ রাজস্বের হিসাবপত্র বিবেচনা করিতে বসিবেন । এই না
এবং দেওয়ান পদেতে মুরশেদাবাদে মহম্মদ রেজাখাঁ ছিলেন এবং
পাটনায় রাজা সেতাবরায় ছিলেন কিন্তু এই নূতন বন্দোবস্তে
একেবারে তৎপদ লুপ্ত হইয়া তাবৎ জিলার দেওয়ানের উপর কর্তৃ
ত্ব করণার্থে রায়রায়্যা নামে এক জন নিযুক্ত হইলেন তাহার এই
কর্ম্ম যে বাঙ্গালাতে তাবৎ হিসাবপত্র রাখিবেন ও নানাস্থানের
পত্রের পুতাস্তর দিবেন ও রিভিণুবোর্ডেতে হিসাব দিবেন । এই
সময়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের যে বন্দোবস্ত হইল সে
অতিশয় লিপিবাহন্য এবং কালক্রমে সে সকল রীতিরও পুর
ণরীতির্তন হইল অতএব এক্ষণে তাহা লিখনের পয়োজনাতাব
ইহার পর স্থানবিশেষে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লেখা যাইবেক ।

আতারা মদৌলা নামে নবাবের পিতৃব্য কৌশলীরদের নিকট
নবাবের নিজবাটীর তাবদ্ব্যাপারের কর্তৃত্বপদ যাক্তা করিলেন
কিন্তু তাঁহার। এই পদ তাঁহাকে না দিয়া মণিবেগম নামে মীর
জাফরের একজন শৈলিনীকে দিলেন এই মণিবেগম পূর্বে এক নর্ত
কী ছিলেন । ইহার পূর্বে নবাব সাহেব নিজ ব্যয়ের কারণ ব
ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক পাইতেন কিন্তু ১৭৭২ শাল অবধি কেবল
ষোল লক্ষ টাকা করিয়া নিরূপিত হইল ।

ইতোমধ্যে মহম্মদ রেজাখাঁ ও রাজা সেতাবরায়ের বিষয়ে
কোম্পানির সন্দেহ হওয়াতে তাঁহার। উভয়েই ধৃত হইয়া কলি
কাতায় দুই বৎসরপর্য্যন্ত বন্দিস্বরূপ রহিলেন অনন্তর বিচারে
নির্দোষী হইয়া মুক্তি পাইলেন কিন্তু সেতাবরায় এই উদ্দেশ্যে পা
টনায় আসিয়া পশ্চত পাইলেন এবং হেক্টিংস সাহেব তাঁহার
পুত্রকে রায়রায়্যা পদে নিযুক্ত করিলেন ।

বাঙ্গালার মধ্যে রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে এবং ফৌজদারি ও
[১৩ অধ্যায় ।] . জী [১৭৭২ শাল ।]

দেওয়ানি আদালতের বিষয়ে এই সকল নূতন নিয়ম হইতেই হিন্দুস্থানের অন্য স্থানেতে অনেক ভারি কর্মের বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। বিশেষত আবদালিরদের সহিত যুদ্ধেতে মহারাক্ষীরদের এমন ক্রতি হইয়াছিল এবং তাহারদের মধ্যে পরস্পর এমন বিরোধ হইয়াছিল যে হিন্দুস্থানের উত্তরভাগস্থ দেশ কএক বৎসরপর্যন্ত তাহারদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। আবদালিরদের পুস্থানানন্তর নজীবুদ্দৌলা নামে এক জন রোহেলা অধ্যক্ষ বাদশাহের ন্যায়রূপে দিল্লীর উপর ও তক্ষুর্দিকস্থ পুদেশের উপর কর্তৃত্বরূপে নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি আপন বিদ্যা ও সুশাসনদ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ পুদেশ সুস্থির রাখিলেন। নবাবের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের শেব সন্ধিপত্রেরে পুাপ্ত কোরা ও এলাহাবাদের রাজস্ব ভোগ করণার্থে এবং ইংল্যান্ডীয়েরদের স্থানে বাকালার রাজস্ব হইতে আপন অংশ পুাপণাশাতে শাহ আলম বাদশাহ এলাহাবাদে অবস্থিতি করত দিল্লীতে যাইয়া আপন পৈতৃক সিংহাসনারোহণ করিতে ব্যগুচিত ছিলেন কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরা তাহাতে অসম্মত ছিলেন এবং বাদশাহও ভাবিলেন যে আপন ন্যাব নজীবুদ্দৌলা স্বচ্ছাপূর্বক স্বপদ পরিত্যাগ করিবেন না অতএব তাহার সেই মনোরথ পূর্ণ হইতে বিনম্র হইল। অপর ১৭৭০ শালে নজীবুদ্দৌলা পরলোকগত হইলে শাহ আলম মহারাক্ষীরদিগকে আকুলান করিয়া তাহারদের সহকারিতাতে আপন সিংহাসনে বসিতে পণ করিলেন।

অপর বাদশাহের সম্মতিতেই ইউক বা অসম্মতিতেই ইউক তুর্কোজী ও সিদ্ধিয়া ও বিশাজী নামে তিন জন পরাক্রান্ত মহারাক্ষীয় সেনাপতি ত্রিশ সহস্র অশ্বারুঢ় সৈন্য লইয়া চম্বল নদীর উত্তরে আগমন করিয়া তক্ষুর্দিকস্থ দেশের পুতি লক্ষ করিয়া থাকিল। ১৭৭১ শালের আরম্ভেতে বাদশাহ তাহারদের সহায়তাতে দিল্লীতে যাইবার কারণ এক উকীলদ্বারা কলিকাতাস্থ ইংল্যান্ডীয়েরদের সম্মতি পুার্থনা করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তাহাতে ইংল্যান্ডীয়েরা সম্মত হইলেন না তথাপি তিনি তদ্বিষয়ে স্থিরপুতিজ্ঞ হইলেন। এবং মৌগল অধ্যক্ষেরদের উদ্যোগেতে এবং নবাব উজীরের

অর্থদানেতে বাদশাহ এমত সবল হইলেন যে ১৭৭১ শালের মে মাসে ষোড়শ সহস্র লোক সমভিব্যাহারে এলাহাবাদহইতে পু জ্ঞান করিলেন। অপর ফরোখাবাদহইতে পোনর ক্রোশ অন্তর নাবিগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে বর্ষা আগতা হইল তাহাতে অগত্যা তাঁহাকে সেই স্থানেই ছাউনি করিতে হইল। সে স্থানে মহারাজ্যেরদের এক জন উকীল আসিয়া বাদশাহকে কহিল যে মহম্মদশাহের আমল অবধি যত চৌথ বাকি আছে সে সকল দিনে এবৎ তাবৎ লুচি বস্তুর অর্দ্ধেক অংশ দিতে স্বীকার করিলে এবৎ মহারাজ্যেরদের পূর্বপাপ্ত জায়গীর তাহারদিগকে পুনর্দত্ত হইলে এবৎ বর্তমান যুদ্ধব্যয়ার্থে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দিলে মহারাজ্যেররা আপনকার সহায়তা করিবেন। এই সকল অঙ্কারপুনক্ষেতে বাদশাহের অশুভা জন্মিলেও অগত্যা তিনি তাহা স্বীকার করিলেন এবৎ ২৫ দিসেম্বর তারিখে আপন তাবৎ সৈন্য ও তাবৎ মহারাজ্যীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাসমারোহপূর্বক আপন রাজধানী দিল্লীতে পুবেশ করিলেন। কিন্তু মহারাজ্যেররা অধিক কালপর্যন্ত তাঁহাকে রাজধানীর সুখভোগ করিতে না দিয়া অতিশীঘ্র গণভূমিতে আনাইল। বাদশাহের অধিকারবৃদ্ধির চেষ্টাতে এবৎ মহারাজ্যেরদের লুচির চেষ্টাতে উভয়ের দৃষ্টি পুথমতো রোহেলারদের দেশের উপর পড়িল এবৎ বাদশাহের বংশের পুচীন ভৃত্য অথচ জানবান ও বিশ্বস্ত নজীবুদৌলা যিনি বাদশাহের অবর্তমানতাতে বাদশাহের নামে উত্তমরূপে দিল্লী নগর ও তৎপুদেশের শাসন করিলেন তাঁহার জায়গীর শাহরংপুর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ছিল। রোহেলারদের অন্যতম অধিকার গজার পূর্বপারে কিন্তু এই স্থান গজার পশ্চিম পারে ছিল ও দিল্লীহইতে কেবল পঁয়ত্রিশ ক্রোশ অন্তর সেওয়ালি পর্বতের নিকট আরম্ভ হইয়া উত্তরে ঘোষণ্ড নামে মহাদুর্গ এবৎ পূর্ব সাবরতাল পর্যন্ত ব্যাপে।

দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদ যে নজীবুদৌলার মরণনাস্তর তাহার পুত্রের হস্তে পড়িল সেই পদ বলাৎকারপূর্বক তাহার হাতহইতে গুহণ করাতে যে তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইবেন ইহাতে দিল্লীর

বাদশাহ ভীত হইয়া পৃথ্বীমতঃ তাহার জায়গীর শাহারণপুরের
পুতি আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। এতৎ সময়ে রাজকর্ম্ম ও
যুদ্ধকর্ম্মে অতিশয় পারদর্শী পারসিদেশজাত মীরজা নজীফখাঁ বা
দশাহের সেনাপতি ছিলেন। জাবিদাখাঁ অতিশয় সাহসপূর্ব্বক সৎ
গুম করিতে উদ্যত হইলেন বটে কিন্তু বাদশাহ এবং মহারাক্ষীর
য়েরদের সম্মিলিত সৈন্যের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি
এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গঙ্গার ওপারস্থ স্বাধিকাররক্ষার্থে পার
হইলেন এবং নানাঘাটে পুহরী নিযুক্ত করিলেন ইহাতে তাহার
সঙ্গে অত্যল্প সৈন্য থাকিল। অপর নজীফখাঁ মহারাক্ষীরদিগকে
লইয়া অতিশয় সাহসপূর্ব্বক গঙ্গাপার হইলেন। তাহাতে জা
বিদাখাঁ ভরসাহীন হইয়া পাটিরাতে পলায়ন করিলেন সেখানে
তিনি পূর্ব্ব আপন পরিবার ও ধন পুরণ করিয়াছিলেন। নজীফ
খাঁ এমত বেগে তাঁহার পশ্চাৎদ্রাবন করিলেন যে তিনি ঐ গড়ইই
তে আপন পরিবার ও ধনাদি লইতে অবকাশ পাইলেন না তাহা
তে সে সমস্ত নজীফখাঁর হস্তগত হইল এবং জাবিদাখাঁ অযো
ধ্যার নবাব সুজাওদৌলার ছাউনিতে আশ্রয় লইলেন। নজীফ
দৌলার ন্যায়তে ও সুশাসনেতে ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার অধি
কার সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ছিল তৎপুত্র তদধিকারে লুচের
অভাব ছিল না কিন্তু সে সকল লুচ মহারাক্ষীরেরা লইল বাদশা
হকে এক রূপদ্রকও দিল না।

এই স্থলে রোহেলারদের উৎপত্তির বিষয়ে কিছু কথয়িতব্য।
ভারতবর্ষের উত্তর পুদেশহইতে বলবান ও সাহসিক অথচ যুদ্ধ
ব্যবসায়ি সিপাহীরা আসিয়া বারম্বার যে দিল্লীর বাদশাহের
সৈন্যেতে গৃহীত হইয়াছিল তাহারদের সেনাপতির আশ্রয়
দের নৈপুণ্যানুসারে বারম্বার বাদশাহকর্তৃক স্থানে জায়গীর ও
বসতিস্থানাদি পুষ্ট হইয়াছিল। তাহারদের মধ্যে আফগানী
য়েরা অতিশয় সুখ্যাত হইয়াছিল এবং ঐ আফগানীদেরদের
মধ্যে শাহারা রোহেলা নামে খ্যাত তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমি
রূপে গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গা ও হিমালয় পর্ব্বতের
মধ্যবর্ত্তি মাঠে অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী দেশেতে বারম্বার বাদশাহ

কর্তৃক জায়গীরপুষ্ট হইয়াছিল এবং দিল্লীর রাজ্যভুক্ত হওন সময়ে দেশেতে যে উপপ্লব হইয়াছিল তাহাতে রোহেলারা আপনাদের দেশ হইতে অধিক রোহেলারদিগকে আনাইয়া আপনাদের জায়গীর পরিপূর্ণ করিয়াছিল। এমন পুমাণ আছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য রাজ্যাপেক্ষা তাহারদের রাজ্য সূশাসিত ছিল। পুজারদিগকে সুখে রাখিতে ও আপনাদের রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টাতে এবং বিপত্তি সময়ে জয়াজয় না বহিয়া কাহারও পক্ষপাতী না হওয়াতে তাহারদের রাজ্য স্থির থাকিয়া ক্রমে বর্দ্ধিষ্ণু হইল। নজী বুন্দেলার মৃত্যুর পর তাহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তত্ত্বল্য খ্যাত সেনাপতি উঠিল না তথাপি তাবৎ সেনাপতিরা আপনাদের সৈন্য যদি একত্র করিত তবে আশী সহস্রের ন্যূন হইত না কিন্তু তাহারা কদাচ এমত একপরামর্শ হইত না যে তাহারদের বিষয়ে ভয় তচ্চতুর্দিক্স্থ অন্য পুদেশের উপর পড়িত।

কিন্তু রোহেলারা চতুর্দিকে সঙ্কটাপন্ন ছিল। তাহারদের অন্য শত্রু অপেক্ষা অযোধ্যার সুবাদার অধিক ভীতিজনক শত্রু ছিলেন যেহেতুক তিনি তাহারদের বসতির পুথমাবধি তাহারদের দেশ স্বহস্তগত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে সুজাওন্দোলার এক জন গুরুপুরুষ তাহারদের দেশ স্বাধীন করণার্থে মহারাষ্ট্রীয়দের সহায়তার কারণ তাহারদিগকে আত্মান করিয়া ছিলেন এবং ভারতবর্ষের তৎপুদেশে ঐ দুরাত্মা মহারাষ্ট্রীয়দের বসতিকরণের পুথম ইচ্ছা তিনি জন্মাইয়াছিলেন। সুজাওন্দোলার স্বভাব দেখিয়া এতৎসময়ে রোহেলারাও অধিক ভীত ছিল এবং দক্ষিণ হইতে মহারাষ্ট্রীয়রা অতিশয় সমারোহপূর্বক তাহারদের উপর পতনোন্মুখ হইয়াছিল ইহাতে রোহেলারা দেখিল যে সুজাওন্দোলাকে ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে নিবারণ করণোপযুক্ত বল নাই অতএব তাহারা ভাবিল যে উভয় হইতে অভয়পুষ্টি ব্যতিরেকে আমারদের রক্ষার উপায়ান্তর নাই অতএব তাহারা উভয়কেই খামাইয়া রাখিল এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ জন্মানেতে আপনাদের কল্যাণ জ্ঞান করিল।

অপর জাবিদখাঁর উপর আক্রমণবার্তা শুনিয়া রোহেলারা সক

কল ব্যাকুল হইয়া অনুমান করিল যে অবশ্য রোহেলার উপর আক্রমণ করিবার পুথম সোপান এই। মহারাক্ষীর অযোধ্যার অন্তঃপাতি দেশে বসতি করিলে অযোধ্যার সুবাদার যে অত্যন্ত ভীত হইবেন ইহা অনুমান করিয়া তাহার সহিত মিলিয়া মহারাক্ষীরদিগকে তদ্রূপ হইতে দূরীকরণ করিতে রোহেলারা তাহার নিকট পুসঙ্গ করিল। ঐ সুবাদার মহারাক্ষীরদের আগমনেতে অতিশয় ভীত ও উদ্ভিগ্ন হইয়া ১৭৭২ শালের জানুয়ারি মাসে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি সর রাবট বার্কর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্ন হইলেন পরে ঐ মাসের ২০ তারিখে ইকজাবাদে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে সুবাদার তাঁহাকে কহিলেন যে রোহেলারা একেবারে যে দেশ হইতে উদ্ভিন্ন না হয় এতদ্ব্যতীত তাহারদের অধিকারের কিয়দংশ মহারাক্ষীরদিগকে দিয়া উভয়েই অযোধ্যার সুবাসে চড়াই করিবে অথবা মহারাক্ষীরেরা বলাৎকারপূর্বক তাবৎ রোহেলাদেশ জয়পূর্বক অযোধ্যার পুতিকুলে আগমন করিবেক অতএব এই সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তিনি এই মন্তব্য করিলেন যে তিনি মসেনা রোহেলার নিকটবর্ত্তি আপন দেশের সীমান্তে গমনপূর্বক রোহেলারদিগকে অস্ত্রের চাকচিক্য দর্শাইয়া তাহারদের হইতে কতক দেশ লইয়া বাদশাহকে দিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি রোহেলারদের হইতে কতক অর্থ লইয়া তাহার কিছু মহারাক্ষীরদিগকে দিয়া তাহারদের পুত্যাগমন ক্রয় করিবেন ও কিছু আপনি লইবেন। এই মন্তব্যেতে তিনি এই ফলাশা করিলেন যে রোহেলারদের খরচে বাদশাহ ও মহারাক্ষীরদের সহিত ঐক্য করিবেন ও আপনি কতক লাভ করিবেন। এই সকল বাঞ্ছনীয় কৰ্ম্ম সিদ্ধি করণার্থে তিনি ইংলণ্ডীয়দের সহায়তার অপেক্ষা করিলেন যেহেতুক তিনি জানিলেন যে ইংলণ্ডীয়েরা যদি সহকারী না হন তবে রোহেলারা কদাচ আমাকে বিশ্বাস করিবে না তাহাতে তত্রস্থ ইংলণ্ডীয় জেনেরাল এই সকল পুসঙ্গ লিখিয়া কলিকাতায় কৌন্সলে পৌরণ করিলেন। কৌন্সলের সাহেব লোকেরা এই পুতুত্তর লিখিলেন যে এই সকল পুসঙ্গে আমরা অসম্মত নই অতএব যদি

ভূমি সহায়তা করিতে শক্ত হও তবে করিলে ক্ষতি নাই। অপর রোহেলারা যখন শুনিল যে সুজাওন্দোলা তাহারদের দেশের কিয়দংশ হস্তগত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখন তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। এই সময়ে মহারাক্ষীয়েরা ত্রিশত সহস্র লোক লইয়া গঙ্গার উত্তরদিকস্থ রোহেলারদের তাবদেশ উচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অন্য এক দল জাবেতাখার দেশ আঁয়ত্ত করিল।

ইংলণ্ডীয় সেনাপতি সর রবার্ট বার্কর সাহেব সুজাওন্দোলাকে কহিলেন যে রোহেলারদের সাহায্যকরা তোমার অবশ্যকর্তব্য যেহেতুক রোহেলারা যদি দুর্বল হয় তবে মহারাক্ষীয়েরা সবল হইবে এবং অর্থদ্বারা যদি তাহারদিগকে প্রত্যাগমন করাও তবে তাহারা ইচ্ছুক হইলে পুনর্বার আসিয়া দেশ দখল করিবে। ইতোমধ্যে সুবাদার মহারাক্ষীয়েদের সহিত সন্ধিপত্র করিতে ব্যগ্ন হইলেন কিন্তু ইংলণ্ডীয় সেনাপতি সেই ব্যগ্নতাতে দেশের অনেক ভাবি বিভ্রাট অনুমান করিয়া তাহা অন্যথা করিতে অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু তাহা আপনিই নিষ্ফল হইল যেহেতুক মহারাক্ষীয়েরা সুবাদারের সন্ধির পুসঙ্গ এমত ভুচ্ছ জ্ঞান করিল যে যতবার উভয়পক্ষীয় উকীলে সাক্ষাৎ হইল ততবার মহারাক্ষীয়ের উকীল আপনাদ্বিপক্ষের নিয়ম মতান্তর করিল।

অপর অযোধ্যার সুবাদার সমাচার পাইলেন যে মহারাক্ষী দেশে এমত উৎপাত ঘটিয়াছে যে তাহাতে মহারাক্ষীয়েদের অত্যল্প দিবসের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগমনের আবশ্যকতা হইবেক। ইহা জানিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় সেনাপতি বহুকালাবধি তাহাকে রোহেলারদের সঙ্গে সন্ধি করিতে যে পরামর্শ দিয়া ছিলেন তাহাই এতৎ সময়ে গ্রাহ্য করিলেন যেহেতুক তিনি বঝিলেন যে মহারাক্ষীয়েদিগকে দূর করিব বলিয়া রোহেলারদের স্থানে অনায়াসে ধন লইতে পারিব। রোহেলারা এইরূপে টাকার বন্দোবস্ত করণে অসম্মত ছিল কিন্তু ইংলণ্ডীয়েদের কথাতে সম্মত হইল।

অপর ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে রোহেলারদের সঙ্গে সুজাওন্দোলার সন্ধিপত্র স্থির হইল। তন্মধ্যে নানা প্রকরণ ছিল কিন্তু

১৫৮ মহারাক্ষীরদিগকে দূর করিতে উজীরের অনুমোদন।

স্বর্ধাপেক্ষা ভারি প্রকরণ এই যে সুজাওন্দোয়া মহারাক্ষীরে
রুদিগকে রোহেলখণ্ডহইতে দূর করিলে রোহেলারা চল্লিশ
লক্ষ টাকা তাহাকে দিতে অঙ্গীকার করে। তাহার মধ্যে দশ
লক্ষ টাকা মহারাক্ষীরদের প্রস্থানমাত্র পাইবেন অবশিষ্ট
ত্রিশ লক্ষ তিন বৎসরেতে পাইবেন।

কিন্তু এই নিয়মকরণান্তর অযোধ্যার সুবাদার মহারাক্ষী
য়েরদিগকে দূর করিতে কিঞ্চিৎমাত্র উদ্যোগ না করিয়া আপন
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাক্ষীরে তাবদেশ
ছুট করিয়া বর্ষা আগতা দেখিয়া শেষে আপনারাই স্বৈচ্ছা
পূর্বক গঙ্গাপার হইল কিন্তু স্বদেশে না গিয়া তাহারা বর্ষাপ
রমে যুকসময়ে দেশ পুনরাক্রমণার্থে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তি
দেশে শিবির সংস্থাপন করিল। এই বিশ্রামসময়ে রোহে
লারা সুজাওন্দোলার নিকট অনেক প্রার্থনা করিল যে তিনি
বাদশাহের সহিত ঐক্য করিয়া এমন কোন নিয়ম করেন যে
মহারাক্ষীরে পুনর্বার গঙ্গাপার না হয় কিন্তু তিনি তদ্রূপ
কোন নিয়ম করিবার উদ্যোগও করিলেন না অপর বর্ষা গত
হইলে মহারাক্ষীরে গঙ্গা নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া রোহে
লারদিগকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া তাহারদের স্থানে কতক
অর্থ দাওয়া করিল তাহাতে রোহেলারদের সরদার হাফেজ
রহমত অনেক টালমটাল করিয়া শেষে অতিশয় অনিচ্ছাপূ
র্ব্বক সেই দাবীর টাকা দিল।

পূর্বে আমরা লিখিয়াছি যে বাদশাহ মহারাক্ষীরদের স
হায়তাতে জাবেতখাঁর প্রতিকূলে গমন করিয়াছিলেন এবং
তৎকর্ম্মসিদ্ধি হইলে তিনি আপন ঐ নূতন সহায়েরদের উপর
বিরক্ত হইয়া তাহারদের সহিত সম্মুতিভঙ্গ কল্পনাকরত আপন
রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাক্ষীরে যখন
আপনারদের কোন অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন করণে লাভ দেখে তখন
তাহারা কদাচ তাহা প্রতিপালন করে না। অতএব রোহেলার
অধ্যাক্ষ জাবেত খাঁহইতে তাহারা কতক অর্থ গ্রহণ করিয়া এই
পণ করিল যে আমরা তোমার সহকারী হইয়া বাদশাহকর্ত্তক
[১৫ অধ্যায়।]

. [১৭৭২ সাল।]

নীত তোমারদের সকল দেশ ফিরিয়া দেওয়াইব এবং দিল্লীতে তোমার পিতার যে আমিরুলওমরা পদ ছিল তৎপদে তোমাকে পুনরভিষিক্ত করিব। কিন্তু বাদশাহ এই কথা শুনিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে মহারাক্ষীরেরা জবরদস্তীতে বাদশাহকে স্বীকার করাওণার্থে দিল্লীর প্রতিপক্ষলৈ যাত্রা করিল। বাদশাহ তাহারদিগের সহিত যুদ্ধকরণার্থে প্রস্তুত হইলেন এবং আপন সেনাপতি নজোফ খাঁর পারগতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা তিনি অতিসুন্দররূপে যুদ্ধকরণে সমর্থ হইলেন। কিন্তু বহু কাল ব্যাপিয়া মহারাক্ষীরদের সৈন্যের ভাণ্ডার সহন্যসমর্থ হইয়া ২২ দিসেম্বর তারিখে মহারাক্ষীরদের প্রতি দিল্লীর দ্বার মুক্ত করিলেন। ইহার তিন দিন কম একবৎসর পূর্বে তিনি ঐ মহারাক্ষীরদের সহায়তাতে আপন প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে অতিসমারোহপূর্বক প্রবেশ করিয়াছিলেন। দিল্লীর আক্রমণের পর বাদশাহ যে সকল ক্রিয়া করিলেন তাহা আপন অনিচ্ছায় কেবল মহারাক্ষীরদের হুকুমঅনুসারে করিলেন। এবং তাহারা প্রথমে কোম্পানিকর্তৃক বাদশাহকে দত্ত কোরা ও আলাহাবাদ এই দুই সুবার এক দানপত্র লইয়া আপনারা ভোগ দখল করিতে লাগিল। পরে এই সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া গঙ্গাপার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এই সকল সমাচার অবগত হইয়া অযোধ্যার সুবাদার অতিশয় কল্পিত কলেবর হইলেন এবং বারম্বার ইংলণ্ডীয়েরদিগকে পত্র লিখিলেন যে আপনারদের সৈন্য প্রেরণ করিয়া আমাকে রক্ষা কর। মহারাষ্ট্রীয়েরদের আক্রমণ হইতে রোহেলারদের দেশ রক্ষা করিবার কোন উদ্যোগ ইহার পূর্বে না করণে মহারাষ্ট্রীয়েরদের রোহেলা দেশে প্রবেশ করিতে কিছু প্রতিবন্ধকতা হইল না এবং ঐ সুবাদার অবগত হইলেন যে অগত্যা রোহেলারদিগকে মহারাষ্ট্রীয়ের প্রভু স্বীকার করিতেই হইবে দিন থাকিতে জাবেতা খাঁ মহারাষ্ট্রীয়েরদের দয়া উপরোধ করিয়াছিল এবং অযোধ্যার সুবাদার ভাবিলেন যে পাছে অন্য২ রোহেলার অধ্যক্ষেরাও তদ্রূপে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহায়তা করে [১৫ অধ্যায়] ।

১৬০ রোহেলারা স্বদেশরক্ষার্থে টাকা দিতে স্বীকার করে।

জে ঐক্য স্বীকার করে। মহারাক্ষীরেরা রোহেলারদিগকে স্বপক্ষ করিতে যে প্রসঙ্গ করিল তাহা অতিশয় লাভজনক বিশেষতঃ রোহেলারদের স্বীকৃত অর্থ রেয়াইত করিতে প্রস্তাব করিল এবং পণ করিল যে, তোমরা যদি আপনারদের দেশদিয়া অযোধ্যার নবাবের অধিকারে আমারদিগকে যাইতে পথ দেও তবে আমরা গমনকালে তোমারদের দেশে কোন প্রকারে দৌরাঙ্গ্য করিব না এবং প্রজারদের কিছু ক্ষতি করিব না বরং তাহারদের উপকার করিব। অযোধ্যার সুবাদার রোহেলারদের সহিত মহারাক্ষীরেরদের ঐক্যে আপনার অনেক অনিষ্ট ভাবিয়া তন্নিবারণার্থে অনেক উদ্যোগ করিলেন রোহেলারদের রাজ্য সমীপে তাহার যে প্রদেশ ছিল তাহাতে তিনি সৈন্য গমন করিলেন এবং যাহাতে তাহার মহারাক্ষীরেরদের বিপক্ষ হয় এমন তাহারদিগকে লওয়াইতে নানাপ্রকার লাভ দেখাইলেন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপদহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করিতে এবং তাহার যেরূপ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল সে টাকা রেয়াইত করিতে তিনি স্বীকার করিলেন। রোহেলারা ছল করিয়া দোলায়মান থাকিয়া শেষে মহারাক্ষীরেরদের হইতে সুবাদার ও ইংল্যান্ডীয়েরদের উপর অধিক বিশ্বাস রাখিয়া তাহারদের পরোপাতি হইল।

অপর ইংল্যান্ডীয়েরা নবাব উজীরের সহায়তাকরণার্থে আপনারদের সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং মহারাক্ষীরেরা গঙ্গার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিতি করিলে এবং রোহেলখণ্ড দখল করিলে তাহার যেরূপ অনায়াসে অযোধ্যা দখল করিবে ইহা জানিয়া ইংল্যান্ডীয়েরা আপনারদের সেনাপতিকে রোহেলখণ্ডের রক্ষার্থেও আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরদের ও উজীরের সৈন্য রোহেলখণ্ডের মধ্যে গঙ্গার নিকটে মহারাক্ষীর মহাসৈন্যের সম্মুখাসম্মুখি ছাউনি করিল ও মহারাক্ষীরেরদের এক দল মহা সৈন্য গঙ্গাপার হইয়া রোহেলখণ্ডের এক প্রধান ভাগ হস্তগত করিয়া মুরাদাবাদ ও সম্মূল নগর নাশপূর্ব্বক মার্চমাসের শেষ পর্য্যন্ত তাবদেশ লুণ্ঠ করত রহিল।

[১৫ অধ্যায়]

[১৭৭৩ সাল]

রোহেলারদের উপরে নবাব উজীরের অসম্ভব দাওয়া । ২৬১

কিন্তু ইহাতে কোন স্বরণীয় যুদ্ধের ক্রিয়া হইল না ইংলণ্ডীয় সেনাপতিকে কৌন্সেলী সাহেব লোকেরা গঙ্গাপার হইয়া মহারাজ্জীরদের উপর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং মহারাজ্জীরেরা নদীর ওপারে এতদ্রুপে মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য দল দেখিয়া গঙ্গাপার হইতে ভয় করিল। এবং সে মাসে তাহারদের দেশ হইতে এমনত সমাচার আইল যে তাহারা সে মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

মহারাজ্জীরদের প্রত্যাগমনেতে সুবাদারের মনে তাবৎ রোহেলা দেশ স্বায়ত্ত করিতে ইচ্ছা জন্মিল এবং এই নিমিত্তে তিনি ইংলণ্ডীয়দের কিছু সহায়তা বাঞ্ছা করিলেন এবং সে সহায়তা করিতে হেষ্টিংস সাহেব অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমতঃ সুজাওন্দোলা রোহেলারদের উপরে পূর্বস্বীকৃত চল্লিশ লক্ষ টাকা দাওয়া করিলেন তাহাতে রোহেলারা কহিল যে সে চল্লিশ লক্ষ টাকা আমরা আপনারদের রক্ষার বেতন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমারদিগকে রক্ষা না করিয়া কিপ্রকার সে টাকার দাওয়া করিতে পার। তাহারা আরো কহিল যে এক্ষণে মহারাজ্জীরেরা আমারদের দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়াছে অতএব এক্ষণে আমরা কিরূপে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে পারি। অবশেষে তাহারা কহিল যে আমারদের তাবৎ দেশ হস্তগত করিতে এক্ষণে তোমার যে বাসনা আছে ইহা আমরা নিশ্চয় জানি অতএব আমরা কি আপনারদের দেশ নষ্ট করিবার কারণ তোমাতে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিব।

অপর বড় সাহেবের উজীরের সঙ্গে কৌরা ও আলাহাবাদের বিষয়ের কথা উপস্থিত হইল কিন্তু সেই সকল কথোপকথন লিখনের প্রয়োজনাভাব তাহার অভিপ্রায় এই যে নবাব উজীর বড় সাহেবকে পাঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়া ঐ দুই প্রদেশ আপন দেশের সহিত সম্মিলিত করিবেন।

ইতিমধ্যে নবাব উজীর অন্তর্বাদেতে কতক দুর্গ আয়ত্ত করিলেন এবং বাদশাহের নিকটে অতিশয় প্রীতি দর্শাইয়া দিল্লীর নি
[১৫ অধ্যায়] [১৭৭৩ সাল]

১৬২ রোহেলারদের সঙ্গে ইংল্যান্ডীয়দের ও উজীরের যুদ্ধ।

কষ্টপর্যন্ত আগমন করিলেন। তিনি অর্থদ্বারা বাদশাহের সাহায্যতা করিলেন এবং জাঠজাতীয়দের হাতহইতে আগরা অধিকার করিবার কারণ বাদশাহকে আপনার কতক সৈন্য দিলেন এবং বাদশাহের সহিত এতদ্রূপ বিশ্বস্তরূপে ব্যবহার স্থির করিয়া রোহেলারদের উপরে যে ভারি আক্রমণের চেষ্টা ছিল তদ্বিষয়ে বাদশাহের সাহায্যতা প্রার্থনা করিলেন। অপর অনেক কথোপকথনের পর উভয়ের এইরূপ সন্ধিপত্র হইয়া মোহরেতে স্থিরীভূত হইল যে রোহেলা দেশের তাবৎ লুট ও দেশ সমান অংশ করিয়া লইবেন।

১৭৭৪ সালের জানুআরি মাসে কোম্পানির যে তিন দল সৈন্য ছিল তাহাদের মধ্যে উজীরের আজ্ঞানুসারে কর্ম করিতে এক দলের প্রতি আজ্ঞা হইল। ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে ঐ সৈন্য উজীরের দেশের মধ্যে পৌঁছছিল এবং ১৭ এপ্রিল তারিখে তাঁহার সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া উভয়ে রোহেলারদের দেশে প্রবেশ করিল। ১১ এপ্রিল তারিখে ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি কলিকাতাস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরদের নিকটে এইরূপ পত্র লিখিলেন যে রোহেলার সরদার উজীরের সহিত সন্ধিপত্র করিতে অতিশয় চেষ্টান্বিত আছে কিন্তু নবাব উজীর যে দুই কোটি টাকার দাওয়া করেন এই অপরিমিত ও অন্যায্য ইহা শ্রবণ করিয়া রোহেলারা আপনারদিগকে বাবুনালা উপর স্থির করিয়া আপনারদের প্রাণপণপর্যন্ত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিল। ২৩ ফেব্রুআরি তারিখে ইংল্যান্ডীয়েরা যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইলেন তদ্ব্যবস্থার বিষয়ে ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি এই লিখেন যে হাফেজ রহমত চল্লিশ হাজার লোক লইয়া অতিশয় সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাপস্বরূপ যুদ্ধ করিলেন। বারম্বার তাহারা আমাদের তোপের উপর আক্রমণ করিল কিন্তু আমাদের তোপ চালাওনের উক্ত মতাপ্রযুক্ত তাহারা অগুসর হইতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে অনেক সাহসিক সরদারেরা আপনারদের সৈন্যের সাহসবৃদ্ধিকরণার্থে গোলাক্ষেপ না মানিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যে আসিয়া আপনারদের পতাকা উঠাইল কিন্তু শেষে দুই ঘণ্টা বিশ [১৫ অধ্যায়] [১৭৭৪ সাল।]

রোহেলারদের সঙ্গে ইংল্যান্ডীয়েরদের ও উজীরের যুদ্ধ। ২৬৩

মিনিটপর্যন্ত বৃষ্টি তোপের গোলাধ্বপানন্তর যখন তাহারা দেখিল যে ইংল্যান্ডীয় তাবৎ সৈন্য তাহারদের উপর আক্রমণ করিতে আগমন করিতেছে তখন তাহারা পলায়ন করিল। সেই যুদ্ধেতে দুই হাজার রোহেলা এবং অনেক সরদারেরা মারা পড়িল তাহারদের মধ্যে সর্বাধিক প্রধান সেনাপতি হাফেজ রহমত যুদ্ধেতে আপন লোকেরদের সাহসবৃদ্ধি করত হত হইল এবং তাহার অতিসাহসিক এক পুত্র তাহার পার্শ্বে যুদ্ধ করত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল এবং অন্য দুই পুত্র জয়িরদের হস্তগত হইল।

কিন্তু ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি তদ্যুদ্যে সুজাওদোলার বিষয়ে অন্যরূপ লিখেন যে তাহার সাহসের বিষয়ে আমি কি প্রশংসা করিব বরং তাহার অতিলজ্জাজনক ভীষণতাতে আমার রাগ জন্মিল যুদ্ধের পূর্বরাত্রিতে আমি তাঁহার নিকট কতক তোপ চাহিলাম কিন্তু তিনি তাহা দিতে স্বীকার করিলেন না। যুদ্ধের পূর্ব দিনে তিনি আমার সহায়তা করিতে এবং আপন অশ্বাচ্ছাদিত সৈন্য লইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধের দিবসে আমার নিকট না থাকিয়া তিনি আপনার তাবৎ তোপ ও অশ্বাচ্ছাদিত সৈন্য লইয়া অনেক অন্তরে থাকিলেন এবং যে পর্য্যন্ত জয় সম্বাদ না পাইলেন সেপর্য্যন্ত তিনি অগ্রসর হইলেন না কিন্তু জয়ের সমাচার শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার সকল সৈন্য একেবারে দৌড়িয়া আসিয়া শত্রুরদের ছাউনি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল তাহাতে ইংল্যান্ডীয় সৈন্যেরা আপনারদের শূণ্যভঙ্গ না করিয়া কেবল ইহা কহিতে লাগিল যে হায় আমরা যুদ্ধ করিলাম কিন্তু ভেড়ুয়ারা আসিয়া তৎফল ভোগ করিতেছে।

এই সংগ্রামে বাস্তবিক যুদ্ধ সাজ হইল। রোহেলার সরদার ফৈজুল্লাহ আপনার ধন ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পর্ষতোপরি পলায়ন করিল বটে কিন্তু তাহার সমস্ত দেশ উজীরের হস্তগত হইল এই সময়ে নবাব উজীর যেমন নিদয়তারূপে আপন জয় প্রকাশ করিলেন তেমন ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোন জয়ি ব্যক্তি প্রকাশ করেন নাই যেহেতুক তিনি পণ করিয়া

২৬৪ রোহেলারদের সঙ্গে ইংগুণ্ডীয়েরদের ও উজীরের যুদ্ধ।

ছিলেন যে রোহেলারদের জাতিকে একেবারে উদ্বাস্ত করিবেন অতএব যত লোক পলায়ন করিতে পারে নাই তত লোককে তিনি রোহেলা নামে স্থানিয়া সংহার করিলেন এই যুদ্ধের পর রোহেলা দেশের মধ্যস্থিত বিসুলিন নগরে সৈন্যেরা বার্ষিক বিশুমাথে গমন করিল তাহারদের সে স্থানে পঁছন্নের পূর্বে বাদশাহের সৈন্য লইয়া নজীবখাঁ সে স্থানে আগমন করিয়াছিল যেমন আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে বাদশাহের সহিত উজীরের সন্ধিপত্রানুসারে বাদশাহের সৈন্য রোহেলারদের দমনানুকূল্যার্থে আগমন করিয়াছিল কিন্তু রণভূমিতে বাদশাহের সৈন্যের আগমনের পূর্বে ইংগুণ্ডীয়েরদের বেগগমন ও বলেতে যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল নজীবখাঁ পূর্বে লিখিত সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে লুচ ও দেশের অর্দ্ধেক বাদশাহের নামেতে দাওয়া করিল। উজীর ইংগুণ্ডীয় সেনাপতিকে কহিলেন যে সন্ধিপত্র সত্য বটে কিন্তু আমার স্থানে ঐ সন্ধিপত্রের যে নকল আছে তাহাতে লিখিত আছে যে বাদশাহ স্বয়ং রণভূমিতে উপস্থিত হইবেন অতএব তাহার অনাগমনেতে তিনি যুদ্ধলব্ধের ভাগী হইতে পারেন না কিন্তু ইংগুণ্ডীয় সেনাপতি উজীরের সন্ধিপত্রের নকল লইয়া দেখিলেন যে তাহাতে বাদশাহের আগমনের প্রসঙ্গও নাই এবং তিনি অনুমান করিলেন যে তদ্বিষয়ে কখন কোন কথাও হয় নাই।

অপর ঐ ফৈজুল্লা খাঁ হইতে এই পত্র আইল যে যদি ইংগুণ্ডীয়েরা অঙ্গীকার করেন তবে ছাউনিতে আসিব ও উজীরের প্রজাস্বরূপ হইয়া আপন পৈতৃক অধিকারে থাকিব কিন্তু উজীর কহিলেন যে গঙ্গার উত্তর পাশে রোহেলার কোন সরদারকে কদাচ থাকিতে দিব না এই পণ করিয়াছি কিন্তু তিনি ঐ ফৈজুল্লা খাঁকে কহিলেন যে অল্প দিবস পূর্বে মহারাক্ষীরদের হইতে জিত দোয়াবের মধ্যের এক প্রদেশ আমি তোমারদিগকে দিতে প্রস্তুত আছি তাহাতে ফৈজুল্লা খাঁ উত্তর করিল যে সেই দেশে আমার কি উপকার দর্শিবে যেহেতুক মহারাক্ষীরেরা আগমন করিয়া প্রথম ঐ স্থান লইবেক।

জুলাই মাসের শেষে ইংগুণ্ডীয় সৈন্য ও উজীরের সৈন্য এক
[১৫ অধ্যায়।]

[১৭৭৪ সাল।]

দ্র হইয়া পাভীর, গাড়ের নিকট পার্শ্বভীম স্থানে অতিশয় দৃঢ় দুর্গেতে আবৃত ছিল যে ফৈজুল্লা খাঁ তাহার বিপরীতে গমন করিল। সেপ্তম্বর মাসের প্রথমে তাহার। বিপক্ষেরদের নিকটবর্তী হইল কিন্তু উজীর এই সময় রোহেলারদের সহিত মিলকরণেচ্ছা অধিক দর্শাইলে ধারম্মার পত্র ও দূতের গমনাগমন হইতে লাগিল। উজীরের মনে যে ইচ্ছা একরূপ বৈরাগ্য হইল ইহার কারণ নিরূপণ করা ভার। হইতে পারে যে তিনি ইংল্যান্ড হইতে নূতন আগত কৌশলী সাহেবেরদের বিষয় ভাবিত হইয়াছিলেন কিম্বা আফঘানীয়েরা ও মহারাক্ষীয়েরা যে অল্প দিবসের মধ্যে রোহেলারদের সহায়তা করিবে এই আশঙ্কাতেই বা হউক তিনি তাহারদের নিকট এমন প্রসঙ্গ করিলেন যে ইহার অল্প দিবস পূর্বে যদি রোহেলারা তাদৃশ প্রসঙ্গ করিত তবে তিনি তাহা শ্রবণমাত্র করিতেন না তিনি ফৈজুল্লা খাঁকে কহিলেন যে আমার অধীনে তাবৎ রোহেলখণ্ডের জমীদারী তোমাকে ইজারা দি ও তোমার নিজ ব্যয় বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা ও দশ লক্ষ টাকার জায়গীর দি কিন্তু রোহেলারা যে স্থানে দুর্গ করিয়া রহিয়াছিল সে স্থান এমন দূর যে তাহা দখল করণেতে অনেক কাল ব্যয় হইত এবং অন্য পক্ষে উজীরের সৈন্য বহুকাল পরিশ্রমেতুক ও আপনাদের বেতনের বাকী থাকনহেতুক এবং অন্য কারণপ্রযুক্ত এমন অসম্মত ছিল যে সেনাপতি তাহারদের আজ্ঞাধীন থাকিবার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ইহা জানিয়া ফৈজুল্লা খাঁ নবাব উজীরের প্রসঙ্গ হেয়জ্ঞান করিলেন কিন্তু দুই তিন দিবসপর্যন্ত উভয়ের লঘুযুদ্ধ হওনান্তর উজীরের সঙ্গে ফৈজুল্লা খাঁর এই রূপে সন্ধিপত্র স্থির হইল যে ফৈজুল্লা খাঁ রোহেলখণ্ড দেশে বার্ষিক চৌদ্দ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা উৎপাদক জায়গীর পাইয়া আপন সম্ভতির অর্ধেক উজীরকে দিবে এতদ্রূপে রোহেলখণ্ড দেশের প্রথম যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে বাদশাহ যখন সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দেন তখন ইংল্যান্ডীয়েরা গণস্বরূপ বৎসর ছাষিশ লক্ষ টাকা তাঁহাকে [১৫ অধ্যায়।] . [১৭৭৪ সাল।]

দিতে স্বীকার করিয়া কতক বৎসর দিয়াছিলেন কিন্তু এতৎ সময়ে বাদশাহ যখন মহারাজ্জীরদিগকে আক্ৰান করিয়া হিন্দু স্থানে তাহারদের সহায়তাতে আপন সিংহাসানে বসিলেন তখন ইংল্যান্ডীয়েরা বাদশাহকে পত্র লিখিলেন যে আমরা তোমাকে যে বার্ষিক দিতাম তাহা মহারাজ্জীরদিগকে হিন্দু স্থানে আনয়নপ্রযুক্ত এংগে বন্ধ হইল।

১৬ ষোড়শাধ্যায়।

ভারতবর্ষের শাসনার্থে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের নতুন বন্দোবস্ত ১৭৭৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিবসে ভারতবর্ষে প্রচার হয় তাহাতে ত্রিযুত হেফ্টিংস সাহেব গবর্নর জেনরল নামে খ্যাত হন এবং জেনরল ক্লাবরিং সাহেব ও মনসন সাহেব ও ফুলসো সাহেব ও বারবল সাহেব এই চারি জন তাঁহার সহকারি কৌন্সেলীরূপে নিযুক্ত হন ঐ সাহেবেরদের মধ্যে প্রাথমিক তিনজন সাহেব আক্তোবর মাসের ঊনবিংশতি দিবসের পূর্বে ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারেন নাই। তাঁহারদের পৌঁছনের পর দিবস প্রাচীন রাজব্যবহারের পরিবর্তে পার্লামেন্টের আজ্ঞাপ্ত নতুন ব্যবহার স্থাপিত হইল।

কিন্তু ইহার মধ্যে এই খেদের বিষয় যে ইংল্যান্ড হইতে যে তিন জন নতুন কৌন্সেলী সাহেবের আগমন হইল তাঁহারদের সহিত হেফ্টিংস সাহেবের তাদৃক ঐক্য ছিল না। হেফ্টিংস সাহেবের পক্ষে বারবল সাহেব ছিলেন এবং অন্য পক্ষে তিনজন সাহেব ছিলেন অতএব যে পক্ষে অধিক লোক সেই পক্ষে সূতরাং কৌন্সেলীরদের তাবৎ পরাক্রম রহিল এবং হেফ্টিংস সাহেবের পরামর্শও অগ্রাহ্য হইতে লাগিল ঐ তিন জন সাহেব কর্মে প্রবৃত্ত হইবামাত্র অযোধ্যায় ইংল্যান্ডীয় সেনাপতির নিকট এইরূপ পত্র প্রেরণ করিলেন যে রোহেলারদের বিষয়ে উজীরের স্থানে প্রাপ্য যে চতুর্দশ লক্ষ টাকা এবং অন্য বিষয়ে ইংল্যান্ডীয়েরদের যত পাওনা আছে সে সকল টাকা পত্রপাঠ [১৬ অধ্যায়] [১৭৭৪ সাল।]

মাত্র আদায় করিবা তাঁহার। তাঁহাকে আরো এই আজ্ঞা দিলেন যে এই পত্র পাইয়া চৌদ্দ দিবসের মধ্যে তাবৎ ইংল্যান্ডীয় সৈন্য রোহেলখণ্ডহইতে উজীরের দেশে আনাইবা এবং যদি উজীর টাকা দিতে ওজর করেন তবে তাঁহার দেশহইতে তাবৎ সৈন্য ইংল্যান্ডীয়েরদের সীমানাতে আনাইবা। কিন্তু এই সকল আজ্ঞা প্রেরিত হওনের পূর্বে কলিকাতায় সমাচার পঁহছিল যে ইতোমধ্যে রোহেলার অধ্যক্ষ ফৈজুল্লা খাঁর সহিত উজীরের সম্মিল হইয়াছে এবং উজীর ফৈজুল্লাখাঁর সম্মতিহইতে পনের লক্ষ মুদ্রা ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দিয়াছেন এবং অবশিষ্ট টাকা দেওনার্থে আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সেলীরা পরাক্রান্ত দলস্থেরদিগকে কহিলেন যে এক্ষণে আপনারা আপনারদের প্রথম আজ্ঞা স্থগিত করুন কিন্তু তাঁহার। হেষ্টিংস সাহেবের পরামর্শভুচ্ছ করিয়া ইংল্যান্ডীয় সেনাপতির নিকট সেই আজ্ঞার কেবল এই ব্যতিক্রম লিখিলেন যে তুমি এই পত্র পাওনের পর যে দিবস উজীরের নিকট গমন করিবা সেই দিবস অবধি চতুর্দশ দিবসের মধ্যে তাবৎ টাকা আদায় করিবা।

রোহেলারদের সঙ্গে যুদ্ধহইতে প্রত্যাগমনের ক্রিয়াকালানন্তর সুজাওন্দোলা উজীর পীড়িত হইলেন এবং ১৭৭৫ সালের আরম্ভে পরলোকগত হইলেন। তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ জাত এক সন্তান ছিল সেই সন্তান আসফুন্দোলা নামগুহণপূর্ণক অযোধ্যার সুবেদারী পদে নিযুক্ত হইলেন। কৌন্সেলী সাহেবেরদের পরাক্রান্ত দলস্থের। এই সম্বাদ অবগত হইয়া সেনাপতিকে এই রূপ পত্র লিখিলেন যে সুজাওন্দোলার স্থানে যত মুদ্রা পাওনা ছিল সে সকল তাঁহার পুত্রের স্থানে দাওয়া করিবা কিন্তু প্রাচীন সন্ধিপত্র বজায় রাখিবা না তাহাতে সেনাপতি সাহেব ২১মে তারিখে আসফুন্দোলার সহিত এই নূতন সন্ধিপত্র করিলেন যে তাঁহার পিতার নিকট কোরা ও এলাহবাদ এইদুই প্রদেশ যে বিক্রয় করা গিয়াছিল তাহা তাহার অধীন থাকিবে কিন্তু তাহার পরিবর্তে রাজা চেংসিংহের যে কাশীর জমিদারী [১৬ অধ্যায়।] . ক্ষ ২ [১৭৭৫ সাল।]

রীতে বাইশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় তাহা ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দিবেন এতদ্ভিন্ন ইংল্যান্ডীয়েরদের যে সৈন্য তাঁহার নিকটে থাকিবে তাহারদের বেতন দুই লক্ষ ঘাটি সহস্র মুদ্রা মাসে ২ দিতে হইবে এবং তাঁহার পিতার বাকী টাকা যেমত ২ পাওনা হয় তেমনি স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সন্ধিপত্রিতে হেষ্টিংস সাহেবের কোন প্রকারে সম্মতি হইল না।

ইতোমধ্যে বোম্বের প্রদেশে মহারাক্ষীরদের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের বৃহদ্ব্যাপার ঘটিতে লাগিল অতএব সে সকল উত্তমরূপে বোধার্থে তাহার মূলঅবধি বর্ণনা করা উচিত।

মহারাক্ষীয় রাজারদের আট জন বুদ্ধিগেতে অর্থাৎ মন্ত্রিতে এক রাজসভা নিযুক্তা ছিল ও তাহারা তাবদ্ব্যাপার অংশ করিয়া নির্বাহ করিত তাহারদের সভাপতির নাম পেসোয়া এবং তাহার উপরে ঐ রাজ্যের অধিক ভার ছিল। রাজা আপন সুখেতে বা আলস্যেতে বা অনভিজ্ঞতাতে যে রূপ রাজব্যাপারে অবধান হইতে লাগিলেন তদনুসারে পেসোয়ার পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং রাজার যে সমুদয় ও পরাক্রম তাহা ক্রমেক্রমে পেসোয়াতে বর্জিত লাগিল। অসভ্য লোকেরদের মধ্যে মুনিব অপেক্ষা প্রধান চাকরের যে অধিক সমুদয় ও পরাক্রম হয় এ অসম্ভব নহে যেহেতুক মুনিব আপন চাকরের হাতে যে পরাক্রম সমর্পণ করে তাহা পুনর্বার ফিরিয়া লইতে অক্ষম হয়। ঐ প্রধান মন্ত্রী আপন পদ ও আপন পরাক্রম আপন পুত্রকে অর্পণ করিয়া যায় এবং সে পুত্রও তাহা আপন সন্তানকে দেয় এতদ্রূপে ঐ মন্ত্রির পদ পুরুষানুক্রমে রহে। এইরূপ হইলে প্রভু কেবল নামেতে রাজা ও পরাক্রমেতে ছায়া স্বরূপ হন। এই প্রকারে মহারাক্ষীরদের মধ্যে পেসোয়া বর্জিত হইল। মহারাক্ষীরদের রাজ্যস্থাপক শিবাজীর তৃতীয় উত্তরাধিকারী রাজা সাহজীর কালে কৃষ্ণনাথ বালাজী কৌশলক্রমে নীচপদ হইতে পেসোয়ার পদপ্রাপ্ত হইলেন রাজা সাহজী অলস এবং সুখাভিলাষী ছিলেন সুতরাং তাবৎ পরাক্রম ও কর্ম অবাদিতরূপে কৃষ্ণনাথ বালাজীর কর্তৃত্বে রহিল [১৬ অধ্যায়।]

তিনি রাওপণ্ডিত অর্থাৎ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই নামে আপনি খ্যাত হইলেন এবং বলপূর্ব্বক আপন মুনিবের নিকট হইতে একটা শিরোপা অর্থাৎ খেলাৎ গ্রহণ করিলেন তদবধি ঐ খেলাৎ পেসোয়ার পদের চিহ্নস্বরূপ হইল কৃষ্ণনাথের এমনত পরাক্রম ছিল যে তিনি আপন মৃত্যুকালে ঐ পদ এবং সেই পদের তা বৎ পরাক্রম আপন পুত্র বাজীরাওর হস্তে সমর্পণ করিয়া পর লোকগত হইলেন ঐ বাজীরাও আপন প্রভুর পরাক্রম আরো সঙ্কুচিত করিয়া অবশেষে তাকে সেতারার দুর্গে বদ্ধ করিয়া আপনি তৎপরাক্রমাভিষিক্ত হইয়া পুণাতে রাজধানী করে ঐ বাজীরাওর ভ্রাতা যমুনাজী জাম্না বুদ্ধিগ হইয়াও মহারাক্ষীয়েবদের তাবৎ যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন এবং বোম্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া পোর্কুগীশেরদের বসতির উপর আক্রমণ করেন এবং শালসেট ও বাসিন এই দুই স্থান মহারাক্ষীয়েবদের অধিকারের মধ্যে ভুক্ত করেন পেসোয়ার বংশ এইরূপে পরাক্রান্ত হইয়া নূতন লব্ধ এই দুই দেশ সরকারী অধিকারের ন্যায় জ্ঞান না করিয়া আপনারদের বংশাধিকারের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল ঐ প্রদেশদ্বয় বোম্বেতে ইংল্লণ্ডীয়েবদের অধিকারের নিকটবর্ত্তি হওয়াতে তথায় ইংল্লণ্ডীয়েবদের সহিত মহারাক্ষীয়েবদের ঘনিষ্ঠতা হইল।

বাজীরাও বৌনামে এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হন ঐ পুত্র পানিপাতের যুদ্ধেতে পঞ্চস্থ পান এবং বাজীরাওর ভ্রাতা যমুনাজী অন্নানান অথবা বাজীরাও এবং রঘুনাথরাও নামে দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হন বাজীরাও পেসোয়ার পদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৫৬ সালে বোম্বেতে কোম্পানির বড় সাহেবের সহিত এইরূপ সন্ধিপত্র করিলেন যে তাহারা আপনারদের রাজ্যে রম্য দিয়া ইংল্লণ্ডীয়েবদিগকে কোন প্রকারে গমনাগমন করিতে দিবে না এবং অঙ্গরীয়া বোম্বেটিয়া হইতে প্রাপ্ত গেড়িয়া গড়ের পরিবর্ত্তনে বিটোরিয়াগড় ও হিম্মত ও বাকোট এই তিন স্থান ইংল্লণ্ডীয়েবদের দিগকে দিতে স্বীকার করিলেন। ১৭৬১ সালে বাজীরাও অপ্রাপ্তব্যবহার দুই পুত্র রাখিয়া দুঃখেতে মরিলেন [১৬ অধ্যায়।]

[১৭৭৫ সাল।]

তাহার জ্যেষ্ঠের নাম মাধুরাও ও কনিষ্ঠের নাম নারায়ণরাও পেসোয়ার বংশের মধ্যে মহারাক্ষীরদের ঐ পদ পুরুষানুক্রমে এমত স্থিরীভূত হইয়াছিল যে মাধুরাওর তৎপদ প্রাপ্তিতে কেহ কোন প্রতিবন্ধকতা করিল না অতএব মাধুরাওর অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে তাহার পিতৃব্য রাঘব নামে খ্যাত যে রঘুনাথ রাও তিনি তাবৎ কর্ম চালাইতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের মহারাজ্যের মধ্যে যে দশা নিত্য ঘটে সেই দশা সম্মতি মহারাক্ষীরদের রাজ্যের উপর ঘটিল বিশেষতঃ নানা প্রদেশের শাসনপদ নানা সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হইল ইহাতে পেসোয়ার রাজ্য যে অনুসারে দুর্বল হইতে লাগিল তদনুসারে ঐ সেনাপতিরদের মধ্যে দূর দেশস্থ অথচ সবল সেনাপতির অমাজ্জাধীন হইতে লাগিল। মহারাক্ষীরদের প্রদেশের মধ্যে ভৌসলা বংশের হুদার দেশ বিহীনরূপে পরাক্রান্ত হইল তাহারদের হাতে বিরাটনামক মহাদেশ ও উড়িষ্যার একভাগ কটক ছিল। মহারাক্ষীরদের মধ্যে দ্বিতীয় রাজ্য গুজরাট ঐ গুজরাট দেশ পিল্লাজী গৈকানার অর্থাৎ বাখাল মোগলেরদের হইতে হরণ করিয়া আপন বংশাধিকারের ন্যায় স্থাপন করিয়াছিল। এই দুই রাজ্যাব্যতিরেকে হোলকার ও সিন্ধিয়া নামে দুই সেনাপতি মালব দেশ এবং বিরাট রাজ্যের ও নবাবের সীমাবর্ত্তি দেশ আপনারদিগের আয়ত্ত করিল অতন্নিম্ন অন্য কুদুং সেনাপতির ও মহারাক্ষীর দেশের স্থানে আপনারদিগকে স্বাধীন করিতে লাগিল কিন্তু এই সকল স্বাধীন সেনাপতির আপনারা শিবাজীর অধীন ইহা নামমাত্র স্বীকার করিত এবং অন্য জাতীয়েরা যদিও তাহারদের দেশের উপর আক্রমণ করিত তবে তন্নিবারণার্থে তাহারা কখনও একত্রিত কিন্তু সে এক কেবল আপনারদের ইচ্ছাপূর্ব্বক। এবং সময় পাইলে রাগেতে বা লাভদর্শনেতে তাহারা পরস্পর আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ করিতে অথবা পেসোয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে কিছু বিলম্ব করিত না।

আট জন পণ্ডিতের যে সভা আমরা পূর্বে লিখিয়াছি তাহারা
[১৬ অধ্যায়।] [১৭৭৫ সাল।]

মুৎসুদ্দি নামে খ্যাত ছিল এবং তাহারাই ইহার পূর্বে পেসোয়ার অতিশয় বলবৎ শাসনেতে প্রায় পরাক্রমহীন হইয়াছিল কিন্তু অপ্রাপ্তব্যবহার পেসোয়ার দুর্বল অথচ বিভিন্ন শাসনে তাহারদের লুপ্ত পরাক্রম পুনঃপ্রাপ্তির ভরসা জন্মিল। মাধুরাওর মাতা গোপিকা বাইর সহিত মন্ত্রণাকরণেতে তাহারাই মাধুরাও ও তাহার পিতৃব্যের মধ্যে বিরোধ জন্মাইল এবং শেষে ইহা কহিয়া রাজ্যবাকে পদচ্যুত করিল যে তিনি আপন দই ভ্রাতৃপুত্রকে বধপূর্বক স্বয়ং পেসোয়াপদে নিযুক্ত হইতে বাসনা করিয়াছেন রাজ্যবার পতিত হওনের পর মাধুরাওর অপ্রাপ্তব্যবহারকালে মুৎসুদ্দির পরাক্রম অতিশয়রূপে বাড়িতে লাগিল এবং দেশের ব্যবহারানুসারে তাহারাই অসংখ্য ধনসঞ্চয়করণেতে তাহারদের পরাক্রমের কাল যাপন করিল কিন্তু যখন মাধুরাও পেসোয়া পদপ্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি মানস বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এই মুৎসুদ্দির দলের পরাক্রম ক্ষীণ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অল্প কাল পরে অর্থাৎ ১৭৭২ সালে লোকান্তরগত হইলেন তাহার মরণকালে তিনি আপন পিতৃব্য রাজ্যবার বিশ্বস্ততা অথবা মুৎসুদ্দিরদের অবিশ্বস্ততা দর্শাওনার্থে ঐ রাজ্যবাকে কয়েদহইতে মুক্ত করিয়া অপ্রাপ্তব্যবহার আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ নারায়ণ রাওর উপরে অধ্যাক্রতার কন্ম তাহাকে দিলেন। কিন্তু রাজ্যবা আপন পরাক্রমে পুনঃস্থাপিত হওনের পূর্বে ঐ মুৎসুদ্দিরা এবং গোপিকা বাই মন্ত্রণা করিয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার পরাক্রমহীন করিলেন এবং কয়েদ করিলেন। কিন্তু পরে ঐ মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে বিরোধ জন্মিতে লাগিল বিশেষতঃ সিকারামবাবু পূর্বে রাজ্যবার গৃহপরিচারক ছিল পরে রাজ্যবাকর্ত্তক মহারাক্ষীর রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইল কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা দর্শাইয়া রাজ্যবার বিপরীতে মুৎসুদ্দিরদের সকল মন্ত্রণার মূল হইল কিন্তু নানা ফরনবিশ নামে অন্য এক জন মুৎসুদ্দি গোপিকা বাইর এবং তাহার পুত্রের অতিশয় প্রিয়পাত্র হওয়াতে সিকারাম বাবুর হাতহইতে তাবৎ পরাক্রম তাহার হস্তে পড়িতে [১৬ অধ্যায়।]

লাগিল ইত্যবসরে ঐ নারায়ণরাও পোসোয়া হইয়া আপনউ স্বস্ততা ও নির্দয় কর্মের দ্বারা ঘৃণাল্পদ হওয়াতে তাহার প্রাণ সৎহার করিবার নিমিত্তে ঐ মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে মন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার তৈনাতী সৈন্যের সেনাপতিক্রে তাহার। আপনারদের পরূপাতী করিয়া সৈন্য বলপূর্ব্বক রাজগৃহে প্রবেশ করিল এবং রাঘবর সম্মুখে নারায়ণ রাওর মস্তকচ্ছেদন করিল তৎসময়ে সকল লোক অন্তঃকরণে করিল যে এই নির্দয় কর্ম কেবল সিকারাম বাবুর কিন্তু পশ্চাৎ সিকারামবাবু সকল দোষ বাঘবর উপরে নিক্ষেপ করিল।

নারায়ণ রাওর মৃত্যুর পর সর্বলোককর্তৃক রাঘবা পোসোয়া পদে নিযুক্ত হইলেন এবং রাজ্যের ছায়ামাত্র যে সেতারার রাজা তাহাই হইতে শিরোপা অর্থাৎ খেলাৎ পাইলেন। তাহার রাজ্যের আরম্ভাবধি তিনি মুৎসুদ্দিরদের উপর তাদৃক বিশ্বাস রাখিলেন না এবং সিকারাম বাবুকে দেওয়ানী পদ না দিয়া স্বয়ং তৎকর্ম করিতে লাগিলেন ইহাতে সকল মুৎসুদ্দিরা তাহার বিপরীত হইল এবং রাঘবা দেখিলেন যে তাহারদের কুমন্ত্রণা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার কারণ মহাসৈন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখা ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই অতএব দক্ষিণ দেশের সুবাদার অর্থাৎ নিজামের আক্রমণ নিবারণের ছলেতে তিনি অনেক সৈন্য একত্র করিলেন তাহাতে মুৎসুদ্দিরদের পরস্পর বিরুদ্ধে যে দুই দল ছিল তাহার। তাহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে এক পরামর্শ হইল এবং তাহার। রাঘবর প্রধান সেনাপতিক্রে বিশ্বাসঘাতক করাইয়া যখন বাঘবা সুবাদারের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তিনি তাহাকর্তৃক পরাজিত হইলেন। ইতোমধ্যে রাঘবর অর্থের অপ্রতুল হওয়াতে তিনি হয়দর আলী ও আর্কটের নবাবের স্থানে অনেক কালাবধি যে চৌখ বাকী ছিল তাহা আদায় করিতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। হয়দর আলী অতিশীঘ্র তাহার সহিত সন্ধি করিলেন এবং পঁচিশ লক্ষ টাকা নগদ দিয়া রাঘবর স্থানে তিন প্রদেশের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আর্কটের নবাব মহম্মদ আলী

মুৎসুদ্বিরা কহিল যে নারায়ণ রাওর বিধবা গর্ভিণী। ২৭৩

লীর সঙ্গে যুদ্ধকরত তিনি শুনিলেন যে মুৎসুদ্বিরা মহাসৈন্য এক
ত্র করিয়া সুবাদারের সৈন্যের সহিত ঐক্য করিয়াছে এবং তা
হার প্রকাশ করিয়াছে যে নারায়ণ রাওর বিধবা গর্ভবতী হই
য়াছে এবং তাঁহার প্রসূত সন্তানকে রক্ষা করিবার ছলেতে তাঁ
হাকে পুরন্দর গড়েতে লইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাঘবা অতি
শীঘ্র প্রত্যাগমনপূর্বক বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কৌশলক্রমে তাহারদের
উপরে জয়ী হইলেন কিন্তু পুণ্যগ্রামের নিকটবর্তী হইয়া হঠাৎ
শুনিলেন যে হোলকার ও সিদ্ধিয়ারা মুৎসুদ্বিরদের সঙ্গে মিলি
য়াছে অতএব অকস্মাৎ ভীত হইয়া সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া গুপ্ত
রূপে অল্প লোক সমভিব্যাহারে গুজরাটে পলায়ন করিলেন ও
সেখানে গোবিন্দরাও গৈকাবার তাঁহার সহায়তা করিতে পণ
করিল তাঁহার পলায়নে সুতরাং তাঁহার সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইল
এবং হোলকার ও সিদ্ধিয়ারা পূর্বের পরমর্শানুসারে বা রাঘ
বার পলায়নেতে মুৎসুদ্বিরদের দলের সহিত মিলিল এবং তা
হার প্রাণাণ করিল যে নারায়ণ রাওর স্ত্রীর এক পুত্র জন্মিয়া
ছে এবং তাহার ঐ নবকুমারকে পেমোয়াপদে নিযুক্ত করি
তে নিশ্চয় করিয়াছে।

এ প্রসব যে তাবৎ মিথ্যা ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যেহেতুক
তাঁহার বিষয়ে কিছু প্রমাণ কখন দেওয়া গেল না এবং মুৎসু
দ্বিরদের প্রবঞ্চনাতে ইহার কোন প্রমাণ হইতে পারিল না যে
হেতুক তাঁহারা এক কুঠরীতে নারায়ণ রাওর স্ত্রীকে ও আরং
গর্ভবতীকে একত্র বন্ধী করিয়া রাখিয়াছিল ইহাতে নিশ্চয় হই
তে পারিল না যে সে কাহার সন্তান কিন্তু তাঁহারদের নানা
ছলেতে এমন নিশ্চয় হয় যে সে তাঁহারদের কল্পিত পুত্র।

রাঘবা এতদ্রূপে আপন পরাক্রমভুক্ত হইয়া আত্মসহায়তা
প্রাপ্তার্থে দশ দিগ নিরীক্ষণ করিতে দেখিলেন যে বোম্বেস্থ ইং
গ্লণ্ডীয়েরদের বিনা তাঁহার সহায়তা করণোপযুক্ত অন্য কেহ
নাই এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহার প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত ছি
লেন যেহেতুক তাঁহারা সানসেট ও বাসিন অধিকার করিতে
অনেক বৎসারাবধি অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন এবং বোম্বের বড়

সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরদের নিকট কোম্পানি ১৭৬৮ সালে এই পত্র লিখিয়াছিলেন যে ঐ দুই স্থান অধিকারকরণার্থে যে কোন উপায় দেখিবা তাহা কদাচ ত্যাগ করিবা না ইহার মধ্যে ১৭৭৪ সালের নবেম্বর মাসের অবসানকালে বোম্বের বড়সাহেব শুনিলেন যে গুয়াতে পোর্ভুগীসেরা সালসেট ও বাসিন পুনর্বার স্বাধিকারান্তর্গত করিতে অনেক চেষ্টা করিতেছে বড়সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবলোকেরা ভাবিলেন যে যদি পোর্ভুগীসেরা এই কর্মে কৃতকার্য হয় তবে অতিশয় বাঞ্ছনীয় ঐ দুই স্থান আর কদাচ ইংল্যান্ডীয়েরদের হস্তগত হইবার ভরসা থাকিবে না এবং আরো মহারাষ্ট্রীয় দেশের মধ্যে যাইতে যে সকল পার্শ্বভীত পথ তাহাও পোর্ভুগীসেরদের হস্তে পতিত হইয়া তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইংল্যান্ডীয়েরদের বাণিজ্যের উপর কর বসাইতে ও ক্লেস জম্মাইতে পারিবে অতএব পোর্ভুগীসের হাতে যে ঐ দুই স্থান না পড়ে এইহেতুক ইংল্যান্ডীয়েরা ঐ দুই স্থান একেবারে আপনাদের হস্তগত করিলেন এই সময়েতে রাঘবা বোম্বেস্থ বড়সাহেবের সহিত সন্ধির উপক্রম করিয়াছিলেন অতএব তাহারা শীঘ্র রাঘবার নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমার উপর অন্যায় করিয়া আমরা এই দুই স্থান লই নাই কেবল পোর্ভুগীসেরদের হাতে না পড়ে এই কারণ আমরা তাহা রক্ষা করিয়াছি এবং মুৎসুদ্দির কাছেও তদ্রূপ লিখিয়া পাঠাইলেন।

বোম্বের বড়সাহেব রাঘবাকে প্রকৃত পেসোয়া ও মুৎসুদ্দিরদের কল্পিত বালককে কল্পনামাত্র জ্ঞান করিলেন এবং তাহারা ভাবিলেন যে যদি আমরা সহায় হই তবে রাঘবা অবশ্য আপন পরাক্রম ও পদ পুনর্বার গৃহণ করিতে পারিবেন কিন্তু তিনি কোন প্রকারে সালসেট ও বাসিন তাহারদের হাতে রাখিতে সম্মত হইলেন না তাহার পরিবর্তে মৌর্য্যবৈর নিকট অধিক রাজস্বজনক ভূমি দিতে প্রস্তুত হইলেন ইতোমধ্যে ৭ দিসেম্বর তারিখেতে কলিকাতাহইতে নূতন স্থাপিত গবর্ণর জেনারেল ও কৌন্সেলী সাহেব লোকেরদেরহইতে এইরূপ পত্র [১৬ অধ্যায়।]

[১৭৭৪ সাল।]

আইল যে আমরা মহাসভার অনুমতানুসারে ভারতবর্ষের
 তাবৎ কর্ণের উপর নিযুক্ত হইয়াছি অতএব বোম্বের ব্যাপা
 রের সমাচার আমাদের নিকট প্রেরণ করিবা। ইহা শুনি বো
 ম্বের গবর্নর সাহেব কলিকাতায় এই পত্র পাঠাইলেন যে সাল
 সেট ও বাসিন আমরাদের অধিকার হইয়াছে এবং রাঘবার
 সঙ্গে আমরা সন্ধি করিবার উদ্যোগ করিতেছি এবং আমরা
 আপনারদের তাবৎ সৈন্য লইয়া তাহার সহায়তা করিতে নি
 শ্চয় করিয়াছি। রাঘবার সঙ্গে সন্ধি সিদ্ধ না হইতে মূৎসুদ্দি
 রা সৈন্য তাহার উপর আক্রমণ করিল এবং ঐ যুদ্ধে রাঘ
 বার যে কিছু আরবীয় সৈন্য ছিল তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ
 করণেতে তিনি পরাজিত হইয়া আপন অত্যল্প সৈন্য সমভিব্য
 হারে রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ইহা শুনিয়া বো
 ম্বের বড়সাহেব ও কোম্পেলীরা তাহাতে কিছু বিভ্রাট জ্ঞান না
 করিয়া তাহার সঙ্গে যে সন্ধিপত্র করিতে উদ্যোগ করিয়াছি
 লেন তাহা সম্মুর্ণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর রাঘবা সৌ
 রাষ্ট্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং ১৭৭৫ সালের ৬ মার্চ তারি
 খে সেখানে ইংল্যান্ডীয়েরদের সন্ধিপত্র দ্বারা সালসেট ও বাসিন
 তাহারদের হাতে সমর্পণ করিলেন। এবং সৌরাষ্ট্রপ্রদেশের
 বারোখ ও অন্য ২ স্থানেতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের যে বার্ষিক উৎ
 পন্ন সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা রাজকরের অংশ ছিল সে অংশ
 তিনি ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দিলেন। অপর রাঘবা বোম্বে হই
 তে পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর কাপড়বা নামক দুর্গেতে গোবিন্দ
 রাওর সৈন্যসম্মেত গেলেন এবং ১২ এপ্রিল তারিখে কর্ণেল কি
 টিং সাহেব ইংল্যান্ডীয় সৈন্য লইয়া সেখানে তাহার সঙ্গে মিলি
 লেন। ঐ সৈন্যের মধ্যে ৮০ গোরা গোলেন্দাজ ও ১৬০ এত
 দেশীয় গোলেন্দাজ ও ৫০০ গোরা পদাতিক ও ১৪০০ এতদে
 শীয় সিপাহী ও ১২ তোপ ও দুই বোম ছিল ইংল্যান্ডীয় সৈন্য
 ও গোবিন্দরাও ও রাঘবার সৈন্য লইয়া সর্দসুজা পঁচিশ হা
 জার লোক ছিল।

ইতোমধ্যে মূৎসুদ্দিরদের সৈন্য হইতে সিদ্ধিয়া দ্বাদশ সহস্র
 [১৬ অধ্যায়] ২ ক ২ [১৭৭৫ সাল।]

অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া স্বদেশেতে প্রস্থান করিলেন এবং বিরাত্রীরা জ্যোতে সাবাজী ভোসঁলানামক তাহারদের পক্ষপাতী রাঘবার পক্ষপাতী যে তাহার ভাই তৎকর্তৃক হত হইল। হোলকারের বিশ্বস্ততার বিষয়েও তাহার। সন্দিগ্ধ ছিল এবং নিজাম তাহারদের নিকট নিত্য সহায়তা অক্লীকার করিতে ভ্রুটি করিলেন না বটে কিন্তু সহকারি সৈন্য প্রেরণ করিতে সন্মত। বিলম্ব করিলেন তথাপি রাঘবার সৈন্য হইতে তাহারদের সৈন্য অধিক ছিল।

রাঘবার সৈন্য ইংল্যান্ডীয় সৈন্যের সহিত যোগকরণান্তর সা বরমতী নদীর তীরে অবস্থিতিকারি বিপক্ষেরদের উপর আক্রমণ করিতে ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি পরামর্শ দিলেন সেখানে কতক লম্বু যুদ্ধ হইলে পর ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি দেখিলেন যে আমারদের সহিত জয়াজয় নিশ্চয় করণার্থে যুদ্ধ করিতে তাহার। অনিচ্ছুক অতএব তিনি শীঘ্র সৈন্য দক্ষিণ দিগে যাত্রা করিয়া বর্ষাগ মনের পূর্বে পুণ্যাগ্রামে পঁহুঁছিতে কল্প করিলেন বিপক্ষের। ইহা অবগত হইয়া তাহারদের গন্তব্য পথের তাবৎ দেশ নষ্ট করিল ও কূপ ও জলাশয় সকল বন্ধ করিল। অপর ১৮ মে তারিখে তাহার। আরাসের ভূমিতে পঁহুঁছিলে সেখানে মুৎসুদিরদের সৈন্যের সঙ্গে ইংল্যান্ডীয়েরদের সাক্ষাৎ হওয়াতে যুদ্ধ হইল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাঘবার একজন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপক্ষেরদের কতক অশ্বারূঢ় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে আনিল তাহাতে কিছু গোলমাল হইল। ইংল্যান্ডীয়েরদের দীর্ঘকায় সৈন্যের সেনাপতি তাহারদিগকে হুকুম দেওনকালে এক কথার ভুলকরণেতে তাহার। পাছে ইটিতে লাগিল বিপক্ষের তাবৎ অশ্বারূঢ় সৈন্যের। তাহারদের পশ্চাৎসামী হইতে উদ্যত ছিল। ইহা দেখিয়া বিপক্ষেরদের অশ্বারূঢ় সৈন্যের। চড়াউ করিল কিন্তু ইংল্যান্ডীয়ের। আপনারদের তোপ ও বোম হইতে অবিশ্রামে এমত গোলাবৃষ্টি করিলেন যে তাহার। একেবারে রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। ইংল্যান্ডীয়েরদের পক্ষে ৭ জন সেনাপতি ৮০ জন গোর। এবং ২০০ শত সিপাহী মারা পড়িল কিন্তু তাহারদের ঘোড়সওয়ার না থাকাতে এবং রাঘবার ঘোড়সও

১৬ অধ্যায়।] [১৭৭৫ সাল।]

যারের অসামর্থ্যপ্রযুক্ত ইংল্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিলেন না। তথাপি ১১ জুন তারিখে যখন তাহারা নর্মাদানদী পার হইতেছিল তখন ইংল্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাৎ ভাগস্থ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন তাহাতে তাহারা অনেকে মারা পড়িল এবং মুংসুদ্বির আপনাদের তোপ জলেতে ডুবাইয়া দিল। এই যুদ্ধের পর মুংসুদ্বিরদের তাবৎ সৈন্য গুজরাটদেশে পরিত্যাগ করিল কিন্তু রাঘবার সৈন্যেরা কহিল যে আপনাদের বাকী বেতন না পাইলে আমরা কদাচ নর্মাদা নদী পার হইব না ইহা জানিয়া এবং বর্ষাকাল আগত দেখিয়া ইংল্লণ্ডীয়েরা পুনর্যুদ্ধারম্ভ করিতে বিরত হইলেন অতএব ইংল্লণ্ডীয় সৈন্যেরা বারোখহইতে ২৫ ক্রোশ অন্তর দুর্ভয় নামে দুরাক্রম এক নগরেতে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং রাঘবার সৈন্য তাহাহইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তর দাদের নদীতীরে বিলাপুরে অবস্থিতি করিল। রাঘবার এইরূপ সৌভাগ্য দেখিয়া ফতেসিংহ গৈকোবার তাহার সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই সন্ধির প্রকরণ এইরূপে জুলাই মাসে স্থিরকৃত হইল যে ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে রাঘবা কর্তৃক দত্তা ভূমিসকল তিনি স্বীকার করিলেন এবং তন্নিম্ন সতের লক্ষ টাকাউৎপাদিকা ভূমি দিলেন। এবং তিনি রাঘবার সঙ্গে আরো বন্দোবস্ত করিলেন যে পুণার দরবারে আমি যে রাজস্ব ও বাব দিতাম তাহা তোমাকে দিব এবং আরো ৬০ দিনের মধ্যে ২৬ লক্ষ টাকা নগদ দিব।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে বোম্বের বড়সাহেব কলিকাতায় গবর্নর জেনরল কৌন্সেলীরদের নিকট আপন রাজ্যের তাবদ্দত্তান্ত লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কলিকাতাস্থ সাহেব লোকে রা কোন প্রকারে সম্মত হন নাই এবং তাহারা পুনর্বার পত্র প্রেরণ করিয়া এই ইকুম করিলেন যে রাঘবার সঙ্গে তোমরা যে সন্ধি করিয়াছ তাহাতে আমারদের ভুক্তি নাই বরং আমারদের ইচ্ছা যে তোমরা রাঘবাকে ত্যাগ করিয়া মুংসুদ্বিরদের সঙ্গে ঐক্য কর।

২৭৮ সন্ধিকরণার্থে মূৎসুদিসমীপে ত্রীত্ৰীযুতের উকীলপ্ৰেরণ।

এই নিমিত্তে কলিকাতাহইতে সাহেবেরা আপনারদের পক্ষী
য় এক জন উকীলকে মূৎসুদিরদের নিকট প্ৰেরণ করিলেন অত
এব তাঁহারা কর্ণল আপটন সাহেবকে পত্র দিয়া সিকান্দার বাবুর
নিকট প্ৰেরণ করিয়া কহিলেন যে সালসেট ও বাসিন যে রাখ
বা আমারদিগকে দিয়াছে তাহাতে তোমারা সেই দানপত্রে
সহি কর এবং আমরা পরস্পর সন্ধি করি। এই সকল বাক্তী
যখন বোম্বের বড়সাহেব শুনিলেন তখন তিনি অতিশয় উদ্ভি
হইয়া কলিকাতায় ইহঁারদিগকে নিরস্ত করিবার কারণ ডাক
দ্বারা আপনার একজন কৌন্সেলোকে কলিকাতায় প্ৰেরণ
করিলেন তিনি কলিকাতায় পঁছিয়া গবর্নর জেনরল ও কৌ
ন্সেলী সাহেব লোকেরদের সঙ্গে এতদ্বিষয়ে নানা কথোপকথ
ন করিয়া দেখিলেন যে কৌন্সেলের অধিক ভাগ সাহেব লোকে
রা আপনারদের পূর্ক্স মতেতে দৃঢ় আছেন তথাপি তাঁহারা
এই কহিলেন যে রাখবার কিছু মন্দ করিতে আমরা চাহি না
ইহাতে যদি তাহার কিছু বিঘ্ন হয় তবে তোমরা তাহাকে ও
তাহার অমাত্যদিগকে বোম্বেতে আশ্রয় দেও।

১৭৭৬ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে পুণাহইতে কর্ণল আ
পটন সাহেবের পত্রেতে এই সমাচার আইল যে আমি এখানে
অতিসমাদরপূর্ক্সক গৃহীত হইয়াছি এবং সন্ধিপত্রের বিষয়ে
চেষ্টা করিতেছি কিন্তু মূৎসুদির। সালসেট ও বাসিন দিতে সম্মত
মহে অতএব শেষে তাহারদের নিতান্ত অসম্মতি দেখিয়া তিনি
শেষে কেবল সালসেটের বিষয়ের পুসঙ্গ করিলেন এবং বাসি
নের পরিবর্তে আর কোন স্থান যাক্তা করিলেন। কিন্তু ৭ ফেব্রু
য়ারি তারিখে তিনি লিখিলেন যে সে সন্ধির উপক্রম নিষ্ফল হ
ইল যেহেতুক মূৎসুদির। কহিয়াছে যে এক্ষণে আমারদিগকে সা
লসেট স্থান ফিরিয়া দেও কিন্তু আমি কহিলাম যে কলিকাতার
বড় সাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে পারি না তাহাতে তাহারা ক
হিল যে আমরা এত অবকাশ দিব না অপর শেষে কর্ণল সাহেব
গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকটে কলিকাতায় পত্রেতে লিখিলে
ন যে আর পাঁচ ছয় দিবসের মধ্যে অগত্যা আমাকে পুণ্যগ্রাম
[১৬ অধ্যায়।] [১৭৭৬ সাল।]

ছাড়িতে হইবেক এবং আমারদের প্রত্যাগমনমাত্র মুৎসুদ্দিরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক অতএব আমি পরামর্শ দিই যে তোমরা কলিকাতাহইতে কতক তোপ ও গোলেন্দাজ ও দুই তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ কর তঁহা হইলে আমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছি তাহাই অনায়াসে সিদ্ধ হইবেক যেহেতুক এতদ্বিষয়ে জমীদার ও তালুকদারেরা দোলায়মান হইয়া আছে এবং ইংল্লণ্ডীয়েরদের কোন স্থির পরামর্শ না শুনিয়া কাহার পক্ষপাতী হইবেন না। এই সকল সমাচার শ্রবণমাত্র কলিকাতার কৌন্সেলী সাহেবলোকেরা বোম্বের প্রদেশে অতি প্রাবল্যরূপে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং রাঘবাকে আপন ছায়াতে লইয়া ভারতবর্ষে ইংল্লণ্ডীয়েরদের তাবৎ পরাক্রমসমেত এই মত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন যে অল্প ক্রণের মধ্যে সে যুদ্ধের শেষ হয়।

কিন্তু এক মাস গত হইলে কর্ণল আপটন সাহেবের নিকট হইতে অন্য এক পত্র পাইল তাহাতে এই লিখিত ছিল যে মুৎসুদ্দিরা সালসেট ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহা শ্রবণমাত্র তাবদ্যাদ্বায়োজন স্থগিত হইল। এবং সন্ধিপত্রের উপক্রম হইল ইংল্লণ্ডীয়েরা বাসিন ও গুজা রাটে লব্ধদেশ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং মহারাজ্জী য়েরা সালসেট ও তন্নিকটবর্ত্তি সার্কজিকোটী মুনোৎপাদক উপদ্বীপ ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকার করিলেন। তাহার আরো বারোখের রাজস্বের চৌখের উপর তাহারদের যে দাওয়া ছিল তাহা ত্যাগ করিতে ও বারোখের নিকটবর্ত্তি তিন লক্ষ টাকা উৎপাদক দেশ ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকার করিল।

ঐ সন্ধিপত্রে মুৎসুদ্দিরদের সহিত রাঘবার বিষয়ে এই নিয়ম করা গেল যে রাঘবা এক সহস্র অশ্বারুঢ় সৈন্য রাখিয়া এক মাসের মধ্যে আপনার অন্য তাবৎ সৈন্য বিদায় করিবেন সে সৈন্যের বেতন মুৎসুদ্দিরা দিবে এবং তিনি নিজ ব্যয়ের কারণ বার্ষিক তিনলক্ষ টাকা পাইয়া তাহারদের কর্তৃক নিরূপিত স্থানে বাস করিবেন কিন্তু রাঘবা ইহা শুনিয়া কহিলেন যে তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বিপক্ষেরদের করতলে পড়ি অতএব ইহাতে

আমি সম্মত হইব না এবং এই সন্ধির পূর্বে যে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন তাহা ধরিয়া বোম্বেস্থ বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরদের স্থানে আপনার ও আপনার পরিবারের আশ্রয় যাক্কা করিলেন এবং তাঁহার। তাহাকে বোম্বেতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন ইহাতে মুৎসুদ্দিরা বিরক্ত হইয়া কলিকাতাস্থ গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা যদি এতদ্রূপে রাঘবাকে আশ্রয় দেও তবে আমরা যে সন্ধিপত্র করিয়াছি তাহা একেবারে হেয়জ্ঞান করিব অতএব কলিকাতাস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরদের মনেতে কিছু উদ্বিগ্ন জন্মিল ইতোমধ্যে রাঘবর তাবৎ সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি কেবল দুই শত লোক লইয়া সৌরাষ্ট্রে গিয়া বাস করিলেন । অপর ১৭৭৬ সালের ৩ জুন তারিখে কর্ণল আপটন সাহেব মুৎসুদ্দিরদের সহিত সন্ধিপত্র স্থির করিয়া তাহাতে আপন মোহর দিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন ।

আমাদের ইতিহাসের প্রবাহ এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রতি চলিল। অযোধ্যার নূতন সুবাদার আসফুদ্দৌলা সিংহাসনাভিষিক্ত হইবামাত্র কোষ শূন্য পাওয়াতে কোম্পানির বাকী টাকার দাওয়াতেও উদ্বিগ্ন হইলেন তাঁহার নিজ সৈন্যবাকী বেতনের কারণ অবশীভূত হইয়াছিল এবং তিনি অবিবেচনাপূর্বক আপন পিতৃমন্ত্রিরদিগকে বিদায় করিয়া নিজ পারিষদেতে পরিবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং দুর্বল অথচ কুপথগামী তাঁহার নিজ পারিষদের মধ্যে ও রাজ্য শাসনের মধ্যে বিরোধের অঙ্কুর হইতে লাগিল । তৎকালে মোগল রাজ্যের ওজারতী পদ কেবল নামমাত্র ছিল তথাপি তিনি দিল্লীর বাদশাহ হইতে তৎপদ প্রাপ্ত্যর্থ ব্যগৃচিত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অন্যত্র লোকে তৎপদ প্রার্থনা করণেতে বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশের নিজাম তদভিলাষী হওয়াতে তদ্বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হইল না । তথাপি তিনি ঐ পদপ্রাপণের উদ্যোগ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না এই হেতুক তিনি পেন্স্যোশ অর্থাৎ তৎপদোপটৌন এবং কতক তোপ ও পাঁচ সহস্র সৈন্য বাদশাহের নিকটে প্রেরণ করিলেন ।

এই সৈন্য বাদশাহের অত্যাবশ্যক সময়ে পহঁছিল যেহেতুক তৎ কালেই জাবেতা খাঁ আপন অধিকারের রাজস্ব দিতে অসম্মত হইয়াছিল এবং সৈন্য একত্র করিয়া বাদশাহের সৈন্যের উপর জয়ী হইয়া দিল্লী নগর প্রায় আক্রমণ করিয়াছিল। বাদশাহের এই দুরবস্থাসময়ে নবাবকর্তৃক প্রেরিত সৈন্যেরা পহঁছিয়া জাবেতা খাঁকে দূর করিয়া দিল তাহাতে বাদশাহ এমত সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ আপন প্রতিনিধিস্বরূপে একজন মান্য ভৃত্যকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়া ঐ নবাবকে ওজারতী খেলাৎ দিলেন। কিন্তু ইহার পর ঐ জাবেতা খাঁ নবাবের প্রেরিত সৈন্যের সেনাপতিকে ঘুষ দিল তাহাতে ঐ সেনাপতি জাবেতা খাঁকে আপন জায়গায়ে পুনঃ স্থাপন করিতে ও তাহার স্থানে যে রাজস্ব পাওনা ছিল তাহা ক্রমা করিতে বাদশাহকে স্মীকৃত করাইল।

১৭৭৪ সালের দিসেম্বর মাসে বর্জমানের মৃত মহারাজ তিলকচন্দ্রের রাণী কৌন্সেলে এই দরখাস্ত করিলেন যে যাবৎ মুসলমানেরা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছে তাবৎ ঐ তিলকচন্দ্রের পূর্ববংশেরা বর্জমানে অধিকার করিতেছেন। ঐ রাণীর নয় বৎসরবয়স্ক এক পুত্র আপন পিতার মরণানন্তর তৎপদে নিযুক্ত হইলেন এবং জমিদারীর ভার রাণীর হাতে পড়িল। অপর গবর্নর জেনরল সাহেবের আজ্ঞাতে রাণীর হাতহইতে জমীদারী কর্ম লুওয়া গিয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের কর্তৃক নিযুক্ত লোকেরদের হস্তে সমর্পিত হইল। ঐ রাণী এতৎসময়ে এই দরখাস্ত করিলেন যে রাজ্যের দেওয়ান সময় পাইয়া অনেক হাত মারিতেছে এবং তাহাতে তৎস্থানস্থ কোম্পানির চাকরের উপরও কিছু অপবাদ দিলেন ইহা শুনিয়া কৌন্সেলে অনেক বাদা নুবাদ হইতে লাগিল বর্জমানস্থ কোম্পানির ভৃত্য ইহা শুনিয়া লিখিলেন যে এ সমস্তই মিথ্যা আমি আপন হিসাবপত্র দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু রাণী প্রতিজ্ঞা করুন যে যদি তাহার এই অতি যোগ মিথ্যা হয় তবে তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইবে কিন্তু রাণী তাহাতে অসম্মত হইলেন। রাণী আরো কহিলেন যে রাজ্যের পরলোকপ্রাপ্তির পর অবধি অদ্যপর্যন্ত নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার [১৬ অধ্যায়] ২ খ [১৭৭৬ সাল]

টাকা কোম্পানির চাকরেরদের মধ্যে উপটোকন দেওয়া গিয়াছে এ বিষয়ে তিনি অনেক সাক্ষী আনিলেন কিন্তু সে সাক্ষীর বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে এতদ্বিষয়ে কিছু নিশ্চয় হইল না এবং কখন হইবেও না ।

অপর এই অন্য এক বিষয় উপস্থিত হইল যে ১৭৭৫ সালের ২ মে তারিখে মুরশিদাবাদস্থ কোম্পানির ভৃত্য গুণ্ট সাহেব নবাবের নিত্যব্যয়ের হিসাব কৌন্সেলে প্রেরণ করিলেন এবং কহিলেন নবাবের দপ্তরহইতে তাক্ত এক জন মুহুরির নিকটহইতে আমি এই হিসাব গোপনে পাইয়াছি ঐ হিসাবের দ্বারা দেখা গেল যে নবাবের কর্ণের তদারকে যে অবধি মণিবেগম নিযুক্ত হইয়াছেন তদবধি নয় লক্ষ সাতষাট হাজার টাকা পাইয়া তিনি তাহার খরচের কিছু হিসাব দেন নাই । ঐ গুণ্ট সাহেব আরো লিখিয়াছিলেন যে মণিবেগমের এক জন খোজা মন্ত্রী যখন শুনিল যে হিসাব এক জন মুহুরির হাতে পড়িয়াছে তখন সে অনেক ঘুষ তাহাকে দিতে স্বীকার করিল যে সে ঐ হিসাব প্রকাশ না করিয়া মণিবেগমের কর্ণে পুনর্বার ভর্তি হয় গুণ্ট সাহেব আরো লিখিয়াছিলেন যে তিনি আমাকেও এইরূপ ঘুষ দিতে প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন । ইহা অদগত হইয়া কলিকাতাস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরা আপনারদের এক জন ভৃত্যকে তদ্বিষয়ের তদারক করিবার কারণ মুরশিদাবাদে পাঠাইলেন এবং বেগমকে পদচূতা করিয়া নন্দকুমারের পুত্র রাজা গৌরদাসকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন । অপর যখন সকল হিসাব পত্রের তদারক হইতে লাগিল এবং যখন মণিবেগমের উপর তদ্বিষয়ে অতিশয় দৃঢ় দাওয়া হইতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন যে হেষ্টিংস সাহেব যখন ১৭৭২ সালে মুরশিদাবাদে আগমন করেন তখন তাহার পথখরচের কারণ আমি দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছি । হেষ্টিংস সাহেব ইহা শুনিয়া কহিলেন যে এ অসম্ভব নয় যেহেতুক নবাবেরা যখন স্থানান্তর গমন করেন তখন কোম্পানির কোষহইতে হাজার টাকা করিয়া প্রতিদিন পথখরচ পান ।

এই সকল কথোপকথন হইতে রাজা নন্দকুমার হেষ্টিংস সাহেবের বিষয়ে কৌন্সিলে দরখাস্ত করিলেন। ঐ নন্দকুমার ইহার পূর্বে হুগলির ফৌজদার ছিলেন তৎপরে নবাব মীর জাফরের প্রধান মন্ত্রী এবং তাহার পর যখন হেষ্টিংস সাহেব মহম্মদ রেজা খাঁর নামে নালিশ করেন তখন তিনি তদ্বিষয়ে হেষ্টিংস সাহেবের মোক্তারকার ছিলেন। এবং তৎসময়ে তাঁহার পুত্র নবাবের সৎসারের ভাব্য বিষয়ের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই রাজা নন্দকুমার ১১ মার্চ তারিখে কৌন্সিলে পত্রদ্বারা ইহা লিখিয়া পাঠাইলেন যে হেষ্টিংস সাহেব মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সেতাব রায়ের লুণ্ঠের বিষয় অনেক গোপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপনিও তদংশী হইয়াছেন এতদ্বিষয়ে কৌন্সিলের যে অধিক ভাগ সাহেবেরা হেষ্টিংস সাহেবের শত্রু ছিলেন তাঁহারা কহিলেন যে আমরা এ বিষয়ে অবশ্য বিবেচনা করিব। হেষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে আমি ভাব্য ভারতবর্ষের উপর গবর্ণর জেনারল অতএব আমার নিজ কৌন্সিলে যে এক জন আসিয়া আমার ফরিয়াদী হইবে এবং আমি আসামী হইব ইহা হইলে রাজ্যের শাসন করুণে চলিবে। কলিকাতার মধ্যে বাদশাহের আদালত অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্ট আদালত আছে অতএব যদি আমার নামে কোন বিষয়ের নালিশ কাহার থাকে তবে সেখানে ঐ বিচারকর্তার দের সম্মুখে তাহার বিচার হউক।

অপর হেষ্টিংস সাহেব ও বারবেল সাহেব ও হেষ্টিংস সাহেবের বণিক অর্থাৎ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং বাঙ্গালার রায়রাঁয়া এই সকলে মিলিয়া সুপ্রিমকোর্টে নন্দকুমারের নামে এই বিষয়ে নালিশ করিলেন যে তিনি কমানুদ্দিন খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে বলদ্বারা হেষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষে এক দরখাস্ত লেখাইয়াছেন। অপর বারবেল সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ, সিংহ ও রায়রাঁয়া ফরিয়াদীরদের নাম হইতে আপনং নাম স্থলিলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব ও বেনসিটার্ট সাহেব মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন ইতোমধ্যে নন্দকুমারের নামে [১৬ অধ্যায়।] ২ খ ২ [১৭৭৬ সাল।]

অন্য এক বিষয়ে নালিশ হইল এতদেশীয় এক জন লোক সুপ্রিমকোর্টে নন্দকুমারের নামে ইণ্ডকলমের বিষয়ে নালিশ করিল। তাহাতে সুপ্রিমকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইয়া নন্দকুমার দোষী হইলেন এবং কলিকাতায় তাহার ফাঁসি হইল।

১৭ অধ্যায়।

অপর বাঙ্গালার রাজকর আদায়ের নিমিত্তে গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেবলোকদিগের বিশেষ মনোযোগ করিতে হইল। ১৭৭২ সালে রাজস্বের বিষয়ী যে পাঁচসনী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার অল্প দিবস পরে ইংল্যান্ডীয়েরা দেখিলেন যে ইজারদারেরা সাধ্যাতিরিক্ত কর দিতে স্বীকার করিতে সূতরাং প্রথম বৎসরাবধি রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল এবং তদ্বিষয়ে দেশের উপরেও নানা ক্লেশ ঘটিতে লাগিল যেহেতুক যে সকল জমীদারেরা পূর্বাধি রাজস্ব আদায় করিয়া দেশাধিপতিরদিগকে দিত তাহারদের মধ্যে কেহং এই বন্দোবস্তেতে কৰ্ম্মচ্যুত হইল এবং কেহং আপন ঠাঁতুক জমীদারী বজায় রাখিবার নিমিত্তে সাধ্যাতিরিক্ত রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিয়া আপনাদিগকে নষ্ট করিল অতএব যেং স্থানের জমীদারেরা যেরূপ ক্লেশ পাইতে লাগিল সেং স্থানের প্রজারদিগকে তাহার উদ্ভপ ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে স্থানে নীলামের ডাকের্তে নূতনং লোকেরা ইজারদার হইয়াছিল তাহার আপনাদের অচির লাভের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চিরমাকুল্যের হানি করত নানা প্রকার অত্যাচারের দ্বারা অধিক কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।

১৭৭৬ সালের নবেম্বর মাসে কৌন্সেলী মনসন সাহেবের পর লোকপ্রাপ্তিহওয়াতে কৌন্সেলের মধ্যে কেবল চারি জন সাহেব থাকিলেন অর্থাৎ ত্রিযুত হেষ্টিংস সাহেব ও তৎপক্ষপাতি ত্রিযুত বারবেলসাহেব অন্য পক্ষে ত্রিযুত ফ্রান্সিস সাহেব ও ত্রিযুত [১৭ অধ্যায়।] [১৭৭৬ সাল।]

জেনরল ক্লাবরিং সাহেব কিন্তু ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক এই স্থির হইয়াছিল যে কৌন্সেলে কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে যদি উভয় পক্ষে সমান পরামর্শী হন তবে যে পক্ষে বড় সাহেব থাকিবেন সেই পক্ষের কথা গ্রাহ্য হইবেক সুতরাং পুনর্বার হেষ্টিংস সাহেবের হস্তে তাবৎ পরাক্রম আইল।

হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পরাক্রমশালী হইয়া বিবেচনা করিলেন যে ঐ পাঁচসনী বন্দোবস্তের মিয়াদ গত হইলে নূতন বন্দোবস্তের পূর্বে দেশের ভদ্রাভদ্র এবং ভূম্যাদির উর্ধ্বরাত্র ও কোন স্থানে কত সম্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার বিশেষ না জানিলে যথা র্থরূপে নূতন বন্দোবস্ত করা দুঃসাধ্য হইবেক অতএব তিনি ঐ সকল বিষয় অবগত হইবার নিমিত্তে নূতন এক সমুদায় স্থির করিলেন এবং তাহারা আপনাদের আমিনদ্বারা দেশের তত্ত্ব লইয়া তাঁহাকে সমাচার দিল। ১৭৭৭ সালের এপ্রিল মাসে পাঁচসনী বন্দোবস্ত পূর্ণ হইলে গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেব লোকেরা দেখিলেন যে পূর্বে বন্দোবস্তে রাজস্ব আধিক্যরূপে নিরূপিত হইয়াছিল এবং তাহা দেশের সাধ্যাতিরিক্ত হওয়াতে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা রেয়াইত করা গিয়াছে এবং এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে অতএব কৌন্সেলী সাহেবলোকেরা বিবেচনা করিয়া রাজস্ব ন্যূন করিতে নিশ্চয় করিলেন। ইংল্যান্ডদেশের কোম্পানি এই পরামর্শ গ্রাহ্য না করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন যে কেবল এক বৎসরের মিয়াদে খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইবে কিন্তু নীলামদ্বারা বন্দোবস্ত না হইয়া প্রাচীন জমিদারেরদিগকে আপনং ভূমি পুনর্বার লইতে প্রথম প্রসঙ্গ করা যাইবেক এবং কোন ইউরোপীয় লোক কিম্বা তাঁহার বণিক কিম্বা তাঁহার গোমান্তাপ্রভৃতি জমিদারীতে হাত দিবে না। ইংল্যান্ডহইতে এইরূপ আজ্ঞা আইলে ১৫ জুলাই তারিখে কলিকাতায় গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী সাহেবেরা এই স্থির করিলেন যে সকল প্রাচীন জমিদার ও ইজারদারেরদের নিকট গত পাঁচ বৎসরের [১৭ অধ্যায়।]

২৮৬ মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে ইংল্যান্ডীয়েরদের ব্যাপার।

শেষ বৎসরের রাজকরের হিসাবানুসারে তাহারদের নিকট পুনর্বার ইজারার প্রসঙ্গ করা যাইবেক অথবা প্রবিস্মাল অর্থাৎ জিলার কোম্পেন্সী সাহেবলোকেরা যেরূপ নিয়ম করিবেন তদনুসারে বন্দোবস্ত হইবেক অথবা জমীদারেরদের স্থানে জামিন না লইয়া বরং তাহারদের রাজস্বের বাবীর কারণ তালকের এক অংশ বিক্রয় হইবেক। অপর ইংল্যান্ড হইতে এই বিষয়ে এই নূতন আজ্ঞা আইলে অনেক বাদানুবাদের পর গত পাঁচ বৎসরের শেষ তিন বৎসরে রাজস্ব একত্র করিয়া গড়ে যাহা বৎসরে পড়িল তদনুসারে নূতন রাজস্ব স্থির হইল অতএব ১৭৮১ সালপর্য্যন্ত এই রূপে বৎসর বন্দোবস্ত হইয়া ঐ সালে মোকররী বন্দোবস্ত হইল।

এক্কে কোম্পানির এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের ব্যবহারের উপর দৃষ্টি করিতে হইবেক। আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে কর্নল আপটন সাহেব পুণাতে থাকিয়া মুন্সুদিরদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র করিয়াছিলেন তাহা পুরন্দরের সন্ধিপত্র নামেতে খ্যাত আছে। কিন্তু তাহাতে মুন্সুদির সন্মুখরূপে সম্মত ছিল না যেহেতুক তদ্বারা সালসেট উপদ্বীপ ইংল্যান্ডীয়েরদের হস্তে থাকিল এবং রাঘবাও তাহারদের আশ্রয় রক্ষিত হইতে লাগিল। কর্নল আপটন সাহেব ১৭৭৭ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত পুণাতে থাকিলেন কিন্তু ঐ সালপর্য্যন্ত ঐ সকল বন্দোবস্তের কোন প্রধান প্রকরণ সমাপ্ত হয় নাই এবং মুন্সুদির ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে যাহা দিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহা না দেওনের এই কারণ জানাইল যে তোমরা রাঘবাকে আশ্রয় দিয়াছ অতএব আমরা তাহা দিব না।

কলিকাতাস্থ গবর্ণর জেনরল ও কোম্পেন্সী সাহেবেরদের মধ্যে এই সকল বিষয়ের কথোপকথন ও বিচার হইবার সময়ে সেখানে সমাচার পৌঁছিল যে সেখানে সিকারাম বাবুর সহিত নানা ফরনবীশের বিরোধ হওয়াতে পুণাতেও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এবং মুন্সুদিরদের মধ্যে সিকারাম বাবুর দলস্থেরা রাঘবার পক্ষপাতী হইতে উদ্যত হইয়াছে এবং

তিনি যে পুনর্বার দেশের তাবৎ রাজকর্মপ্রাপ্ত হন এই নিমিত্তে তাহারা ইংল্যান্ডীয়দের সহায়তা যাক্রা করিতে নিশ্চয় করি যাচ্ছে এবং কলিকাতায় আরো সমাচার পঁহুছিল যে বোম্বের বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরা সিকারাম বাবু ও রাঘবার সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সকল সমাচার পঁহুছিলে কলিকাতায় গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেবেরা বোম্বের বড় সাহেবের সহায়তাকরণার্থে কতক টাকা ও যুদ্ধদ্রব্য প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। তাহারা আরো স্থির করিলেন যে বন্দেলখণ্ডের কালপি নগরের নিকট বাঙ্গালার তাবৎ সৈন্য একত্র হইয়া স্থলপথে বোম্বেতে গমন করিবেক কিন্তু এ অতি অসমসাহসের কর্ম যেহেতুক ইহার পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশ দিয়া কখন কোন ইংল্যান্ডীয় সৈন্য গমন করে নাই। ঐ যুদ্ধসজ্জাতে ছয় হাজার গুসিপাহী ও এক কোম্পানি গোলেন্দাজ ও কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য কর্ণল লেসলি সাহেবের কর্তৃত্বাধীন করিয়া এই আজ্ঞা দেওয়া গেল যে তিনি অতিবেগগমনপূর্ব্বক বর্ষা রম্মের পূর্বে সেখানে পঁহুছিবেন ও বিরাট রাজ্যের মধ্য দিয়া যাত্রা করিবেন যেহেতুক সেখানকার রাজার সহিত ইংল্যান্ডীয়দের মিত্রব্যবহার ছিল। এবং অন্য অধিপতিরদের যে দেশদিয়া গমন করিবেন সেই দেশের অধ্যক্ষেরদের সম্মতি লইতে ইহঁদের যদ্যপি কোন অধ্যক্ষ সম্মত না হয় তথাপি তাহার দেশদিয়া যাইবেন কিন্তু কোন দৌরাভ্য করিবেন না। ইতোমধ্যে পুণাতে নূতন উপপ্লব হইল সিকারাম বাবুর দল রাঘবার সঙ্গে মিলনের পূর্বে নানা ফরনবীশের দলের উপর প্রবল হইল এবং বোম্বেস্থ ইংল্যান্ডীয়েরা ভাবিলেন যে ঐ সিকারাম বাবু এতসময়ে রাঘবাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। কর্ণল লেসলি সাহেবের সৈন্যযাত্রার প্রথমে কতক সৈন্য ক্ষুদ্র মহারাক্ষীয় অধ্যক্ষেরদের কর্তৃক অল্প বাধিত হইল ইহাতে ত্রিযুত ফ্রান্সিস সাহেব ঐ সৈন্যেরদিগকে কলিকাতায় পুনরা ক্রান করিতে কৌন্সেলে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব ইহাতে কোন মতে সম্মত না হইয়া বরং কহিলেন যে আর

[১৭ অধ্যায়]।

অল্প দিবসের মধ্যে ঐ সৈন্যেরা গমনকরত বন্দেলখণ্ডে পঁহঁ ছিবে সেখানে মহারাক্ষীরদের কর্তৃত্ব নাই এবং তাহার পর তাহার। যে বিরাট রাজ্য দিয়া গমন করিবে তাহার রাজার সহিত আমারদের মিত্রালাপ আছে। বিরাট রাজার দেশ উত্তীর্ণ হইলে তাহারদের পথের তিন ভাগের দুই ভাগগমন সমাপ্ত হইবেক এবং পুণাতে মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে পরস্পর এমন বিরোধ আছে যে তাহার। আমারদের সৈন্যের। কিছু বাধা জন্মাইতে পারিবে না।

ইতোমধ্যে বোম্বেতে সমাচার আইল যে ইউরোপে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরদের পুনর্যুদ্ধ হইয়াছে এবং বোম্বেতে ইংল্যান্ডীয়েরা এই সমাচার অবগত হইয়া এবং পুণাতে যে ফ্রান্সীয়েরা আপনারদিগকে স্থাপন করিবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতেছে ইহাও জানিয়া বাঙ্গালার ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি কর্ণল লেসলি সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি এক্ষণে বিরাট দেশ উত্তীর্ণ না হইয়া সে স্থানে স্থগিত হইবা। ইতোমধ্যে হেক্টিংস সাহেব বিরাটের রাজার সহিত সন্ধিপত্র করিতে কলিকাতার কোন্সেলীরদিগকে দৃঢ় পরামর্শ দিয়া কহিলেন যে এই দুই বিষয়ে আমরা তাহার উপকার করিলে তাহার সহায়তাপ্রাপ্ত হইতে পারিব। প্রথমতঃ নিজাম আলি যে দেশ তাহার হাত হইতে লইয়াছে সে দেশ পুনর্বার তাহার প্রাপ্তির নিমিত্তে আমরা তাহার উপকার করিতে পারি দ্বিতীয়তঃ তিনি মহারাক্ষীরদের রাজার পদে নিযুক্ত হইতে বড় ইচ্ছুক আছেন। শিবাজির বংশজাত মহারাক্ষীরদের রাজা অল্পদিন পূর্বে সেতারার দুর্গেতে বন্দিত্বাবস্থাতে নিঃসন্তান পরলোকগত হইয়াছিল এবং বিরাটের রাজা আপনি শিবাজির বংশজাত হওয়াতে তৎপদের দাওয়া করিতে পারিতেন এই দুই কর্ম সম্বন্ধকরণার্থে বিরাটের রাজার সহিত সন্ধিপত্র করিবার নিমিত্তে কলিকাতা হইতে এক জন উকীল প্রেরিত হইল। ইতোমধ্যে পুণাতে অন্য এক উপপ্লব উপস্থিত হইল সিকারাম বাবু পুনর্বার দুর্খল হওয়াতে মাদাজী সিদ্ধিয়ার সহায়তাতে

মহারাক্ষীরদের সঙ্গে ইংল্যান্ডীয়দের যুদ্ধ। ১৮৯

নাম। ফরনবিশের দল পুনঃপ্রবল হইল তৎকালে সিকারাম বা
বুর জরায়ুহা হৈতুক করাবা নামে এক জন তাহার দলের প্রধান
হইল। ইংল্যান্ডীয়দের সহিত যোগ করিয়া রাঘবকে পেন্সো
স্থাপদে নিযুক্ত করিতে তাহারদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল এবং বো
ম্বেষ্ট বড় সাহেব তাহারদের সহায়তা করিতে কিছু অনিচ্ছুক
ছিলেন না অতএব ১৭৭৮ সালের ২১ জুলাই তারিখে বো
ম্বেষ্ট গবর্নর ও কৌন্সেলী সাহেবেরা তদ্বিষয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই
তে স্থির করিলেন কিন্তু নবেম্বর মাসের পূর্বে কিছু উদ্যোগ
হইল না তাঁহারা রাঘবের সহিত নিয়ম করিয়া তাঁহাকে অনেক
কমদা খণ দিলেন পরে যখন শুনিলেন যে পুণাতে তাহারদের
কল্পনা প্রকাশ হইয়াছে এবং বিপক্ষপক্ষীয়েরা তন্নিবারণার্থে
উদ্যোগ করিতেছে তখন তাঁহারা শীঘ্র রণভূমিতে এক দল
সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

পেরিত সৈন্যসংখ্যা চারি সহস্র পাঁচ শতের অধিক ছিল
না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সৈন্যেরদের সেনাপতির সঙ্গে ততুল্য
পরাক্রমেতে ভূষিত দুই জন নাগর্য্য রাজকর্মকারি সাহেব
পেরিত হইলেন। এবং ঐ দুই সাহেবকে নিযুক্ত করা তা
বৎ বিপত্তির মূলস্বরূপ হইল। ঐ সৈন্য দিসেম্বর মাসের প্রথ
মে যাত্রা করিয়া ২৩ দিসেম্বর তারিখে পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া
কণ্ডোলাতে উপস্থিত হইল এবং সেই স্থানে শত্রুরা প্রথম
দর্শন দিল। ইংল্যান্ডীয়েরা পর্বতারোহণ করিয়া ৪ জানু
আরি তারিখে পুণার প্রতি গমন করিলেন ঐ সময়ে তাহার
দের সহিত পঁচিশ দিবসের অধিক খাদ্যদ্রব্য ছিল না। বিপ
ক্ষপক্ষীয়েরা সে স্থানে তাহারদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং
তাহারদের অগুণমনানুসারে পাছে হৃদিতে লাগিল কিন্তু
চতুর্দ্বিগহিতে তাহারদের ভক্ষ্যদ্রব্যের আমদানী বন্দ করি
য়া অবিরত লম্বু যুদ্ধদ্বারা ক্লেশ দিতে লাগিল। ইংল্যান্ডীয়ের
দের গমনকালে পৃথিমধ্যে তদ্বশীয কোন জমিদার তাহারদে
র পক্ষপাতী না হওয়াতে সুতরাং বোধ হইল যে রাঘব তা
হারদের যে সকল প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল তাহা মিথ্যা। ২২ জা
[১৭ অধ্যায়।] ২ গ [১৭৭৯ সাল।]

২৯০ মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে ইংল্যান্ডীয়েরদের যুদ্ধ।

নুআরিপর্যন্ত ইংল্যান্ডীয় সৈন্য অবিশ্রামে অগুসর হইয়া ঐ দিবস পুণাহইতে আট ক্রোশ অন্তরে এক স্থানে উপস্থিত হইল এবং সেখানে তাহারা শত্রুরদের তাবৎ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ রূপে দেখিল তাহাতে নাগর্য্য রাজকার্য্যকারি দুই সাহেব লোক একেবারে ভয়োদ্যম হইলেন এবং আঠার দিনের উপযুক্ত খাদ্য দুবোর অধিক নাই ইহা শুনিয়া এবং অস্বাভাবিক সৈন্যভাবে তাহারা লওয়াজিমা দ্রব্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না ইহা ভাবিয়া পাছে হটিতে নিশ্চয় করিলেন। অতএব ১১ তারিখের রাত্রিকালে তাহারা পাছে হটিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাদের প্রত্যাগমন গুপ্ত থাকিল না। অপর রাত্রি যোগে শত্রুরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের কতক লওয়াজিমা ও তিন শত লোককে নষ্ট করিল। তাহার পর দিবস বৈকালে চারি ঘণ্টার সময় ইংল্যান্ডীয়েরা বড় গাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন শত্রুরা তাহাদের পশ্চাৎ আগমনে ভুটি করিল না। বড়গাজে আসিয়া সকলেই একেবারে ভর সাহীন হইলেন এবং সেনাপতি কহিলেন যে আমি কোন যোগে বোম্বেতে সৈন্যে পৌঁছিতে পারিব না অতএব তাহারা মহারাষ্ট্রীয়েরদের ছাউনিতে এক জন উকীল প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা কিরূপ বন্দোবস্তে ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে বোম্বে যাইতে অনুমতি দেয়। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা কহিল যে প্রথম নিয়ম এই যে তোমরা রাঘবাকে আমারদের হস্তে সমর্পণ কর ঐ দুর্ভাগ্য রাজা ইহার কএক দিন পূর্বে আপনার বিষয়ে নিরাশ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সিন্ধিয়ার নিকট উকীল প্রেরণ করিয়া তাহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করণ বিষয়ে প্রসঙ্গ করিয়াছিল অতএব তাহার বিষয়ে তাদৃক বিভ্রাট জন্মিল না। কিন্তু যখন ইংল্যান্ডীয়েরা মহারাষ্ট্রীয়েরদের শিবিরে উকীল প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে রাঘবের বিষয়ে কিছু বাধা নাই তখন তাহারা কহিল যে আমরা রাঘবের বিষয়ে কিছু মনোযোগী নই কিন্তু কর্নেল আপটন সাহেবের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল ইংল্যান্ডীয়েরা তাহার অন্যথা করিয়াছেন। অতঃপর [১৭ অধ্যায়।]

[১৭৭২ সাল।]

এব এক্ষণে নূতন এক সন্ধিপত্র কর নতুবা তোমাদের দূরবস্থা ঘটিবে। ইংল্যান্ডীয় সেনাপতিরা কহিলেন যে আমরা সন্ধিপত্র করিতে অক্ষম যেহেতুক আমরা যাহা করিব তাহা আমাদের কর্তার স্বীকার করিবেন কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নই কিন্তু মহারাজ্যীয়েরা এ সকল কিছু না শুনিয়া বলাৎকারপূর্ব্বক তাঁহারদিগকে এই নূতন সন্ধি করাইল যে ১৭৫৬ সালে মাধুরা ওর সহিত যে সন্ধি হয় তদবধি ইংল্যান্ডীয়েরা যে ভূমি পাইয়াছেন সে সকল তাগ করিবেন এবং বারোখদেশ এবং রাহ বাকে সন্ধিয়ার হাতে দেওয়া যাইবেক ও বাজালাহইতে আগামি সৈন্যেরদিগকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা হইবেক এবং দুই জন ইংল্যান্ডীয় সাহেব জামিনস্বরূপ মহারাজ্যীয়েরদের নিকট থাকিবেন।

যখন ইংল্যান্ডদেশে এই সমাচার পৌঁছিল তখন কোম্পানি সুতরাং অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং ঐ যুদ্ধযাত্রাতে যে দুই জন সেনাপতি ছিলেন তাঁহারদিগকে পদচ্যুত করিলেন। নাগর্য্য রাজকর্ম্মকারি যে দুই জন ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে এক জন পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন অন্য এক জনকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

কর্ণল লেসলি সাহেবের কর্তৃত্বাধীন সৈন্য সকল বাজালাহইতে গমনেতে বিস্তর বিলম্ব করিল বন্দেল খণ্ডের চত্তরপুরনামক এক মহানগরে জুন মাসে পৌঁছিয়া তাহার সেখানে আগন্তু মাস পর্য্যন্ত রহিল। তাঁহার এইরূপ বিলম্বেতে কলিকাতা কৌন্সেলী সাহেবেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন যে তোমার বিলম্বের কারণ নিশ্চয় করিয়া সমাচার লিখ ইতোমধ্যে তিনি চত্তরপুরহইতে রাজগড়ে গেলেন এবং সেখানে কাননদী পার হইতে কতক মহারাজ্যীয়েরা তাঁহার বাধা জন্মাইল। ঐ রাজগড়হইতে ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কৌন্সেলীরদের নিকট এই প্রত্যাশ্রিত লিখিলেন যে আমি যে কোন স্থানে বিলম্ব করিয়াছি সে দোষ আমার নয় কিন্তু বর্ষাকালের এবং গোমান সিংহ ও কোমান সিংহ নামে বন্দেলখণ্ডের দুই জন অধ্য [১৭ অধ্যায়।] . ২ গ ২ [১৭৭৯ সাল।]

জের সহিত আমি সন্ধিপত্র করিয়াছি এবং বিরাতের রাজা মূদাজী ভৌসলাহইতে আমি অতিশয় সমুচ্চিৎসনক পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা তাহার নিকট এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছ ইহাতে তিনি যথেষ্ট সমুচ্চিৎসন হইবেন যে ব্যক্তিকে ইংলণ্ডী যেরা উকীল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তিনি নাগপুরে না পঁহু হিতে মরিলেন এবং অনেক বিবেচনার পর কলিকাতার কৌন্সেলী সাহেবেরা স্থির করিলেন যে প্রতিনিধি আর কোন উকীল প্রেরণ করিবার আবশ্যক নাই।

কর্ণল লেসলি সাহেবের পত্র পাইয়াও কৌন্সেলী সাহেবেরা তুষ্ট হইলেন না এবং তাঁহাকে বিলম্ববিষয়ে দোষী জ্ঞান করিয়া অন্যব্যক্তিকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু কর্নল লেসলি সাহেবের নিকট তাঁহারদের এই আজ্ঞা পঁহু ছনের পূর্বে তিনি পরলোকগত হইলেন। তাঁহার মরণহেতুক ৩ অক্টোবর তারিখে গডার্ড সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন এবং ২২ অক্টোবর তারিখে তিনি গবর্নর জেনরলকে পত্রদ্বারা ইহা জানাইলেন যে সৈন্যসকল নর্মদা নদীপর্যন্ত পঁহু ছিয়াছে ঐ সময়ে মূদাজী ভৌসলার এই পত্র আইল যে তোমরা যাহাকে উকীলস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি পথি মধ্যে পরলোকগত হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে আমি অতিশয় খেদিত আছি তথাপি আমি ভরসা করি যে আপনারা আমার সহিত যে মিঞালাপ করণেচ্ছুক ছিলেন তাহা ইহাতে ভঙ্গ করিবেন না। এই পত্রার্থ অবগত হইয়া ভৌসলার সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে যে কল্পনা ভগ্ন হইয়াছিল তাহা পুনঃ স্থাপন করিতে বড় সাহেব পরামর্শ দিলেন এবং কহিলেন যে এবিষয়ে গডার্ড সাহেব অত্যুপযুক্ত লোক। ইতোমধ্যে ২৩ নবেম্বর তারিখে মূদাজী ভৌসলা কর্নল গডার্ড সাহেবের নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে কর্নল গডার্ড সাহেব অবগত হইলেন যে ঐ ভৌসলা মহারাজারদের সঙ্গে কিম্বা নিজাম আলির সঙ্গে কি ইংলণ্ডীস্বরেরদের সঙ্গে আপনাকে কোন প্রকারে ঘটাইতে বাসনা করেন না ১০ দিসেম্বর তারিখে কর্নল গডার্ড সাহেব নর্মদা

নদী পার হইলেন এবং মুদাজীর উপর কিপর্য্যন্ত ভরসা রাখি
তে পারেন ইহা জ্ঞানিবার নিমিত্তেই তিনি তাহার নিকট এক
লোক প্রেরণ করিলেন এবং ঐ উকীলের সম্বাদের দ্বারা তিনি
দ্রষ্টরূপে অবগত হইলেন যে মুদাজী ইংল্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে
সন্ধি করিবেন না কিন্তু ইত কাল ইংল্লণ্ডীয় সৈন্য তাহার দেশের
মধ্যে থাকিবে তত কাল তিনি তাহারদের সঙ্গে অতিমিত্রতা
ব্যবহার করিবেন।

এই সময়ে বোম্বের সৈন্যেরা পুণার অভিমুখে গমন করিতে
ছিল। কর্ণল গডার্ড সাহেব আপন গমনবিষয়ে বারম্বার বোম্বে
তে সমাচার লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহারদেরইহাতে কোন প্র
ত্যুত্তর পান নাই অতএব তাহারদের কল্পনার বিষয় তিনি
অজ্ঞাত ছিলেন কেবল মুদাজী ভোঁসলার বাক্যাদির লক্ষণদ্বারা
অনুভব করিলেন যে বোম্বেস্থ ইংল্লণ্ডীয়েরা পুণার প্রতিকূল
যাত্রা করিয়াছেন অতএব তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া স্বয়ং
পুণাতে যাইতে কল্পনা করিবামাত্র বোম্বেহইতে এক পত্র পাই
লেন যে তুমি অবিলম্বে পুণাতে আইস। মুদাজী ভোঁসলা বুঝি
লেন যে যদি ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন দেশদিয়া যাইতে দিই
তবে পুণানিবাসি মুন্সুদ্দিরদের সহিত বিসম্বাদ হইবেক কিন্তু
যদি তাহারদিগকে গমনপথ না দিই তবে ইংল্লণ্ডীয়েরদের স
হিত কলঙ্ক ঘটবে অতএব ঐ মুদাজী গডার্ড সাহেবকে কহিয়া
পাঠাইলেন তুমি যেপর্য্যন্ত কলিকাতাহইতে নূতন সমাচার না
পাও সেপর্য্যন্ত তোমাকে এখানে থাকিতে আমি পরামর্শ দিই
কিন্তু কর্ণল গডার্ড সাহেব তাহা না মানিয়া ১৬ জানুআরি তারি
খে মর্ম্মদানদী পার হইতে যাত্রা করিলেন এবং বুরহানপুর ও
পুণার অভিমুখগামি মাছাপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন
এবং ২২ তারিখে মোকাম চারবাত্তে পহুছিলেন সেখানে
তিনি বোম্বের সেনাপতিহইতে নানা বিপরীত পত্র পাইয়া কিছু
নিশ্চয় করিতে পারিলেন না যেহেতুক সে পত্র বোম্বেস্থেরদের
বিপৎকালে লেখা গিয়াছিল এই বিপরীত পত্র পাঠ করিয়া
এবং আপনার অবস্থা দেখিয়া তিনি উদ্ভিষ্ট হইলেন।

যেহেতুক তিনি মহারাজ্যদেশের মধ্যে বিপন্ন লোককর্তৃক বেষ্টিত ছিলেন এবং ভাবিলেন যে পুণাতে যদি ইংল্যান্ডীয়েরদের কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে তবে কি জানি মুদাজী ভোঁসলা আমায় বিপন্ন হইবে। অপর বুরহানপুরেতে ৫ ফেব্রুয়ারি তা'র বিখ্যাপ্যন্ত থাকিয়া ঐ দিন মুদাজী ভোঁসলা তাহাকে ইংল্যান্ডীয়েরদের তাবদুরবস্তার সমাচার কহিলেন ইহা। অবগম্যাত্র তিনি তৎপর দিবস সে স্থানহইতে সুরাটে যাইতে নিশ্চয় করিলেন। আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে ইংল্যান্ডীয়েরদের আপৎকালে ঐ মুৎসুদিরা বলাৎকারপূর্বক ইংল্যান্ডীয় সেনাপতির দ্বারা গডার্ড সাহেবের নিকট এক পত্র লেখাইয়া কহিল যে তুমি এখন কদাচ পুণার প্রতি আগমন করিবা না। ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুণাহইতে ঐ পত্র লইয়া এক জন উকীল আসিয়া তাহাকে চলিষু দেখিয়া ঐ পত্র দিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। তাহাতে গডার্ড সাহেব কহিলেন যে আমি বোম্বে'র বড় সাহেবের কর্তৃত্বাধীন নই কলিকাতার গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞাতে বোম্বেতে গমন করিতেছি এবং আমি মহারাজ্যীয়েরদের উপর কিছু অত্যাচার করিব না। অপর তিনি অতিশীঘ্র গমনপূর্বক ৩০ ফেব্রুয়ারি তারিখে সুরাজে উপস্থিত হইলেন এবং গমনকালে তাহার সৈন্যেরা এমত যাথার্থ্যরূপে ব্যবহার করিল যে পথের মধ্যে লোকেরদের কোন শঙ্কা জন্মিল না এবং তাহারদের যে আহারীয় দ্রব্যের প্রয়োজন হইল তাহা মুদার দ্বারা লোকেরদের স্থানে ক্রয় করিল এই সকল সামাচার যখন কলিকাতায় পহঁছিল তখন বড় সাহেব পুণাতে সর্ব্ব কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে কর্নেল গডার্ড সাহেবকে উকীলরূপে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং বোম্বেস্থ সেনাপতির আশ্রয়ার্থে দুরবস্থা কালে পুণানিবাসি মুৎসুদিরদের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিলেন এবং পুরন্দরের পূর্ব্ব সন্ধিপত্রে যে রূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল তদ্রূপ সন্ধিপত্র যদি তাহারা করে তবে তাহাতে সন্মত হইবেন এবং কর্নেল গডার্ড সাহেবকে আজ্ঞা হইল যে যদি তাহারা এই সকল প্রসঙ্গেতে অসন্মত হয়

[১৭ অধ্যায়] [১৭৭২ সাল]

ভাবে তাহারদের সহিত পুনর্যুদ্ধারম্ভ এবং গৈকাবার ও বিরাট রাজারদের সঙ্গে সন্ধি কর ।

ইতোমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে কিছু বিরোধ উপস্থিত হইল এবং তাহারদের পরামর্শেতে কিছু স্থির ছিল না বিশেষতঃ নানা ফরনবিশের সিদ্ধিয়ার সহিত বিরোধ জন্মিল । মহারাষ্ট্রীয়েরা কথায় সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিল বটে বাস্তবিক কোন প্রকরণ স্থির করিল না । অতএব কর্ণল গডার্ড সাহেব ২০ অক্টোবর তারিখে তাহারদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তোমরা যদি এক পক্ষের মধ্যে সন্ধি না কর তবে আমি যুদ্ধে নিশ্চয় পুনঃ প্রবৃত্ত হইব । ২৮ তারিখে তাহারা এই প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিল যে রাঘবাকে ও সালসেট উপদ্বীপ আমারদের হস্তে সমর্পণ না করিলে আমরা কোন বন্দোবস্ত করিব না । ইহাতে জেনরল সাহেব ঐ সন্ধিপত্র রহিত করিয়া আগামি যুদ্ধের কারণ বোম্বের কৌন্সেলীরদের সঙ্গে নিয়ম নির্ধারণ করিতে বোম্বেতে গেলেন ।

ফতেহ সিংহ গৈকাবারের সহিত ইংল্যান্ডীয়েরা সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তিনি এ বিষয়ে অগুসর হইলেন না । ১৭৮০ সালের ২ জানুআরি তারিখে জেনরল গডার্ড সাহেব ইংল্যান্ডীয়দের পক্ষে ফতেহ সিংহকে দৃঢ়করণার্থে এবং দুর্ভয় নামে দুর্গাক্রমণার্থে তাপতী নদী পার হইলেন । ১৯ তারিখে তিনি ঐ দুর্গের সম্মুখবর্তী হইলেন তৎপর দিবস শত্রুরা দুর্গহইতে পলায়ন করিল এবং তিনি দুই লক্ষ টাকা উৎপাদক তক্ষতুর্দিকস্থ দেশ ইংল্যান্ডীয়েরদের নামেতে অধিকার করিলেন । অপর ১৬ জানুআরি তারিখে ফতেহ সিংহ ইংল্যান্ডীয়েরদের উপর বিশ্বাস করিয়া তাহারদের ইচ্ছানুসারে সন্ধি করিল এবং তাহার সঙ্গে কোম্পানির এই নিয়ম হইল যে গুজরাট দেশ তাহারা পরস্পর অর্দ্ধেক করিয়া অংশ করিয়া লইবেন এবং যে ভাগ পূর্বে মহারাষ্ট্রীয়েরদের হস্তে ছিল তাহা কোম্পানির হস্তে পড়িবে । অপর ফতেহ সিংহ আপন ভাব অখ্যাত সৈন্য লইয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিয়া জেনরল গডার্ড সাহেব [১৭ অধ্যায়] ।

ই অহমদাবাদের প্রতি যাত্রা করিয়া ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে সে স্থানে পহঁছিলেন এবং পাঁচ দিবসের মধ্যে নগর আক্রমণ করিলেন। ইতোমধ্যে সিন্ধিয়া ও হোলকার চল্লিশ সহস্র লোক লইয়া সুরাটের অভিমুখে গমন করিতেছিল তাহাতে জেনরল গভার্ড সাহেব অতিবেগগমনপূর্বক ৮ মার্চ তারিখে মোকাম বোদোরার নিকট তাহারদের সম্মুখে পহঁছিলেন এবং সেই রাত্রিতে তাহারদের ছাউনিতে পূর্ব লিখিত জামিন যে দুই জন সাহেব লোক ছিলেন তাহারদের এক জন এই পত্র পাঠাইলেন যে সিন্ধিয়া ইংল্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে ঐক্য করিতে চেষ্টিত আছে তৎপর দিবস সিন্ধিয়া ঐ দুই জামিন সাহেব লোককে ইংল্লণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে ফিরিয়া পাঠাইলেন এবং তাহারদের সঙ্গে উকীলেরদের দ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন যে আমি নানা ফরনবিশেরে বড় ঘৃণা করি এবং স্বতন্ত্র হইয়া ইংল্লণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিতে বাসনা করি। ঐ উকীলের সহিত কথোপকথনে জেনরল গভার্ড সাহেব দেখিলেন যে সিন্ধিয়ার এই ইচ্ছা যে তিনি রাখবাকে স্বহস্তগত করেন এবং তাহার দ্বারা মহা রাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে আপনি পুৰল হন তাহাতে জেনরল গভার্ড সাহেব কোন মতে তাহা স্বীকার করিলেন না এবং তৎসময়েও তিনি ভানিলেন যে সিন্ধিয়া ইংল্লণ্ডীয়েরদের অজ্ঞাতসারে ফতেহসিংহের ভ্রাতা অথচ শত্রু গোবিন্দরাওর সহিত যোগ কারিতেছে অতএব গভার্ড সাহেব তাহার সত্যতাতে বিশ্বাস না করিয়া অনুমান করিলেন যে তাহার কেবল এই অভিপ্রায় যে বর্ষাপর্যন্ত ইংল্লণ্ডীয়েরদের সহিত ভাঁড়াভাঁড়ি করিয়া পরে আপন দেশে পুস্থান করিবে অতএব জেনরল সাহেব বারম্বার তাহাতে যুদ্ধ করাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু ইংল্লণ্ডীয়েরা পুনঃ ছত্ৰ রাখ অগুসর হইলেন এবং একবার তিন পাছে হটিলেন। ৩ এপ্রিল তারিখে চারি হাজার সিপাহী ও চারি শত পদাতিক সৈন্য ও বারটা বৃহৎ তোপ লইয়া তিনি রাত্রিযোগে আপনি ছাউনি হইতে বহির্গত হইলেন। সিন্ধিয়ার ছাউনি তাহার ছাউনি হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ অন্তর ছিল এবং তিনি প্রত্যুষের [১৭ অধ্যায়।] [১৭৮০ সাল।]

পূর্বে তাহারদের ছাউনির মধ্যস্থলপর্য্যন্ত তাহার জাত না হইতে পঁহুছিলেন। তাহাতে বিপক্ষেরা অতিশয় বিবৃত হইল এবং অতিশয় ছাউনি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তি এক উচ্চ স্থানে পলাইল। ইংল্লণ্ডীয়েরা অবিলম্বে তাহারদের উপরে সে স্থানে চড়াউ করিলেন তাহাচ্ছ তাহার সে স্থানহইতে পলায়ন করিয়া রণভূমি ও তক্ষুর্দিক্স্থ প্রদেশ ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তে ত্যাগ করিয়া গেল। অতএব জেনরল গডার্ড সাহেব নানা নগর এবং সমুদ্র অবধি পুণার পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্য দেশ কোম্পানির নামে অধিকার করিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকর বর্ষারম্ভে দেখিয়া স্বদেশে গমন করিল এবং জেনরল গডার্ড সাহেব কতক সৈন্য বোম্বেতে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বার্ষিক বিশ্রামার্থে ছাউনিতে রাখিলেন।

১৭৭৯ সালের নবেম্বর মাসে রাণানামে খ্যাত গোহদের রাজা গবর্ণর জেমরলের নিকট লিখনের দ্বারা এই প্রসঙ্গ করিলেন যে আমরা পরল্পর এই মর্মানুসারে এক সন্ধি করি মহারাক্ষী য়েরদের আক্রমণহইতে তোমরা আমাকে রক্ষা করিবা এবং তোমাদের আমার নিকটস্থ কোন দেশে যখন সঙ্কট উপস্থিত হইবে তখন অগ্নিসৈন্য সাহায্য করিবা। গোহদ দেশ যমুনার তীরে সিন্ধিয়া ও অযোধ্যার রাজার অধিকারের মধ্য বর্ত্তী। এতদ্বিষয়ে কৌন্সেলে পূর্ব্বমতে অনেক বাদানুবাদ হইল কিন্তু শেষে সন্ধি করিতে স্থির হইল। ইতোমধ্যে জেনরল কুট সাহেব ২০ নবেম্বর তারিখে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে মহারাক্ষীয়েরা রাণার দেশোপরি চড়াউ করিয়াছে কিন্তু রাণা যে তাহারদিগকে নিবারণ করে এমন তাহার সামর্থ্য নাই। তাহাতে জেনরল সাহেবের নিকট এই আজ্ঞা প্রেরিত হইল যে ভূমি যেপর্য্যন্ত তাহার সহায়তা করিতে পার তাহা করিবা অতএব তিনি ঐ গোহদের রাণার সাহায্যার্থে ত্রিযুত কাপ্তান পপ্‌হাম সাহেবকে প্রেরণ করিলেন ঐ পপ্‌হাম সাহেব অত্যন্ত সৈন্য লইয়া এবং রাণাকর্তৃক কিস্তিগ্রাহ সহায়তা না পাইয়া গোহদহইতে মহারাক্ষীয়েরদিগকে দূর করিলেন। তাহার

পর সিন্ধু নদী পার হইয়া তাহারদের দেশে গেলেন এবং কচোয়াগড় প্রদেশের রাজধানী লাহার গড়ের ভিত্তিভেদ করিয়া ২১ এপ্রিল তারিখে তাহা হস্তগত করিলেন।

কিন্তু জেনরল কুট সাহেব ও জেনরল গডার্ড সাহেব গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকট ইহা লিখিয়া পাঠাইলেন যে পপ্‌হাম সাহেবের সৈন্য এত অল্প যে তাহাতে কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে না অতএব কানপুর হইতে চারি সহস্র সৈন্য হোলকারের দেশের উপর চড়াউকরণার্থে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দেওয়া গেল ইতোমধ্যে কান্তান পপ্‌হাম সাহেব যুদ্ধানুরাগ ও নৈপুণ্য দর্শাইয়া কচোয়াগড় প্রদেশ সুরক্ষিত করিয়া হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্দাপেক্ষা অতিশয় খ্যাত যে গড় গোয়ালিয়র তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন। সেই গড় গোহদের রাণার অধিকারে বটে কিন্তু তাহার পিতাহইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা হরণ করিয়া তৎকালে সহস্র লোক তাহাতে তৈনাতী রাখিয়াছিল। ঐ দুর্গ তিন ক্রোশ আয়ত এক মহাপর্জতোপরি গুপ্তিত। সে পর্জতের চতুর্দিগ দূরহ ও প্রায় অলঙ্ঘনীয়। হিন্দুস্থানের রাজারা নিত্য বোধ করিত যে কেহই তাহা আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং জেনরল কুট সাহেব আপনি গবর্ণর জেনরলের নিকটে লিখিলেন যে পপ্‌হাম সাহেবের নিকট যে অল্প সৈন্য আছে তাহারা যদি ইহা আক্রমণোদ্যোগ করে তবে আমি তাহা উন্নত কার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিব। তাহা আক্রমণ করণের সঙ্কট দেখিয়া কর্ণল পপ্‌হাম সাহেবের যুদ্ধানুরাগ হইল অতএব তিনি তাহাহইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তর রাইপুরেতে ছাউনি করিলেন এবং আপন চরেরদিগকে কোন লঙ্ঘনীয় স্থানান্ত্রেষণে প্রতিদিন প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অপর তাহারা অনেক অন্ত্রেষণ করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল যে তাহাতে প্রবেশনীয় কেবল এক স্থান আমরা দর্শন করিয়াছি। সে স্থানের নীচের দেওয়াল এগার হাত উচ্চ তাহার উপরে পর্জত ষাট হাত এবং তাহার উপর দ্বিতীয় দেওয়াল। ইহা শুনিয়া ও আগন্তু তারিখে অতিপ্রত্যাষে আক্রমণের ঐ পর্জতোপান্তে পহঁছিল এবং আপনাদের

সিড়ি গোপনে স্থাপন করিয়া একেবারে অসমসাহসপূৰ্ব্বক দেওয়ালের উপর পর্য্যন্ত উঠিল। ইহা দেখিয়া তত্রস্থ সৈন্যেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু পপ্‌হাম সাহেবের লোকেরা সম্মুখরূপে জয়ী হইল। দেওয়াল হইতে দুৰ্গ মধ্যপর্য্যন্ত ইংল্লণ্ডীয়েরদের অতিবেগ গমনেতে দুৰ্গস্থ সৈন্যেরা ভীত হইয়া দুর্গের অন্য দিগের এক দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল। এতদ্রূপ ইংল্লণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ় ও দুরাক্রম এক দুৰ্গ প্রাপ্ত হইলেন মহারাজ্যীয়েরা ইহা দেখিয়া এমত ভীত হইল যে তাহার তদুদ্দিষ্ট দেশ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক সিদ্ধিয়ার নিকটে এতদ্বিষয়ের সমাচার প্রেরণ করিল।

১৮ অধ্যায়।

কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে বঙ্গভূমিতে এই সকল কৰ্ম্ম হইতে কৰ্ম্মশূলতটস্থ মাদ্রাজের অন্তঃপাতি দেশে যে কৰ্ম্ম হইল তাহার উপরে আমরা দৃষ্টিপাত করি।

বঙ্গালাতে যেরূপ ইংল্লণ্ডীয়েরদের পরাক্রম স্থাপিত হইয়া ছিল তাহা হইতে কৰ্ণাট দেশে তাহারদের অবস্থার কিছু বৈলক্ষণ্য হইল। বঙ্গালাতে ইংল্লণ্ডীয়েরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে তাবৎ পরাক্রম তাঁহারদের হস্তগত হইল। কিন্তু কৰ্ণাট দেশে ফুন্সীয়েদের সহিত গত যুদ্ধে তাঁহার মহম্মদ আলীর নামে যুদ্ধ করিলেন এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে তাঁহার তাঁহাকে তদ্রূপ শের রাজার ন্যায় স্বীকার করিলেন। অতএব তাবৎ রাজ্যের ব্যাপার অর্থাৎ নিজামতী ও দেওয়ানী কৰ্ম্ম সমস্তই তাঁহার হাতে রহিল এবং কোম্পানি প্রায় তাঁহার হস্তের ন্যায় থাকিলেন। ১৭৫০ সালে মাদ্রাজের চতুর্দিকস্থ কএক পরগনা জায়গীরস্বরূপ ইংল্লণ্ডীয়ের দিগকে দেওয়া গিয়াছিল এতদ্ভিন্ন উক্ত রীয় চারসরকার নামে খ্যাত সমুদ্রতটস্থ কএক প্রদেশ অধিকারস্বরূপ ১৭৬৫ সালে বাদশাহের স্থানে তাঁহার পাইলেন।

কিন্তু যে রাজ্যের উপর মহম্মদ আলী রাজ্যরূপে স্থাপিত হই

লেন সে দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না এবং ইংল্লণ্ডীয়েরা দেখিলেন যে তাঁহার কদর্যা সিপাহীর হাতে দেশ রক্ষণের ভারাপণ না করিয়া বরং আপনারদের সৈন্যদ্বারা দেশ রক্ষা করিতে হইবেক এই নিমিত্ত ইংল্লণ্ডীয়েরা বারম্বার নবাবকে কহিলেন যে যুদ্ধবিষয়ে দেশ রক্ষার ভার আমারদের হস্তে দিতেই হইবেক এবং তাঁহার ব্যয়ের নিমিত্ত রাজস্বের এক অংশ স্বতন্ত্র রাখিতে হইবেক। নবাব ইংল্লণ্ডীয়েরদের হস্তে দেশরক্ষণের ভার সমর্পণকরণেতে একেবারে কোম্পানির বশীভূত হইলেন যেহেতুক তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে লাগিলেন কিন্তু নবাব তাঁহারদের অনুমতিব্যতিরেকে কিছু করিতে পারিতেন না। অল্প কালের মধ্যে দেখা গেল যে কর্ণাট দেশের রাজস্ব ব্যয়হইতে অনেক ন্যূন। গত যুদ্ধেতে দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং সে দুঃখহইতে দেশ উত্তীর্ণ না হইতে বাদশাহের অনেক কর লওয়াতে প্রজারদের অধিক দুঃখ হইল অতএব রাজকরের অকুলানহওয়াতে সুতরাং কর করিতে হইল এবং নবাবের আবশ্যক জানিয়া লোকেরা অধিক সুদ চাহিল এবং টাকা দিবার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে নবাব নগত টাকা দিতে না পারিয়া দেশের রাজস্বের উপর বরাত দিলেন। তাহাতে নবাব সাহেব আপনি ভারগুস্ত হইলেন এবং মহাজনেরদের দ্বারা রাজস্ব তহসীলেতে প্রজারদের অশেষ দুরবস্থা হইতে লাগিল।

১৭৬৯ সালে হযদর আলীর সহিত ইংল্লণ্ডীয়েরদের যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল তাহার দ্বিতীয় প্রকরণে ইহা লিখিত ছিল যে আমরা পরস্পর সহায়তা করিব এবং সহকারি সৈন্যের বেতন উপকৃত ব্যক্তি দিবেন সৈন্যের ব্যয় কত করিয়া দিতে হইবেক তাহাও ঐ সন্ধিপত্রে নিশ্চয় করিয়া লেখা ছিল। তৎসময়ে হযদর আলী ঐ সহায়তাপ্রাপ্তির বিষয়ে এমত ব্যগ্ন ছিলেন যে তাহা ইংল্লণ্ডীয়েরা না করিলে তিনি কদাচ সন্ধি করিতেন না ইতোমধ্যে হযদর আলী ইংল্লণ্ডীয়েরদের নিকট লিখিয়া

পাঠাইলেন যে জানোজী ভোসলা এবং তোমরা ও আমি এই তিনেতে মিলিয়া এক সন্ধি করিলে উপকার দর্শিবেক। তিনি আরো তাঁহারদিগকে জানাইলেন যে মাধুরাও পোসোয়া দুইবৎ সরগত হইল। আমার হাতহইতে যে অধিকার কাড়িয়া লইয়া ছিলেন তাহা পুনর্গৃহণেচ্ছা করি। অতএব তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যে তোমাদের কতক সৈন্য আমার নিকটে প্রেরণ কর যে তাহারা সকলেই জ্ঞাত হয় যে আমারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি আছে। ইংল্যান্ডীয়েরা কহিলেন যে সন্ধিপত্রেতে এরূপ লেখা নাই এবং তোমার নিকটে সৈন্য এই কার্যার্থে পাঠাইলে মহারাক্ষীরদের সহিত ইচ্ছা আমারদের বিরোধ জন্মিবে।

১৭৭০ সালে মহারাক্ষীরেয়া হয়দরআলীর দেশের উপর আক্রমণ করিল এবং তিনি পুনর্বার ইংল্যান্ডীয়েরদের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন যে যদি আমার নিকটে অধিক সৈন্য প্রেরণ কর তবে আমি তিন লক্ষ টাকা তোমারদিগকে দিব কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরা কোন মতে তাঁহার নিকট সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিলেন না ইতোমধ্যে মহারাক্ষীরেয়া হয়দরআলীকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে লাগিল এবং তাঁহার সকল রাজ্য আ পুনরাজ্যের সহিত সঙ্গীলিতকরণের ইচ্ছা দর্শাইল। এবং হয়দরআলীর মাঠস্থ তাবৎ ভূমি পরিত্যাগপূর্বক দুর্গমধ্যে আ পনাকে রুদ্ধ করিতে আবশ্যক হইল ইতোমধ্যে মহারাক্ষীরেয়া ইংল্যান্ডীয়েরদের সহকারিতাপাওনের নিমিত্তে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল তাহারদের সৈন্যের বাহুল্যেতে তাহারা মাঠস্থ তাবৎ ভূমি অধিকার করিয়াছিল কিন্তু হয়দরআলীর দুর্গের উপর কিছুই করিতে পারিল না কিন্তু তাহারা দেখিল যে অল্প কালের মধ্যে আমারদের আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইলে মৃতরাং আমারদিগের স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে ইংল্যান্ডীয়েরা অতিদূর দুর্গ এমত অত্যল্প কালেতে আয়ত্ত করিতেন যে সেই জাদুগিরির কার্য বোধ হইত অতএব মহারাক্ষীরেয়া আপনাদের সহায়তাকরণার্থে সেই আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রার্থনা করিল। ইহাতে ইংল্যান্ডীয়েরা ঘোর দায়ে পড়িলেন যেহেতুক যদি তা

৩০২ মহারাষ্ট্রীয়েরা হুয়দরের দেশে চড়াউ করে ।

হার। মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহায়তা করেন তবে হুয়দরআলী এ কেবারে নষ্ট হন কিন্তু কোনমতে তাঁহারদের ইচ্ছা ছিল না যে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহারদের নিকটবাসী হয়। যদি তাঁহার হুয়দরআলীর পক্ষপাতী হন তবে সর্বদা মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক এবং সে সকল যুদ্ধের দাঁওয়া ও ব্যয় ও আহারীয় দ্রব্যাদি তাবৎ বিষয়ের দায় চেষ্টিতে হইবেক। যদি তাঁহার কাহার পক্ষপাতী না হন তবে হুয়দরআলী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা উভয়েই বিরক্ত হইবে এবং শেষে যে ব্যক্তি জয়ী হয় সে অবশ্য কর্ণাট দেশের উপরে আপন ক্রোধ অভিষেক করিবে এই সকল বিষয়ের বিবেচনানন্তর তাঁহার শেষে এই পথ সুগম দেখিলেন যে কাহার সহিত ঐক্য না করিয়া স্বতন্ত্র থাক। ভাল এবং কেবল যখন না করিলে নয় এমনত সপথে অস্ত্র ধারণ করিবেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দেশ জয় করিতে কিছু জুটি করিল না নবেম্বর মাসে তাহার প্রধান দুর্গব্যতিরিক্ত তাবৎ মহিসূর দেশ হস্তগত করিয়া কর্ণাটের সীমাপর্য্যন্ত আইল এবং সে দেশে যে প্রবেশ করিবে এমনত জানাইল এবং ইংল্যান্ডীয়েরা ভয় করিলেন যে জানুআরি মাসে যখন ক্ষেত্রেতে শস্য সুপক্ব হইবেক তখন তাহার আসিয়া আক্রমণ করিবেক তথাপি ইংল্যান্ডীয়েরা তাহারদের পক্ষপাতী থাকনের মজ্জনা ত্যাগ করিলেন না কিন্তু উপযুক্ত স্থানেতে আপনারদের সৈন্য রাখিয়া কোন ভারি আপদ নিবারণার্থে আপনারদিগকে সসজ্জ রাখিলেন কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা এমনত নীচাবাক্য কহিয়াও কর্ণাট দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাস্তবিক কিছু ইচ্ছা করে নাই তাহার। এই ভয় করিল যে আমরা যদি কর্ণাট দেশে চড়াউ করি তবে হুয়দরআলী তৎক্ষণাৎ ইংল্যান্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিবেন ও হুয়দরআলী আপন দুর্গের মধ্যে থাকিয়াও পুনঃ অস্ত্র সৈন্য লইয়া তাহারদের উপর বারবার আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে বিরক্ত করিবেন এবং এসময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরদের লুণ্ঠিতে মহিসূর দেশ এমত শূন্য হইল যে তাহারদের আহারীয় দ্রব্যের অল্পতা হইতে লাগিল অতএব তাহার। সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল

[১৮ অধ্যায় ।]

[১৭৭০ সাল ।]

এবং জুলাই মাসে হয়দর আলীর টাকা দণ্ড করিয়া দেশে চলি যা গেল।

অপর তঞ্জাউরের রাজার সঙ্গে নবাব ও ইংল্যান্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইল। যখন নবাব আপন কোষ শূন্য দেখিলেন তখন তিনি চতুর্দিক দৃষ্টি করিয়া অবশেষে তঞ্জাউরের রাজার ন্যস্ত ধনের প্রতি লক্ষ্য হইয়া সে ধন হস্তগত করিতে ছলা স্বেষণ করিতে লাগিলেন। হয়দরের সহিত শেষ যুদ্ধসময়ে তঞ্জাউরের রাজা যে ধন ও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা নবাবের অপেক্ষা নূন ছিল এবং তঞ্জাউরের রাজা যে হয়দরের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার সহকারিতাকীকার করি যাছিলেন ইহাও নবাব নিশ্চয়রূপে জানিলেন। এবং তাহার এই ভ্রুটি দেখিয়া নবাব তাহাকে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিফল দিতে সমর্থ ছিলেন না যে হেতুক ইহার পূর্বে হয়দরের সহিত যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল তাহাতে তঞ্জাউরের রাজা গৃহীত হইয়া সন্ধিপত্রের অংশী হই লেন।

তঞ্জাউরের রাজার উপর নবাব এতদ্রূপে দাওয়া করিলে রাজা এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে আমার যে ধনাপবাদ আছে সে সকলই কল্পিত বরং এই যুদ্ধেতে আমি ঋণগুস্ত হইয়াছি অতএব আমার প্রার্থনা এই যে অনুগ্রহপূর্বক আমার দেনার কতক ক্ষমা করেন অথবা সঙ্গতানুসারে কালক্রমে আপনি লন।

১৭৭১ সালে মাদ্রাজের বড় সাহেব ও কোমেন্সলী সাহেবেরা শুনিলেন যে আপনারদের নিকটস্থ সানপতি পলিগার নামে এক জন জমিদারের উপরে তঞ্জাউরের রাজা আক্রমণ করিতে প্রস্থান করিতেছে অতএব তাহার ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজার নিকটে ইহা লিখিলেন যে ঐ পলিগার নবাবের এক জন প্রজা এবং নবাবের সহিত রাজার যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল পলিগারের সহিত যুদ্ধ হইলে সে সন্ধির অন্যথা হয়। রাজা কহিলেন ঐ পলিগার যে প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ হানা মাস্তা গুদি সেই দেশ সন্ধিসময়ে তঞ্জাউরের অধিকারের মধ্যে ছিল

এবং যখন আমার সৈন্য নবাবের সাহায্য করিবার কারণে
মন করিয়াছিল তখন ঐ পলিগার অন্যান্যপূর্বক সেই দেশ
অধিকার করিয়াছিল রাজা আরো কহিলেন যে আমার ভর
সা ছিল যে নবাব ঐ দেশ আমাকে ফিরিয়া দিতেও পলিগা
রকে আজ্ঞা দিবেন এবং তদ্বিষয়ে আমিও নবাবকে পত্র লিখি
য়াছিলাম কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। আরো যখন জন
পথে আমার হস্তা নেগাপটমহইতে আসিতেছিল তখন সেই
পলিগার বংশীয় নালকুটী নামক এক জন ইহা কহিয়া আমার
তাবৎ হস্তা অপহরণ করিয়াছিল যে ঝড়েতে জাহাজ ডুবি হইয়া
তাবৎ হস্তা মারা পড়িয়াছে অতএব যদি সেই সেনাপতি পলি
গার আমার দেশ অধিকার করে এবং নালকুটী পলিগার আ
মার হস্তিসকল অপহরণ করে ও অন্য লোক আমার দেশ
নষ্ট করে তবে আমি তাহারদিগকে নিষেধ না করিলে আমার
প্রজারদের মধ্যে আমার কি সম্মান থাকে।

নবাব ইহা কিছু না শুনিয়া বরং মাস্তাজহ সাহেব লোকের
দের নিকট ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে রাজা আমার অধীন
কিন্তু সংপ্রতি আমার আজ্ঞাতিক্রম করিতেছে তন্নিমিত্তে এক্ষণে
যদি তাহাকে দমন করা না যায় তবে আমার তাবৎ সম্মান
একেবারে লুপ্ত হইবেক। অতএব আমি এই প্রার্থনা করি যে
তোমরা তাহার প্রতিকূলে আমার পক্ষে যুদ্ধ কর তাহাতে ইং
গ্লেণ্ডীয় সাহেব লোকেরা দুই সপ্তকে পড়িলেন এক পক্ষে তাঁহারা
ভাবিলেন যে যদি আমরা নবাবের সহকারিতা না করি তবে হ
ইতে পারে যে ইংগ্লেণ্ডে আমরা তিরস্কৃত হইব কিন্তু অন্য পক্ষে
তাঁহারা দেখিলেন যে আপনারদের অর্থ নাই এবং নবাব যে
কিছু টাকা বাহির করিয়া দিবেন ইহাও সম্ভব নয় এবং
যদি তাঁহারা নবাবের সহিত সৈন্য তঞ্জাবীর প্রতি যাত্রা ক
রেন তবে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহারদের দেশ শূন্য দেখিয়া তদুপ
রি চড়াউ করিতেও পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়া কোন্সে
লী সাহেবেরা এই স্থির করিলেন যে তাবৎ যুদ্ধদ্রব্য ও সৈন্য ত্রি
চিনাপল্লিতে প্রেরণ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকা যাউক এবং

১২ জুন তারিখে উপযুক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম জিচিনাপল্লীতে সংগৃহীত হইলে যুদ্ধে অমৃত ব্যাণু নবাব হঠাৎ তাহাইতে বিরত হইলেন এবং ইংল্যান্ডীয়েরা যে রাজার উপরে চড়াউ করেন ইহাতে বিমতি দিলেন। তাহার কল্পনার পরিবর্তনের এই কারণ জানাইলেন যে যুদ্ধের খরচ এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংল্যান্ডীয়েরদের অবর্ত্তমানে যে চড়াউ করে এই দুই বিষয়ে ভয়াপন্ন আছে। ইংল্যান্ডীয়েরা তাহার কল্পনার অন্যথা হওনে অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন এবং মনে এই বোধ করিলেন যে যেমত ইহার পূর্বে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে সন্ধি করাওনের পরামর্শের কল্প করিয়াছিলেন তেমন এই সময়ে তদ্বিষয়ে ইত্যাশ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের আপনার অধিকারের উপরে চড়াউ করণে কোন কারণ দিতে চাহিলেন না।

২৪ জুলাই তারিখে মাদ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরাইহা নিশ্চয় করিলেন যে তজ্জাউরের রাজার বিপরীতে যুদ্ধকরণ পরামর্শনীয় কিন্তু তাহার সঙ্গে মিত্রভাবে নিষ্কাশিত করা তাহাইতে পরামর্শ্য এবং সেই মিত্রভাবে নিষ্কাশিত করার ভার নবাবের হস্তে অর্পিত হইলে ভাল হয়। তদ্বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইলে রাজা কহিলেন যে নবাবের সঙ্গে আমার যে সকল বিরোধ আছে তাহা কোম্পানির হস্তে অর্পণ করিয়াছি। কোম্পানির অঙ্গীকারের উপরে আমি বিশ্বাস করিতে পারি কিন্তু ইংল্যান্ডীয়েরা জামিন না হইলে নবাবের কোন কথাতে বিশ্বাস করিতে পারিব না।

২৯ জুলাই তারিখে নবাবের দাওয়া মান্দাজহু রাজার উকীলের নিকটে প্রস্তাব হইল তিনি আপন প্রভুহইতে তদ্বিষয়ের হুকুম পাওনের নিমিত্তে ১৫। ২০ দিন মিয়াদ প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে যে বিলম্ব না হয় একারণ নবাব এই প্রসঙ্গ করিলেন যে আমি আপন দুই পুত্রকে জিচিনাপল্লীতে প্রেরণ করি তাহারদের মধ্যে উমদউল উমরা সামের যে সকল কার্য্য তাহার নিষ্কাশিত করিবেন এবং মাদর উল মুলুক সৈন্যের সকল দুর্বা যোগাইবেন। অপর এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে তজ্জাউর যদি

পরাজিত হয় তবে তাহা লইয়া কি করিতে হইবে। কৌন্সেলী সাহেবেবরা ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে নবাব সেই দেশ কেবল স্বহস্তগত করণার্থে যুদ্ধে ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছেন এবং তঞ্জাবীর ইংল্যান্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে না হওনার্থে তিনি যথাসাধ্য মনোযোগ করিবেন। পরাজিত তঞ্জাবীর দেশ তাঁহাকে দিবার নিমিত্তে ১০ দশ লক্ষ পাগোড়া অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ইংল্যান্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকার করিলেন। কৌন্সেলী সাহেবেবরা এ বিষয়ের নিষ্ফলি ইংল্যান্ড দেশের কোর্টআফ ডাইরেক্টর্স সাহেবেবদের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিলেন কিন্তু ইহাতে নবাব কদাচ স্বীকৃত না হওয়াতে তাঁহা রা অগত্যা তাঁহার মতানুযায়ি কার্য্য করিতে নিশ্চয় করিলেন। সেপ্তেম্বর মাসের শুরুপক্ষে উমদৎ উল উমর। ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে শক্তি প্রকাশব্যতিরেকে রাজাকে কোন প্রকারে বশীভূত করা যায় না। ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে আক্রমণকরণার্থে সৈন্য প্রস্তুত হইল কিন্তু নবাবের দ্বিতীয় পুত্র সকল বিষয়ে এমনত শৈথিল্য করিয়াছিলেন যে ছাউনির মধ্যে এক দিবসের অধিক তগুল পাওয়া গেল না।

ইহাতে জেনরল সাহেব অতিশয় মনোযোগ করিয়া কেলস নামক তঞ্জাবীরের মহাগড়ের সম্মুখে ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে পঁছ ছিলেন কিন্তু সেপ্তেম্বর মাসের বিশতি তারিখের পূর্বে সেস্থানে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তদ্বিবসের বৈকালের তিন ঘণ্টার সময়ে বিপক্ষেরা গড় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ২৩ তারিখে ইংল্যান্ডীয়েরা তঞ্জাবীরের সম্মুখে পঁছ ছিলেন। ২২ তারিখে তাহারা চড়াউ করিতে আরম্ভ করিলে বিপক্ষেরা গড় হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাদের উপরে আক্রমণ করিল কিন্তু তাহারা পরাজিত হইল। ইংল্যান্ডীয়েরদের কার্য্য অতি ধীরে চলিতে লাগিল। ২৭ অক্টোবর তারিখে এই সমাচার ইংল্যান্ডীয় সেনাপতিকে দেওয়া গেল যে গড়ের ভিত্তিতে যৈ ভেদ হইয়াছে তাহা প্রবেশনীয়। সেই দিবসে রাজা নবাবের সহিত এইরূপ সন্ধিপত্র করিলেন যে শেহসেনর বকেয়া আট লক্ষ

টাকা এবং যুদ্ধের খরচ ৩০ লক্ষ টাকা দিব এবং মারো আড়হইতে যে দেশ লুণ্ঠ হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দিব এবং আপন সৈন্য লইয়া তোমার সকল যুদ্ধে তোমার সহায়তা করিব। অপর লুণ্ঠের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। উমদ-উল উমরা লুণ্ঠের পরিবর্তে সৈন্যেরদিগকে কতক টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু তাহাতে সৈন্যেরা সম্মত না হওয়াতে তিনি নগর আক্রান্ত হওনের পূর্বে জয়কারকেরদের আশা ভুঙ্গ করিয়া সন্ধিপত্রে সই করিলেন। মাদ্রাজের বড় সাহেব নগরাক্রমণের সম্বাদে অপেক্ষা করতঃ সন্ধি হওনের বিষয়ের সম্বাদ পাইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং তিনি ও কৌন্সেলী সাহেবেরা যুদ্ধোপলক্ষে আপনাদেরদিগকে সুসজ্জিত করিতে নিশ্চয় করিলেন ও বেলমগড় তাহারদের আজ্ঞাব্যতিরেকে রাজাকে ফিরিয়া দিতে নিষেধ করিলেন। রাজা যে যে অলঙ্কারাদি দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা দিতে বিলম্ব করিলে সৈন্যেরা আপনাদের তোপ পুতুলের তঞ্জাউরের উপরে নিঃশ্রেণ করিতে লাগিল এবং রাজা আপনাকে উপায়হীন দেখিয়া বেলমগড় এবং কৈলাদি ও ইলাঙ্গাদ প্রদেশ দিতে স্বীকার করিলেন।

তঞ্জাউরের রাজার সঙ্গে সকল বিভ্রাট মিটাওনের পূর্বে নবাব মারোআড় দেশস্থ দুই জন পলিগারকে বশীভূত করণার্থে কোম্পানির নিকটে দরখাস্ত করিলেন।

কৌন্সেলী সাহেবেরা সেই উদ্যোগ করিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু বর্ষারম্ভপ্রযুক্ত তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল অতএব তাহারদের প্রতিকূলে গমনার্থে ত্রিচিনাপল্লীতে সৈন্যেরদিগকে প্রস্তুত করা গেল।

মারোআড়েরদের কেবল এই এক দোষ ছিল যে তাহারা তঞ্জাউরের যুদ্ধে কোন সহকারি সৈন্য প্রেরণ করে নাই এবং নবাব তাহারদের উপরে যে টাকার দাওয়া করিয়াছিলেন সেই টাকা তাহারা দেয় নাই। বড় সাহেব আপনি ইহা বিবেচনা করিলেন যে নবাবের তাহারদের উপরে যে দাওয়া তাহা অযথার্থ কিন্তু মারোআড়ের দুই অধ্যক্ষ শত্রুর মাধ্যগণ্য

হইয়াছে অতএব তাহারদিগের দমন করা অবশ্যকর্তব্য তাহারদের সহিত ইংলুণ্ডীয়েরদিগকে নবাব-যে যুদ্ধকরণে উত্তেজনা করিলেন তাহার কারণ এই যে তিনিবাতিরেকে দেশের মধ্যে আর কেহ পরাক্রান্ত না থাকে কিন্তু বড় সাহেব কেবল এই কল্পনাতে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন যে পলিগারেরা এইমত দুর্বল হয় যে উত্তরকালে কিছু সংশয় জন্মাইতে না পারে।

১৭৭২ সালের ১২ মে তারিখে ১২০ জন গোলেন্দাজ ও ৪০০ ইউরোপীয় পদাতিক ও ৩০০০ সিপাহী ও ভিত্তিভেদক ৬ তোপ ও তর্জাতিরেকে কতক অস্বারতৃ সিপাহী ত্রিচিনাপল্লী হইতে মারোআড়ের প্রতিকূলে গমন করিল উমদউল উমরা নবাবের প্রতিনিধিস্বরূপ সৈন্যেরদের সঙ্গে গমন করিলেন কিন্তু যাত্রাকরণের পূর্বে ইহা নিশ্চয় হইল যে তঞ্জাবীরের রাজার সম্মুখে যেরূপ সন্ধিপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন এখানে তৈমন না দেন। ২৮ মে তারিখে মহামারোআড়ের রাজধানীর উপরে তোপ ফেপ করিতে আরম্ভ হইল। উমদউল উমরা এবং ইংলুণ্ডীয়েরা উভয়ে পলিগারের নিকটে সন্ধির নিয়ম প্রস্তাব করিলেন কিন্তু পলিগার তাহা কদাচ স্বীকার করিল না ইহাতে ইংলুণ্ডীয়েরা সেই স্থানের উপরে তোপ ফেপ করিতে লাগিলেন তাহারদের অল্প ক্ষতিহওনের পর সেই স্থান হস্তগত হইল এবং সেই যুবা পলিগার ও তাহার দেওয়ান ইংলুণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল উমদউল উমরা সেই নগরের লুচের বিষয়ে ইংলুণ্ডীয়েরদের সঙ্গে চুক্তি করিলেন।

১৫ জুন তারিখে মহাপলিগারের দেশের মধ্যের সকল স্থান আয়ত্ত হইল। তাহার পর দিবসে সৈন্যেরা ক্ষুদ্র পলিগারের অভিমুখে যাত্রা করিল তাহার প্রভু কারাকোইলনামক গড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংলুণ্ডীয়েরা সেই স্থানের সম্মুখবর্তী হইলে তাহার। অন্য দিগের বক্রপথ দিয়া তাহারদের উপরে আক্রমণকরণার্থে সৈন্যের এক অংশ প্রেরণ করিল ইতোমধ্যে সেই পলিগার বিনত হইল এবং পূর্ষ প্রেরিত সেই সৈন্যেরদি

গকে নিবারণ করণার্থে ইংল্যান্ডীয়রা এক দূত প্রেরণ করিলেন সেই দূত পথের মধ্যে বিলম্ব করিল এই প্রযুক্ত পলিগার যে সময়ে বিনত হুওনের উপলক্ষে নিশ্চিন্তুরূপে গড়ের মধ্যে ছিল এমন সময়ে সেই সৈন্যের অধ্যক্ষ সৈন্য সেই গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিলেন এবং সেই উদ্যোগে পলিগার হত হইল। নবাব আক্রমকেরদিগকে অনেক টাকা প্রদান করিয়া সেই স্থানের লুণ্ঠ আপনি লইলেন কিন্তু পরাজিত দেশের বন্দোবস্তে অনেক শঙ্কা জন্মিতে লাগিল। নবাব, যেরূপে দেশের বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন সেইরূপ হইলে অতিশয় অত্যাচার জন্মিত অতএব ইংল্যান্ডীয় সেনাপতি তাহাতে অংশি হুওনের অধিক অনিচ্ছুক হইলেন তাহাতে তাবদেশ একেবারে প্রতিবাদিত হইল এবং গ্রাম লুণ্ঠ ও দাহ করিতে এবং তাহার মধ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত করিতে এবং স্ত্রী ও বালকেরদিগকে বন্দী করিতে আদেশ দিয়া হইল।

মাস্তাজ্জহ বড় সাহেব অতিশয় গোপপূর্বক অনুভূত করিলেন যে যদ্বারা আমরা সমুদ্র ও নিশ্চয়রূপে এই বিষয়েতে কার্য্য করি এমনত ইংল্যান্ড দেশ হইতে আমরা কোন আজ্ঞাপ্রাপ্ত হই নাই। তাঁহারদের উপরে কেবল এই হুকুম ছিল যে তোমরা নবাবের সহায়তা করিবা এবং তিনি যে অন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন ইহা জানিয়াও তাঁহারদের অগত্যা তজ্জাউর দেশ জয় করণে এবং তাহার পর মারোআড় দেশ জয় করণে তাঁহার সহায়তা করিতে হইল। এবং নবাব কর্ম্মের গতিকে এই সুযোগ দেখিয়া মনে ভাবিলেন যে স্বদেশের মধ্যে তজ্জাউর দেশ সংযোগ করণ বহুকালাবধি যে ইচ্ছা ছিল তাহা সফল করণের সময় এখন হইয়াছে।

১৭৭৩ সালের জুন মাসের মধ্যকালে মাস্তাজ্জহ বড় সাহেবের সঙ্গে নবাবের সন্ধি হইল। তৎসময়ে নবাব অভিযোগ করিলেন যে তজ্জাউরের রাজার স্থানে আমার দশ লক্ষ টাকা পাওনা আছে এবং আর কহিলেন যে রাজা মহারাজীর্ষ ও ইয়দর আলীর সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে অপর তিনি কহিলেন যে

রাজাকে বশীভূতকরণের কল্প আমার হইয়াছে।। পুনশ্চ অন্য একবার সাক্ষাৎ হওনসময়ে তিনি কহিলেন, যে যদি কোম্পানি ইহাতে সহায়তা করেন এবং উভয়ে কৃতকার্য হই তবে কোম্পানিকে দশ লক্ষ পাগোডা দিব। বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ ইহা মনে করিলেন যে যদি আমরা এই উদ্যোগের মধ্যে যাই তবে হয়দর আলী ও মহারাক্টু সহিয়া কি করিব। নবাব কহিলেন হয়দরের সহিত মিত্রতা করিতে হইবে কিন্তু মহারাক্টুয়ের। আমার পক্ষপাতী নহে এবং তঞ্জাবীর দমনকরণে আমরা কৃতার্থ হই বা না হই তথাপি তাহারা আমার বিপক্ষে থাকিবে কিন্তু ইচ্ছা হইয়া যদি আপনার ও হয়দরের ও আমার সঙ্গে একা হয় তবে মহারাক্টুয়েরদিগকে কৃষ্ণা নদীর ওপারে স্থগিত করিয়া রাখিতে পারিব। ২২ জুন তারিখে সেই সকল বিষয় মান্দ্রাজের কোম্পানী সাহেবেরদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহারা বাকী থা জানার বিষয়ে নবাব যে দাওয়া করিয়াছিলেন তাহার পক্ষে একবার দৃষ্টিও করিলেন না। রাজা যে অন্য লোকেরদের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে তাহারা কহিলেন যে ইহা যদি সত্য হয় তবে ইহাতে রাজা দৃশ্যনীয় নহেন যেহেতুক তঞ্জাবীর জয়করণে নবাব নিত্য রাখিতেছেন অতএব রাজা যে তাহার চতুর্দিকনিবাসি অন্য২ পরাক্রান্তের দ্বারা আপনাকে মূঢ় করেন ইহা অসম্ভব নহে। তিনি যে এইরূপ উদ্যোগ করিতেছেন ইহা মান্দ্রাজস্থ বড় সাহেব উত্তমরূপে অবগত হইলেন। বকেয়া প্রাজানার বিষয়ে নবাবের দাওয়া যে তাহারা হেয় জ্ঞান করিলেন ইহার এক প্রধান কারণ দেখা গেল যে যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নবাব তাহার স্থানে কমিয়া লন তাহার মধ্যে সাড়ে বার লক্ষ টাকা তিনি নগদ দেন এবং দেওয়ানী ও ইলক্ট্রীর দের স্থানে আপনার অলঙ্কার ও ভূমি বস্তুক রাখিয়া এত টাকা দেন যে তাহাতে কেবল দশ লক্ষ টাকা বাকী থাকে।

তথাপি ইহা কহিয়া মান্দ্রাজের বড় সাহেব তঞ্জাবীর রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন যে বিপক্ষ যদি দেশে উপস্থিত হয় তবে রাজা তাহার সঙ্গে মিলিবেন অতএব এমত

শত্রু জয়্যাইতে পারিবেন যে রাজা তাঁহাকে দেশের মধ্যে অস্থি-
স্থিতি করিতে দৈওয়া অনুপযুক্ত। মান্দ্রাজের বড় সাহেব আর
ইহা ভাবিলেন যে রাজার প্রতিকূলে আমরা যে উদ্যোগ করি-
ব তাহাতে বড় সৎপয় জন্মিবে না যেহেতুক ইয়দর আলী আ-
পনার কার্য্যে এইমত বাস্তব আছেন যে তিনি ইচ্ছা ইংল্লণ্ডীয়ের
দিগকে আপনার শত্রু করিবেন না এবং মহারাজ্যীয়েরা যখন
সুযোগ দেখিবে তখন দেশের মধ্যে আক্রমণ করিবে।

প্রথমতঃ মান্দ্রাজের বড় সাহেব নবাবের সঙ্গে এই নিয়ম ক-
রিলেন যে তিনি যুদ্ধের তাবৎ খরচের টাকা ইয়দর নগদ নতুকা
মাতবর বরাং দিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি সকল আবশ্যক দ্রব্য যো-
গাইয়া দিবেন তৃতীয়তঃ তিনি সাত হাজার সিপাহীর বেতন
না দিয়া দশ সহস্রের বেতন দিবেন।

নবাবের এই রীতি ছিল যে যখন তিনি ইংল্লণ্ডীয়েরদিগকে
অনুদ্যোগী দেখিতেন তখন তিনি আপনার কল্পের বিষয়ে অ-
তিশয় বাস্তব হইতেন কিন্তু যখন তিনি তাঁহারদিগকে কোন বি-
ষয়ে সচেষ্ট দেখিতেন তখন তিনি ইচ্ছিতেন এই সময়ে এইরূপ
হইল। তিনি কহিলেন আমি এ বিষয়ে বড় চেষ্টান্বিত নই অ-
পর অনেক বিচারের পর তিনি ইংল্লণ্ডীয়েরদের নিয়ম স্বীকার
করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে এই স্থির হইল যে যেপর্য্যন্ত রা-
জাকে দম্বন্ধকরণ বিষয়ে আমরা নির্ভরসা না হই সেপর্য্যন্ত
সন্ধি করা যাইবে না নবাব সৈন্যেরদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ক-
রিলেন যে তোমরা যদি দেশ দখল করিয়া লুণ্ঠ কর তবে আমি
তাহা লইব এবং তাহার পরিবর্তে তোমাদেরদিগকে নগদ টাকা
দিব। ৩ আগস্তু তারিখে ইংল্লণ্ডীয় সৈন্য ত্রিচিনাপল্লীহইতে
প্রস্থান করিল এবং ৬ তারিখে তাহারা তুঙ্গাউরের অঞ্চলে পঁ-
হু ছিল ১৩ তারিখে তুঙ্গাউরের রাজা নবাবের দাওয়ার অধী-
নাথ্যবোধক এক পত্র ইংল্লণ্ডীয়েরদের নিকটে পাঠাইলেন
কিন্তু ইংল্লণ্ডীয়েরা তাহাতে কিছু মনোযোগ করিলেন না।
২০ তারিখে ইংল্লণ্ডীয়েরা তুঙ্গাউরের সম্মুখে পঁহু ছিলে ২৭
তারিখে তাহারা সেই স্থানের প্রতিকূলে আপনারদের তোপ

চালাইতে লাগিলেন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডীয়েরা স্থান দখলকরণের অনেক উপায় করিলেন। ১৬ তারিখে ভিত্তির মধ্যে ৮ হাত চৌড়া এক ভেদ হইয়াছিল এবং সেই ভেদেতে ইংলণ্ডীয়েরা যে প্রবেশ না করেন এতদ্ব্যতীত নগরস্থ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকিল। কিন্তু সে সময় গত হইলে বিপাকেরা মনে করিল যে সে দিবসে ইংলণ্ডীয়েরা আর আক্রমণ করিবেন না ইহাতে তাহারা আরাম করিতে লাগিল কিন্তু মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্য অতিশয় প্রখর হইলে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি আপন সৈন্যেরদিগকে আক্রমণকরণার্থে আন্তঃ লইয়া গেলেন। তাহারা অপ্রতিবন্ধকরূপে প্রবেশ করিয়া সেই ক্রিয়াতে সঙ্গীনরূপে কৃতার্থ হইলেন এবং রাজা ও তাঁহার পরিবারেরা গড়ে ধৃত হইলেন।

ইলণ্ডীয়েরা রাজাকে যে টাকা কর্জ দিয়াছিলেন তাহার বন্ধক স্বরূপ নাগোর ও তাহার আশপাশ দেশ পাইলেন। কিন্তু সেই দেশ যে তাঁহারদের হাতে থাকে ইহাতে ইংলণ্ডীয়েরা অসম্মত ছিলেন অতএব তাহারা নবাবের সঙ্গে যোগ করিয়া ইলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সৈন্য অগুসর হইলে ইলণ্ডীয়েরা সেই ক্রিয়া আপনাদের অতিশয় অত্যাচার ইহা সকলের নিকটে প্রকাশ করিলেন কিন্তু তাহারা তাহা নিবারণকরণে অক্ষম হইলেন অনন্তর পরম্পর এই বন্দোবস্ত হইল যে নবাব যে সকল টাকা কর্জ করিয়াছিলেন তাহা ইলণ্ডীয়েরা ফিরিয়া পাইবেন ও তাঁহার যে মণিমুক্ত ও ভূমি বন্ধকস্বরূপ রাখিয়াছিলেন তাহা সকল ফিরিয়া দিবেন।

তঞ্জাবীরের গড় হস্তগত হইলে নবাব তাহা আপনাদের সৈন্যের দ্বারা রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন ইংলণ্ডীয়েরা এই নিয়মকরণপূর্ব্বক তাহাতে সহ্য দিলেন যে নবাব অতিশয় সম্মান পুরস্কার রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কিছু কাল পরে নবাব রাজাকে আপন নিকটে এইপ্রকার পত্র লেখাইলেন যে আমি এবং আমার পরিজনেরা অতিশয় মর্যাদাপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছি এবং তিনি যে অমর্যাদাপ্রাপ্ত না হইতেছেন ইহা দর্শনাথে

বিলায়েতে তঞ্জাউরের ব্যাপারবিষয়ক বিবেচনা। ৩১৩

সেই পত্র ইংল্যান্ডদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু তঞ্জাউরের দ্বিতীয় বার আক্রমণের সম্বাদ ইংল্যান্ডে পৌঁছিলে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এক বৎসরপর্যন্ত তদ্বিষয়ে আপনাদের মনঃস্থ কিছু প্রকাশ করেন নাই।

অপর ১৭৭৫ সালের আরম্ভে মান্দ্রাজের বড় সাহেবের পদে কোন সাহেবকে নিযুক্ত করিতে হইবে এতদ্বিষয়ক বিবেচনা উপস্থিত হইল। তাহাতে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা রম্বোলন সাহেবকে তৎকর্ত্তে নিযুক্তকরণার্থে মনোনীত করিলেন কিন্তু অংশিরদের সভায় ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তাঁহারা লার্ড পিগট সাহেবকে তৎকর্ত্তে নিযুক্ত করিতে আপনাদের বাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঐ সাহেব পূর্বে মান্দ্রাজের বড় সাহেব ছিলেন অপর ১৭৬৩ সালের অবসানে তিনি ইংল্যান্ডদেশে প্রত্যগমন করিয়া বাদশাহকর্ত্তৃক কুলীনের পদবাপ্রাপ্ত হইয়া লার্ড নামে খিায়াত হইলেন। তদনন্তর তিনি ইংল্যান্ডদেশে বার বৎসরপর্যন্ত নিষ্কর্ত্তে কালযাপন করিয়া আপনাব পূর্বোক্ত রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন। লার্ড পিগট সাহেবের স্বপত্নেরা কোম্পানির সভায় স্বগণের বাহ্যপ্রযুক্ত প্রবল হইলে তাঁহারা তঞ্জাউরের শেষ যুদ্ধের বিষয়ে দোষার্পণ করিতে লাগিলেন।

অপর ১২ আপ্রিল তারিখে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তঞ্জাউরের তাবৎ ব্যাপার বিবেচনা করিতে উদ্যুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে কহিলেন যে নবাবের অধিকারে তঞ্জাউর দেশভুক্ত করাতে আমারদের অনভীষ্ট বিশেষতঃ এই নিমিত্ত যে তঞ্জাউরের প্রজারা নবাবের শাসনে নিতান্ত অসম্মত। এবং তঞ্জাউরের রাজার সর্বনাশক যে শেষ যুদ্ধ হয় তাহাতে আপনাদের নিতান্ত অনিচ্ছা জানাইয়া উইঞ্চনামক মান্দ্রাজের বড় সাহেবকে পদচ্যুত করেন এবং তদ্রূপ অন্য কৌশলে সাহেবের দিগকে কাটিন্যরূপে চেতান। উত্তরকালের কর্ত্তব্য বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এই হুকুম করিলেন যে তঞ্জাউরের গড় কোম্পানির সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং ঐ সৈন্যেরদের [১৮ অধ্যায়।]

ভরণপোষণার্থে উপযুক্ত ভূমি রাজা নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং ১৭৬২ সালে যে পেশকস নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা কর্ণাটের নবাবকে চিরকাল দেন এবং মান্দুজের বড় সাহেব যত সৈন্য নিশ্চয় করেন কেবল তত সৈন্য লইয়া ঐ নবাবের সাহায্য করেন এবং মান্দুজের কৌন্সেলী সাহেবেরদের দিমান্ডায় তিনি কোম ভিন্ন রাজার সঙ্গে সন্ধি না করেন এই সকল নিয়ম তঞ্জাউরের রাজা স্বীকার করিলে ১৭৬২ সালে তাহার রাজ্য যদবস্থায় ছিল তদ্রূপ তিনি তাহা ফিরিয়া পাইবেন কোম্পানি বাহাদুর এই আজ্ঞা দিলেন ।

অপর মান্দুজের উত্তরে কোম্পানির প্রাপ্তাপ্রকার বিষয়ে কোর্ট আফ ডেপুটি স সাহেবেরা এই হুকুম করিলেন যে ঐ উত্তর সরকার নামে খ্যাত দেশে ভ্রমণকরণার্থক তদেশীয় তাবদ্বিবরণ সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহকরণার্থে এক কমিটি নিযুক্ত হয় যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের অভিপ্রায় এই যে সেই সকল বিবরণ জ্ঞাত হইলে বঙ্গদেশের ব্যবহৃত রীতানুসারে তাহার ঐ সরকারের ভূমি কএক বৎসর মিয়াদে ইজারা দেন । জায়গীর নামে বিখ্যাত অধিকারের বিষয়ে তাহার ঐ হুকুম করিলেন যে নবাব যদি তাহারদের অভিপ্রেত নিয়ম স্বীকার না করেন তবে এক বৎসর মিয়াদে সেই ভূমি কেবল তাহাকে ইজারা দেওয়া যায় ।

১৭৭৫ সালের ১১ দিসেম্বর তারিখে লর্ড পিণ্ডট সাহেব মান্দুজে পহুঁছিয়া তথাকার বড় সাহেবের পদে নিযুক্ত হন । অন্য কৃষ্যাপেক্ষা প্রথমে তঞ্জাউরের রাজাকে পুনর্বার স্বদেশ প্রদান করিতে কোর্ট আফ ডেপুটি স সাহেবেরদের হুকুম ছিল তাহাতে নবাব যে অতিশয় বিরক্ত হইবেন মান্দুজস্থ লোকসকলের ইহা সুগোচর ছিল অতএব কৌশলক্রমে তদ্বিষয় তাহাকে জামান উচিত কিন্তু রাজার পুনঃস্থাপন না হয় এতদ্বিমিত্ত নবাব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কহিলেন যে তঞ্জাউরদেশ রাজাকে অর্পণ না করিয়া বরং আপনারা তঞ্জাউরের কিল্লারক্ষণার্থে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য নিযুক্ত করুন । কৌন্সেলী সাহেবেরা তাহা [১৮ অধ্যায় ।]

[১৭৭৫ সাল ।]

হার এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র তাহা স্বীকার করিলেন কারণ যে ইংল্যান্ডীয় সৈন্য কিল্লারক্ষার্থে নিযুক্ত হইলে তাহার রাজাকে অন্যায়সে মুক্ত এবং সুরক্ষিত করিতে পারিবেন। কিন্তু তৎসময়ে তাহার নবাবকে কহিলেন যে রাজ্য রাজাকে ফিরিয়া দেওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডেপুটিজার্ন সাহেবেরদের হুকুম অতিদৃঢ় ও অলঙ্ঘনীয় এবং আমরা ঐ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যদি কিঞ্চিৎ বিলম্ব করি তবে আমাদের প্রতি দোষ স্পর্শিবে। তৎসময়ে সর রাবর্ট ফ্লেচার সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি এই কর্মে প্রেরিত হন তাহার এমত ভরসা ছিল। কিন্তু তৎকালে ভূমিতে তাবৎ শস্যের বর্ধবানতাপ্রযুক্ত কৌন্সেলী সাহেবেরা হুকুম করিলেন যে বড় সাহেব স্বয়ং তথায় গমনপূর্ব্বক অবিলম্বে সেই কর্ম নিষ্পন্ন করুন ইহাতে সর রাবর্ট ফ্লেচার সাহেব বড় সাহেবের সঙ্গে অন্য দুই জন সাহেবকে প্রেরণার্থে পরামর্শ দিলেন তাহার সেই প্রস্তাবে কেহ মনোযোগ করিলেন না বটে কিন্তু বড় সাহেব আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক দুই জন কৌন্সেলী সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

অনন্তর লার্ড পিগট সাহেব ৮ আপ্রিল তারিখে তঞ্জাউরে পৌঁছিয়া ১১ তারিখে রাজাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অপর তাহার পরামর্শে রাজা স্বয়ং ইংল্যান্ডীয়েরদের স্থানে এই প্রার্থনা করিলেন যে কেবল তঞ্জাউরের কিল্লা ইংল্যান্ডীয় সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হয় এমত নহে কিন্তু আমার তাবদখি কার তাহারদের দ্বারা রক্ষিত হয় এবং তাহারদের ভরণপোষণার্থে ভূমির উপস্থত্রে বরাৎ না দিয়া বরং তাহারদের তাবৎ ব্যয়ের নিমিত্তে প্রতিবৎসরে নগদ চারি লক্ষ পাগড়া দিতে প্রস্তুত আছি। অপর এই সকল কর্ম সমাপনানন্তর লার্ড পিগট সাহেব মান্দাজে প্রত্যাগমন করিয়া কৌন্সেলী সাহেবেরদিগকে আপনার কৃত সকল নিয়ম জানাইলেন।

পল বেনফিল্ড সাহেব তৎসময়ে মান্দাজে কোম্পানির সিবিল অর্থাৎ নিজামতের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু আপনার সরকারী কার্যে কিছ্র মনোযোগ না করিয়া তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র [১৮ অধ্যায়।] [১৭৭৬ সাল।]

ইইয়া তাঁহাকে টাকা কর্জদেওনের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন।
অপর তঞ্জাউর দেশের সকল বন্দোবস্তের সমাধা ইইবামাত্র তি
নি লার্ড পিগট সাহেবের সমীপে এক দরখাস্ত দিলেন ঐ দরখা
স্তে ইহা লিখিত ছিল যে নবাবসাহেবকে আমি যে মোল লক্ষ
টাকা কর্জ দিয়াছি তঞ্জাউরের রাজস্বের উপরে আমার তত্ত্বল্য
টাকা বরাৎ আছে এবং তঞ্জাউরে ভিন্ন২ লোকেরদিগের উপ
রে কর্জ বাবতে বিদ্যমান ফসলের উপরে আমার সাত লক্ষ টা
কার দাওয়া আছে এতদ্বিষয়ে এই আশ্চর্য্য বোধ হইল যে কো
ম্পানির সহস্র টাকার অনূর্দ্ধ মাসিক বেতনভোগি এক চাকর কো
থাহইতে তেইশ লক্ষ টাকা কর্জ দিলেন।

লার্ড পিগট সাহেব এই দরখাস্ত পাইয়া কহিলেন যে আমি
তাহা কৌন্সেলী সাহেবেরদিগকে জ্ঞাত করাইব অতএব তঞ্জা
উরহইতে প্রত্যাগমনের কিয়দ্বিষসানন্তর ঐ সকল দাওয়ার বি
ষয়ে বিবেচনা হইতে লাগিল এবং কৌন্সেলীসাহেবেরা তাঁহার
দাওয়ার নিশ্চায়ক নিদর্শনপত্র প্রভৃতি দর্শাইতে বেনফিল্ড সা
হেবকে হুকুম করিলেন কিন্তু বেনফিল্ড সাহেব তদ্বিষয়ে কোন
প্রমাণ দর্শাইতে না পারিয়া এইমাত্র কহিলেন যে নবাব সা
হেব আপনি এই সকল কর্জ অবশ্য স্বীকার করিবেন অতএব
অতিরিক্ত প্রমাণের আবশ্যক কি ইহাতে জিজ্ঞাসা দুই কথা উ
পস্থিত হইল। প্রথমতঃ এই যদিপি কর্জ সত্য হয় তবে নবাব
যে বরাৎ দিয়াছেন রাজাকে পুনর্দত্ত তঞ্জাউরদেশের রাজস্বে
সেই বরাতে দাওয়া হইতে পারে কি না। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা
এই যে বেনফিল্ড সাহেবের দাওয়া ও তাহাতে নবাবের স্বীকার
এই সকল বিষয়মিথ্যা কি না এবং রাজার ও কোম্পানির স্থানে
প্রতারণাপূর্ব্বক টাকালওনে নবাবের এই এক মন্ত্রণামাত্র কিনা।
অপর তঞ্জাউরের প্রজা লোকেরদের নিকটে উক্ত কর্জের তদন্তক
রাতে দেখা গেল যে তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মিথ্যা এ
বং অবশিষ্টাংশ বিষয়ে বেনফিল্ড সাহেবের কথাব্যতিরেকে
অন্য কোন প্রমাণ নাই। ইহা অবগত হইয়া কৌন্সেলী সাহে
বেরদের অধিকাংশ সূক্ষ্ম বিবেচনাকরণানন্তর কহিলেন যে আ

মরা বেনফিল্ড সাহেবের প্রার্থিত বিষয় কোনমতে স্বীকার করি
তে পারি না ।^১ কৌন্সেলের অন্তঃপাতি ত্রিযুত ক্রক সাহেব ই
হার বিবেচনার সময়ে বেনফিল্ড সাহেবের প্রতিকূল ছিলেন
কিন্তু তিনি পঁচ দিবস পরে কহিলেন যে বেনফিল্ড সাহেব এই
সকল টাকার দণ্ডাওয়া আমারদের স্থানে করিতেছেন ইহা বুঝি
য়া আশ্রি তাহার বিরুদ্ধ ছিলাম এখন শুনিতেছি যে বেনফিল্ড
সাহেব ঐ টাকার দাওয়া না করিয়া কেবল তাহা আদায় কর
ণার্থে আমারদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন অতএব এক্ষণে তা
হার বিষয়ে আমার আর প্রতিকূল্য নাই । অপর তিনি কহিলেন
যে এইক্ষণে ভূমিতে যে ফসল বর্তমান আছে তাহাতে নবা
বের যে স্বত্ব আছে এমত কোর্ট আফ ডেভেরতুর্স সাহেবেরদের
অভিপ্রায় অবশ্য আছে আমার বোধ হয় এবং ঐ অভিপ্রেত
বিষয়ে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা তাহার সহকারী হই
লেন । অপর কৌন্সেলের অন্য এক বৈঠকে তাহার অধিকা
শেরা এই হুকুম করিলেন যে তঞ্জাউর দেশ যে কালে নবাবের দ
খলে ছিল তৎকালে যে শস্যাদি তাহাতে বপন করা গিয়াছিল
তাহাতে অবশ্যই নবাবের অধিকার আছে অতএব তিনি সেই
ফসলের উপর বেনফিল্ড সাহেবকে যে বরাৎ দিয়াছেন তাহা
মুশ্বকরা উচিত এইরূপ লর্ড পিগট সাহেবের পরামর্শ স্বকীয়
কৌন্সেলেই হয় হইল ।

অপর লর্ড পিগট সাহেব তঞ্জাউর দেশে এক বাণিজ্যের ক
ঠী স্থাপন করিতে কৌন্সেলে প্রস্তাব করিলেন কিন্তু তাহার ঐ প্র
স্তাব হয়জ্ঞান হইল । অপর তিনি এই প্রসঙ্গ করিলেন যে কৌ
ন্সেলের অন্তর্গত অথচ তাহার মিত্র রঁসল সাহেব তঞ্জাউরের উ
কীলস্বরূপ নিযুক্ত হন কিন্তু তাহার এই পরামর্শে কৌন্সেলী সা
হেবেরদের মধ্যে কেহ প্রতিবন্ধক ছিলেন না । তৎকালে কর্ণাট
দেশস্থ বেলুর মোকামে ইংল্যান্ডীয়েরদের সৈন্যেরদের প্রধান শি
বির ছিল এবং অন্য ভূনাপেক্ষা ঐ শিবিরে বহুসংখ্যক সৈন্য
থাকিত এবং মান্দাজের সেনাপতির মধ্যে দ্বিতীয় গণ্য কর্ণল
ফুআর্ট সাহেবকে ঐস্থানের অধ্যক্ষতা প্রদান করা গিয়াছিল ।

অপর ঐ ফুআর্ট সাহেব মনে বিবেচনা করিলেন যে আমার এতৎপদাপেক্ষা তঞ্জাউরের উকীলের পদ অধিক সম্মুখজনক অতএব তিনি সেই পদ যাক্কা করিলেন তাঁহার সেই পদে নিযুক্ত হওনের প্রার্থনাকরিতে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য করিলেন অতএব কৌন্সেলের মধ্যে এই নতুন এক বিবাদ উপস্থিত হইল যে তঞ্জাউরে রসল সাহেব কি ফুআর্ট সাহেবকে প্রেরণ করা উচিত।

উত্তর সরকারের তাবৎ বিষয়ের বিবেচনাকরণের কার্য্যে ঐ রসল সাহেব কোর্ট অফ ডেভেরভর্স সাহেবেরদের কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন অতএব কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা তৎকর্ত্তে তাঁহাকে প্রেরণ করিতে ব্যগ্ন হইলেন কারণ যে উত্তর সরকারে তাঁহাকে প্রেরণ করিলে সুতরাং ফুআর্ট সাহেবকে তঞ্জাউরের কর্ত্তে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহাতে লর্ড পিগট সাহেব রসল সাহেবকে তঞ্জাউরে প্রেরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ইহাতে অধিকাংশ সাহেবেরদের আপত্তি দেখিয়া তিনি এইমাত্র কহিলেন যে কেবল ক্রিয়াকালের নিমিত্তে তিনি সেই স্থানে প্রেরিত হন আমার এই বাঞ্ছামাত্র কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রতীবন্ধক হইলেন তাহাতে লর্ড পিগট সাহেব এই বিবেচনা করিলেন যে হয় এক্ষণে আমার কৌন্সেলী সাহেবেরদের বাধ্যতা স্বীকার কিম্বা তাঁহারদের উপর প্রবলহওয়া ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় নাই অতএব তিনি শেষোক্ত উপায় নিশ্চয় করিয়া কহিলেন যে মান্দ্রাজের বড় সাহেব কৌন্সেলের বাধ্য হইতে এখানে আগমন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারদিগকে শাসন করিতে আসিয়াছেন তিনি আরো কহিলেন যে বড় সাহেব কৌন্সেলের এক প্রধান অঙ্গ অতএব তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কৌন্সেলের কোন কর্ত্ত সিদ্ধ হইতে পারে না।

অপর ১৯ আগস্ট তারিখে কর্নল ফুআর্ট সাহেবকে কর্ত্তনির্দ্ধারার্থে হুকুমদেওনের বিবেচনা কৌন্সেলে উপস্থিত হইলে লর্ড পিগট সাহেব তাহাতে আপনার নির্ভান্ত অসম্মতি জানাইলেন। তৎপর দিনে সেই প্রসঙ্গহওয়াতে তিনি তদ্রূপ অস

স্মৃত হইলেন ইহাতে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা কহিলেন যে এতদ্বিষয়ে আমারদের নিতান্ত সম্মতি। তাহাতে লার্ড পিগট সাহেব কহিলেন যে ঐ হুকুমনামাতে আমি কদাচ স্বাক্ষর করিব না। এরূপ আমার স্বাক্ষরব্যতিরেকেও তাহা সিদ্ধ হইতে পারিবে না। অপর ২২ আগস্ট তারিখে কৌন্সেলী সাহেবেরা পুনর্বার সভা করিয়া এই হুকুম করিলেন যে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরদের পরামর্শানুসারেই রাজকাৰ্য্য করা আবশ্যক এবং বড় সাহেব যদি তাহাঁদের ঐ পরামর্শমতে কর্ম্ম না করেন তবে তাবৎ রাজশাসনের শৃঙ্খলা শিথিল হইবে। তাহাতে লার্ড পিগট সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে আমারদের মধ্যে যে গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে ইহার সীমান্তাকরণের ভার আমারদের সাধারণের কর্ত্তা কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স সাহেবেরদের প্রতি অর্পিত হউক কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ সাহেবেরা সম্মত হইলেন না। অপর তাঁহারা এই স্থির করিলেন যে গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে এইরূপ পত্র লেখা যাউক যে তিনি কর্নেল ফুআর্ট সাহেবের হুকুমনামাতে সকল কৌন্সেলী সাহেবেরদের নামে সই করেন তাহাতে ঐ সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে যে চিঠী প্রেরণ করা যা ইবৈ তাহা প্রস্তুত হইল এবং সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। অপর দুই জনের স্বাক্ষরহওনান্তর তৃতীয় জন যেমন স্বাক্ষরকরণার্থে তাহাতে লেখনী সংযোগ করিতেছিলেন তেমন লার্ড পিগট সাহেব ঐ কাগজ তাঁহার হস্তহইতে কাড়িয়া লইয়া কহিলেন যে যে দুই জন ইহাতে সই করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমার এই অভিযোগ যে তাঁহারা রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। চিরকাল। বধি কৌন্সেলেতে এইরূপ ব্যবহার আছে যে তদন্তপাতি কোন ব্যক্তির নথিতে কোন অভিযোগ হইলে তিনি কৌন্সেলে উত্থাপিত হোন কর্ম্মেতে স্বীয় সম্মতি কি অসম্মতি দেওনে অক্ষম হন। অতএব এই সময়ে ঐ ব্যবস্থানুসারে ঐ পূর্বেক দুই জন সাহেব কৌন্সেলহইতে সূতরাৎ বহিস্কৃত হইলেন। তাহাতে লার্ড পিগট

[১৮ অধ্যায়।] [১৭৭৬ সাল।]

সাহেবের পরূপাতিরদের দল বিপক্ষেরদের দলাপেক্ষা পুষ্ট হইল তাহা দেখিয়া লার্ড পিগট সাহেবের বিপক্ষেরা তদ্বিষয়ে আপনাদের এক অসম্মতিপত্র মান্দুজ শহরময় প্রকাশ করিলেন এবং ইশতেহারের দ্বারা সকল প্রজারদিগকে বড় সাহেবের হুকুম না মানিয়া তাঁহারদের বশীভূত হওনের আজ্ঞা দিলেন । ইহাতে লার্ড পিগট সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার পর যে দিবসে কৌন্সেলের বৈঠক হয় সেই দিবসে কৌন্সেল যত জন সাহেব তাঁহার এইরূপ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে সমাপণ্ড অর্থাৎ তৎকালিক কর্মাক্রম করিয়া প্রধান সেনাপতি সর রাবর্ট ফ্লেচার সাহেবকে কয়েদ করিলেন । ইহাতে ঐ বিপক্ষেরা তৎক্রমাৎ স্বতন্ত্র এক সভা করিয়া এই হুকুম করিলেন যে গবর্ণমেন্টের সকল ক্ষমতা আমারদিগকেই অর্পিত আছে । অনন্তর লার্ড পিগট সাহেবকে কয়েদ করিতে এবং সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ণে কর্ণল ফিয়ার্ট সাহেবকে নিযুক্ত করিতে তাঁহারা নিশ্চয় করিলেন যেহেতুক সৈন্যাধ্যক্ষ সর রাবর্ট ফ্লেচার সাহেব তৎকালে পীড়িত ছিলেন । অপর লার্ড পিগট সাহেবকে কয়েদকরণের ভার ফিয়ার্ট সাহেবকে দিলেন এবং তিনি তাবৎ দিন লার্ড পিগট সাহেবের সহিত অতিশয় মিত্রতাপূর্বক পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিয়া লার্ড পিগট সাহেব যেমন বায়ুসেবনার্থে বাহির হইলেন তেমনি তাঁহাকে কয়েদ করিলেন ।

এই অত্যাচারহওনের পর উভয়পক্ষীয় বিবাদিরা পরস্পর তিরস্কার করিয়া ইহা কহিলেন যে পরস্পরের কৃত পুর্বোক্ত ক্রিয়াসকল কেবল কদভিসন্ধিপূর্বক হইয়াছে কিন্তু ঐ অত্যাচারের মূল কারণ কেবল লার্ড পিগট সাহেবের এই প্রসঙ্গ যে রসল সাহেব কিয়দ্দিবসের নিমিত্তে তৎপ্রাউরে গমন করিবেন কি না । এই ক্ষুদ্র বীজহইতে বৃহদক্ষুর জন্মিল । অপর লার্ড পিগট সাহেবকে তাঁহারা অতিকটিনরূপে কয়েদ না করিয়া কেবল তিনি পুনর্বার দেশের শাসনে হস্তনিঃক্ষেপ না করেন এইমাত্র নিবারণ করিলেন ।

এই সকল বিষয়ের সম্বাদ ইংল্যান্ডদেশের লোকেরা অবগত

হইয়া তাঁহারদের ক্রোধাদি একেবারে প্রজ্বলিত হইল । অপর কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স সাহেবেরদের সভাতে লর্ড পিগট সাহেবের সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় সমসংখ্যক ছিল কিন্তু অংশিদারদের সভাতে তাঁহার সপক্ষেই অধিক ঐক্য এবং যখন লর্ড পিগট সাহেবকে পুনর্বার বড়সাহেবের পদে নিযুক্তকরণের এবং কোম্পেনি সাহেবেরদের কার্যবিষয়ক তদন্তকরণের বিবেচনা উপস্থিত হইল তখন সভ্যদের তিনশত বিরোধী জন লর্ড পিগট সাহেবকে স্বকীয় পদে পুনঃস্থাপন ও কোম্পেনি সাহেবেরদিগকে কর্মচ্যুতকরণের পরামর্শ দিলেন এই পরামর্শ কেবল একশত চল্লিশ জন প্রতিবাদী হইলেন । অতএব লর্ড পিগট সাহেব ও মাদ্রাজের কোম্পেনি সাহেবেরদের মধ্যে তাঁহার সপক্ষের দিগকে পুনর্বার স্বং কর্মে নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহার তাঁহাকে অন্যায় করিয়া কয়েদ করিয়া ছিলেন তাঁহারদিগকে কর্মে স্থগিত করিতে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স সাহেবেরদিগকে অগত্যা আজ্ঞা দিতে হইল । পরে এই সভাতে লর্ড পিগট সাহেবের বিপক্ষেরা আপনারদের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণের এই উপায় স্থির করিলেন যে লর্ড পিগট সাহেবকে ও মাদ্রাজের তাঁহার বিপক্ষেরদিগকে অর্থাৎ উভয়েরদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবাসন করিতে আজ্ঞা হয় অনেক বিবেচনানন্তর এই পরামর্শ স্থির হইল । অপর তাঁহারদের তদ্বিষয়ের এই শেষ হইল যে লর্ড পিগট সাহেব আপনার বড়সাহেবী পদে পুনর্নিযুক্ত হইয়া এক সপ্তাহের পর এই কর্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবাসন হইল এবং মাদ্রাজের কোম্পেনি সাহেবের বিপক্ষ সাহেবেরাও সেই স্থান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন তদনন্তর কোম্পেনি সাহেবের সর উলিয়াম রম্বোল সাহেবকে বড়সাহেবের পদে নিযুক্তকরণের এবং উইট উইলসাহেব ও সর হেকটর স্নেল সাহেবকে তথাকার কোম্পেনি পদে নিযুক্তকরণের আজ্ঞা করিল কিন্তু এই সকল আজ্ঞাপত্র ভারতবর্ষে না পহুঁছিতে লর্ড পিগট সাহেব সম্মানসম্মত ব্রাহ্মণসকল হইতে আপনিই মুক্ত হইলেন বিশেষতঃ শরীরের অতিজীর্ণতা ও কর্মাবিরহে ও মনঃ

—[১৮ অধ্যায় ।] ২ ছ [১৭৭৭ সাল]

কয়ভাতে কয় পাইয়া তৎস্থানেই পরলোক গত হন। কয়েকটা নীমন্তর লর্ড পিগটের ভ্রাতা এই সকল বিষয় পার্লামেন্টে উপস্থিত করিতে পুঙ্খোক্ত অত্যাচারকারীদের অত্যন্ত তিরস্কার হইল। অনন্তর তাঁহারদের নামে আদালতে নালিশ হইয়া দশ হাজার টাকা করিয়া প্রত্যেক জনের অর্থ দণ্ড হইল কিন্তু তাঁহারদের স্বয়ং বিভবের সঙ্গে ঐ দণ্ডের টাকার বিবেচনা করিলে তাঁহারদের অপরাধাধোপেক্ষা ঐ দণ্ড অতিলঘু বোধ হয়।

উত্তর সরকারের বিষয়ে এইরূপে কিঞ্চিদ্রব্য। রাজমহেশ্বরী ও সিকাকোল ও এলুড় ও কান্ডাপল্লি এই চারি প্রদেশ লইয়া উত্তর সরকার নামে দেশ প্রসিদ্ধ হয়। ঐ দেশ প্রথম কোম্পানি বাহাদুরের হস্তগত হইলে রাজশাসনের প্রাচীন রীতির ব্যতিক্রম না করা পরামর্শসিদ্ধ হইল কিন্তু ১৭৬৯ সালে ঐ রীতির পরিবর্তন হয় এবং চারি সরকারের ব্যাপার সকল প্রবিন্সিয়াল অধ্যক্ষ সাহেবেরদের অধীনে রাখা গেল।

কিন্তু তাহার রাজস্বের বিষয়ে যে ভরসা জন্মিয়াছিল তদপেক্ষা বানরাজস্ব আদায় হওয়াতে এবং তথাকার রাজকীয় ব্যাপারের রীতি মন্দ বোধ হওয়াতে কোর্ট ডেপুটি সর্জেন্ট সাহেবেরা এক দায়েরসায়েরী কমিটি স্থির করিতে হুকুম দিলেন ঐ কমিটির সাহেবেরদের প্রতি হুকুম ছিল যে তাঁহারা সেই সরকারের সমস্ত জমীনে গিয়া বিশেষরূপে ভূমির উপস্থিত ও লোক সংখ্যা ও শিল্পাদি কর্ম ও রাজস্ব আদায়করণের রীতি ও আদালতের ব্যাপার কিরূপে চলিতেছে এবং বঙ্গদেশে স্থাপিত নিয়ম কি পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে ব্যবহার করা উচিত এই সকল বিষয়ের তদন্ত করেন এবং তত্রস্থ রাজারদের কিরূপ বিভব ও তাঁহাদের সৈন্য সংখ্যা ও সৈন্যের ব্যয় এই সকল বিষয়েরও অনুসন্ধান করিতে হুকুম হইল যেহেতুক কোর্ট অফ ডেপুটি সর্জেন্ট সাহেবেরদের এই অভিপ্রায় ছিল যে এতদ্বিষয়ের তদন্ত হইলে এবং বর্তমান পাটনার মিয়াদ অতীত হইলে বঙ্গদেশে কুণ্ড নিয়মানুসারে ভূমি সকল কিয়ৎ বৎসরের নিমিত্তে মিয়াদী ইজারায় দেওয়া যায় [১৮ অধ্যায়।] [১৭৭৮ সাল।]

এবং তদ্রূপ প্রাচীন জমিদারেরদের নিকটে তত্ত্বভূমি লওনের প্রসঙ্গ করিলে তাঁহারা ঐ রূপ নিয়মে জমিদারী ইজারা লইতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহারদিগকে মুশাহেরা দিয়া ঐ জমিদারী অন্যকে ইজারায় দেুন এমত কল্প হইয়াছিল। এবং সৈন্য্য থাকের ভার ঐ জমিদারেরদের স্থানে লইয়া স্বহস্তে রাখিতে কোম্পানি বাহাদুর নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অপর মান্দ্রাজের নূতন বড় সাহেব এতদ্বিষয়ে কোর্ট ডেপুটি সার্জেন্ট সাহেবেরদের স্থানে যে হুকুম পাইয়াছিলেন তদনুসারে তিনি তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং স্থাপয়িতব্য কমিটীর কর্তব্য কার্যাবোধক পত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন কিন্তু ঐ কমিটীর সাহেবেরা আপনাদের স্বং কর্মের অনুষ্ঠান করিবামাত্র নূতন বড়সাহেব সর তামস রওয়াল ইন্সলগু হইতে আগমন করিয়া ১৭৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বীয়পদের ভার গৃহণ করিবামাত্র কমিটীর সাহেবেরদের কর্মস্বাকল একেবারে স্থগিত করিলেন।

অপর ২৪ মার্চ তারিখে তিনি কৌন্সিলের বৈঠক করিয়া কহিলেন যে কৌন্সিলি সাহেবেরদের অনুমতান হওয়াপ্রযুক্ত উত্তর সরকারের বিভবানুসন্ধান কার্য্যে কৌন্সিলি সাহেবেরদের কোন এক জনকে পেরণ করা পরামর্শাসঙ্গ নহে বরং তদ্রূপ তাবৎ জমিদারেরদিগকে মান্দ্রাজে আনাইয়া তাঁহারদের সঙ্গে এই স্থানেই বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয় যেহেতুক তাহা অল্পব্যয় সাধ্য। এই পরামর্শের সাহায্যার্থ তিনি নানা যৌক্তিক কথা দর্শাইলে কৌন্সিলি সাহেবেরা তাহাতে সম্মত হইয়া তদ্রূপ হুকুম দিলেন।

কিন্তু জমিদারেরা এই দারুণ হুকুম শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তদ্রূপ উদন্তকারি কৌন্সিলি সাহেবেরা এই হুকুমের বিরুদ্ধাচারা হইয়া কহিলেন যে জমিদারেরা অতি দীর্ঘ দরিদ্র অতএব তাঁহারা এমত দীর্ঘকালসাধ্য যাত্রা করণের ব্যয়ে অসমর্থ কেহ বা এমত বৃদ্ধ যে তাঁহারা এতদ্রূপ যাত্রার ক্রেশ সম্বল সমর্থ নহে এবং তাঁহারা বহুকালপর্য্যন্ত আপনাদের

জমিদারীতে বর্তমান না থাকিলে রাজস্ব আদায় করা ভার হইবে । কিন্তু এই সকল যুক্তিসিক আপত্তি বড় সাহেব ও কোন্সেলি সাহেবেরা তুচ্ছ করিয়া আপনারদিগের যে সৎকল্প তাহাই স্থির রাখিলেন তাহাতে অনেক জমিদারেরদিগকে মাদ্রাজে আনা হইয়া তাঁহাদের সহিত তথায় যে বন্দোবস্ত হইল তাহা বড় সাহেব আপনিই নিষ্পত্তি করিলেন এবং সেই সকল নিষ্পত্তির হেতুবাদ কোন্সেলি সাহেবেরদিগকে কোনরূপে জানাইলেন না তথায় কোন্সেলি সাহেবেরা তাঁহার কৃত সকল নিয়মে সম্মত হইলেন অতএব সকলেই কহিতে লাগিলেন যে এই সকল বন্দোবস্ত করণে সর তামস রম্বোল সাহেব নিঃস্বার্থরূপে কার্য্য করেন নাই বরং দৃষ্ট হইল যে তাঁহার বার্ষিক মাহিয়ানা দুই লক্ষ টাকা অধিক না হইয়া তিনি রাজদণ্ড ধারণ করণের পর তিন বৎসরের মধ্যে বিলায়তে যোল লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন এই সকল অপবাদ খণ্ডনার্থ তিনি কহিলেন যে ভারতবর্ষে আগমন সময়ে আমার যে ধন ছিল তাহা সুদেং যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তৎ তিরেকে অধিক টাকা আমি বিলায়তে পাঠাই নাই তাঁহার এই কথার পুমাণস্বরূপ তিনি যে হিসাবপত্র দর্শাইলেন তাহাতে তাঁহার নামে অনেক টাকা জমা দৃষ্ট হইল বটে কিন্তু তাঁহার ঐ যোল লক্ষ টাকা তিনি যথার্থ কি অযথার্থরূপে প্রাপ্ত হইন এত বিষয় কখন কিছু নিশ্চয় হয় নাই ।

কিন্তু বিজয় নগরের রাজা বিজয়রাম রাজের সহিত যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া লেখা উচিত । উক্ত সরকারের মধ্যে তিনি সর্বাঙ্গপেক্ষা পুবল এবং তাঁহার অধিকার অতি বিস্তার এবং কখনও তিনি কোম্পানি বাহাদুরকেও ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহার লাম্বাটো ও আলম্য ছিল অশচ কোমল স্বভাব তদভ্যুতানীতারাম রাজ অতিশয় কুটিল অশচ সহিষ্ণু ও ধূর্ত এবং তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ উপায়ের কোন ভদ্রা ভদ্রতার বিষয়ে বিবেচনা করিতেন না ভ্রাতার আদম্যপ্রযুক্ত তৎ প্রদেশের ভাবৎ পরাক্রম তিনি সহজে গৃহণ করিয়া ছিলেন তাহাতে ঐ ভ্রাতার সুতরাং বৈরক্তি জন্মিল । অপর জগন্নাথরাক্ষনা

যক তৎক্ষণীয় এক জন কুটুম্ব অত্যন্ত সরল ঐ সীতারাম রাজের কু
মন্ত্রগণ্য সৎ প্রতি দেওয়ানী কর্মে চ্যুত হইয়াছিলেন বিজয়রাম
রাজ অনায়ে জমিদারেরদের ন্যায় বন্দোবস্ত করণার্থ মান্দ্রাজে গমন
করিয়াছিলেন তথায় পঁছিয়া স্বীয় দরিদ্রতানিমিত্তক অধিক
টাকা দেওনের কিছু ওজোর করিলেন না কিন্তু তাঁহার বন্ধক
ভ্রাতা এই সুযোগে বুঝিয়া অতিবাগ্যুতাপূর্ব্বক গোপনে স্বীয় ভ্রা
তার কতক জমিদারীর অধিক রাজস্ব স্বীকার করিয়া তাহা আ
পন নামে ইজারা লইলেন এবং সাহেবকে নানা বলিয়া কহিয়া
অবশিষ্ট জমিদারীর দেওয়ানী কর্মে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার
ভ্রাতা ইহা শুনিয়া আপনার অত্যন্ত অনিষ্ট জানাইলেন কিন্তু
কৌন্সেলি সাহেব অনেক তর্জনগর্জন করিয়া কহিলেন যে ইহা
স্বীকার নাকরিলে আমরা তোমার উপর বিরক্ত হইব তাহাতে
রাজা লিখিলেন যে ভাল তবে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল কিন্তু
অদ্যাবধি আমি হীনপরাক্রম হইলাম এমত বোধ হইল যেহেতু
ক আপনারা যে কর্ম করিতে আমাকে আজ্ঞা দিতেছেন তাহাতে
অবশেষে আমি রাজ্যভুক্ত হইব । অপর কোর্ট অফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
হেবেরা শ্রবণমাত্র ই এই বিষয় অতি অযথার্থ ইহা কহিলেন এবং
পার্লিমেণ্টেও এতদ্বিষয় উল্লেখ হইলে তদন্তঃপাতিরা এই স্থির
করিলেন যে মান্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলি সাহেবেরা বি
জয়রাম রাজের বিরুদ্ধে যে সকল কর্ম করিয়াছেন বিশেষতঃ
তর্জনগর্জন করিয়া অতিসরল জগন্নাথকে দেওয়ানী কর্ম হইতে
চ্যুত করিয়া এবং অতি অন্যায়কারী ও প্রবঞ্চক সীতারাম
রাজকে তৎকর্ত্তে নিযুক্ত করাওণ্ডে যে কর্ম হইয়াছে তাহাতে
কোম্পানি বাহাদুরের অত্যন্ত অনুপকার এবং ব্রিটিশগবর্ণমে
ন্টের সম্মানের কলঙ্ক । তৎপরে কোর্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা
মান্দ্রাজের বড়সাহেবের প্রতি আরো এই অভিযোগ করিলেন
যে তিনি উৎকোচাদি গৃহণ করিয়া অতি অল্প রাজস্ব জমিদারী
দিয়াছেন এবং কহিলেন এইরূপে যে রাজস্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে
তদপেক্ষা দ্বিগুণ পাওয়া যাইতে পারিত । কোর্ট অফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
সহ উৎকোচ গৃহণই ইহার কারণ ঠাহরাইলেন যেহেতুক
[১৮ অধ্যায় ।] [১৭৭৮ সাল ।]

সীতারাম রাজ মাস্ত্রাজের গবরুনরের সেক্রেটারী সাহেবকে এই একরার লিখিয়া দিয়াছিলেন যে আপনি যদি আমাকে দেওয়া কৰ্ম করিয়া দেন এবং আমার ভ্রাতার মরণোত্তর আমার শুল্ককে তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব দেন এবং অন্য ২ সাহায্য করেন তবে লক্ষ টাকা আপনাকে দিব তদ্বিষয় তদন্ত করিতে আরো এই দৃষ্ট হইল যে সীতারাম রাজের মাস্ত্রাজে অবস্থিতসময়ে দুই লক্ষ টাকা তাঁহার নিকটে পুত্রিত হইয়াছিল এবং যদ্যপিও তৎসময়ে তাঁহার স্থানে রাজস্ব অনেক পাওনাছিল তথাপি ঐ টুকু হইতে কিছুমাত্র তিনি পরিশোধ করিলেন না সুতরাং ইহাতে বোধ হইল যে ঐ টাকা তিনি উৎকোচাদিতে ব্যয় করেন। তৎপরে কতক ২ দশ বৎসর কতক পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ঐ সরকারের তাবৎ ভূমি ইজারায় দেওয়া যায়। মাস্ত্রাজে কোম্পানির যে জায়গীর ছিল তাহা তিন বৎসরের নিমিত্ত নবাবকে ইজারা দেওয়া যায় কিন্তু তাহার উপস্থত্বের বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এই সকল ব্যাপার হয় তাহাতে কোর্ট অফ ডেবল্টরস সাহেবেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাস্ত্রাজে কৌন্সেল সাহেবেরদিগকে লিখিলেন যে জমিদারেরদের সমুদয় তোমরা নষ্ট করিলা এবং রাইয়তেরদিগকে আশ্রয়হীন করিয়াছ তথাপি আমারদের রাজস্বের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া তাঁহারা ঐ সকল কন্সের উপর দোষার্পণ করিলেন।

এইরূপে গভুর সরকারের বিষয়ে যে সকল ব্যাপার হয় তাহা বিবেচ্য। ১৭৬৮ সালে নিজামের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হয় যে জায়গীরস্বরূপ গভুর সরকার তাঁহার ভ্রাতা বাজালজুঙ্গকে হয় ঘাবজীবন নতুবা নিজামের যতকাল ইচ্ছা ততকালের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যতুচ্ছ হইবে। ১৭৭৪ সালে মাস্ত্রাজের বড় সাহেব শুনিলেন যে বাজালজুঙ্গ কুম্ভার কতক সৈন্য বৈতনিক করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে ইঙ্গলণ্ডের সাচেতন হইয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে ঐ সৈন্য সৈন্য বিদায় করিতে বাজালজুঙ্গকে অবিলম্বে হুকুম দিতে হইবে তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে গভুর সরকার এইরূপেই খেল করিয়া পরে তাহা আমারদের অধিকারে থাকে এমন

বন্দোবস্ত নিজামের সঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু এই অর্থ
 খারিজ বিষয়ানুসারে কার্য্যকরণের পূর্বে নিজামের সঙ্গে পরামর্শ
 করিয়া উচিত বোধ হইল তাহাতে নিজামের নিকটে এক জন
 উকীল প্রেরিত হইয়া তিনি নিজামের স্থানে এই প্রার্থনা করি-
 লেন যে বিদেশস্থ ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে এইক্রমে বিদায় করা যায়
 এবং গভূর সরকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্তৃক সুরক্ষিত হওনার্থ
 তাহারদিগকে ইজারায় দেওয়া যায়। তাহাতে নিজাম উত্তর
 করিলেন ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে বিদায়করণার্থ আমি এক
 জন সম্মানিত ভৃত্যকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি এবং পূর্বে ইঙ্গলণ্ডী-
 য়েরদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র করিয়াছি তাহার এক চুলমাত্র আমি
 উল্লেখ করিব না। পরে ১৭৭৮ সালের ১০ জুলাই তারিখে
 মান্দাজের বড় সাহেব নিশ্চয়পূর্বক কৌন্সেলে ইহা কহিলেন
 যে গভূর সরকারে ফ্রান্সীয় সৈন্যেরা বিদ্যমান থাকিলে ইঙ্গলণ্ডী-
 য়েরদের সঙ্কট সম্ভাবনা আছে অতএব ঐ সরকারের বিষয়ে নি-
 জামের দ্বারা কোন বাঞ্ছোশল না করিয়া তাহা নবাবের দ্বারা
 করিতে লাগিলেন। বাজলৎজঙ্গ তৎ সময়ে হয়দরের কুমন্ত্রণা
 বিষয়ে মশকুত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্য বিষয়ে অতিবাগু
 ছিলেন অতএব নবাবের দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এইরূপ এক সন্ধিপত্র
 করেন যে বাজলৎজঙ্গ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের স্থানে নির্দ্ধারিত কতক
 টাকা পাইয়া গভূর সরকার তাহারদের হস্তে অর্পণ করিবেন এ-
 বং যে ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে বৈতনিক করিয়া রাখিয়াছিলেন
 তাহারদিগকে বিদায় করিবেন। সন্ধি সম্মত হইলে মান্দাজের
 বড় সাহেব ও নিজামের মধ্যে যে বিষয়সকল উপস্থিত হয় তাহা
 নির্দ্ধারকরণার্থ তাহার দরবারে এক রেসিডেন্ট অর্থাৎ উকীল
 কে প্রেরণ করিতে এবং বাজলৎজঙ্গকে রক্ষাকরণার্থ জেনরল
 হারপার সাহেবকে সৈন্যে প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন।

অপর হস্তে সাহেব ঐ রেসিডেন্টী কর্তে নিযুক্ত হন তিনি
 ১৭৭৮ সালের ৬ এপ্রিলে তথায় পহুঁছিয়া অতি সমাদরপূর্বক
 তৎকর্তৃক গৃহীত হইলেন। কিন্তু দরবারে প্রথমেই নবাবের সহি-
 ত সাক্ষাৎ করিলে নিজামের ভ্রাতা বাজলৎজঙ্গের বিষয়ে ইহা

লগ্নীয়েরা। যাহা স্থির করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিতে নিজাম অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্ত হইয়া ১৭৭৮ সালের সন্ধিপত্র পাঠ করিয়া কহিলেন যে ইহার নিয়ম সকল তোমরা উল্লঙ্ঘন করিলা আমার বংশের কার্যে ইঙ্গলগ্নীয়েরদের ইচ্ছাপূরণের অধিকার নাই যে সৈন্যেরদিগকে এইরূপে বাজালজঙ্গের নিকটে তোমরা প্রেরণ করিয়াছ তাহারদিগকে না ফিরাইলে তোমাদের সঙ্গে আমার যে মিত্রতা আছে তাহা ভগ্ন হইয়াছে জ্ঞান করিব এবং এই সৈন্যেরা যদি বাজালজঙ্গের নিকটে পৌঁছিতে পারে তবে আমি যুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রবর্ত্ত হইব তাহাতে হলগু সাহেব নিজামকে অনেক প্রকারে খামাইতে উদ্যোগী হইলেন কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। ফলতঃ নিজামের এই ভয় ছিল যে বাজালজঙ্গ ইঙ্গলগ্নীয়েরদের কর্তৃক পুষ্ট হইলে এমত প্রবল হইবে যে আমার অধীনে কদাচ থাকিবে না অতএব রাগান্বিত হইয়া বাজালজঙ্গ ফুল্মীয় সৈন্যেরদিগকে যেমন বিদায় করিলেন তেমনি নিজাম বেতন দিয়া তাহারদিগকে আপনাদের সৈন্য ভুক্ত করিয়া রাখিলেন।

অপর ঐ বৎসরের ৫ জুন তারিখে মাদ্রাজের বড়সাহেব এই নিশ্চয় করিলেন যে উক্ত সরকারের বাবতে ইঙ্গলগ্নীয়েরদের বার্ষিক যে পাঁচ লক্ষ টাকা পেশকশ নিজামকে দিতে হয় তাহা এইরূপে ক্রমা করিতে নিবেদন করা যায় তৎসময়ে দুই বৎসরের পেশকশ বাকি ছিল কিন্তু নিজাম তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া কহিলেন এরূপ করিলে আমি এইরূপেই যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হই ইহার পূর্বে হলগু সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল যে কলিকাতার বড় সাহেবকে তোমার কৃত কার্য্য সকল জ্ঞাপন করিবা অতএব ৩ সেপ্টেম্বরে তদ্বিষয়ক তাবৎ কাগজপত্র তিনি কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। ২৫ অক্টোবরে গবর্নর জেনরল ও কৌন্সেলি সাহেবেরা এই সকল বিষয়ের বিবেচনা করণার্থ এক বৈঠক করেন এবং অনেক বিবেচনার পর এই স্থির করিলেন যে গবর্নর সরকারের বিষয়ে মাদ্রাজের গবর্নর ও কৌন্সেলি সাহেবেরা যে কার্য্য করিয়াছেন সে অতি অনুপযুক্ত এবং তাহাতে

ইহাশ্রীহরদেবের আত্যন্ত কলঙ্ক জন্মিতে পারে অতএব তাঁহার নিজামের নিকটে অতিশীঘ্র পত্র প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধকরা আমারদিগের কদাচ অভিপ্রেত নহে এক তৎসমকালীন নিজামের দরবারে রেসিডেন্ট ইলশাহেবকে কোন্সেলি সাহেবেরা লিখিলেন যে কলিকাতাহইতে শ্রীযুতের আস্থা প্রতিষ্ঠা না হইয়া আপনি কোন বিষয় স্থির করিবেন না । অপিচ তাঁহার মাস্ত্রাজের বড় সাহেবের নিকটে লিখিয়া তাঁহার যে কার্য্যে দোষ ধরেন তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং যদিপি ঐ পত্র অতি কোমলাঙ্গুরে রচিত হয় তথাপি মাস্ত্রাজের বড় সাহেব ও কোন্সেলি সাহেবেরা অতি রুষ্ট হইয়া উত্তর লিখিলেন যে আমারদের গবর্ণমেন্টস্বর্কীয় কর্ম্মে কলিকাতার বড় সাহেবের ইচ্ছা ক্রেপকবুগের কিছু অধিকার নাই এবং এতদতিরিক্তও রাগজনক বহু কর্তৃকটব্য বাক্যে পত্র পরিপূর্ণ করিলেন ।

মাস্ত্রাজের বড় সাহেব দশ-বৎসরের জন্যে গন্তুর সরকারের এক ইজারা লইয়া তাহা নবাবকে অর্পণ করিলেন অথচ নবাবের দেশশাসনেতে কোর্ট অফ ডেভেলপমেন্ট সাহেবেরদের যে কি পর্য্যন্ত বৈরক্তি তাহা তিনি সুজ্ঞাত ছিলেন ।

কিন্তু তাঁহারদের এতদ্রূপ অন্যায়চরণ অতিশীঘ্র স্থগিত হয় তাঁহারদের অপরাধরূপ পাত্র এইক্রমে পরিপূর্ণ হইয়াছে বোধ করিয়া কোর্ট অফ ডেভেলপমেন্ট সাহেবেরা ১৭৮১ সালের ১০ জানুয়ারিতে দায়ের সায়েরী কমিটী রহিত করাতে এবং উক্ত সরকারের জমিদারেরদের সঙ্গে যে ব্যাপার হয় এবং বাজার জঙ্গের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র হয় ও গন্তুর সরকারের ইজারা নবাবকে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার দোষাৰ্পণ করিয়া লেখিলেন যে ইহাতে আমরা আত্যন্ত অসম্মত অতএব সর ভামস রহোন্দি সাহেব ও তাঁহার দুই জন সহকারিকে একেবারে কর্ম্মচ্যুত করিলাম । পরে সর হেকটর মনরো সাহেবের কার্য্যের প্রতি তাঁহারা আপনারদের অনিষ্ট জানাইলেন ।

১১ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যস্থাপন কালাবধি সর্বাধিক
ক্লেমশজনক ও দীর্ঘকালস্থায়ি যে যুদ্ধ তাহাতে ঘটিয়া গিয়াছে তদুদ্দেশ্যের
বিবরণ এইরূপে আমারদের প্রস্তাব্য।

এই যুদ্ধে যে সকল বিপদ ব্যসন ঘটে তাহা অগৌই প্রস্তাব
করা উচিত বোধ হইল না ক্রমশো গৃহ পাঠেই তাহা অনায়াসে
বোধ হইবে এইরূপে আমারদের কেবল এই বক্তব্য যে তৎ
কালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কেৱল শত্রু ছিল তাহা বিবেচনা করিলে
এবং অপর দিগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তৎ কালীন দৌর্য্যল্য ও তাহা
সুদের রাজশাসনের কিপর্য্যন্ত বিঘ্ন তাহা বিবেচনা করিলে অতি
সাহসপূর্ব্বক কথা যাইতে পারে যে তদনুরূপ বিভূতি এতদেশীয়
কোন রাজারদের হইলে তাহারদের রাজ্য কদাচ তিষ্ঠিতে পা
রিত না।

১৭৭৮ সালের আরম্ভে ইঙ্গলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের মধ্যে যুদ্ধ
হইয়াছে এই সম্বাদ মাত্রাজে পৌঁছে। তাহাতে মাত্রাজের গব
রনরু সাহেব এই স্থির করিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা প্রস্তুত না হইতে
ভারতবর্ষে তাহারদের যে সকল বসতি স্থান আছে তাহা আমরা
আক্রমণ করি। পরে চন্দন নগরপ্রভৃতি ফ্রান্সীয়েরদের ক্ষুদ্র স্থান
অনায়াসে হস্তগত হইল কিন্তু মাত্রাজহইতে কিঞ্চিদন্তরিত কু
দচেরী নামক তাহারদের ভারতবর্ষে যে রাজধানী ছিল তাহা
অধিকার করা আয়াসসাধ্য অতএব মাত্রাজের সৈন্যাধিপতি
সর-হেক্টর মনরো সৈন্যে তাহার প্রাক্কুলে অগৌণে যাত্রা
করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে ৮ আগস্টে ঐ স্থানের দুর্গ
হইতে তিন কোশ অন্তরিত রক্তবর্ণ বিখ্যাত পর্ব্বতে পৌঁছিলে
ন কিন্তু তাহার যুদ্ধায়োজনের এমন ক্লিণতা ছিল যে ৬ সেপ্টেম্ব
রের পূর্বে ঐ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেন না।

সর হেক্টর মনরো যে সময়ে রক্তবর্ণ পর্ব্বতের নিকটে গিয়া
[১১ অধ্যায়]

[১৭৭৮ সাল]

ছেন তৎকালীন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজবহরও ঐ তটে সমাগত হয় তন্মধ্যে যাইট তোপধারি এক ও অষ্টাইশ তোপধারি এক ও বিংশতি তোপধারি এক জাহাজ ও এক ক্ষুদ্র জাহাজ এবং কোল্লানি বাহাদুরের এক বৃহৎ জাহাজ এই সকল জাহাজ শ্রীযুত সর এডার্ট বরনন সাহেবের অধীনে ছিল। ফ্রান্সীয় যুদ্ধ জাহাজসকল ত্রিশালি সাহেবের অধীন ছিল তন্মধ্যে একখান চৌষটি তোপধারি দ্বিতীয় ছত্রিশ তোপধারি তৃতীয় বত্রিশ তোপধারি এতদতিরিক্ত ফ্রান্সীয় কোল্লানির দুই বৃহৎ জাহাজ ছিল। অপর ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে ১০ আগস্টে যুদ্ধারম্ভ হয় ঐ যুদ্ধ সওয়া ঘণ্টাপর্যন্ত ব্যাপি যা থাকে কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষ জয়ী হয় তাহার কিছু নিশ্চয় হইল না তথাচ ফ্রান্সীয়েরদের অপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে জয় বোধ হইল। ফ্রান্সীয় যুদ্ধ জাহাজ ঐ রাত্রিতে ফুদচেরিতে পহঁছিল কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজের কিঞ্চিৎ ক্ষতি প্রযুক্ত তাহার মেরামৎ করাতে দশ দিবস বিলম্ব হইল পরে ২০ আগস্টে পুনর্বার ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজেরদের সাক্ষাৎ হয় কিন্তু বাতাসের মান্দ্যপ্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে পারিলনা। ঐ রাত্রিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজ ফুদচেরীর সম্মুখাসম্মুখি নোঙ্গর করিল এবং তাহারদের এমত অপেক্ষাছিল যে পর দিবসে ফ্রান্সীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ হইবেক কিন্তু ফ্রান্সীয় জাহাজপতি স্বীয় জাহাজসকল লইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিয়া তৎপর সে জাহাজ ঐ তটে পুনর্দৃষ্ট হইল না।

ফুদচেরীর তৎকালীন কিল্লাদার রেলকোম সাহেব অত্যন্ত সাহসী ও দুরূহ কর্ম্ম প্রবৃত্ত। অনন্তর ১৮ সেপ্টেম্বরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রথমেই কিল্লার প্রতি গোলাক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু ফ্রান্সীয় সৈন্যেরা এমত সন্তক ছিল যে তাহারদের অতি সাবধানে কর্ম্ম করিতে হইল ফলতঃ উক্ত ফ্রান্সীয় সেনাপতি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে জিবারণার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে ত্রুটি করিলেন না কিন্তু যখন অক্টোবর মাসের মধ্য সময়ে তিনি দেখিলেন যে নানাদিগহইতে এককালে ঐ দুর্গের উপর চড়াউ করিতে ইঙ্গলণ্ডী

গোরা প্রবৃত্ত তখন অসমসাহসপূৰ্ণক তাঁহার মহাকারিত্যরূপে যে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারদিগকে মিথ্যা প্রাণ ইত্য ইত্যে তিনি ইচ্ছুক হইলেন না যেহেতুক তাঁহার এই দৃঢ় বোধ ছিল যে যত যুদ্ধ করি না কেন এই স্থান রক্ষা করিতে অসমর্থ। কদাচ পারিব না অতএব আক্রমণের পূর্বেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে এই কিল্লা অর্পণ করিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরাও তাঁহার সঙ্গে অতি উত্তম রূপে নিয়ম করিতে সকলের বোধ হইল যে তাঁহার সাহসপ্রযুক্ত তাঁহাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কিপর্য্যন্ত সম্মম করিলেন।

— তৎপরে মলয়বার তটে মাহী নামক এক ক্ষুদ্র দুর্গ ব্যতিরেকে ফ্রান্সীয়েরদের অপর কোন স্থান অনধিকৃত রহিল না। গবর্ণমেন্ট এই স্থান আক্রমণ করা দুঃসাধ্য জানিয়া ও তাহা আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন যেহেতুক তাহা আয়ত্ত করিলেই ফ্রান্সীয়েরা একেবারে দেশবহিস্কৃত হয় এবং এতদেশীয় রাজারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে ফ্রান্সীয়েরা যে তাঁহারদের সাহায্য করিবেন এমনত ভয় আর থাকে না। এই ভরসায় সতেজ হইয়া তাঁহার। এই স্থানের উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু এ তর্জপ নিশ্চয় করিবামাত্র বোম্বেস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের যে বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সম্বাদ পাইছিল অতএব তাঁহারদের এই ভয় জন্মিল যে হয়দর আলী মাহী দুর্গ আক্রমণেতে পাছে আমারদের শত্রু হয় তথাপি মাদ্রাজের বড় সাহেব এই নিশ্চয় করিলেন যে এই কর্মে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইতে হইবে অতএব ইঙ্গলণ্ডীয় গোরা সৈন্যেরদিগকে জলপথে এবং এত দেশীয়েরদিগকে স্থলপথে তথায় প্রেরণ করা স্থির হইল।

এ উদ্যোগের অধ্যাক্ষতা কর্ম কর্ণল বাথউএট সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় পরে তৎকর্ত্তে সৈন্যেরা প্রবৃত্ত হইয়া দেখে যে তাহার। যুদ্ধ ভয় করিয়াছিল তত নাই স্থলপথে যে সৈন্যেরা গমন করিল তাহারদের কিছু ব্যাঘাত হইল না এবং জলপথে যাহারা প্রেরিত হয় তাহারাও নির্বিঘ্নে তথায় পহুছে। পরে এই কিল্লা অতিদুর্গ স্থানে গুপ্তিত হইলেও ফ্রান্সীয়েরদের আহারীয় দ্রব্যের অভাবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা গোলামাত্র নিরুপ না করিতেই ১১ মার্চে

তাহারদের হস্তে এই কিস্তী সমর্পিত হয়। ইঙ্গলণ্ডিয়েরা প্রাপ্তি
মাত্রই তাহা বাকুদের দ্বারা বিনষ্ট করেন।

এ স্থান ইঙ্গলণ্ডিয়েরা আয়ত্ত করিলেই তেলিচেরীর অধ্যক্ষ
কর্ণল বাথউএট সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন যেহেতুক
নায়েঁর জাতীয় এক জন অধ্যক্ষকে আশ্রয় প্রদান করাতে তিনি
হয়দর আলীর অত্যন্ত ক্রোধপাত্র হইয়াছিলেন এবং নিকটবর্ত্তি
রাজারদিগকে হয়দর আলী ইঙ্গলণ্ডিয়েরদিগের ক্রোধ দেওনে প্র-
বেশ জন্মাইতে লাগিলেন। কিন্তু হয়দর আলীর সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডী-
য়েরদের যে যুদ্ধ হয় তাহা প্রস্তাব করণের পূর্বে উভয়ের পূর্বক
লীন সম্মুখ এবং যুদ্ধের মুখ্য কারণ ব্যক্ত করা উচিত। ১৭৭৪
সালে মহারাক্ষীয় নানা রাজারদের বিরোধ হওয়াতে আপনার
স্থান হইতে অপহৃত দেশ সকল হয়দর আলী পুনরধিকার করি-
তে ক্ষম হইলেন পরে চতুর্দিকে বিঘ্নাভাব দেখিয়া আপন অধিকা-
রের পারিপাট্যকরণে ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণে এবং সৈন্যেরদের
সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহারদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষা দেওনেতে কালযা-
পন করিতে লাগিলেন এতদ্রূপে ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত আপনার প-
রাক্রম বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এই বৎসরে মহারাক্ষীর
ও নিজাম তাঁহাকে শাসনকরণার্থ একবাক্য হন। পরে মহারাক্ষী-
র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার দেশের মধ্যে আক্র-
মণ করেন কিন্তু ১৭৭৮ সালের ৫ জানুয়ারিতে আদোনি
স্থানে তাঁহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হয়দর আলী তাঁহারদি-
গকে পরাজয় করেন।

হয়দর আলী এই যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডিয়েরদের সাহায্য প্রার্থনা করি-
য়া কহিলেন যে ১৭৬২ সালের সন্ধিপত্রক্রমে বিভ্রাটসময়ে
আমার সাহায্য করিতে তোমাদের অঙ্গীকার আছে তথাপি
ইঙ্গলণ্ডিয়েরা তাহা না করাতে তিনি অতি রাগান্বিত হইলেন।
কিন্তু তিনি এই রাগ গোপন করিয়া ১৭৭৮ সালে ইঙ্গলণ্ডিয়েরদের
সঙ্গে নতুন এক সন্ধিপত্র উদ্যোগ করিয়া কহিলেন যে আপনারা
যদি অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য প্রভৃতি আমাকে দেন তবে এই সকল সরঞ্জাম
[১২ অধ্যায়।] [১৭৭৮ সাল।]

কোর খরচা আমি নিজহাতে দেই এবং তোমাদের মিত্র রঘুনী
হারাওকে পেলোয়ার পদে নিযুক্ত করি কিন্তু এই পুস্ত্রী মাস্জাজ
বঙ্গ দেশের গবর্ণমেন্ট যদি গুহা করিতে স্বীকৃত প্রায় ইই
লেন বটে তথাপি তৎপরে অন্যান্য রাজারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত
করণের আড়ম্বরে হয়দর আলীর ঐ প্রসঙ্গ একেবারে তল পড়িল
কা গেল।

ইতিমধ্যে হয়দর আলী ও ফুল্মিয়েরদের মধ্যে মৈত্রীভাব ইই
তে লাগিল যেহেতুক ফুল্মিয়েরা অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামপ্রভৃতি তাঁ
হাকে যোগাইয়া দিলেন এবং তাঁহার গৈন্য সুশিক্ষিতকরণার্থ
অনেক সেনাপতি প্রেরণ করিলেন। তৎক্ষণে হয়দর আলী পুষ্ট
ইইলে ইঙ্গলণ্ডীয়দের নিকটে লিখিলেন আপনারা যদি মাহী
স্থানের উপর আক্রমণ করেন তবে আমি তাহার প্রতিফল অব
শ্যই দিব কিন্তু তৎসময়ে তিনি গুটি ও কর্ণাল ও কদাপা স্থানের
উপর আক্রমণার্থ ব্যস্ত থাকাতে ইঙ্গলণ্ডীয়দের উদ্যোগ নিমূল
করণার্থ কোন উপায়ের উদ্যোগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ই
ঙ্গলণ্ডিয়েরা তাঁহার দরবারে এক উকীল প্রেরণ করিয়া যাহাতে
উভয়ের যুদ্ধ না হয় এমন নানা বাককৌশল করিতে লাগিলেন
কিন্তু হয়দর ঐ উকীলকে সমাদরপূর্ব্বক গৃহণ না করিয়া কহি
লেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়দের মাহীস্থান আক্রমণ করার প্রতিফল
স্বরূপ এই রূপে আমি কর্ণাট দেশ আক্রমণ করিতে প্রস্তুত আছি।
ইহা শ্রবণে মাস্জাজের বড় সাহেব নিশ্চয় বোধ করিলেন যে এখ
নোও আমারদের প্রতি হয়দরের নিতান্ত রাগ আছে অতএব
যুদ্ধকরণার্থ আমারদের প্রস্তুত হওনের অত্যাৱশ্যক। পরে
চতুর্দিশ নিরীকরণ করত সঙ্কটব্যতিরেকে তাঁহারদের আর কিছু
দৃষ্ট হয় না নবাব উপায়হীন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়দের কোষ একে
বারে অর্থ শূন্য এবং হয়দরের অস্বাচ্ছন্দ্য যদি এইরূপে কর্ণাট
দেশের উপর আক্রমণ করে তবে আহাৱীয় দুব্য সৎগৃহ ও
রাজস্ব আদায় করা অতি দুঃসাধ্য হইবে। এবং বাজাল জন্মের
সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডিয়েরা যে সন্ধিপত্র করেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ভ্রাতা
নিজাম ইঙ্গলণ্ডীয়দের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং হয়দর আ

নী তাহাক্তু এমত রাগোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে গন্তুর সরকারে কর্ণল হারপার সাহেবের প্রবেশ বারণার্থ তথায় সৈন্য প্রেরণ হইবে না। পঁরে তিনি বাজালৎ জঙ্গের নিকটে এই পত্র লিখিলেন যে গন্তুর সরকার আমার অতি নিকটে অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে তৎপুদেশে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিতে আমি কদাচ দিব না তাহাতে নবেম্বর মাসে তিনি বাজালৎ জঙ্গের অধিকারে সৈন্য প্রেরণ করিয়া মাঠের তৎবদভূমি অধিকার করিলেন। বাজালৎ জঙ্গ এতদ্রূপ দূরবস্থ হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে লিখিলেন যে আমার সাহায্যার্থ যে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন তাহারদিগকে আপনারা পুনরাহ্বান করুন এবং গন্তুর সরকার হয়দর আলীকে ফিরিয়া দিউন নতুবা আমি নিতান্ত মারা পড়ি। পরে ৩০ দিনে হয়দর তারিখে মাস্ত্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলি সাহেবেরা এতদ্বিষয়ক বিবেচনা করিতে এক বৈঠক করেন তাহাতে এই স্থির হইল যে গন্তুর সরকার ফিরিয়া দিবেন না।

পরে নবেম্বর মাস সমাপ্ত না হইতে নবাব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে এই জ্ঞাত করিলেন যে হয়দর আলী ও নিজাম ও মহারাজীয়েরা তোমাদের প্রতিকূলে একবাক্য হইয়াছেন। মাস্ত্রাজের বড় সাহেব তাহাতে কিছু শ্রদ্ধা না করিয়া বরং বোম্বে জেনরল গদার্ড সাহেবের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং জুন মাস পর্য্যন্ত কৌন্সেলি সাহেবেরা যুমন্ত প্রায় থাকিয়া তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র উদ্যোগ করিলেন না। কিন্তু ১২ জুন তারিখে তাঁহাদের নিকটে এই সম্বাদ পঁছছিল যে হয়দর আলী জীরংপটমহীতে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন এবং বঙ্গলুরহীতে এক দল মহাসৈন্য সংগৃহীত করিয়াছেন। ঐ মাসের ২৮ তারিখে মাস্ত্রাজের বড় সাহেব কলিকাতার গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকটে এক পত্র লিখিলেন যে হয়দর আলী ফুলসীয়েদের স্থানে যুদ্ধ সরঞ্জামসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সৈন্যেরা সর্বপ্রকার সুসজ্জ হইয়া কর্ণাটের সীমা পর্য্যন্ত আগত হইয়াছে। তৎসময়ে মাস্ত্রাজের কৌন্সেলি রদের মধ্যে অনৈক্য ছিল কিন্তু অধিকাংশ বড় সাহেবের পক্ষ। অন্য পক্ষেরা কহিলেন যে আমারদের যে সৈন্য এইরূপে যুদ্ধ

[১২ অধ্যায়।] [১৭৭২ সাল।]

সর ছড়ান আছে তাহারদিগকে অতিশয় সঙ্গৃহকরণের অত্যা-
বশ্যক তাহাতে বড় সাহেব উত্তর করিলেন যে অবশ্যক বটে
কিন্তু কিছুই করিলেন না।

পরে ২১ জুলাই তারিখে তাহারদের নিকটে এই সম্বাদ পাই-
ছে যে হয়দর আলী ও তাহার দুই পুত্র ও তাহার তাবৎ সৈন্য কণা-
ট দেশে প্রবেশনীয় যে পার্শ্বীয়পথ তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।
তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বড় সাহেবের নিকটে কাইলেন যে এই ক্ষণে
ই সৈন্য সঙ্গৃহ না করিলে নয় বড় সাহেব কহিলেন সৈন্য সঙ্গৃ-
হকরণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু কি করা যায় অর্থ নাই। তৎপরে
দ্বিত্যেই শুনিলেন যে তটস্থিত পোর্ভোনোবো ও মাস্জাজহইতে
কেবল পঁচিশ কোশ অন্তরিত কুঞ্জিবরাম স্থান হয়দর লুণ্ঠ করি-
য়াছেন। হয়দর আলী যে সৈন্যলইয়া কুঞ্জিবরাম স্থান আক্রমণ
করেন তাহার সঙ্খ্যা চল্লিশ হাজার তন্মধ্যে দশ সহস্র অত্যুত্তম
শুশিক্ষিত ও যুদ্ধে অতিনিপুণ অশ্বারূঢ় অধিকন্তু তাহার সঙ্গে এক
শত তোপ ও লালীনামক এক জন অতিবিজ্ঞ ফ্রান্সীয় সেনাপতির
অধীন চারিশত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। পরে হয়দর আলী দে-
শের উপর পড়িয়া তাহার অশ্বারূঢ়েরা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া
সকলের মনোমধ্যে এমত উৎকণ্ঠা জন্মাইল যে আবালবৃদ্ধবানি
তা সকলেই পলায়ন করিল এবং অশ্বারূঢ়েরা তাহারদের তাব-
ত্বাহার বহির্দ্বারাদি দখল করিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্যপ্রভৃতি অশ্বেরদের
পাদে দলিত করিল।

২৪ জুলাই তারিখে কৌন্সেলি সাহেবেরা কর্তব্যবিষয়
ক বিবেচনার্থ বৈঠক করিলেন তাহা ছয় মাস পূর্বে করিলেই
ভাল হইত। পরে তাহারা আপনারদের ছড়ান সৈন্যেরদিগ-
কে একত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন এবং যে সেনাপতি সাহেবেরা
অবর্তমান ছিলেন তাহারদিগকে স্বয়ং রেজিমেণ্টে গমন করিতে
আজ্ঞা দিলেন এবং অন্যান্য রাজধানীর বড় সাহেবেরদের নিক-
টে অতিদূরায় পত্র লিখিয়া অর্থসাহায্য যাচঞা করিলেন ও
পশ্চিম তটে তেলিচেরীহইতে হয়দর আলীর অধিকার আক্রমণ
করিতে নিশ্চয় করিলেন।

তৎসময়ে গভুরহু যেসকল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য তাহারা কর্ণল বেলি সাহেবের অধীন ছিল তাহার প্রতি কদাপার উপর আক্রমণ করিতে হুকুম হয় কিন্তু কৌন্সেলের হীনপক্ষেরা এ পরামর্শে আপনাদের অন্বিত জানাইয়া কহিলেন যে ইহাতে হয়দর আলীর কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই অথচ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা দুর্বল হইবে। তাহারা কহিলেন যে কর্ণল বেলি সাহেবকে অগৌণে মাদ্রাজে আসিতে হুকুম দিলে ভাল হয় কিন্তু কিঞ্চিৎ কালপরে কর্ণল বেলি সাহেবের এক পত্র প্রাপ্ত হওয়াগেল তাহাতে লিখিলেন যে সৈন্যদের নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্য কিম্বা যুদ্ধ সরঞ্জামবাহক বলদপ্রভৃতি এই স্থানে দুষ্কপা তৎপ্রযুক্ত মাদ্রাজে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে সকলেই হুকুম দিতে সম্মত হইলেন।

পরে কি নিয়মে যুদ্ধ কর্তব্য গবরুনর কৌন্সলে এতদ্বিষয়ক পরামর্শ হইলে তাহারা এই স্থির করিলেন যে নবাব আহারীয় দ্রব্য কুঞ্জিবরাম স্থানে সংগৃহ করিয়াছেন অতএব তদ্বিকটে আমরা রদের সৈন্যের সমাগম হইলে ভাল হয় কিন্তু সেনাপতি সাহেব যদ্যপি যুদ্ধকরণার্থ রণস্থলে যাত্রা করেন তবে কৌন্সেলের বড় সাহেবের পক্ষপাতীরা ক্ষীণ হন বিপক্ষেরা প্রবল হয় তৎপ্রযুক্ত সৈন্যাদ্যক্রান্তা কর্ম লার্ড মাকলাউড সাহেবের হস্তে অর্পিত হয় কিন্তু তিনি কহিলেন যে কুঞ্জিবরাম স্থান মাদ্রাজ হইতে অতিদূর অতএব সেই স্থানে সৈন্যসংগৃহ করা কদাচ আমার পরামর্শসিদ্ধ হয় না এবৎ আমি তৎকর্মের ঝুঁকি আপনার উপর লইতে পারি না মাদ্রাজের নিকটে যদি সৈন্য সংগৃহ করা যায় তবে তদ্বার গৃহণ করিতে আমি প্রস্তুত। ইহাতে প্রধান সৈন্যাদ্যক্রান্ত সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে কুঞ্জিবরাম স্থানে সৈন্য সংগৃহ করাই পরামর্শযুক্ত আমি আপনাই সেই ভার গৃহণ করিলাম অতএব মাদ্রাজ হইতে তাহার যাত্রা করাতে তথাকার বড় সাহেবের পক্ষপাতী কৌন্সেলি সাহেবেরদের দলের ক্ষীণতা না হয় এপ্রযুক্ত তাহার পরিবর্তে বড় সাহেবের পক্ষপাতী একজন কৌন্সলে নিযুক্ত হন। এই সকল আয়োজন যে সময়ে হইতে লাগিল আগন্ত

মাসের ২ তারিখে হয়দরের সৈন্যের নিকটে আগন্তু আহা-
রীয় দ্রব্য আক্রমণার্থ কর্ণল কসবি সাহেব কতক সৈন্য লইয়া
প্রেরিত হইলেন তাহাতে ইঙ্গলগুয় সৈন্যেরা আরো ক্রীণ দল হ-
ইল। কসবি সাহেবের ঐ যাত্রাতে নানা অমঙ্গলদিশিল তাহার
প্রধান কারণ প্রজাগণের অসন্তোষ যেহেতুক স্তদেশে দুই রাজা
কোম্মানি ও নবাব এই উভয়ের আমলারদের অন্যথাচরণেতে
প্রজাগণ বিনষ্টপ্রায়। কর্ণল কসবি সাহেব কোন বিষয়ের সম্বাদ
কাহার স্থানে পাইতে পারিলেন না অথচ হয়দর আলী দেশের
প্রজারদের দ্বারা এবং নবাবের আমলার দ্বারা কসবি সাহেবের
গমনাগমনের তাবৎ সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। অপর কর্ণল কস-
বি সাহেব যেমন দেশে প্রবেশ করিলেন তেমনি তাহার সঙ্কটের
বৃদ্ধি হইতে লাগিল হয়দর আলীর অশ্বারুঢ়েরা চতুর্দিকস্থ হইতে আ-
সিয়া তাহার উপর বারম্বার আক্রমণ করে কিন্তু কোথায় ঐ সৈ-
ন্যেরা থাকে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন না। ইত্য-
দি বিভ্রাট দেখিয়া তিনি সৈন্য তথাহইতে প্রস্থান করিতে নি-
শ্চয় করিলেন ভাগ্যক্রমে ১২ সেপ্টেম্বরে চিঙ্গলপাটে অন্য এক
দল ইঙ্গলগুয় সৈন্যের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। তদনন্তর প্রতি
দিবসেরি হয়দর আলীর লুচের সম্বাদ মাদ্রাজের বড় সাহেবের নি-
কটে পৌঁছিল। অপর হয়দর আলীর এমত সাহস বৃদ্ধি হইল
যে মান্দ্রাজহইতে কেবল সাড়ে চারিকোশ অন্তরিত সেন্ট তামস
পর্বতপর্যন্ত আসিয়া তিনি লুচ করিলেন ১৪ আগস্ত তারিখে
প্রধান সেনাপতি সাহেব কহিলেন যে আমি কুঞ্জবরাম স্থানে
সৈন্য সংগ্ৰহ করিতে পারিলাম না অতএব সেন্ট তামস পর্বতে
সৈন্য সংগ্ৰহ করিলে ভাল হয় এবং যেপর্যন্ত আটদিবসের
আহারীয় দ্রব্য ওতদ্বাহক বলদপ্রভৃতি প্রস্তুত না হয় সেপর্য-
ন্ত তথায় অবস্থিতি করা উচিত তৎ সমকালীন কর্ণল ব্রাথ-
উএট সাহেব আপনার অধীনে সে সকল সৈন্য ছিল তাহারদি-
গকে ফুদচেরাহইতে লইয়া চিঙ্গলপাটে পৌঁছিলেন তথাহইতে
তাহারদিগকে সেন্ট তামস পর্বতে আসিতে আর্জা করিলেন।
অপর ১১ আগস্ত তারিখে হয়দর আলী স্বীয় তাবৎ সৈন্য সংগ্ৰহ
[১৯ অধ্যায়।]

করিয়া আড়কাট নগর বেষ্টিত করেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অত্যন্ত ভীত হইলেন যেহেতুক তাহারদের আত্মরক্ষার তাবদুখ্য সেই স্থানে ন্যস্ত ছিল তৎপরে অত্যন্ত শঙ্কাজনক সম্বাদ চতুর্দিগ হইতে আর্মিতে লাগিল । গম্ভীর সরকার ইঙ্গলণ্ডীয়দের অবাধ্য জ্ঞান করিয়া হয়দর আলী তথায় সৈন্য প্রেরণ করিবেন এমন সম্বাদ আগত হইল । মহারাষ্ট্রীয়েরাও তৎসমকালে কটক পুর্বে শে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন এবং মলয়বার তটে ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের যে সকল সৈন্য ছিল তাহারদের প্রতিকূলে হয়দর আলীও সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজেরও তথায় আগমনের সম্ভাবনা ছিল ।

১৪ আগস্তু তারিখে জেনরল সাহেব কহিলেন যে হয়দরের গম্ভীরবোধের কারণ কণ্ঠিবরাম স্থানে যে সৈন্যেরদিগকে একত্র হইতে কহিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে রহিত করিতে হইল যেহেতুক অবকাশ কাল নাই এবং স্বাহক বলদেরও অপূতুল অস্ত্র এবং কোন্সেলী সাহেবেরা এই স্থির করিলেন যে সৈন্যেরা মান্দ্রাজের সন্নিকটস্থ সেন্ট তামস পর্বতে একত্র হইয়া আট দিবসের উপ যুক্ত খাদ্য দ্রব্য লক্ষ্যকরণপর্যন্ত তথায় থাকিবে । ইতিমধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকট হয়দরের আগমন বিষয়ে নানা বিরুদ্ধ সমাচার আসিতে শেষে এই সম্বাদাগত হইল যে ২১ আগস্তু তারিখে হয়দর আড়কাটের দুর্গপর্যন্ত আসিয়া তাহা বেষ্টিত করিয়াছেন ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অতিশয় উদ্বেগ জন্মিতে লাগিল যেহেতুক সে স্থান তৎপুর্দেশের রাজকিলা এবং নবাবের সঞ্চিত আত্মরক্ষার দ্রব্য তাবৎ ঐ কিল্লায় ছিল তাহা হয়দরের হস্তগত হইলে তাহার সৈন্য থাকিবার উত্তম স্থান সেই ইহাবুক এক্ষণে তিনি সেখানে থাকিয়া তৎচতুর্দিকস্থ দেশে আপন সৈন্য বিস্তার করিয়া দখল করিতে পারেন চতুর্দিগ হইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকট অনেক দুঃসমচার আসিতে লাগিল মহারাষ্ট্রীয়েরা বিরাট দেশ হইতে কটকে গমনপূর্বক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার উত্তর সরকার দেখে উপর পতনোন্মুখ হইল এবং হয়দরের এক দল সৈন্য নাএবেরদের সহিত যোগ

করিয়া তেলিচেরি ও মলয়বার তটস্থ ইঙ্গলগুয়েরদের তাবৎ অধিকারের উপর তদ্রূপ কুদৃষ্টি করিতে লাগিল এবং ইঙ্গলগুয়েরদের জাহাজপতি মান্দ্রাজে এই সমাচার প্রেরণ করিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের এক যুদ্ধ জাহাজের বহর সর্মহানৈন্য ফ্রান্স দেশহইতে আনিতেছে ইহা আমি শুনিয়াছি।

এই সকল বিভ্রাটেতে বিবৃত হইয়া ইঙ্গলগুয়েরা আপনারদের কোষশূন্য দেখিয়া কৰ্জ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাহার দিগকে কৰ্জ দিতে প্রায় কেহ স্বীকার না করাতে তাঁহারা নবাবের নিকটে যাচঞা করিলেন তিনি কহিলেন যে আমার কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই আমিই নিজ কৰ্জে ডুবিয়া আছি। অনন্তর তঞ্জাবের রাজার নিকটে যাচঞা করাতে তিনি কহিলেন যে আমার যাহা ছিল তাহা নবাব লইয়াছেন তদ্রূপে আর কিছু নাই এদিগে নবাবের সৈন্যেরাও টাকার অভাবে অবাধ্য হইতে লাগিল।

২৫ আগস্তু তারিখে জেনরল সাহেব মান্দ্রাজহইতে সেন্ট তামস পার্শ্বতে গিয়া সৈন্যেরদের সহিত মিলিলেন। সেখানে নবাবের এক রেজিমেণ্ট অস্থায়ী সৈন্য ছিল এবং তাহারা কহিল যে আমরা এক বৎসরের বেতন না পাইলে একপাও ভড়িব না তাহাতে জেনরল সাহেব তাহারদের তাবৎ অন্তশস্ত্র লইলেন এবং তাহারদের মধ্যে কেবল ছাপ্পান্ন জন সম্মত হইল এতদ্ভিন্ন ইঙ্গলগুয়েরদের গোরু সৈন্য ও এতদেশীয় সিপাহী ও গোলান্দাজপুত্র লইয়া সর্বসুদ্ধ ৫২০২ জন সৈন্যের অধিক ছিল না। অতিশয় কষ্টে তাহারদের আটদিনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত হইয়া ছিল অতএব তাহারদের পৃষ্ঠে করিয়া চারি দিনের খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইতে হইল এবং অবশিষ্ট চারি দিবসের ভক্ষ্যদ্রব্য যে অল্প বলদ পাওয়াগেল তদ্বারা বোঝাই করিয়া লইয়া চলিল। কুঞ্জবরামে পৌঁছিতে চারি দিবস লাগিল তন্মধ্যে দুই দিবস অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে লোকেরা একে তো আপনারদের পৃষ্ঠের ভারে আক্রান্ত দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টিতে

আরো অতিশয় শ্রান্ত হইল এবং পশ্চিমধ্যে চতুর্দিকে বিপদের
ভাব করিয়া অর্থাৎ ও নবাবের যে উকীল তুহানদের আহি
রীয় দুবন্দর যোগাইতে এবং তাবদ্বিষয়ের সম্বাদ আনিতে নি
যুক্ত ছিলেন তিনি কহিলেন যে আমি কি আহারীয় দুব্দ কি
সম্বাদ কিছুই পাইতে পারি না পরিশেষে কুঞ্জবরামের মাঠে
যে ধান্য ছিল কেবল তদ্বারা সৈন্যেরদের আহার নির্বাহ
হইল।

ইহার পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে জেনরল মনরো সাহেব সৈন্য
ন্যে যে দিবসে কুঞ্জবরামে পঁহুছেন তৎপরদিবসে কর্নল বেলি
সাহেবও সৈন্য তথায় পঁহুছিবেন কিন্তু বেলি সাহেবের গন্তব্য
পশ্চিমধ্যে এক ক্ষুদ্র নালি ছিল বর্ষার প্রাবল্যে তাহা অতিশয়
বর্দ্ধিত হওয়াতে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না ও সেপ্তেম্বরে
জলের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ঐ নালি তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। তদ্বি
বসে ইয়দুর আলী স্বীয় তাবৎ সৈন্য লইয়া কুঞ্জবরামের আড়াই
ক্রোশ অন্তরিত স্থানে শিবির করিলেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল
যে কর্নল বেলি সাহেব ও জেনরল মনরো সাহেবের সৈন্যেরা এ
কত্র হইতে না পারে অতএব ঐ উভয় সাহেবের মধ্যে মাড়ু মাড়
ক্রোশ ব্যবধান থাকিতে তিনি আপনার সৈন্যের উত্তমাংশ
তাঁহার পুত্র টেপু মুলতানের সমভিব্যাহারে কর্নল বেলি সাহে
ব সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থ প্রেরণ করিলেন। কর্নল বেলি সা
হেব টেপু মুলতানকে যুদ্ধে জয় করিলেন কিন্তু তদনন্তর তিনি
স্বীয় সৈন্য গণনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে পশ্চিমধ্যে ইয়
দুর আলীর শিবির উত্তীর্ণ হইয়া এমত অল্প সৈন্য লইয়া জেন
রল মনরো সাহেবের সঙ্গে কদাচ মিলিতে পারিব না এবং তিনি
এই সম্বাদ জেনরল সাহেবকে লিখিলে জেনরল সাহেব তাহাতে
এই বিবেচনা করিলেন যে আমি যদি এই স্থান হইতে লড়ি তবে
ইয়দুর আলী কুঞ্জবরাম স্থান এবং আমার যাহা যেখানে আছে
তাহা তৎক্ষণাৎ লুণ্ঠ করিবেন অতএব তিনি আপনার তাবৎ সৈন্য
লইয়া কর্নল বেলি সাহেবের সঙ্গে না মিলিয়া কর্নল ফোর্টর
সাহেবের অধীনে কতক সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট

৩৪২ কর্ণল ফ্লেচার কর্ণল বেলি সাহেবের সঙ্গে মিলেন।

সৈন্য লইয়া তিনি কুঞ্জিবরামস্থানহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে ছাউনি করিয়া রহিলেন। কর্ণল ফ্লেচার সাহেবের যাত্রার বিষয় ও তাঁহার সমভিব্যাহারি কত সৈন্য ইত্যাদি বৃত্তান্ত চরেরদ্বারা হয় দর আলী সুজাত হইলেন। ইতিমধ্যে ফ্লেচার সাহেব কর্ণল বেলি সাহেবের সহিত না মিলিতে পথিমধ্যেই ফ্লেচার সাহেবকে বিস্ময় করিতে হয়দর আলী কতক সৈন্য পুরণ করিলেন কিন্তু ফ্লেচার সাহেব পথিপদর্শকের বিশ্বাসঘাতকতাধিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া নির্দিষ্ট পথ তাগ করিয়া অন্য বর্জাবলম্বনে নির্বিঘ্নে যাত্রা করত কর্ণল বেলি সাহেবের সঙ্গে মিলিলেন তাহাতে হয়দর আলী কেবল ভীত হইলেন এমত নহে তাঁহার সঙ্গে যে লালীনা মক ফ্রান্সীয় সেনাপতি ছিলেন তিনিও ভীত হইয়া তাঁহাকে পলায়ন দিলেন যে তুমি এইরূপেই প্রস্থান কর যুদ্ধ কদাচ ৬ বিওনা কিন্তু পরে হয়দর আলীর কতক সৈন্যেরা আসিয়া কহিল যে কুঞ্জিবরামহইতে কোন সৈন্যের আগমন দেখি না ^{১৫} সেনাই জেনরল সাহেব সৈন্য স্থির আছেন ইহা শ্রবণ মাত্রই হয়দর আলী কর্ণল বেলি সাহেবের উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিলেন।

কর্ণল ফ্লেচার সাহেব ৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রত্যুষে ছয় ঘণ্টার সময় সৈন্য কর্ণল বেলি সাহেবের সহিত মিলিলেন এবং সমস্ত দিন বিশ্রাম করিয়া রাত্রি আট ঘণ্টার সময়ে সকলেই যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু টেপুসুলতানের সৈন্যের আশঙ্কায় এবং অন্ধকারের ঘোরত্বপ্রযুক্ত ঐ রাত্রিতে তাঁহারা অল্প দূর গিয়া স্থগিত হইলেন এবং তৎপর দিবস প্রত্যুষে যাত্রারম্ভ করিবামাত্র তাঁহারদের পশ্চাৎ হয়দরের দুই তোপহইতে গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারদের উভয় পার্শ্বে হয়দরের অশ্বারুঢ়েরা আগমন করিতে লাগিল তাঁহারদের পার্শ্বে যে চারিটা তোপের দ্বারা অবিরত গোলাবৃষ্টি হইতে ছিল তাহা ইহার আক্রমণ করিলেন অপিচ চক্রুন্মালিনমাত্র কুঞ্জিবরামের মন্দিরের চূড়া দৃষ্টি গোচর হইল। তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া সমাচার দিল যে হয়দর স্বীয় তাবৎ সৈন্য ও তোপ লইয়া তাঁহারদের উপর

আসিতেছেন তাহাতে কর্ণল বেলি সাহেব এই উত্তর দিলেন যে ভাল আমরাও প্রস্তুত আছি । অল্প ক্রণ পরে ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যেরদের উপর যাইট তোপহইতে একেবারে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল ও তাঁহারদের চতুর্দিকে হয়দরের অশ্বারূঢ় ও পদাতি কেবা আক্রমণ করিতে লাগিল কিন্তু ইহারদের এক মুষ্টিমিত সৈন্য এক বিন্দুও না হঠিয়া তাহারদের তাবৎ আক্রমণ নিবারণ করিল তাহারদের শ্রেণী হয়দর কোন মতে ভগ্ন করিতে পারিলেন না এবং তাঁহারদের মধ্যে সিপাহীরা ও ইউরোপীয় গোরাগণ বিপক্ষেরদের আক্রমণে কিছু ব্যাকুল না হইয়া পুনঃ কাওয়াজ করত তাহারদের কতক লোককে হত করিয়া তাড়িয়া দিতে লাগিল ইহাতে হয়দরের মন দোলায়মান হইল । ইতিমধ্যে কর্ণল বেলি সাহেব আপন সৈন্য লইয়া এমত যাত্ৰোদ্যোগ করিলেন যে তাহাতে হয়দর অনুমান করিলেন ইনি আমার তাবৎ কামানের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন এবং লালিকে কহিলেন যে এক্ষণে আমারদের পলায়নই পরামর্শ । লালি কহিলেন যে কুঞ্জিবরামে ইঙ্গলগুীরে রদের যে সৈন্য আছে তাহারা যদি তোমার উপর আক্রমণ করে তবে একেবারে পরাজিত হইবা অতএব কর্ণল সাহেবের সৈন্যেরদিককে অগ্নি পরাস্ত না করিলে মঙ্গল দর্শাবে না । হয়দরের তাবৎ সৈন্যকে পরাস্ত করিতে কর্ণল বেলি সাহেবের বড় লালসা ছিল কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বাকুদের পিপাতে অগ্নি লাগিয়া তাঁহারদের তাবৎ বাকুদ উড়িয়া গেল তাহাতে ইঙ্গলগুীরদের শ্রেণী ভঙ্গ হইল এবং তোপাদিসকল অকর্মণ্য ও বাকুদের শেষ হইল । এতদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন হইলেও তাঁহারদের উপর আক্রমণ করিতে হয়দরের সৈন্যেরদের সাহস হইল না । কিন্তু দূরে থাকিয়া দেড় ঘণ্টাপর্যন্ত তাঁহারদের উপর গোলাক্ষেপ করিতে লাগিল । অপর ঐ দেড় ঘণ্টার পর হয়দর স্বীয় তাবৎ অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য লইয়া তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেন ইঙ্গলগুীর সৈন্যেরদের মধ্যে বাকুদের অভাব হওয়াতে সূতরাং তাঁহারা শীঘ্র মারা পড়িতে লাগিলেন । অপর

সিপাহী অনেক হত হইলে অবশিষ্ট যে রহিল সেনাপতি সাহেব তাহারদিগকে লইয়া নিকট একটা টিম্বুর উপর গেলেন এবং চতুষ্কোণরূপে শ্রেণীভুক্ত হইয়া বারুদহীন ও আঘাতী হইয়াও সেনাপতিরা আপনারদের করবাল লইয়া পদাতিকেরা সজ্জিন লইয়া এমত দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকিলেন যে হয়দরের সৈন্যেরা তের বার আক্রমণ করিয়া তাঁহারদের শ্রেণী ভঙ্গ করিতে পারিলনা যাহারা আঘাতী হইয়া পতিত হয় তাহারা পড়িয়াও প্রাণপণে সজ্জিন চালাইতে লাগিল। এবং যাহারদের দাঁড়াইবার শক্তি ছিল তাহারা কর্ণল বেলি সাহেবকে কহিল যে আপনি আমারদিগকে লইয়া চলুন আমরা বিপক্ষেরদের মধ্যদিয়া আপনার কারণ একটা পথ করি। কিন্তু কর্ণল বেলি সাহেব ভাবিলেন যে এই রূপ সাহসিক যাহারা প্রাণপণ পর্য্যন্ত আমার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছে তাহারদের প্রাণ নিরর্থক নষ্ট করা অনুচিত অতএব তিনি একটা শান্তিসূচক পতাকা উঠাইয়া দিলেন তাহাতে হয়দরের সেনাপতি তাহারদের নিকট আসিয়া কহিল যে তোমরা আপনারদের অস্ত্র ত্যাগ করিলে আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব না কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অস্ত্র ত্যাগ করিবামাত্র যেমন ব্যাঘ্র নিরীহ ছাগলের উপর পড়ে তদ্রূপ হয়দরের সৈন্যেরা রাগান্বিত হইয়া তাঁহারদের উপর আক্রমণ করিল এবং যদ্যপি ইউরোপীয় সেনাপতিরা অর্থাৎ লালি প্রভৃতি আসিয়া নিবারণ না করিতেন তবে তাঁহারদের এক প্রাণীও বাঁচিত না। পরিশেষে দুই শত গোরা সৈন্য হয়দরের হস্তে পড়িল এবং তিনি তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া এমত যত্নণা দিলেন যে তাহা গুলিলে সকলেরি অশ্রুপাত হয়।

এই যুদ্ধের পর হয়দর আলী রণভূমিহইতে তিন ক্রোশ অন্তরিত দামাণে গমন করিয়া সে স্থানহইতে আপন ছাউনিতে প্রস্থান করিলেন তাঁহার তাবৎ গমনাগমন ও যুদ্ধাদিতে দৃষ্ট হইল যে কুঞ্জিবরাম ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বিষয়ে তাঁহার শঙ্কা ছিল এবং কুঞ্জিবরামে জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীন সৈন্যেরদের

মান্দ্রাজের দুর্দশায় কলিকাতার বড় সাহেবের উদ্যোগ । ৩৪৫

যদি আক্কেরীর দুখের অপতুল না হইত এবং যদি সেনাপতি সাহেব সত্য সমাচার পাইতেন তবে কর্নেল বেলি সাহেবের যত্নে ময়ে তিনি অবশ্য হয়দরের পশ্চাৎ অক্রমণ করিতেন তাহা হইলে হয়দরের নিতান্ত সর্বনাশ হইত। জেনারল সাহেব কুঞ্জি বরামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে এক দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যমাত্র আছে অতএব হয়দর আলী যে তাহার উপর আক্রমণ করিবেন এবং তাহাতে আহারীর দ্রব্য পাওনা দ্রব্য হইবেক ইহা ভাবিয়া তিনি ঈঙ্গলপাটে সৈন্যদিগকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। হয়দর আলী তাহার পশ্চাৎ ছয় হাজার লোক পাঠাইলেন এবং তাহার উপযুক্ত সময় পাইয়া দুই তিন জনকে হত করিয়া যোগেযোগে কিছু লুট করিল কিন্তু সৈন্যেরা ঈঙ্গলপাটে পঁহুছিয়া সেখানে আপনারদের পৌড়িত লোকেরদিগকে ও লওয়াজিমা দ্রব্যসকল রাখিয়া ১৩ সেপ্তেম্বরে মান্দ্রাজের নিকট পঁহুছিল এই সকল সম্বাদ মান্দ্রাজস্থ কোম্পানী ও বড় সাহেবের নিকট পঁহুছিলে তাহার অতিশয় উদ্বেগ হইলেন যেহেতুক হয়দর আলী জয়ী হইয়া যদি তৎকালে আপন সৈন্য মান্দ্রাজের প্রতিকূলে চালাইতেন তবে ইঙ্গলণ্ডেরদের দুরবস্থা অবশ্য ঘটিত।

২৫ সেপ্তেম্বরে হয়দরের আক্রমণ ও বেলি সাহেবের দুর্দশা ও কুঞ্জিবরামহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যদের হটিয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগমনের সমাচার কলিকাতায় পঁহুছে। কলিকাতার বড় সাহেব এই সম্বাদ শুনিবামাত্র কহিলেন যে মান্দ্রাজে কোম্পানি কিছু ক্ষতি না হয় এই নিমিত্ত প্রাণপণে আমারদের উদ্যোগ করিতে হইবেক অতএব তাহার এই নিশ্চয় করিলেন যে সেনার লক্ষ টাকা নগদ মান্দ্রাজে প্রেরণ করা যাউক এবং কলিকাতার প্রধান সেনাপতি সর আইর কুট সাহেব তাবৎ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদ গ্রহণ করণার্থ তথায় প্রেরিত হউন অতএব ১৩ অক্টোবরে ঐ সাহেব আপন কর্তৃত্বাধীন তাবৎ গোরা সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজে যাত্রা করিলেন এবং এই নিশ্চয় হইল যে প্রেরণীয় যত সিপাহী তাহার স্থলপথে যাত্রা করিবেন। সর

আইর কুট সাহেব ৫ নবেম্বরে মাস্দ্দাজে পহুঁছিয়া ৭ তারিখে কৌন্সেলে ভর্তি হইলেন তাঁহার দ্বারা যে চিঠি কলিকাতার বড় সাহেব মাস্দ্দাজে প্রেরণ করেন তাহাতে এই লিখিত ছিল যে মাস্দ্দাজের বড় সাহেব এই পত্র পাঠমাত্র আপন পদ ত্যাগ করুন। মাস্দ্দাজের বড় সাহেব তৎপত্রার্থ অবগত হইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কহিলেন যে আমার কর্ম ছাড়াইতে কলিকাতার বড় সাহেবের ক্ষমতা নাই কিন্তু মাস্দ্দাজস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরদের অধিক ভাগ সেই পত্রের মতাবলম্বী হওয়াতে মাস্দ্দাজের বড় সাহেব স্বীয় পদ ত্যাগ করিলেন এবং সেখানকার প্রধান কৌন্সেলী সাহেব কিছু দিনপর্য্যন্ত তৎপারিবার্ত্তে বড় সাহেবী কর্মে নিযুক্ত হইলেন। কুঞ্জিবরামের যুদ্ধের পর হয়দর আলী পুনর্বার আড়কাট নগর বেটন করিলেন যেখানে কেবল দেড় শত গোরা ও নবাবের কতক সৈন্য ছিল কিন্তু নবাবের সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতক হইল এবং নবাবের সেনাপতি ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সেনাপতির মধ্যে ঐক্য ছিল না। হয়দর আলী অতিসুনিয়মপূর্ব্বক এমন যুদ্ধ করিলেন যে অনেকবার তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তোপ স্বীয় গোলার দ্বারা উল্টাইয়া ফেলিলেন তথাপি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহার আক্রমণ নিবারণ করিলেন তৎপরে নগর তাঁহার অধিকার হইল এবং কতক দিন পরে যাহারা দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারাও সেই দুর্গ হয়দরকে সমর্পণ করিল। হয়দর আড়কাট নগর আক্রমণ করত তন্নগর উত্তমরূপে শোভিত করিয়া ঐ দুর্গ খাদ্য দ্রব্যেতে পূর্ণ করিলেন এবং আড়কাট হইতে মাস্দ্দাজপর্য্যন্ত যে পথ এবং মাস্দ্দাজ হইতে অন্য দুর্গপর্য্যন্ত যে পথ তাহা আপন সৈন্যদ্বারা এমন সুরক্ষিত করিলেন যে মাস্দ্দাজস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের চতুর্দিকস্থ দেশের সহিত কিছু সন্মর্ক থাকিল না ও তাঁহার আহারীয় দ্রব্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেন না।

সর আইর কুট সাহেব মাস্দ্দাজে পহুঁছিয়া সৈন্য গণনা করিয়া দেখিলেন যে হয়দরের বহুসংখ্যক সৈন্যেরদের আক্রমণ নিবারণার্থে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সর্ব্বমুক্ত সাত হাজার সৈন্যের

জেনরল কুট সাহেব হয়দরের সহিত যুদ্ধ করেন। ৩৪৭

অধিক ছিল না এবং তাহার মধ্যে কেবল সত্তর শত সোনার সৈন্য। মরু আইর কুট সাহেব তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক বৎসর বিষয় পরীক্ষা করিয়া মাস্ত্রাজ্জহ তিন জন সেনাপতির সহিত গকে আক্রমণপূর্বক তাহারদিগকে তাবৎ অধগত করিয়া পরা মর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন কর্ণাট দেশের যে চারি প্রধান দুর্গ অর্থাৎ বেলুর ও বান্দিবাস ও পরমাকোইল ও চিঙ্গল পট ইহার মধ্যে জাহারীয় দুব্য সঞ্চিত আছে বটে কিন্তু সেই চারি দুর্গই হয়দরের সৈন্যকর্তৃক বেষ্টিত অতএব এ সকল দুর্গ বিপক্ষেরদের সৈন্যহইতে রক্ষা করা প্রধান কর্ম্ম। জেনরল সাহেবের এই পরামর্শেতে সকলেই সম্মত হইলেন অপর বান্দিবাস দুর্গের উপর প্রথম বিপত্তির সম্ভাবনা এই প্রযুক্ত এ গড়ে র সহায়তা করিতে প্রথম যাত্রা করা স্থির হইল। সভামধ্যে এক জন কহিলেন যে পালার নদী পার হইতে হইবেক হয়দর অবশ্য তাহাঁ নিবারণে চেষ্টা করিবেন তাহাতে মনরো সাহেব কহিলেন যে ভালই সে আমারদের উৎসাহ বৃদ্ধির সোপান হইবেক। এবং মরু আইর কুট সাহেবের নিকট সৈন্যেরা থাকিলে জয় হইবার কিছু বাধা নাই। ১৭৮১ সালের ১৭ জানুয়ারিতে মরু আইর কুট সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে সৈন্যেরা যাত্রা করিল তদৃষ্টে হয়দর এমত উদ্দিগ্ন হইলেন যে পালার নদী অতিক্রম করা দুর্গে থাকুক বরং তিনি বান্দিবাস দুর্গহইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু এদিগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যেমন কিশিৎ মজল হইল তেমন ও দিগে আঘুর নামে কর্ণাট দেশের এক পার্বত্য পথ হইয়া দরের হস্তগত হইল। বান্দিবাসহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য পরমাকোইল স্থানের প্রতি যাত্রা করত শুনিলেন যে ফুন্সীয়েদের যুদ্ধ জাহাজের বহির তটের নিকট পৌঁছিয়াছে অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সৈন্য পরমাকোইলে যাত্রা করিয়াছিল তাহার ক্রিয়া ফুদচেরির প্রতি গমন করিল এবং সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ লোকেরদের হস্তস্থ অস্ত্রশস্ত্র সকল লয় এবং করোজলি স্থানেতে ফুন্সীয়েদের যে আহারীয় দুব্য ন্যস্ত ছিল তাহা লইয়া ফুদচেরির নিকট নৌকা সকল নষ্ট করিল। ইঙ্গলণ্ডীয়

সৈন্যদের পশ্চাৎবর্তন হইতে হয়দর আলীর অশ্বারূঢ়েরা কিছু ভ্রুটি করিল না। এবং ৮ ফেব্রুয়ারিতে হয়দর তাঁহারদের শিবিরের এমত সান্নিধ্য ইহা কদলুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন যে তোপ ছুড়িলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে পড়িত। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তৎক্ষণাৎ আপনারদের শিবির উঠাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন কদলুরে গমনীয় দুই পথ ছিল এক পথে হয়দর যান অন্য পথে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা গমন করিলেন। অপর যখন উভয় সৈন্য সম্মুখাসম্মুখি হইল তখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তিন দিনপর্যন্ত হয়দরের সহিত যুদ্ধকরণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং লক্ষণও দেখাইলেন কিন্তু হয়দর কোন মতে তাহাতে সন্মত হইলেন না। চতুর্থ দিবসে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা আপনারদের ছাউনিতে ফিরিয়া আইলেন এবং অগত্যমাত্র স্থানিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজ খাদ্যদ্রব্যের অভাবে পালি উঠাইয়া মরিচ উপদ্বীপে গমন করিয়াছে।

হয়দর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধে নিত্য অনিচ্ছুক হওয়াতে দুই তিন মাস প্রায় মিথ্যা গেল কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি থিয়াগড় অধিকার করিলেন এবং তঞ্জাবুর দেশের অবাতিরঙ্গ প্রদেশ সকল অশ্বারূঢ়ের দ্বারা লুণ্ঠ করিতে লাগিলেন এবং টেপু সাহেবও এক দল মহাসৈন্য লইয়া পুনর্বার বান্দিবাসের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

১৪ জুন তারিখে বোম্বেহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কতক নূতন সৈন্য জলপথে মান্দ্রাজের তটে পৌঁছিল জেনরল কুট সাহেবও সমুদ্রহইতে আহারীয় দ্রব্য প্রাপণের ভরসাতে আপনিই তটে গমন করিলেন ১২ জুন তারিখে তঞ্জাবুর দেশ হয়দরের লুণ্ঠনিবারণার্থ এবং ত্রিচিনাপল্লির রক্ষা নিমিত্ত তিনি পোর্তো নোবো স্থানে গমন করিলেন। অপর চিলম্বুম নামে অতি বিখ্যাত মহামন্দিরের যে সুরক্ষিত দুর্গ তাহার উপর আক্রমণ করিতে স্বয়ং সৈন্য গমন করিলেন কিন্তু হয়দরের সৈন্যকর্তৃক তিনি সে স্থানে তাড়িত হইলেন ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রথমে অতিশয়

উদ্দিগ্ধ হইলেন বটে কিন্তু শেষে দেখিলেন ইহাতে তাঁহারদের মঙ্গলের সম্ভাবনা যেহেতুক ঐ চিলমবুনের যুদ্ধেতে ইয়দর আলীর এমত উৎসাহ বৃদ্ধি হইল যে তিনি ইজলগুয়েরদের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কালক্রমে ইয়দরের সৈন্য বৃদ্ধি হইলে তাঁহার এই পুখানু ইচ্ছা জন্মিল যে ইজলগুয়েরা ত্রিচিনাপলিতে গমন করিয়া দক্ষিণ দেশ আয়ত্ত করিতে না পারে। তুমুল যুদ্ধ করণবিষয়ক পরামর্শ করাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র টেপু সুলতান অতিশয় অসম্মত ছিলেন কিন্তু ইয়দর তাঁহার পরামর্শ হেরি জ্ঞান করিয়া যে পথদ্বিয়া ইজলগুয়েরা কদলুরে গমন করিতেন সেই পথে গিয়া ইয়দর আলী আপন শিবির স্থাপন করিলেন এবং দুর্গদ্বারা তাহা দুরাক্রমণীয় করিলেন। ইতিমধ্যে ইজলগুয়েরা আপনারদের জাহাজহইতে অতিকষ্টপূর্বক কতক আহারীয় দ্রব্য নামাইয়া ১ জুলাই তারিখে পোর্ভোনা বোহইতে আপনারদের শিবির উঠাইয়া যাত্রা করিলেন। জেনরল সাহেবের দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই যে তিনি ইয়দরের গমনা গমনবিষয়ক কিছু তত্ত্ব জানিলেন না কিন্তু এক ঘণ্টা যাত্রার পর এক ত্রবান্তর মাঠে পহুছিয়া দেখেন যে সেই ত্রবান্তর ইয়দরের সৈন্যেতে একেবারে আচ্ছন্ন। জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যেরদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া ইয়দরের সৈন্য অশ্বারুঢ়েরা তাঁহারদের উপর ধাবমান ছিল তাহাদেরদিগকে গোলাবৃষ্টিদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ইয়দরের তাবৎ সৈন্য ও শিবির স্ফটরূপে দেখিতে পাইলেন তাহাতে তিনি স্বীয় সৈন্যেরদিগকে তৎক্ষণাৎ স্ফুগিত করিয়া পরামর্শ করিবার নিমিত্তে পুখানু সেনাপতিরদিগকে আহ্বান করিলেন কিন্তু তাঁহারা যে দিগে হেলিলেন সেই দিগেই সঙ্কট তাঁহারদের সম্মুখ হইয়দরের এত তোপ যে তাহাতে অনুমান হইল ইজলগুয়েরদের অল্প সৈন্য নষ্ট হইতে পারে। ইহাঁরদের বামপার্শ্বে সমুদ্র ও দক্ষিণে অগ্ন্য বালুকাময় ভূমি এবং সঙ্গে চারি দিবসের অধিক খাদ্য দ্রব্য ছিল না। তাঁহারা পরামর্শ করিতে এক জন আসিয়া কহিল যে বালুকার ক্ষুদ্র পুর্কত দিয়া আমরা

একটি পথ পাইয়াছি সেই পথ গত রাজিতে হয়দর। এনিমিত্ত
 প্রস্তুত করেন যে তাঁহার সৈন্য তদ্বারা গমন করত ইজলগুয়ের
 দের পশ্চাৎ ও সম্মুখ একেবারে উভয় দিগে আসিয়া যুদ্ধ করিতে
 পারে। জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই পথদিক্কা আপন তা
 বৎ সৈন্যেরদিগকে গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং অল্পক্ষণ
 পরে তাহার। হয়দরের সৈন্যের নিকটে পহুছিল। জেনরল
 কুট সঙ্গহব স্বীয় সৈন্যের অল্পতা দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওন বি
 শয়ে কিঞ্চিৎ কাল সন্দিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার সেনাপতিরদের
 মধ্যে কেহ পিছে হটিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে হয়
 দরের সৈন্যেরদের ইজলগুয়েরদের উপর আক্রমণ করাতে যুদ্ধ
 বিনা তাঁহারদের উপায়ান্তর রহিল না অতএব ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত
 ভূমল যুদ্ধ হইল। ঐ যুদ্ধের বিশেষ লিখেন পাঠকের জ্ঞান
 বর্দ্ধক হইবেক না তদ্বিশয়ক এইমাত্র বক্তব্য যে ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের
 পর হয়দর পরাজিত হইলেন এবং ইজলগুয়েরদের মধ্যে কে
 বল চারি শত জন হত অথবা আঘাতী হইল কিন্তু কোন প্রধান
 সেনাপতি সাহেব হত হন নাই এই যুদ্ধের ফল ইজলগুয়েরা
 অতি শীঘ্র দেখিতে লাগিলেন যেহেতুক দক্ষিণ দিগের উপর হয়
 দরের আক্রমণকরণের যে কল্পনা ছিল তাহা উৎপন্ন হইল। অপর
 টেপু সুলতান বান্দিবাসের অভিমুখে যাত্রা করিতে সমস্তু হইয়া
 নিরস্ত হইলেন এবং হয়দরের তাবৎ সৈন্য আড়কাটের অভি
 মুখে হটিতে লাগিল।

মাস্রাজের সৈন্যেরদের সহায়তার কারণ কলিকাতাহইতে
 যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহার। বিরাটের অধিপতির সহি
 ত বিরোধেহেতুক অনেক দিন পথে বিলম্ব করিল। অপর তা
 হারা গাঙ্গামে পহুছিয়া রোগগ্ৰস্ত হইয়া মারা পড়িতে লাগিল
 অতএব আগন্তু মাসের পূর্বে তাহার। মাস্রাজে পহুছিতে পা
 রিগ না।

তৎ কালে আড়কাট পুনরধিকার করিতে ইজলগুয়েরদের
 মুখা চেষ্টা ছিল কিন্তু তাহার প্রতিবন্ধক কেবল আহাারীয় দুবোর
 [১৯ অধ্যায়।]

অভাব। হয়দর আলী ত্রিপাসুরে অনেক খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ইহা অবগত হইয়া সেই স্থান ইঙ্গলণ্ডিয়েরা আয়ত্ত করিলেন কিন্তু তাহা অধিকার করিয়া দেখেন যে তাহাতে কিছুই নাই। ইতিমধ্যে হয়দর সেখানে পহুঁছিয়া যখন দেখিলেন যে ত্রিপাসুর বিপুলক্রমে অধিকার করিয়াছে তখন তিনি কিছু ইচ্ছা যে স্থানে কর্নল বেলি সাহেবকে পরাজয় করিয়া ছিলেন ইঙ্গলণ্ডিয়েরদের অপেক্ষায় সেই স্থানে থাকিলেন কিন্তু দেখিলেন যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কাহারো জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। যুদ্ধের পর ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি আপনাদের অন্য সেনাপতির দিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া কহিলেন যে আমাদের এই স্থানে থাকা ভাল নয় কিঞ্চিৎ ইচ্ছিতে হইবেক। হয়দরও আপনাদের ইচ্ছাবার আবশ্যকতা বুঝিয়া ইঙ্গলণ্ডিয়েরদের নিকট চর দ্বারা এই সমাচার প্রেরণ করিলেন যে অদ্য রাজিতে হয়দর স্তোমারদের উপর আক্রমণ করিবেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডিয়েরা অস্ত্রগ্ৰহণপূর্বক সমসজ্জ হইয়া থাকিলেন ইতিমধ্যে এই রাজিতে হয়দর সে স্থান হইতে পরাডমুখ হইয়া অন্য কোন দৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইলেন। ইঙ্গলণ্ডিয়েরা সেই রণভূমিতে থাকিয়া পূর্বোক্ত যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের সমাধিক্রিয়া করিয়া পতাকা উঠাইয়া জয়সূচক ভোপ করত ত্রিপাসুরে ফিরিয়া আইলেন। অন্যদিগে হয়দর ভাঙ্গতবর্ষের মধ্যে উকীলদ্বারা এই সমাচার প্রেরণ করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডিয়েরদের সহিত যুদ্ধে আমি জয়ী হইয়াছি। তৎকাল অবধি নবেম্বর মাসের বিশ্রামপর্যন্ত হয়দরের সহিত জেনরল কুট সাহেবের নানা লঘু যুদ্ধ হয় তাহার বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু এই মাত্র কথা যতব্য যে কুট সাহেব যখন শে যে ছাউনি করিয়া স্থায় সৈন্যের সংখ্যা করিলেন তখন দেখিলেন যে তৃতীয়াংশ সৈন্য পীড়িত এবং নানা যুদ্ধে হত হইয়াছে।

যখন ইঙ্গলণ্ড দেশে মান্দাজের এই দুর্দশার সমাচার পহুঁছে তখন কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সেরা উদ্বিগ্ন হইয়া এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে মান্দাজের বড় সাহেবকে অবশ্য কর্ম্য চ্যুত করিতে হইবেক কিন্তু তৎপক্ষে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত ক

দ্বিবিধ অত্যাধিক নানা বিচার হইতে লাগিল। একমুহুরে কহিলেন যে পূর্ব বীতনদ্বারে ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রধান ভূত্বেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত দেখিয়া সেই কর্মে নিযুক্ত করা যাউক কিন্তু দলান্তরে কহিলেন যে তাহা না করিয়া কোম্পানির ভূত্ব হউন কিম্বা না হউন কর্মক্রম বুঝিয়া কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা যাউক। অপর উভয় দলের লোক সম্মুখীন দৃষ্টি হইল যে নূতন লোক প্রেরণ করণে চুকেরদের পক্ষে ৭১ জন পক্ষান্তরে ৬০ জন অতএব কোম্পানির ভূত্বাভিারে কে নূতন কোন এক ব্যক্তিকে বড় সাহেবি কর্মে নিযুক্ত করা তদবধি স্থির হইল। পরে ৪ দিগেঘরে লর্ড মকার্টনি সাহেব মাদ্রাজের বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৮১ সালের ২২ জুনে মাদ্রাজে পহুঁছিয়া কর্মনির্বাহ করিতে লাগিলেন। তথায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দূরবাসকল অতিশীঘ্র অধগত হইলেন কিন্তু তিনি এতদ্রূপ বিবেচনা করিলেন যে এক জন নূতন বড় সাহেব বিলায়ত হইতে আসাতে তদেশীয় লোকেরা 'মঙ্গল সঙ্ক' বনা বুঝিবে। তাহার বিলাত ছাড়িবার পূর্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত হলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইয়া ছিল এবং তাহার প্রতি এই ছ'কুম ছিল যে মাদ্রাজের তটস্থ হলণ্ডীয়েরদের নানা বসতি যথা 'সাপা' অধিকার করিবা অতএব তিনি তাহারদের বসতি অধিকার করিতে আপনার স্বীয় আগমনের সার্থকতা ও সুখ্যাতি করিতে নিশ্চয় করিয়া পহুঁছনের এক সপ্তাহপরে সাদরাস নামে হলণ্ডীয়েরদের একস্থান অধিকার করিলেন এবং যদ্যপি মাদ্রাজে অল্প সৈন্য ছিল তথাপি তদ্বারা তিনি পুলিশাট নগর স্বয়ং আয়ত্ত করিলেন। অপর হযদর আলীর নিকট শান্তি বিষয়ক প্রস্তাব করেন কিন্তু তাহা নিম্মল হইল। হলণ্ডীয়েরদের প্রধান বসতি তঞ্জাবুরের দক্ষিণ যে নিগাপটামনামক স্থান তাহাও লর্ড মকার্টনির বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তিনি অবিলম্বে আয়ত্ত করেন কিন্তু মাদ্রাজের সেনাপতি কহিলেন যে এপরামর্শ উত্তম নয় প্রথম আড়কাট দখল করিয়া পরে সেনান অধিকার করিলে ভাল হয় কিন্তু লর্ড মকার্টনি তাহাতে অসম্মত হইলে

ঐ সেনাপতি স্বীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রাজের উত্তর পশ্চিমে নিম্নে অমনি বসিয়া থাকিলেন এবং একটি সৈন্যও প্রেরণ করিলেন না। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে লর্ড মকার্টনি আপন পরামর্শেই স্থিরতর আছেন তখন তাঁহার নিকট এই সমাচার লিখিলেন যে এই কর্ষে যদি আপনি প্রবৃত্ত হন তবে ইহার দায় যেন আমার উপর না থাকে তাহাতে লর্ড মকার্টনি কহিলেন যে আমি আপনাই তাবৎ দায় লইতেছি এবং তোমার নিকট হইতে এক সিপাহীও চাহি না। অপর ঐ যুদ্ধোদ্যোগে সেনাপতি কে হইবেন এ বিষয়ে লর্ড মকার্টনি সাহেব বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ২৭ আগস্তু তারিখে ইয়দরের সহিত যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে জেনরল কুট সাহেব প্রধান সেনাপতি ছিলেন ঐ যুদ্ধে সর্ হেক্টর মনরো এমনত অপমানিত হন যে তিনি আপনার অভিমানে পোড়ার ছাঁল করিয়া মাদ্রাজে অমনি বসিয়া ছিলেন। ঐ যুদ্ধোদ্যোগের সেনাপতি হওয়া সর্ হেক্টর মনরো সাহেবের ন্যায্য ছিল বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার প্রধান শত্রু সাদলর সাহেব কৌন্সেলের এক জন অন্তঃপাতী ছিলেন অতএব মনরো সাহেব কহিলেন যে ঐ সাহেবের যাহাতে হুকুম চলে এমনত কোন কর্ষ আমি করিব না কিন্তু কৌন্সেলি সাহেবেরা সৌজন্যপূর্ব্বক কহিলেন যে তুমি যদি কর্ষে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা কর তবে কেবল বড় সাহেবের আজ্ঞা লও তাহাতে কৌন্সেলের নাম ও থাকিবে না। ২১ অক্টোবরে জাহাজ হইতে সমস্ত সৈন্য উত্তীর্ণ হইয়া তদ্বিবসেই প্রথম আক্রমণের উদ্যোগ করা গেল। ৩ নবেম্বরে দুর্গের উত্তর দিগে চড়াউ করিয়া ইঙ্গলণ্ডিয়েরা শীঘ্র অগুসর হইতে লাগিলেন ৬ তারিখে তাঁহারা নিগাপটামের বড় সাহেবের নিকট ঐ স্থান সমর্পণকরণ বিষয়ে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু তিনি সে কথা হেয়জ্ঞান করিয়া ১২ তারিখে দুই দল সৈন্য লইয়া ইঙ্গলণ্ডিয়েরদের উপর আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণও নিমূল হওয়াতে অবশেষে তিনি ঐ স্থান সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ঐ নগরে ৬৫৫১ জন সৈন্য ছিল আক্রমকেরদের অপেক্ষা অনেক অধিক। ইঙ্গলণ্ডিয়েরা সেখানে অনেক

কর্নুলের নুরগাম এবং অনেক বাণিজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন যেহেতু দুই বৎসরপর্যন্ত তথায় কোন জাহাজ রক্তানী হয় নাই। নিগাপটাম অধিকৃত হইলে সেই তটস্থ তাবৎ হলগীয়েদের স্থান ইঙ্গলগীয়েদের হস্তাগত হইল এবং হয়দর এসকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশীঘ্র তৎপ্রান্তর দেশ হইতে আপনার সৈন্যেরদিগকে উঠাইতে লাগিলেন। অপর লর্ড মকার্টনি স্বীয় সৈন্য লইয়া মল্লাতে হলগীয়েদের ত্রিঙ্গমালি নামে যে স্থান ছিল তাহা অল্পদিবসের মধ্যে আয়ত্ত করিলেন কিন্তু এই সকল যুদ্ধে কৃতকার্য হইলেও মাদ্রাজের বড় সাহেবের অর্থের অপূতুল ঘুচিল নাই। হার কোষ ইহাতে কিছু পূর্ণ হইল না এবং হয়দরের পরাজয়ও তাদৃশ ন্যূন হইল না এবং কলিকাতা হইতে তাঁহারদের টাকা প্রাপণের ভরসারো ক্ষীণতা হইল। এই সকল বিস্তারিত দেখিয়া নবাবের সহিত লর্ড মকার্টনির টাকার বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যকতা হইল অতএব অনেক কথোপকথনের পর এবং কলিকাতায় বারম্বার পত্রাদি লিখনের পর নবাবের সহিত শেষে এই বন্দোবস্ত হইল যে পাঁচ বৎসরপর্যন্ত কর্ণাট দেশোৎপন্ন তাবৎ উপস্বত্ব ইঙ্গলগীয়েদিগকে প্রদত্ত হইবেক এবং সে উপস্বত্বের ছয় ভাগের এক ভাগ নবাবের পরিবারের খরচের কারণ দেওয়া যাইবেক অবশিষ্ট পাঁচ অংশও নবাবের হস্তাবে মধ্য গণিত হইবেক কিন্তু তাবৎ কালেক্টর লর্ড মকার্টনিকর্তৃক নিযুক্ত হইবেক এবং তদ্ব্যাপারে নবাব হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই বন্দোবস্ত ১৭৮১ সালের ২ দিসে স্বরে স্বাক্ষর হইল এবং এক অধিকারে দুই জনের কর্তৃত্বে যে বিস্তারিত তাহা মিটিল।

অপর সৈন্যরা যখন বার্ষিক বিশ্রামার্থ শিবিরাগত হইল তখন তাহারা অনুমান করিল যে অনেক কালপর্যন্ত আমরা এই স্থানে বিশ্রাম পাইব কিন্তু ইতিমধ্যে মাদ্রাজে এই সমাগার পৌঁছাইছিল যে চিত্র দুর্গ হয়দরের হস্তাগত হইয়াছে এবং বেলুরে এমত আহারীয় দ্রব্যভাব হইয়াছে যে ১১ জানুয়ারির পর তাহা ভাব হওয়াতে তাহারদের পরাজিত হওনের সম্ভাবনা। তাহা

তে মান্দ্যাজহু সাহেব লোকেরা এই নিশ্চয় করিলেন যে সেই স্থান কোনরূপে রক্ষা করিতে হইবেক অতএব সৈন্যের বাকী বেতন দেওনার্থে মান্দ্যাজের রাজকোষের অর্থ নিঃশেষরূপে বিতরণ করিলেন। ১০ তৎকালে আটহাজার বলদ ও তিন হাজার মজুর প্রস্তুত ছিল তদ্বারা উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য অবশ্য বেলুরে প্রেরিত হইতে পারে বড় সাহেব ইহা নিশ্চয় করিলেন। এবং কৰ্ম্মের আবশ্যকতা দেখিয়া জেনরল সুর আইর কুট সাহেব অভিমানা দি ত্যাগ করিয়া অমুহু হইয়াও ১৭৮২ সালের ২ জানুআরিতে চলিষু সৈন্যেরদের সহিত যাত্রা করিলেন। ৫ তারিখে তাঁহার পাড়ার অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে সৈন্যেরা ত্রিপাসুরে স্থগিত হইল কিন্তু তৎপরদিবসে তিনি কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য পাইয়া সৈন্যদিগকে বেলুরে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং আপনি লোকেরদের নিবারণ কিছু না শুনিয়া গমন করিলেন। ১০ তারিখে তাঁহার বেলুরের নিকটে পঁহুছিলেন ঐ নগরের সম্মুখে একটা দলদলি স্থান ছিল করণ হয়দর ঐ ভূমি পঙ্কিলকরণার্থ প্রস্তুত হইতে জল সেচন করিয়াছিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সেই স্থানে পঁহুছিয়া আপনারদের বলদ ও তোপাদি অতিক্রমণে আকর্ষণপূর্বক লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন এই সমাচার শুনিয়া হয়দর কতক অশ্বারুঢ় সৈন্য তাহারদের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহার না আসিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তোপাদি ও ভক্ষ্য দ্রব্যসকল বেলুর নগরে পঁহুছিল অতএব ঐ অশ্বারুঢ়েরদের আগমন নিষ্কল হইল।

পূর্বে লেখাগিয়াছে যে ফুজীয়ারদের অধিকৃত মাহীনামক স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করেন পরে তৎকর্ত্তে নিযুক্ত সৈন্যেরা তেলিচেরিতে শিবির স্থাপন করিল। ১৭৮১ সালের মে মাসে দেশদ্রুগার্থ ঐ সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করা মান্দ্যাজহু সাহেব লোকেরদের আবশ্যক বোধ হইল এবং বোধেইহতে মেজর এবিংডন সাহেব সৈন্য আগমন করিয়া তেলিচেরির অধ্যাক্তা কৰ্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন। তৎসময়ে হয়দরের এক প্রধান সেনাপতি অনেক সৈন্য লইয়া ঐ স্থানবেষ্টন করিতে প্রেরিত হইলেন

এবং মেজর এবিংডন সাহেব অভিযুক্ত হইতেও সৈন্যকে বৃদ্ধা করি
 তে সমর্থ হইবেন না ইহা দেখিয়া বোম্বে হইতে কতক সৈন্য
 ও আহারীয় দ্রব্য আনা হইলেন। বোম্বে হইতে সে সকল দ্রব্য পহঁ
 ছিলে তিনি ভাবিলেন যে আমি এ স্থানে বসিয়া ক্রীড়ার বরং
 বিপদের উপর আক্রমণ করা উচিত অতএব ৭ জানুআরির
 মধ্যরাতে তাঁহার সৈন্যসকল গুপ্তরূপে নিঃশব্দে যাত্রা করিতে
 আরম্ভ করিল এবং সম্মুখস্থ এক দল দলিদিয়া অতিক্রমপূর্বক
 গমন করত অকস্মাতঃ শত্রুদের ছাউনির উপর
 আক্রমণ করিল তাহাতে শত্রুপক্ষীয় কতক সৈন্য হত ও কতক
 ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করে এবং তাহারদের সেনাপতি আ
 যাভী হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক ধৃত হইল। অপর তক্ষত
 দিকস্থ দেশের যে জমিদারেরদিগকে ইয়দর দূর করিয়া দিয়া
 ছিলেন তাহারদিগকে মেজর এবিংডন পুনর্বার স্বংস্থানে স্থা
 পন করিয়া কালিকত স্থানের প্রতি যাত্রা করিয়া তাহা অধি
 কার করিলেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয়েরা ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আ
 পনং দেশ হইতে যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য এবং যুদ্ধায়োজন দ্রব্য
 ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য প্রথমে
 পহঁছে এবং তাঁহারদের সেনাপতি ছয় দিনপর্যন্ত বোম্বে
 বিন্যাস করিয়া পুনর্বার আপন সৈন্যেরদিগকে জাহাজে তুলি
 য়া মান্দাজের প্রতি যাত্রা করিলেন কিন্তু মলয়বার তটে আ
 গুস্তো স্থানে পহঁছিয়া মান্দাজঘটিত তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া অ
 নেক বিবেচনাপূর্বক তিনি এই স্থির করিলেন যে মান্দাজে
 না গিয়া যদি মলয়বার তটে উত্তীর্ণ হইয়া ইয়দরের দেশের
 উপর আক্রমণ করি তবে মান্দাজের অধিক উপকার দর্শবে
 অতএব কালিকত স্থানে সৈন্য নামাইয়া মেজর এবিংডন সা
 হেবের সহিত মিলিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে ইয়দরের নিজ
 দেশের উপর আক্রমণ করত তাঁহার সৈন্যেরদিগকে ছিন্নভিন্ন
 করিয়া কতক দুর্গ আয়ত্ত করিলেন ও উপযুক্ত সময়ে কালিকতে
 আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজের বহর ভারতবর্ষে প
 [১১ অধ্যায়।] [১৭৮২ সাল।]

হুজিরা ইকলগীয়েরদের যুদ্ধজাহাজের সহিত যুদ্ধ হয় কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষে জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। অপর কান্সোয়েরা আপনারদের নবগত দুই হাজার সৈন্য পোছে নোবো স্থানে নামাইল এবং টেপুর অধীন হয়দেরের অনেক সৈন্য তথায় আসিয়া তাহারদের সহিত মিলিল। ইহার অব্যবহিত পূর্বে টেপু সুলতান ইকলগীয়েরদের এক দল সৈন্যের উপর আক্রমণপূর্বক এতদ্রূপে তাহারদিগকে উদ্ভূত করিলেন যে ইহার পূর্ব জীবন যুদ্ধ কাল ব্যাপিয়া এরূপ সংহার হয় নাই বিশেষতঃ কর্ণেল কুথওএট সাহেব এক শত গোরা ও পনের শত এতদেশীয় সিপাহী ও তিন শত অশ্বারূঢ় সৈন্যসমেত তঞ্জাবুর রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া সেই নগরহইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তর কলেঙ্কন নদীর তীরে শিবির করিয়া রহিয়াছিলেন। তাহার শিবির দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না বটে কিন্তু তাহার উভয় পাশে নদী এবং বিপক্ষে দূরে ছিল এইপ্রযুক্ত তিনি স্বয়ং নিরুদ্বেগে থাকিলেন। এই সকল অবগত হইয়া হয়দেরের কিছু ভরসা জন্মিল এবং টেপুর কর্তৃত্বাধীন দশ হাজার অশ্বারূঢ় ও দশ হাজার পদাতিক ও বিংশতি তোপ এবং লালি সাহেবের কর্তৃত্বাধীন যে চারি শত গোরা সৈন্য ছিল তাহারদিগকে প্রেরণ করিয়া কর্ণেল কুথওএট সাহেব ইহার কিছু সন্ধান না পাইতে ছাড়িয়া তাহাকে বেঁটন করিল। কর্ণেল কুথওএট সাহেব প্রথমতঃ তঞ্জাবুরে অথবা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানের প্রতি গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু বিপক্ষেরদের সৈন্যবাহুল্যদৃষ্টে তাহা অপারাম্ভ্য হইল। অপর নিরুপায় হইয়া প্রাণপণপ্রার্থ্য তাহার সকলেই যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং এই অল্প সৈন্য যুদ্ধে পাহস ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা তৎসময়ে প্রকাশ করিল ততুল্য প্রায় যুদ্ধগৃহের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাহারা আপনারদের তাবৎ সৈন্যের চতুষ্কোণরূপ শ্রেণী করিয়া মধ্যস্থ অশ্বারূঢ়েরদিগকে ন্যস্ত করত চারি দিকে পিচাপিচি রূপে থাকিলেন এবং শ্রেণীর মধ্যে তোপ স্থাপন করিলেন। আক্রমকেরা আক্রান্তেরদের অপেক্ষা বিশগুণ অধিক। টেপু আপনার তোপের দ্বারা বারবার তাহার

দেবশ্রেণী ভঙ্গ করিতে যত্ন করিলেন এবং যখন ভোপদ্বারা শ্রেণীমধ্যে কেবল একবিন্দু ভেদ করিতে পারিলেন তখন তিনি আপন সৈন্যেরদিগকে অর্থাঙ্গীকার ও লোভ ও ভয় দর্শাইয়া এবং অসম্মতেরদিগকে রেত্রাঘাত ও পলাইতেবদের মস্তকচ্ছদনপূর্বক তথ্যধো প্রবেশ করাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু তাহারা নিকটে পহুছিলে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তাহাদের উপর অবিশ্রাম গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বরং তাহারা পশ্চাৎ হটিল। যেমন তাহারা অল্প হঠে তেমনি সেই অবকাশে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যস্থ অশ্বারূঢ়েরা বাহিরে আসিয়া অভিবেগে তাহাদের উপর আক্রমণ করত কতক হত ও আঘাত করিয়া পুনর্বার আপনারদের শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে এতদ্রূপে তাহারা অনশনে অবিরামে ছায়ায় ঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। অপর যখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিক সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট কতক আঘাতেও পরিশ্রমে ব্যাকুল তখন লালি আপন চারিশত গৌরাসিপাহী ও টেপুর অন্য কতক পদাতিক লইয়া সজ্জিনদ্বারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ইহাতে সিপাহীরদের মন ও শ্রেণী ভগ্ন হইল তাহাতে টেপুর সেনারা ঐ দুর্কল বেচারাদের উপর আপনারদের গোলা সম্মুখরূপে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল তৎকালে অনেক যত্নপূর্বক তাহাদের সহকারি ফ্রান্সীয় সেনাপতি লালী তাহাদেরদিগকে খামিয়া রাখিতে উদ্যোগ করিলেন এবং এমত কথিত আছে যে ঐ লালী স্বহস্তদ্বারা টেপুর তিন জনের শিরশ্ছেদব্যান্ধিরে তাহাদেরদিগকে খামিয়া রাখিতে সমর্থ হন নাই।

যখন ফ্রান্সীয়েরদের নবাগত দুইহাজার গৌর সৈন্য আসিয়া টেপুর সহিত মিলিল সুতরাং তিনি অতিশয় প্রবল হইলেন এবং ৩ অপ্রিল তারিখে কদলুর তাহার হস্তগত হইল কিন্তু ইতিমধ্যে ইহা কথ্যিতব্য যে ফ্রান্সীয়েরদের যে যুদ্ধ জাহাজ তটে ছিল তাহাদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজের যুদ্ধ হয় কিন্তু সে যুদ্ধেও পূর্ব যুদ্ধের ন্যায় জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। অ

পর ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা আপনাদের ছাউনি পরিত্যাগপূর্বক ১৭ আপ্রিল রণ ভূমিতে প্রস্তুত হইল তাহারদের প্রথম ইচ্ছা ছিল যে পরমার্কোইলহইতে বিপক্ষেরদের বেষ্টিতকারি সৈন্যে রদিগকে উঠাইয়া দেয় কিন্তু কারাকুলেতে পঁহুছিয়া তাহারা শু নিল যে পরমার্কোইল বিপক্ষেরদের হস্তগত হইয়াছে অতএব ২৪ তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বন্দিবাসের নিকট যে স্থানে ইহার বা ইশ বৎসর পূর্বে ঐ সর আইর কুট সাহেব ঐ জেনরল লালি সাহেবকে জয় করিয়াছিলেন সেই স্থানে তাঁহারা ছাউনি করিলেন কিন্তু তথায় জলাভাবপ্রযুক্ত তৎপর দিবস দুর্গের অন্যপার্শ্বে তাহারদের অবস্থিতি করিতে হইল সেই স্থানে শুনিলেন যে আরগিনামক স্থানেতে বিপক্ষেরদের যুদ্ধ দুবা সকল ন্যস্ত আছে অতএব সেই নগরের প্রতিকূলে যাত্রা করিলে হয় নগর হস্তগত হইবৈকনতুবা তন্নগর রক্ষার্থে হয়দরের আমারদের সহিত যো রতর যুদ্ধ করিতে হইবেক । কিন্তু হয়দর দুইদিনের মধ্যে বাইশ ক্রোশ চলিয়া সে স্থানে পঁহুছিয়া সেখানে আপন সৈন্যের গমনাগমনদ্বারা তিনি এমনত লক্ষণ দেখাইলেন যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত অল্প পাছে ইচ্ছিলেন ইত্যবকাশে টেপ্পুর প্রস্তুত সৈন্যেরা আসিয়া ঐ স্থানহইতে তা বৎ দুবালইয়া প্রস্থান করিল । অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সমজ্ঞ হইয়া যেমন অগুসর হইতে লাগিলেন তেমন হয়দর পশ্চাৎ ইচ্ছিতে লাগিলেন । পশ্চাৎ ঐ আরগি নগর তাঁহারা শূন্য পাইলেন এবং হয়দরের ছলের দ্বারা জেনরল সর আইর কুট সাহেবের এক দল সৈন্য বিনষ্ট হইলে তিনি ২০ তারিখে মাআজে ফিরিয়া আইলেন । পরে নিগাপটাম অধিকার করিবার নিমিত্ত ফ্রান্সী যেরা ও হয়দর যে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন সে মন্ত্রণা নিষ্ফল হইল বিশেষতঃ সেই মন্ত্রণা ইঙ্গলণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে জলপক্ষে তৃতীয়বার যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধদ্বারা বিফল হইল । উভয় পক্ষেরি জাহাজ জ্বর্ণ হওয়াতে উভয়ের কোন বন্দরে গিয়া জাহাজ মেরামত করিবার আবশ্যকতা হইল তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মা আজের প্রতি গমন করিলেন ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজপতি মুফিন

সহিব কদলুরে গমন করিলেন।' এই সুকিন্ সাহেব অতি আশ্চর্য্য বিজ্ঞ লোক প্রয়োজন হইলে ছুতার মিস্ত্রীর ন্যায় তিনি আপন হাতে জাহাজ মেরামত করিতেন। কদলুরে পঁছছিয়া কাণ্ডের অল্পতা হইলে তিনি ঘরের মধ্যে যেখানে কন্মোপযোগি কাড়ি কাঠপুত্ৰ ডি পাইলেন তাহা বাহির করিয়া আনিলেন যখন অন্য জাহাজ পতিরা তাঁহাকে কহিল যে তোমার জাহাজ সকল এমত জীর্ণ হইয়াছে যে মরিচ উপদ্বীপ অথবা অন্য কোন বন্দরে না গেলে উত্তম মেরামত হইবেক না তাহাতে তিনি কহিলেন যে তাবৎ সমুদ্রই আমার বন্দর। ১ আগস্তু তারিখে তিনি আপনার সমস্ত জাহাজ প্রস্তুত করিয়া পুনর্বার প্রস্থান করিলেন এবং মান্দ্রাজের বড় সাহেব ইহা শুনিয়া মাদ্রাজস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজপতিকে কহিলেন যে এক্ষণে তোমাকে জাহাজ লইয়া অবিলম্বে তাহার দের পশ্চাৎ যাইতে হয় তাহাতে আলস্যপ্রযুক্ত কি ইঙ্গ প্রযুক্তই বা ইউক কিম্বা অন্য কোন কারণ জন্য ই বা ইউক তিনি ২০ আগস্তুপর্য্যন্ত প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিলেন। পরে জাহাজ সমেত ত্রিঙ্গমালিতে গিয়া শুনিলেন যে তাহার আগমনের পূর্বে ফ্রান্সীয় জাহাজ সে স্থানে পঁছছিয়া তাহা অধিকার করিয়াছে ইহা শুনিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি বিবেচনা করিলেন যে আমি যদি এক্ষণে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারি তবে আমার এই অসম্মদ দূর হয় অতএব তিনি তাহাই স্থির করিলেন এবং তৎপর দিবসে অতিশয় প্রত্যাষে উভয় পক্ষীয় জাহাজ শ্রেণীবদ্ধ হইল।' এই শ্রেণীতে ফ্রান্সীয়েরদের বার ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এগার জাহাজ ছিল। অপরাহ্নে তৃতীয় প্রহরের সময় বৃদ্ধ আরম্মানন্তর এক প্রহরপর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া রাজি উপস্থিত হওয়াতে সুতরাং যুদ্ধ স্থগিত হইল তাহাতে কোনপক্ষে জয়াজয় কিছুই নিশ্চয় হইল না। এই যুদ্ধেতে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজপতি সুফরিন আপন লোকেরদের উপর এমত বিরক্ত হইলেন যে যুদ্ধের পর তাহারদের ছয় জনকে কর্ষাচ্যুত করিলেন।

অপর মাদ্রাজস্থ লোকেরদের বিভ্রাট দিনে ২ বৃদ্ধি হইতে
[১৯ অধ্যায়।]

[১৭৮২ সাল।]

ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধজাহাজ বোম্বে চলিয়া যায়। ২৬১

লাগিল ইয়দরের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিতে বড় সাহেবের ইচ্ছা ছিল কিন্তু জাহাজপতি সর এডার্ড হিউস সাহেব জাহাজ লইয়া সেখানে যাইতে কোন মতে সন্মত না হইয়া বরং কহিলেন যে শীঘ্র জাহাজ লইয়া আমি বোম্বে প্রত্যাগমন করিতেছি। মান্দাজের বড় সাহেব লর্ড মকার্টনি ঐ জাহাজপতিকে অতি বিনীতিপূর্ব্বক কহিলেন যে আপনারদের অতিনিকট জিহ্মমালি উত্তম বন্দরে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত আছে অল্প দিগে ইয়দর সৈন্য তাবৎ কংগট দেশ আচ্ছাদন করিয়াছেন অতএব এখানে যদি যুদ্ধজাহাজ না থাকে তবে এ স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নাম লুপ্ত হয়। আরো কহিলেন যে আহাৰ্য্যীয় দুবোর বিষয়ে আমারদের দূরবস্থা দেখুন জল পথবিনা ডক্ক দুব্য আহরণের উপায় নাই আমারদের ত্রিশ হাজার বস্তা শস্য ন্যস্ত আছে এবং তটস্থ জাহাজে আরো ত্রিশ হাজার বস্তা আছে তোমার যুদ্ধজাহাজের ব্যাপারে নৌকাসকল এমত বিবৃত যে তণ্ডুলাদি নামাইতে অবকাশ পাইলাম না এবং আমার মাসিক ব্যয় পঞ্চাশ হাজার বস্তা তণ্ডুলের ন্যূন নহে অতএব তুমি যদি যুদ্ধজাহাজ লইয়া চলিয়া যাও তবে আমারদের ডক্ক দুব্যাতা বে অবশ্য মরিতে হইবেক। এবং কহিলেন যে গত বৎসর এই রূপ ঝড়ের সময়ে জাহাজ লইয়া তুমি এই তটে ছিল, অতএব এইরূপে যাওনের আবশ্যক কি। কিন্তু এই সকল পরামর্শ তিনি হয় করিয়া ১৫ অক্টোবরে জাহাজের পালি তুলিয়া বোম্বে ফিরিয়া গেলেন তাহার চারি দিবস পরে ইঙ্গলণ্ডহইতে অপর এক যুদ্ধজাহাজ বহর পঁহুছে তন্মধ্যে তিন হাজার তিন শত চল্লিশ সৈন্য ছিল, কিন্তু জাহাজপতি পঁহুছিয়া শুনিলেন যে হিউস সাহেব জাহাজ লইয়া বোম্বে ফিরিয়া গিয়াছেন তখন ইহা শুনিয়া তিনি আপনার সকল জাহাজ লইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন।

ঐ সময় সবু আইর কুট সাহেব জীর্ণত্বপ্রযুক্ত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং জেনরল স্কুয়ার্ট সাহেব তাবৎ সৈন্যের অধিপতি হইয়া মাদ্রাজে শিবিরস্থাপনপূর্ব্বক [১১ অধ্যায়।] ২৮ [১৭৮২ সাল।]

অবস্থিতি করিলেন তৎকালে সৈন্যেরদের অত্যন্ত দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ছিল এবং তাহারদের ছয় মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল তথাপি মলয়বারতটে যে ইঙ্গলঞ্জয় সৈন্যেরা বোম্বেইতে আসিয়া হয়দরের দেশের উপর আক্রমণ করে তা হারদের সহায়তার নিমিত্ত মাদ্রাজহইতে চারি শত গোরা সিপাহী প্রেরিত হইল এবং উত্তর সরকার দেশের উপর ফ্রান্সীয়েরা দৌরাণ্ডা না করে এই নিমিত্তে সেখানেও তিন শত সৈন্য প্রেরিত হইল এবং নিগাপটামে পাঁচ শত সৈন্য প্রেরিত হয়। মাদ্রাজের দূরবস্থার বিষয় ফ্রান্সীয়েরা যদি কিছুমাত্র জানিতে পারিত তবে তাহারা যে কি করিত তাহা কথনামাধ্য কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহারা মাদ্রাজের কিছু সমাচার পায় নাই এবং জাহাজ ও তৈনাতী রাখে নাই ইহাতে উত্তর সরকার দেশহইতে মাদ্রাজে খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে প্রেরিত হইতে লাগিল ইতিমধ্যে এমনত এক ঘটনা উপস্থিত যে তাহাতে তাবৎ ভারতবর্ষের অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ হয়দরের পরলোক প্রাপ্তি হয়। যৌবনাবস্থাতে হয়দর আলী কেবল এক পেয়াদা হইয়া লেখাপড়াপর্যন্ত না জানিয়াও বয়োবৃদ্ধিক্রমে এক মহারাজ্য স্থাপন করেন এবং মুক্কেতে ও রাজকর্মেতে এমন নৈপুণ্য প্রকাশ করেন যে তত্ত্বল্য অপর ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে দৃষ্টপাণ্য। আশী বৎসর বয়স্ক হইয়া ১৭৮২ সালের দিসেম্বর মাসের প্রথমে তিনি চিতুর দুর্গে লোকান্তরগত হন। মৃত্যুকালে তাহার পুত্র টেপুসুলতান পশ্চিমে মলয়বার তটে কণল হয়রফ্টন সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

এই হয়রফ্টন সাহেব মে মাসের অবসানকালাবধি সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভপর্যন্ত কালিকতে থাকিয়া পরে পালাকোটানা মে এক মহাদুর্গের প্রতিকূলে চারি হাজার সৈন্য লইয়া গমন করিলেন তদ্দেশের পশ্চিম ও পূর্ব তটের মধ্যস্থ মহাপর্ষতশ্রেণীর প্রধান পথহইতে এই পালাকোটী কিশ্বিদূর। বঁলদের অভাব প্রযুক্ত কণল সাহেব আপনার বৃহৎ বৃহত্তোপের অর্দ্ধেকের অধিক নিক্ষেপ লইয়া যাইতে পারিলেন না। অপর তিনি দুই তিম দুর্গাধি

কীর করণদ্বারা পালাংগাছারির সম্মুখে অবস্থিতি করততিন দিনে
তে এই স্থান বেষ্টিত করিয়া অনুসন্ধানপূর্বক দেখিলেন যে বৃহৎ
তোপ বিস্তৃত। এই স্থান আয়ত্ত হইবে না অতএব যেপৰ্য্যন্ত এই
তোপ না পৌঁছে সেপৰ্য্যন্ত উদপেক্ষায় থাকিয়া তিনি ২২
সেপ্টেম্বরে অপানধর সৈন্যেরদিগকে কিছু পাছে হুঁচিয়া ছাউনি
করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে সেনাপতির উ
পর তাহারদের কর্তৃত্ব ছিল তিনি তাহারদিগকে শ্রেণীমত জড়ি
য়া যাইতে হুকুম না দিয়া কেবল সেই স্থানহইতে মুখ ফিরাই
য়া যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে তাবৎ খাদ্য দ্রব্য ও যু
দ্ধায়োজন তাহারদের পাছে পড়িল। পর্ত্তীয় এক অনুরক্ত
পথদিয়া তাহারা যেমন যাইতেছিল তেমনি তাহারা দেখিল
যে সকল সৈন্যই এই পথ উত্তীর্ণ হইয়া ভ্রবান্তরে পড়িল কেবল
খাদ্য দ্রব্য ও যুদ্ধায়োজন পশ্চাৎ আছে তখন বিপাকেরা আক্র
মণপূর্বক এসকল খাদ্য দ্রব্যাদি হস্তগত করে তৎপু যুক্ত ইঙ্গল
গুয়েরদের অতিশীঘ্র কালিকতপৰ্য্যন্ত ফিরিয়া যাইতে হইল।
ইতিমধ্যে তাহারা শুনিলেন যে টেপুসুলতান বিশ হাজার
সৈন্য লইয়া তাহারদের পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন। তৎ
পর দিবসপ্রত্যয়ে টেপুর অগ্নুগামি সৈন্যেরা তাহারদের উপর
অবিরত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল এই প্রযুক্ত কেবল যুদ্ধেতে
সমস্ত দিন রূপণ হইল অবশেষে রাত্রিকালে ইঙ্গলগুয় সৈ
ন্যেরা পান্যানী নামে অতি দূস্তর নদী তীরে পৌঁছিয়া দুই ঘণ্টা
পর্য্যন্ত অন্বেষণের পর তাহার এক স্থানে চড়ার স্বস্থান পাই
ল কিন্তু সেইস্থানেও তাহারদের খুতনিপৰ্য্যন্ত জল হইল তথা
পি তাহারা সেই রাত্রিতে এই চড়া পার হয়। টেপুসুলতান
নদী দূস্তর জানি করিয়া ভাবিলেন যে ইঙ্গলগুয়েরা কদাচ পার
হইতে পারিবে না অতএব কল্যা অনায়াসে আক্রমণ করিব এই
প্ৰত্যাশায় সে রাত্রিতে তাদৃক মনোযোগ করিলেন না কিন্তু তৎ
পর দিবসপ্রাতঃকালে আসিয়া যখন দেখিলেন যে তাহারা রা
ত্রিযোগেই পার হইয়া পান্যানী নগরের মধ্যে প্রবেশ করি
য়াছে তখন তিনি অবিলম্বে সেই নগর বেষ্টিত করিলেন এবং

২৮ নবেম্বরের অতিশয় প্রত্যুষে ইঙ্গলণ্ডিয়েরা আশানারদের সৈন্য শ্রেণীবদ্ধপূর্বক অবস্থান করিতেছেন ইতিমধ্যে মালি হঠাৎ আসিয়া তাহারদের উপর আক্রমণ করত কতক সিপাহীরা দগ কে নিরাকরণপূর্বক ইঙ্গলণ্ডিয়েরদের তোপ হস্তগত করিলেন । কিন্তু বাদশাহের ৪২ রেজিমেন্ট আপনারদের সজ্জিন চড়াইয়া টেপুর উপর এমত আক্রমণ করিল যে তাঁহার সৈন্যেরা সকলে গোলামাণে পড়িয়া গেল । টেপু আক্রমণ করণ বিষয়ে পুনর্বার উদ্যোগ করিলেন ইতিমধ্যে সমাচার পৌঁছিল যে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে অতএব তিনি তাবৎ সৈন্যকে আপন পশ্চাৎ আশিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি কতক অধিকারত সৈন্য লইয়া অতি শীঘ্র সে স্থানহইতে রাজধানীপর্য্যন্ত প্রস্থান করিলেন ।

যখন ইয়দরের মৃত্যু সম্বাদ মাদ্রাজের বড় সাহেব লর্ড মকার্টনি সাহেবের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি ইয়দরের সৈন্যের উপর চড়াই করিতে অতিশয় মনোযোগী হইলেন যেহেতুক তিনি নিশ্চয় জানিলেন যে ভারতবর্ষস্থ সৈন্যেরদের অধিপতি যখন মরেন তখন বিষয়সকল গোলমাল হয় । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জেনরল স্টুয়ার্ট সাহেব তাবৎ সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি এমন এক গুঁড়ি যে লর্ড মকার্টনির তাবৎ পরামর্শ হেয়জ্ঞান করিয়া গমনে গতিক্রিয়া করিলেন তাহাতে ঐ সুযোগ বৃথা গেল । ইতিমধ্যে টেপু দেখিলেন শলা করিবার অবকাশ নাই অতএব তিনি কোলারে অতিবেগে পৌঁছিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করণান্তর পুনর্বার সৈন্য আগমন করিয়া দিসেম্বর মাসের অবসানকালে তথায় পৌঁছিলেন । তাঁহার পিতার প্রধান সেনাপতি কৌশলক্রমে কতক কালপর্য্যন্ত ইয়দরের মৃত্যু সম্বাদ গোপনে রাখিয়া টেপুর আগমনপর্য্যন্ত তাবৎ সৈন্যকে বশীভূত ও সুস্থির রাখিলেন । টেপু সেখানে পৌঁছিয়া সৈন্যেরদের বাকী বেতন সকল দিলেন এবং তাহারদের তৃষ্ণাজনক কতক নিয়ম করিয়া আপনি পিতৃ সিংহাসনোপবেশিত হইলেন । অপর ফাল্গুনের দেহ নয় শত গোরা আড়াই শত কাফিরি দুই হাজার সিপাহী বাইশটা টেপু আনিয়া টেপুর সহিত মিলিল তৎকালে তা

৪৭ কর্ণাট দেশের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দুই হাজার নয় শত পঁয়তাল্লিশ এবং ইউরোপীয় ও এতদেশীয় ১১৫৪৫ জন সৈন্য ছিল।

৪ জানুআরি তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যুদ্ধার্থে সমাজ হইয়া ৫ কৈকুআরিতে যাত্রা করিল ৮ তারিখে বান্দিবালে পঁহুঁছিয়া সেই স্থানে টেপুর সৈন্য দৃষ্ট হইল ১৩ তারিখে জেনরল সাহেব যুদ্ধ প্রস্তুত করিলে বিপক্ষেরা ঐ দিবসে নন্দীপার হইয়া প্রস্থান করিল। জেনরল কুআর্ট সাহেব দেখিলেন যে বান্দিবাস ও কারাঙ্গোলি এই দুই দুর্গ রক্ষা করা ভার অতএব তিনি ঐ দুর্গদ্বয় সমভূমি করিয়া বেলুরে যাত্রা করিলেন এবং শুধায় পঁহুঁছিয়া শুনিলেন যে টেপু কর্ণাট দেশ হইতে তাবৎ সৈন্য উঠাইয়া পশ্চিম তটে গমন করিয়াছেন অতএব তিনিও তাঁ হারদের পশ্চাৎ গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন। টেপুর ঐ স্থানে গমনের দুই অভিপ্রায় প্রথমতঃ স্বীয়াধিকারে আপনাকে দৃঢ়করণ নিমিত্ত দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম তটে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেরূপ আক্রমণ করিতেছিলেন তন্নিবারার্থ। যখন টেপু পান্যানী স্থানে পিতার মৃত্যুসমাচার পাইয়া বেলুরে আগত হইলেন তখন তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা সময় পাইয়া আক্রমণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল অতএব দিসেম্বর মাসের প্রথমে তা হারদের এই রূপ যাত্রা সিপাহীরা স্থলপথে ইউরোপীয় সৈন্যেরা স্থলপথে পান্যানী হইতে দেড় শতক্রোশ উত্তর মেরজী নামক স্থানের প্রতি গমন করিলেন। জানুআরি মাসে জেনরল মাথিউস সাহেব সৈন্য মেরজী স্থানে আগমন করিয়া তত্রস্থ তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যকে স্বীয় পতাকার ব্যাপ্য করিলেন। অপর তিনি অনেক ও তাহার নিকটবর্তী কতক অপ্রয়োজনক স্থান আয়ত্ত করিলেন এবং জানুআরি মাসের ১৫ তারিখে বারহাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও তিন চারি হাজার এতদেশীয় সৈন্য তোপসমেত পর্য্যন্তীয় হুসেনগিরি নামক পথের প্রতিকূলে গমন করিল। ঐ পথ সপ্তসপ্তাঙ্গুতি আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ এবং তাহার উভয়পার্শ্ব টেপু তোপদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া

ছিলেন। জেনরল মাথিউস সাহেব কেবল সঙ্গীনেরা পথ মুক্ত করত পথের শৃঙ্গপথ্যন্ত পৌঁছছিলেন সেই জঙ্গের উপর এমত সুদূর এক দুর্গ ছিল যে সেই দুর্গ অজেয় ইহা সকলেরি বোধ ইহল কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা অন্বেষণ করত এমত এক পথ প্রাপ্ত হয় যে তাহাতে ঘুরিয়া গেলে ঐ দুর্গ পশ্চাৎ করা ফা অতএব তল্লা রা গমন করত সে দুর্গও তিনি অতি শীঘ্র আয়ত্ত করিলেন। তৎ পর দিবসে তাঁহার বেদনুরের প্রতিকূলে গমন করিলেন ঐ বেদ নুর মহীশূর রাজ্যের সর্বাধিপক্ষা উত্তম প্রদেশের রাজধানী। গ মন কালে তাঁহারদের কেবল ছয়বার তোপ ছাড়িবার উপযুক্ত বাকুদ ছিল কিন্তু পশ্চিমধ্যে এক জন সৈন্য আসিয়া কহিল যে অত্যাচার যদি না করেন তবে বেদনুরের কিল্লাদার সেই গ ও তক্ষুর্দিকস্থ প্রদেশ আপনাদিগকে সমর্পণ করেন পরে তা হাই ইইল এবং আনানপুর ও মঙ্গলুর ও অন্য কতক ক্ষুদ্র কিল্লা ব্যতিরেকে অন্য সমস্তই ইঙ্গলগুয়েরদের হস্তে সমর্পিত ইইল। কালক্রমে ঐ সকল দুর্গও ইঙ্গলগুয়েরদের হাতে পড়িল। অপর মঙ্গলুর অধিকার করণানন্তর জেনরল মাথিউস সাহেব আসিয়া দেখিলেন যে বেদনুরের মধ্যে গোলমাল ও বিরোধ উপস্থিত ই ইরাছে যেহেতুক মণিমুক্তাবিনা আশী লক্ষ টাকা নগত সেখানে পাওয়া যায় সৈন্যেরা সে সকল টাকা আপনারদের মধ্যে অংশ করিয়া লইতে ধাগু ছিল। কিন্তু তাহা জেনরল সাহেব তাহা রদিগকে ব্লশ করিতেও দিলেন না তাহাতে তিন জন সেনাপতি সাহেব বিশেষতঃ কর্ণল মাকলোড ও মের্সেই সা ও কর্ণেল হামরু ষ্টন সাহেব বিরক্ত হইয়া বোম্বে গিয়া সেখানকার বড় সা হেব ও কোম্পানী সাহেবেরদের নিকট নালিশ করিলেন এবং জেনরল সাহেবের উপর এমত দোষার্পণ ও অত্যাচার করেন যে বোম্বের বড় সাহেব তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিয়া কর্ণল মাক লোড সাহেবকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু জেনরল মাথি উস সাহেব আপনার এই সকল কলঙ্ক দূর করিতে অবকাশ পা ইলেন না যেহেতুক পশ্চিমধ্যেই তিনি লোকান্তরগত হইলেন।

কর্ণল মাকলোড সাহেব এতদ্রূপে প্রধান পদমতিষিক্ত হই

যা রেঞ্জুর নামে এক ক্ষুদ্র জাহাজ আরোহণপূর্বক বেদনূরেই প্রতিপন্ন করিলেন পথের মধ্যে গেরিয়ায় নিকট মহারাজ্জীরদের পাঁচ জাহাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তৎকালে মহারাজ্জীরদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়দের সন্ধিপত্র হইয়াছিল কিন্তু জাহাজপতি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না এবং কর্নল মাকলোড সাহেবও তাঁহারদিগকে এ বিষয় কিছু না জানাইয়া উদ্বুদ্ধতা করত তাঁহারদের উপর চড়াউ করিলেন তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র জাহাজে যত লোক ছিল প্রত্যেক জন হঁত বা আঘাতী হইল এবং ঐ তিন জন সেনাপতির মধ্যে মেজর সা সাহেব পঞ্চত্ব পাইলেন এবং কর্নল মাকলোড ও কর্নল ইঙ্গর ফৌন সাহেব আঘাতী হইলেন। অপর গেরিয়াতে নামিয়া কর্নল হম্বরফোন সাহেবের মৃত্যু হইল তাঁহার বিষয়ে সকলেই অতিশয় খেদ করিলেন যেহেতুক তিনি কেবল আটাইশ বৎসরবয়স্ক হইয়া অতিশয় গুণাকর ও প্রচীন বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহার সাহস ছিল। অপর বেদনূরে যে ব্রাণ্ডার হয় তাহা প্রস্তুত। বিশেষতঃ বাদশাহের ৪২ রেজিমেন্ট বেদনূরহইতে তত্ক্ষণাত্ দূর্গ আয়ত্ত করিতে প্রেরিত হয় এবং অন্য সৈন্যরাও বেদনূরের কোষ এক স্থানে একত্রীভূত না হইয়া দেশের নানা নগর ও গ্রাম দূর্গ ও নানা গ্রামে পৃথক ছিল ইতিমধ্যে ইচ্ছা ২ অপ্রিলে এক দল মহা সৈন্যসমেত টেপু বেদনূরের সম্মুখে আসিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন। পরে অতিশীঘ্র তিনি বেদনূর নগর আয়ত্ত করিয়া তত্রত্য দূর্গের উপর চড়াউ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপন অনেক সৈন্য ইতস্ততঃ প্রেরণ করিয়া তত্ক্ষণাত্ দেশ পুনর্বার অধিকার করিলেন তাহাতে বেদনূরস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যরা একেবারে ভরসা হীন হইল। অপর টেপু তাহারদের নিকট দূর্গ সমর্পণ বিষয়ক প্রসঙ্গ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে দূর্গ আমাকে সমর্পণ করিলে আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করিব না তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহাকে কিল্লা সমর্পণ করিলেন কিন্তু টেপু কিল্লা হস্তগত করিয়া

মাত্র তাঁহারদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া শান্তি হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক কয়েদ রাখিলেন।

এতদ্রূপে টেপু বেদনূর অধিকার করিয়া সৈন্য মঙ্গলুরে গমন করিলেন সে স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অবশিষ্ট সৈন্যেরা ছিল এবং তাঁহারদের সমভিব্যাহারে অত্যন্ত খাদ্য দ্রব্য ছিল। এই মঙ্গলুর কান্নাড়া দেশের প্রধান বন্দর হয়দর ও টেপু এই স্থান অতি আবশ্যক জ্ঞান করিতেন। অপর নানা ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর ২৩ মে তারিখে হয়দরের সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাহু সৈন্যেরদিগকে নগরের মধ্যে দূরীকরণপূর্ব্বক নগর বেষ্টিত করিলেন অপর টেপুসুলতান এই মঙ্গলুর স্থান অবরোধপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করুন। মান্দ্রাজে উপস্থিত কার্যের উপর এইরূপে আমরা দৃষ্টিপাত করি। জেনরল কুআর্ট সাহেব এতদ্রূপে টেপুসুলতানের পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার সম্বাদ অবগত হইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগত হইলেন তৎসময়ে মান্দ্রাজের গবর্নর ও কৌন্সেলী সাহেবেরা বেদনূর নগর টেপুর আক্রমণকরণ নিবারণাভিপ্রায়ে তাহার পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকস্থ সীমায় দেশের উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে তাঁহারা শুনিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা কদরুল স্থানে জাহাজহইতে কতক সৈন্য অবতরণ করাইয়াছিলেন এবং এই স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে হস্তগত হয় ইহা অতি আবশ্যক বোধ করিয়া জেনরল কুআর্ট সাহেবকে তথায় সৈন্য ন্যায় গমন করিতে অত্যন্ত ত্বর করিলেন কিন্তু এই সাহেবের পূর্ব্ববৎ তাঁহারদের ইচ্ছা সিদ্ধ না করিয়া নানাবিধ বাধা জন্মাইলেন এবং মিথ্যা আপত্তিদ্বারা টালমটাল করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত বৃথা ক্রোশ করিলেন। মান্দ্রাজহইতে কদরুল স্থান কেবল পঞ্চাশ ক্রোশ দূর এবং তাহাতেও বারদিনে যাত্রা সম্ভব হয় কিন্তু জেনরল সাহেব উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াও চল্লিশ দিনের ন্যূনে তথায় পহুছিলেন না। অপর অতিবিলম্বে ৭ জুন তারিখে সেই স্থানে পহুছিয়া তিন বার তাহার উপর আক্রমণ করেন এই আক্রমণ যদি এক কালীন হইত তবে তাহার দাফল্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত কিন্তু অবিরত তাহা না হওয়াতে

ইঙ্গলণ্ডীয়েরা জাতিত হইয়া তাঁহারদের ৬২ জন সেনাপতি এবং ১২০ জন ইউরোপীয় সৈন্য তথ্যধ্যে কেহ হত কেহ আঘাত হইল এবং ফ্রান্সীয় সেনাপতি অতিবাঁদ্ধক্য ও পীড়িত হইয়া যুদ্ধ প্রযুক্ত যদি জীর্ণ না হইতেন তবে অনুমান হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তাবৎ সৈন্য তৎসময়েই বিনষ্ট হইত । কিন্তু কাল পরে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ যাহাজের যুদ্ধ হয় তাহাতে কোন পক্ষে জয় পরাজয় নিশ্চয় হইল না তথাপি ফ্রান্সীয় জাহাজপতি অনন্তর কদলুর স্থানে গমন করিয়া স্বীয় সৈন্য তন্নগরের মধ্যে স্থাপন করিলেন এতদ্রূপ সাহায্যপ্রাপ্তিপূর্বক ২৫ জুন তারিখে তাহারানগরের বহির্ভূত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করে পরন্তু তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্তৃক তাড়িত হয় অপর ৪ জুলাই তারিখে পুনর্বার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরপুতি অক্রমণকরণার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধের দ্বারা এবং পীড়াতে ও পরিশ্রমেতে এমত নানসংখ্যক হইয়াছিল যে ফ্রান্সীয়েরা যদি তৎসময়ে তাঁহারদের পুতি আক্রমণ করিত তবে আশু সফল হইত । এমত দুরবস্থা সময়ে ইউরোপে ফ্রান্সীয়েরদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সন্ধি হয় এই সম্বাদ কদলুর স্থানে পৌঁছনেতে তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষের বৈপরীত্য একেবারে শান্তি হইল । তৎপরে ফ্রান্সীয় সৈন্যাধ্যক্ষ টেমুসুলতানের নিকটে লিপিদ্বারা কহিলেন যে এইক্ষণে আমারদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি হইয়াছে অতএব আপনিও তাঁহারদের সঙ্গে সন্ধি করুন এই প্রসঙ্গে তিনি প্রতিপাত করিয়া মান্য করে দুই জন উকীল প্রেরণ করিলেন এবং তাহারদের কথোপকথনেতে দৃষ্ট হইল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের আয়ত্ত দেশ সকল ফিরিয়া দিলে টেমুসুলতানও স্বয়ং যে সকল দেশ অধীন করিয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া দিলে সন্ধি হয় । এই সন্ধির অনুষ্ঠান নিম্নলিখিত নাইওনার্থ টেমুসুলতানের উকীলের সহিত তাঁহার নিকট ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তিন জন কমিস্যনর সাহেব প্রেরিত হন ।

ইতিমধ্যে মঙ্গলুরে টেমুসুলতানকর্তৃক বেষ্টিত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের ক্লেশোপশমনার্থ কর্নল ফলটন সাহেবের অধীনে

দক্ষিণ প্রদেশে যে সকল সৈন্য ছিল তাহা লইয়া মুহীশূরের
সীমাপর্য্যন্ত গমন করিতে আজ্ঞা হয় কিন্তু এই অতিকীর সে
সীমাপতির বিবিধ জয়ের বিবরণ প্রস্তাব করণের পূর্বে তাহারদের
ইহা লিখিতব্য যে সন্ন্যাসীরা আইর কুট সাহেব মাস্ত্রাজের সৈন্য
থাক্তা পদ ত্যাগ করিলে জেনরল ফুআর্ট সাদ্ধর তৎকর্ত্তে নি
যুক্ত হইলেন কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তিনি গবর্নমেন্টের অবাধ্য হই
লেন এবং যে বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচারী
হইতে পারিলেন না তৎদ্বিষয়ে গোপনে তিনি সকল উদ্যোগ
ব্যর্থ করিতে নিশ্চয় করিলেন অতএব সৈন্যথাক্তাপদে থাকিলে
আপদব্যতিরেকে অন্য কিছু ঘটবে না ইহা নিশ্চয় জানিয়া মা
স্ত্রাজের বড় সাহেব তাঁহাকে ধৃত করিয়া ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রেরণ
করিলেন।

অপর কর্নল ফলর্টন সাহেব প্রথমে তঞ্জাবুর ও তিচিনা
পঞ্জী ও তিনিবিল্লি স্থানহইতে সৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া, লোকের
দিগকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন ১৭৮৩ সালের ২৫ মে
তারিখে তিনি দিদ্দিগলহইতে দারাপুরাম স্থানপর্য্যন্ত যাত্রা ক
রত ১ জুন তারিখে ঐ স্থান হস্তগত করিলেন কিন্তু যেমন তিনি
অগুনগর হইতে প্রস্থত হইলেন তেমন টেপুসুলতানের সহিত
লঙ্কিহওনের সম্ভাবনায় তাঁহার গমনের অবরোধ করিতে আ
জ্ঞা হইল। এই আজ্ঞা জেনরল ফুআর্ট সাহেব মাস্ত্রাজের বড়
সাহেবকে কিছু মাত্র অবগত না করাইয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ
করিয়া ছিলেন অতএব কর্নল ফলর্টন সাহেব এতদ্ভিন্ন অন্য
কর্ত্ত হইয়া মাধুরের ও তিনিবিল্লী এই দুই প্রদেশের শাসনের
পারিপাট্যে মনোযোগ করিলেন যেহেতুক ঐ দুই প্রদেশে নব
বের ও কোম্পানির সমকালীন সমান শাসন থাকাত্তে তাহা
প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল কিন্তু আগন্তু মাসে দক্ষিণ দিক্স্থ পালিগা
রেরদিগকে দমন করণান্তর তিনি নূতন সৈন্যোত্তে সুসজ্জিত হই
য়া মুহীশূরের সীমাপর্য্যন্ত অগুনগর হইলেন তৎসময়েও তাঁ
হাকে এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল যে টেপুসুলতানের সহিত ল
ঙ্কিহওনে উদ্যোগ হইতেছে তাহাতে কি হয় ইহা না জানিয়া ক

দাচ যুদ্ধ করিবার না। অপর ১৮ অক্টোবরে তাঁহারদের আহা-
রীয় দুর্গ প্রায় শেষ হইলে মঙ্গলুরের প্রতিকূলে টেপুসুলতান যে
পুনর্বার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়নছেন তদ্বারা ফলটন সাহে-
বের নিকটে পহঁছিলে তিনি যুদ্ধে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া মহেশ্বর
রাজ্যের রাজ্যনিপর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সক্ষম করিলেন কিন্তু
এই মহোদ্যোগে নিবিষ্ট হওনের পূর্বে পশ্চিমধ্যে আপনাদের
খাদ্য দুব্যসকল নাস্তকরণার্থ অথবা পরাজিত হইলে তাহাতে আ-
শ্রয়করণার্থ তাঁহার কোন এক দুর্গ প্রাপণের আশঙ্ক্যক হইল এই
প্রযুক্ত ভারতবর্ষে সর্বাঙ্গের দুরাক্রমণীয় পালাকাছাড়ির দুর্গ
আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ৪ নবেম্বরে সেই স্থান
বেস্টন করিয়া ১৩ তারিখে তাহা আয়ত্ত করেন ঐ মাসের
২৬ তারিখে তিনি সৈন্য যাত্রাকরণপূর্ব্বক কৈশ্বতুর স্থান
আক্রমণ করেন। এই সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন হইলে শ্রীরাম
পটম জয় হইয়াছে এবং টেপুসুলতানের রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে
এমত বোধ করিলেন এবং যজ্ঞে ইহার পূর্বে সকল বিষয়ে
ইঙ্গলণ্ডীয়ের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান হইয়াছিল তজ্জগে এইরূপে তাঁহার
দের তাবদ্বিষয়ে শুভ বোধ হইল। যেহেতুক পশ্চিম দেশে কর্ণল
মাকলোড সাহেবের অধীনে যে সকল সৈন্য এবং দক্ষিণ দিগে
কর্ণল ফলটন সাহেবের অধীনে যে সৈন্য ছিল এই উভয়ের
মধ্যবর্ত্তি পথ একেবারে মুক্ত হইল এবং উক্ত দিগে ইঙ্গলণ্ডীয়
দের সৈন্যসকল কদাচিৎ স্থানে অনবরত যুদ্ধ করিতে লাগিল
ও পশ্চিম প্রদেশে ক্ষুদ্র রাজ্যসকল টেপুসুলতানের বিরুদ্ধাচরণ
করিতে প্রস্তুত ছিল এবং মহেশ্বরনিবাসি ব্রাহ্মণেরা ইঙ্গলণ্ডীয়
দের পরুপাতী হইতে উদ্যত ওৎসময়ে টেপুও স্বয়ং মঙ্গলুর
স্থান রেফ্টন করিতে ব্যস্ত ছিলেন এই নানাবিধ মঙ্গল্য কারণ
দৃষ্টে কর্ণল ফলটন সাহেব শ্রীরামপটম রাজধানী অধিকার করি-
তে অত্যন্ত ত্বরসায়ুক্ত হইলেন। কিন্তু এই অত্যন্ত শুভাবহ কালে
টেপুসুলতানের সহিত সন্ধিকরণ কার্যে নিযুক্ত কমিস্যনর
সাহেবেরা তাঁহাকে স্তব্ধ হইতে এবং তিনি যে সকল দুর্গ
আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু যেমন তিনি সেই সকল স্থান হইতে হটিতে লাগিলেন তে
মনি ঐ কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে পুনর্যুক্ত করিতে কিছুমাত্র
ইলেন । এই সকল বিপরীতাজ্ঞার কারণ এইরূপে আমাদের
বাক্য করিতে হইবে ।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যাঁহারদিগকে টেপুসুলতানের সহিত সন্ধি
করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করি
রামাত্র যৈ মঙ্গলুর স্থান বহুকালাবধি টেপুসুলতান বেষ্টিন করি
য়া আক্রমণ করিতে পারেন নাই ঐ স্থান আপন হস্তে সমর্পণ করি
ত তিনি তাঁহারদিগকে আজ্ঞা দিলেন । অপর দেশের মধ্যে
যাত্রা করত তাঁহারদের অত্যন্তাপমান হইল এবং তাঁহারা যখন
এতদ্বিষয়ে বিরাগ ব্যক্ত করিলেন তখন তাঁহারদিগকে এই
মাত্র উত্তর প্রদান হইল যে তোমাদের এই সন্ধিসূচক বর্ষে
প্রবৃত্ত হওনের পর কর্ণল ফলটন সাহেব খামকা পালাকাছাড়ি
ও কৈয়তুর স্থান আক্রমণ করিয়াছেন । ইহা শ্রবণমাত্র তাঁ
হার তৎক্ষণাৎ কর্ণল ফলটন সাহেবের নিকটে ইহা লিখিয়া
পাঠাইলেন যে আমরা এই কর্মে প্রবৃত্ত হওনের পর তুমি যে
সকল স্থান আয়ত্ত করিয়াছ সেসকল ফিরিয়া দিবা । কিন্তু
কাল গতে তাঁহারা মঙ্গলুরের সম্মুখে টেপুসুলতানের ছাউনিতে
পহুছিলেন । ঐ স্থান আয়ত্তকরণের উদ্যোগে টেপুর প্রায় এক
বৎসর মিথ্যা ক্লেপণ হইয়া ছিল এবং তদ্যুদ্যে তাঁহার সৈন্যের
অধিকাংশ মারা পড়িয়া ছিল । অতএব অত্যন্ত অস্বরণীয় তদ্য
কের বিবরণ এইরূপে আমাদের লিখনের আবশ্যক ।

ঐ মঙ্গলুর স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে ৬২৬ জন ইউরোপীয়
ও ২৮৫০ এতদেশীয় সৈন্য ছিল । অপর মে মাসে টেপুসুলতান
৬০০০০ হাজার অশ্বারুঢ় ও ৩০০০০ হাজার পদাতিক এবং
৬০০ ফ্রান্সীয় সৈন্য লইয়া সেই স্থান বেষ্টিন করত তিনমাসপর্যন্ত
বিবিধ প্রকারে আক্রমণ করেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের
অলঙ্ঘ্যাব্যাপ্ত্যুক্ত তাঁহার সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হইল । অপর
আগন্ত মাসে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সন্ধি হইয়াছে

এই সময়ে তথায় পহুঁছে তাহাতে ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদেরও তৎক্ষণাৎ টেপুসুলতানকে ত্যাগ করিতে হইল এবং টেপুসুলতানের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সন্ধি হয় এতদ্বিষয়ে ফ্রান্সীয় সৈন্য প্রাক্ক সচেষ্ট হইলেন যদ্যপিও তিনি শলার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ও পি যুদ্ধ কিছু নিবৃত্তি করিলেন না। অপর ২ আগস্টে অনেক নিখন পঠনের পর উভয় দিগে যুদ্ধ যে স্থগিত হয় এমত স্থির হইল ঐ যুদ্ধ স্থগিতসময়ে এই এক নিয়ম হইয়াছিল যে টেপুসুলতানের ছাউনিতে যে হারেতে ভক্ষণীয় দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে সেই হারানুসারে প্রতি সপ্তাহে তিন বার ঐ শহরস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে আহাতি দ্রব্য যোগান ইবে কিন্তু ঐ নিয়ম তাহারা প্রতিপালন না করিয়া উত্তরোত্তর ভক্ষ্য দ্রব্যের মূল্যের বৃদ্ধি করিতে লাগিল তাহাতে পরিশেষে এক মুরগি ১২ টাকায় এবং অন্য ২ দ্রব্যও তদনুরূপ বহুমূল্যে বিক্রয় হয় কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহারা খাদ্য দ্রব্য একেবারে যোগান রহিত করিল এবং ঐ দুর্ভাগা ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের অস্থ মণ্ডুক সর্প চিল ইন্দুর এবং শবভক্ষক শৃগাল মাংসের দ্বারা প্রাণধারণের আবশ্যক হইল । ২২ নবেম্বর পর্যন্ত তাহারা এই অবিশ্রাম্য দুঃখ ভাজন হইল । পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে যুদ্ধ জাহাজ বহরে জেনরল মাকলোড সাহেব এবং বহু সৈন্য ও অশ্বারুঢ় ছিলেন তাহা ঐ নৌকেরদের দৃষ্টি গোচর হইল কিন্তু ঐ জেনরল সাহেব স্বদেশস্থ বীর্যবন্ত অত্যন্ত আপদ্রুত যোদ্ধারদিগকে কিছু মাত্র ভক্ষ্য দ্রব্য না দিয়া টেপুসুলতান এক মাসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য যে সেই কিল্লাতে প্রেরণ করেন এতদ্বিষয়ে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন কিন্তু এমত কুসিত ভক্ষ্য দ্রব্য টেপুসুলতান তাহারদের নিকটে পাঠাইলেন যে তাহা কুস্করেরও ভক্ষণায় নহে এমত নিরর্থক নিয়ম করিয়া ১ দিসেম্বরে জেনরল সাহেব চলিয়া গেলেন এতদ্দ্বিষ্টে যে মহাবীর কামেল এতৎকালপর্যন্ত ঐ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি দেখিলেন যে তাহা আর রক্ষা করা ভক্ষ্য যেহেতুক এ তদ্বৈশীয়া সিপাহী এবং ইউরোপীয়েরাও পল্যয়ন করিতে উ

[১৯ অধ্যায়।]

[১৭৫৩ সাল।]

দাত সৈন্যেরদের মধ্যে তিন অংশের দুই অংশ পীড়িত এবং
মিষ্টিফাংশ অস্ত্রধারণে অক্ষম। প্রতিদিন ১২ অথবা ১৫ ক্রপ করি
য়া মারা পড়িতেছে তথাপি ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই দুর্গ স্বহস্তে
ত রাখিলেন। পরে টেপু মুলতানকে কহিলেন যে তাহাতে আমার
দৈর কিছু মাত্র কলঙ্ক না জন্মে এমনত নিয়ম যদি কও তবে তোমার
হস্তে কিল্লা সমর্পণ করি। যে মহা সৈন্য লইয়া টেপু মুলতান তন্ন
গর বেটন কল্লুরন তদঙ্কের অধিক সৈন্য মারা পড়িয়াছিল অত
এব এমনত সংহারক যুদ্ধের কোনরূপে যে শেষ হয় তাহাতে অ
ত্যন্ত ব্যগু হইয়া তিনি ইঙ্গলগুয়েরদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের যে স
ত্র চিহ্ন তাহা লইয়া ঐ নগরহইতে নির্গমনপূর্বক তেলিচেরি
যত গমন করিতে অনুমতি দিলেন।

ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরে অতি মৌ ভাগ্যক্রমে কমিস্যনর সা
হেবেরা টেপু মুলতানের সহিত সন্ধি করেনে অপর ১৭৮৪ সালে
ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয় এবং তাহাতে টেপু মুলতান ও ইঙ্ক
লগুয়েরা স্বয়ং আক্রান্ত স্থান যে পরস্পর ফিরিয়া দেন এই নিয়ম
লিখিত ছিল। অপিচ এইরূপে ইঙ্গলগুয়েরা ভারতবর্ষে আগ
মনাবধি সর্বাধিকার লেশজনক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তা
হা সম্মত হইল।

[১১ প্যায়।]

[১৭৮৪ সাল।]

